Dhaka University Institutional Repository

উমাইয়্যা আমলের 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্য : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

(`Naqa`id' literature in Umayyad Period : Nature & Characteristics)

আরবী বিষয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম

অধ্যাপক

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

গবেষক

হেলাল উদ্দিন

এম.ফিল গবেষক

রেজি: নম্বর- ১১৮/২০১৬-২০১৭

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

ফেব্রুয়ারি-২০২২ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

উমাইয়্যা আমলের 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্য : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

(`Naqa`id' literature in Umayyad Period : Nature & Characteristics)

আরবী বিষয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম

অধ্যাপক

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ

গবেষক

হেলাল উদ্দিন

এম.ফিল গবেষক

রেজিঃ নম্বর- ১১৮/২০১৬-২০১৭

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

গত ২৮ জুলাই, ২০১৯ খ্রি. তারিখে পরলোকগত আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম মাওলানা মোহাম্মদ ইমান আলী-এর উদ্দেশ্যে

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

(Declaration)

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"উমাইয়্যা আমলের 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্য : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (`Naqa`id' literature in Umayyad Period : Nature & Characteristics)"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম। আমি এ অভিসন্দর্ভটির পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি।

হেলাল উদ্দিন
এম.ফিল গবেষক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ : ১১৮/২০১৬-২০১৭
যোগদান : ২০-০৮-২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগ-এর অধীনে এম.ফিল গবেষক হেলাল উদ্দিন (রেজিঃ নম্বর-১১৮, শিক্ষাবর্ষ ২০১৬-২০১৭) কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত **"উমাইয়্যা আমলের 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্য : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (`Naqa`id' literature in Umayyad Period : Nature & Characteristics)"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শক্রমে রচিত হয়েছে। এটি গবেষকের নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, ইতঃপূর্বে বাংলা ভাষায় এ শিরোনামে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি আদ্যন্ত পাঠ করে এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে অনুমোদন করছি।

(ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম)
অধ্যাপক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

তারিখ

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

الحمد لله رب العلمين. و الصلواة و السلام علي سيد الأنبياء و المرسلين و خاتم النبيين وعلى آله و أصحابه أجمعين.

প্রথমেই বিশ্বজগতের অধিপতি মহান আল্লাহকে স্মরণ করছি এবং তাঁর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করছি। তিনিই আমাকে এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের তাওফিক দান করেছেন। দরুদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, কলা অনুষদ ও আরবী বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে, যাদের মেহনতের কারণে আমি এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনের সুযোগ লাভ করেছি।

কৃতজ্ঞতা জানাই আমার এই গবেষণাকর্মের সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সুযোগ্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম-এর প্রতি। যার অক্লান্ত পরিশ্রম, সঠিক তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায় এ গবেষণাকর্ম সম্পাদন সম্ভবপর হয়েছে। তিনি আমার এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির প্রতিটা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ, শিরোনাম, পৃষ্ঠা ও পঙ্‌ক্তিসমূহ একাধিকবার পড়েছেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমার পেছনে তার যে মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন, তার প্রতিদান কেবল আল্লাহই দিতে পারবেন। তাই আমি প্রিয় স্যারের জন্য আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করছি। তিনি পরামর্শ ও নির্দেশনার পাশাপাশি জুগিয়েছেন প্রেরণা। দিয়েছেন সাহস, উৎসাহ ও উদ্দীপনা।

আমার এ গবেষণার শিরোনাম নির্ধারণে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান ড. এ.বি.এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী। আরবী বিভাগের আমার সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী আমার এই গবেষণাকর্মে বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁদের সকলের প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

এ গবেষণা সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন লেখকের বই, বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহয়তা পেয়েছি। বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরি ও অনলাইন সার্ভারে সংরক্ষিত আরব দেশসমূহের বিভিন্ন লেখকের স্বীকৃত পুস্তকাদি, জার্নাল ও সাময়িকীর সহায়তা লাভ করেছি। আমি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ও পরলোকগত লেখক, সম্পাদক ও গবেষকগণের উত্তম প্রতিদানের জন্য দয়াময় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি।

কৃতজ্ঞতা জানাই আমার আম্মাজানের প্রতি। কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার সুযোগ্য অধ্যক্ষ ও শ্রদ্ধেয় মামা মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহকে এবং আমার সদ্য পরলোকগত পিতা মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ ইমান আলিকে। যাদের প্রেরণায় আমি এ গবেষণাকর্মের প্রতি ধাবিত হয়েছি। আমি

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর কাছে আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের দীর্ঘায়ু এবং আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা হুজুরের জান্নাত কামনা করছি।

পরিশেষে আমার সহধর্মিণী হাফসার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জ্ঞাপন করছি। যে সর্বদায় আমাকে এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনে সহায়তা করেছেন। ছোট বোন তানিয়া আক্তারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। যে অত্যন্ত ধৈর্যধারণ করে কম্পোজ ও প্রুফ দেখে সহায়তা করেছেন।

আমার সহকর্মী, অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী, ভাই-বোন ও আত্মীয়স্বজনদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। যাদের অপরিসীম ভালোবাসা ও অনুপ্রেরণা আমার গবেষণাকর্মকে ত্বরান্বিত করেছে। সকলের প্রতি আমার হৃদয়ের গভীর থেকে শ্রদ্ধা, স্নেহ ও সৌহার্দ জানিয়ে আল্লাহর নিকট সকলের জন্য উত্তম প্রতিদানের আশা ব্যক্ত করে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে আল্লাহর দরবারে আমার এই অভিসন্দর্ভটি কবুলিয়াতের প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ, আপনি প্রত্যেককে উত্তম প্রতিদান দিন। আমিন। ইয়া রাব্বাল আরশিল ‘আজীম।

ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি.

বিনীত
হেলাল উদ্দিন
এম.ফিল গবেষক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত বিবরণী

খ.	খণ্ড
খ্রি.	খ্রিষ্টাব্দ
ড.	ডক্টর
হি.	হিজরি সন
তা.বি.	তারিখ বিহীন
র.	রহ্‌মাতুল্লাহি ‘আলায়হি
রা.	রদিয়াল্লাহু ‘আন্‌হু
স.	সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম
মৃ.	মৃত/মৃত্যু
পৃ.	পৃষ্ঠা
সং	সংস্করণ
অনু.	অনুবাদ
অনূ.	অনূদিত
Ed	Edited by
OP.Cit	Oper Citao
P	Page
Vol	Volume

সূচিপত্র

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র			I
প্রত্যয়ন পত্র			II
কৃতজ্ঞতা স্বীকার			III- IV
সংকেত বিবরণী			V
ভূমিকা			১-৪
প্রথম অধ্যায়	**:**	**উমাইয়্যা আমলের আরবি কবিতা**	৫-৫৭
	০১.১.	ভূমিকা	৬
	০১.২.	আরবি সাহিত্যের কাব্য পরিচয় ও কাব্য উপাদান	৬
	০১.৩.	আরবি সাহিত্যের যুগ পরিক্রমা	১১
	০১.৪.	জাহেলী যুগ	১২
	০১.৫.	ইসলামের প্রাথমিক যুগ	১৩
		০১.৫.১. ইসলামি যুগ ও কবিতা	১৭
	০১.৬.	উমাইয়্যা যুগ	১৯
		০১.৬.১. উমাইয়্যা কবিতার ক্রমবিকাশ	২৮
		০১.৬.২. উমাইয়্যা যুগে আরবি কাব্যের বিষয়বস্তু ও কার্যকারণ	৪২
		০১.৬.৩. উমাইয়্যা যুগের কাব্যের বৈশিষ্ট্য	৫৭
	০১.৭.	উপসংহার	৫৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	**:**	**'নাক্বা'ইদ'-এর পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ**	৫৯-৯৯
	০২.১.	ভূমিকা	৬০
	০২.২.	'নাক্বা'ইদ' -এর পরিচয়	৬১
	০২.৩.	'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	৬৪
		০২.৩.১. জাহেলী যুগে 'নাক্বা'ইদ'	৬৭
		০২.৩.২. ইসলামি যুগে 'নাক্বা'ইদ'	৭০
		০২.৩.৩. উমাইয়্যা যুগে 'নাক্বা'ইদ'	৭৭
	০২.৪.	'নাক্বা'ইদ' -এর প্রকারভেদ, রুকন ও শর্তাবলি	৮৫
	০২.৫.	উপসংহার	৯৯
তৃতীয় অধ্যায়	**:**	**'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যের বিষয় ও বৈশিষ্ট্যাবলি**	১০০-১৬১
	০৩.১.	ভূমিকা	১০১
	০৩.২.	জাহেলী যুগের 'নাক্বা'ইদ' কাব্যের বিষয়াবলি	১০১

Dhaka University Institutional Repository

	০৩.৩.	জাহেলী যুগের 'নাক্বা'ইদ' কাব্যের বৈশিষ্ট্যাবলি	১০৪
	০৩.৪.	প্রাক ইসলামি যুগের 'নাক্বা'ইদ' কাব্যের বিষয়াবলি	১১১
	০৩.৫.	প্রাক ইসলামি যুগের 'নাক্বা'ইদ' কাব্যের বৈশিষ্ট্যাবলি	১১৭
	০৩.৬.	উমাইয়্যা যুগের 'নাক্বা'ইদ' কাব্যের বিষয়াবলি	১২৬
	০৩.৭.	উমাইয়্যা যুগের 'নাক্বা'ইদ' কাব্যের বৈশিষ্ট্যাবলি	১৩২
	০৩.৮.	সাধারণ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলি	১৪৭
	০৩.৯.	উপসংহার	১৬১
চতুর্থ অধ্যায়	**:**	**উমাইয়্যা যুগের 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যের প্রখ্যাত তিন কবি**	১৬২-২১৩
	০৪.১.	ভূমিকা	১৬৩
	০৪.২.	**আল-আখতাল**	১৬৩
		০৪.২.১. আখতালের পরিচিতি	১৬৪
		০৪.২.২. আখতালের কাব্য প্রতিভা	১৭০
		০৪.২.৩. আখতালের কাব্য বিষয়	১৭৫
		০৪.২.৪. আখতালের কাব্য বৈশিষ্ট্য	১৮০
		০৪.২.৫. উমাইয়্যা খেলাফতে আখতালের অবদান	১৮২
		০৪.২.৬. সাহিত্য সমালোচকগণের দৃষ্টিতে আখতাল	১৮৩
	০৪.৩.	**আল-ফারাজদাক্ব**	১৮৪
		০৪.৩.১. আল ফারাজদাক্বের পরিচিতি	১৮৪
		০৪.৩.২. আল ফারাজদাক্বের কাব্য প্রতিভা	১৮৮
		০৪.৩.৩. আল ফারাজদাক্বের কাব্য বিষয়	১৯০
		০৪.৩.৪. আল ফারাজদাক্বের কাব্য বৈশিষ্ট্য	১৯৬
	০৪.৪.	**জারির ইবনু 'আতিয়্যাহ**	১৯৮
		০৪.৪.১. জারিরের পরিচিতি	১৯৮
		০৪.৪.২. জারিরের কাব্য প্রতিভা	১৯৯
		০৪.৪.৩. জারিরের কাব্য বিষয়	২০২
		০৪.৪.৪. জারিরের কাব্য বৈশিষ্ট্য	২০৭
	০৪.৫.	প্রখ্যাত তিন 'নাক্বা'ইদ' কবির মাঝে তুলনামূলক আলোচনা	২০৮
	০৪.৬.	উপসংহার	২১৩
পঞ্চম অধ্যায়	**:**	**উমাইয়্যা যুগের 'নাক্বা'ইদ' বিশ্লেষণ**	২১৪-২৬৯
	০৫.১.	ভূমিকা	২১৫
	০৫.২.	'نقائض جرير و الفرزدق' প্রথম খণ্ড	২১৭

Dhaka University Institutional Repository

০৫.৩. 'نقائض جرير و الفرزدق' দ্বিতীয় খণ্ড ২৩৩

০৫.৪. نقائض جرير و الأخطر ২৫৬

০৫.৫. উপসংহার ২৬৭

উপসংহার ২৬৮

গ্রন্থপঞ্জি ২৭৩

Dhaka University Institutional Repository

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ভূমিকা

কখন থেকে আরবি কাব্য সাহিত্যের সূচনা এবং কোন উৎস থেকে কীভাবে এর সূত্রপাত হয়েছে, এর গোড়ার ইতিহাস কী এবং কেমন ছিল, তা সাহিত্যিক ও গবেষকগণের কাছে আজও অস্পষ্ট। পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বের আরবি কাব্য সাহিত্যের কোনো নিদর্শন না পাওয়া যাওয়ায় পঞ্চম শতাব্দীকে আরবি কবিতার সূচনাকাল ধরা হয়। ইতিহাসবিদ ও সাহিত্য সমালোচকগণের মতে আরবি গদ্য সাহিত্য (نثر) পঞ্চম শতাব্দীর আগেও রচিত হয়েছে। তবে তা ছন্দোবদ্ধ ছিল। ধারণা করা হয় যে, আরবি সাহিত্যের প্রাচীন এই ছন্দোবদ্ধ গদ্য সাহিত্য থেকেই পঞ্চম শতাব্দীতে আরবি কাব্য সাহিত্যের সূচনা ঘটে। ছন্দোবদ্ধ গদ্যের সাথে অন্ত্যমিলের সমন্বয় ঘটিয়ে কবিগণ বিভিন্ন পঙ্‌ক্তি তৈরি করা আরম্ভ করেন। শুরু হয় আরবি কাব্য সাহিত্যের যাত্রা।

ছন্দোবদ্ধ ও অন্ত্যমিল সম্পন্ন কাব্য সাহিত্য মনে রাখা ও মুখস্থ করা সহজতর হওয়ায় এটি সমাজ ও কবিগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। আবেগ অনুভূতি ও জীবনের নানা বিষয় ও দিকনির্দেশনা কাব্যের অন্তঃস্থ অর্থের মাঝে বিরাজমান থাকায় দ্রুতই এটি বিস্তার লাভ করে। কবিগণ তাদের পরিবার, সমাজ ও গোত্রীয় বিষয়াবলি তাদের কাব্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন সুন্দর শব্দচয়ন ও বাক্য গঠনের মাধ্যমে। ফলে এ সাহিত্য বিষয়টি উন্নতি লাভ করতে থাকে এবং বিভিন্ন বিষয়ে কাব্য রচিত হতে আরম্ভ হয়। এমনকি বিভিন্ন যুগের কাব্য বিষয় ও বৈশিষ্ট্যে নতুনত্ব এবং বৈপরীত্য এসেছে। ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ আরবি কাব্য সাহিত্যের এ যুগকে বিভিন্নভাবে বিন্যাস করেছেন। তবে আরবি সাহিত্য যুগকে প্রধানত ৫ (পাঁচ) ভাগে বিভক্ত করেছেন। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে জাহেলি যুগ ধরা হয়েছে। ৬২২-৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে ইসলামি ও উমাইয়্যা যুগ ধরা হয়েছে। আব্বাসি যুগের সময়কাল হলো ৭৫০ থেকে ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১২৫৮ থেকে ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে তুর্কি যুগ, এরপর ১৮০৫ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়কে আধনিক যুগ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সকল যুগের সাহিত্যকর্মের কিছু বিষয় আছে যা সাধারণ। আবার যুগের ধারাবাহিকতায় নতুন নতুন বিষয়ও আবিষ্কৃত হয়েছে। জাহেলি যুগের প্রশংসা, গর্ব, প্রণয়, শোক ও কুৎসা ইত্যাদি কাব্য বিষয়াবলিতে উমাইয়্যা যুগেও কাব্য রচিত হয়েছে। এছাড়াও যুহদিয়্যাত, গাজলুল উজরী ও রাজনৈতিক কবিতা ইত্যাদির মতো নতুন নতুন কাব্য সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এসে জাহেলি যুগের কাব্য সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয়। এ সময়ে মুসলিম কবিগণ নতুন বৈশিষ্ট্য ও ভিন্ন উদ্দেশ্যে কাব্য রচনা করতে শুরু করেন। জাহেলি যুগের কাব্য সাহিত্য এ সময়ে এসে ইসলাম ও মুসলিমদের তরবারিতে পরিণত হয়। উমাইয়্যা যুগে আরবি কাব্য সাহিত্য সম্পূর্ণ নতুন বৈশিষ্ট্য লাভ করে। এমনকি জাহেলি যুগের কতিপয় বৈশিষ্ট্য এ সময় পুনরুত্থান লাভ করে। তবে উদ্দেশ্য বিবর্তিত হয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে

Dhaka University Institutional Repository

খলিফা ও শাসকগণকে সমর্থন ও তাদের পক্ষে প্রোপাগান্ডা চালানোর জন্য কাব্য রচিত হতে আরম্ভ হয়।

আরববাসীগণ প্রাকৃতিগতভাবেই অগাধ সাহিত্য প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভালোলাগা ও ভালোবাসা সকল কিছু প্রকাশ করেন সাহিত্যের মাধ্যমে। প্রতিভার কারণে যেমনি অনায়াসেই সাহিত্য ও কাব্য রচনা করতে সক্ষম হন, তেমনি প্রখর মেধা ও স্মৃতিশক্তির কারণে তারা তা মুখস্থ করে রাখেন। বিভিন্ন মেলার আসরে তারা তাদের স্বাধীনভাবে রচিত কাব্যাবলি নিয়ে প্রতিযোগিতা করতেন। এতে কবিগণ নিজ নিজ জ্ঞান, দক্ষতা, পারিবারিক ঐতিহ্য ও ভাষাগত পাণ্ডিত্য তুলে ধরতেন। এক্ষেত্রে অপর কোনো কবির গোত্র প্রসঙ্গ তুলে ধরা ঐচ্ছিক বিষয় ছিল। কিন্তু 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্য ভিন্ন ধাঁচে ও ভিন্ন মানসিকতায় রচিত হতে থাকে। এ সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্যই হলো অপর কবির বিপরীতে তার প্রত্যুত্তরমূলক সাহিত্য রচনা। জাহেলি যুগে এর যাত্রা শুরু হলেও সে সময়ে বিস্তার তেমন ঘটেনি বা যতটুকু ঘটেছিল তা 'নাক্বা'ইদ' নামে তেমন পরিচিতি লাভ করেনি। অনেকের কাছে তৎকালীন সময়ে এ সাহিত্য ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল।

ইসলাম আসার পর ইসলামি তাহযীব, তামাদ্দুন, তা'লীম ও তা'আল্লুমে অধিক মনোনিবেশ করার কারণে এবং সাহিত্যে বাস্তবতাবিবর্জিত বিষয়ের অবতারণা থাকায় মুসলমানগণ তার প্রতি অনীহা প্রদর্শন করেন। পরবর্তী সময়ে রাসুল (স.)-এর নির্দেশ ও উৎসাহের কারণে এবং প্রতিপক্ষের প্রত্যুত্তর দানের জন্য সীমিত পরিসরে কাব্য রচনা আরম্ভ হয়। আর এ সীমিত পরিসরে যে কাব্য রচিত হয় সেটিও ছিল 'নাক্বা'ইদ' কাব্য। ইসলামের পক্ষে হাস্‌সান ইবনু সাবিত (মৃ. ৩৫/৪০ হি.), কা'ব বিন মালিক (মৃ. ৫১ হি.) ও 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহাহ (মৃ. ৬৯২ খ্রি.) (রা.) প্রমুখ সাহাবিগণ 'নাক্বা'ইদ'ধর্মী সাহিত্য রচনা করেন। জাহেলি যুগের তুলনায় ইসলামের প্রাথমিক যুগে 'নাক্বা'ইদ' তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। বিশেষত এ সময়ে 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যের একক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং এ সাহিত্যের পূর্ণ বিস্তার ঘটে। এ যুগেই রচিত হয় 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যের শিল্পায়নের প্রেক্ষাপট। আর উমাইয়্যা যুগে তার শিল্পায়ন ঘটে। একাধিক কবির মাঝে রচিত হয় অনেক দীর্ঘ 'নাক্বা'ইদ'। বছরের পর বছর ধরে চলে এই 'নাক্বা'ইদ' যুদ্ধ। জারির (৬৫৩ - ৭৩৩ খ্রি.), আল ফারাজদাক্ব (৬৪১-৭৩২ খ্রি.) ও আল আখতালের (৬৪২-৭১৮ খ্রি.) মাঝে আমৃত্যু রচিত হয় এ সাহিত্য। দীর্ঘ সময় অবধি দুজন কবির মাঝে কাব্য বিবাদই মূলত তাদের ব্যক্তিত্ববোধ ও দৃঢ়তার সাক্ষ্য বহন করে। ফারাজদাক্বের মৃত্যুর পর এ কাব্য যুদ্ধের যবনিকাপাত ঘটে। এমনকি জাহেলি, ইসলামি ও উমাইয়্যা যুগের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই সাহিত্যটির প্রদীপ্ত সূর্য আব্বাসি যুগে এসে অস্তমিত হয়ে যায়।

এ তিন যুগের 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যেও বিবর্তন লক্ষণীয়। ছন্দ ও অন্ত্যমিলের মতো বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ জাহেলি যুগের 'নাক্বা'ইদ'-এর মাঝেও পাওয়া যায়। তবে সে সময়কার 'নাক্বা'ইদ'-এ ধরনের বৈশিষ্ট্য অনুসরণের বাধ্যবাধকতা ছিল না। এমনকি তৎকালীন সময়ের এ

ধরনের কাব্যগুলিকে 'المنافرة', ও 'الملاحات' বলা হতো। তৎকালীন 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যে ধরাবাধা তেমন কোনো নিয়মনীতি না থাকলেও ইসলামি যুগে কিছুটা পরিবর্তন আসে। এ সময়ের 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যে বিষয়, ছন্দ ও অন্ত্যমিলের সংগতি রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়।

উমাইয়্যা যুগে প্রখ্যাত তিন কবি জারির (মৃ. ৭৩৩ খ্রি.), ফারাজদাক্ব (মৃ. ৭৩২ খ্রি.) ও আখতালের (মৃ. ৭১৮ খ্রি.) হাতে 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যের বিপ্লব ঘটে। এ তিন কবি ছাড়াও গাচ্ছান আল ছালীতি (মৃ. ৭৮১ খ্রি.), আল বাইস (মৃ. ৭৫১ খ্রি.) ও আবু আল ওয়ারাক্বা উক্ববাহ ইবনু মালিছ আল মুক্বাল্লাদী (তা.বি.) প্রমুখ কবিগণ 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। বিষয়, ছন্দ ও অন্ত্যমিলের সংগতি কঠোরভাবে অনুসরণ করার জন্য বাধ্যবাধকতা আরম্ভ করা হয়। এ সময়কার 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্য যেমনি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং সর্বস্তরের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে, তেমনি সকলের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

আমার কাছে আরবি সাহিত্যের অন্য সকল কাব্য বিষয় অপেক্ষা এই বিষয়টি বেশ উপভোগ্য ও আনন্দদায়ক মনে হয়েছে। অত্যধিক আগ্রহের কারণে এই বিষয়ে আরো জানার আগ্রহ নিয়ে সংশ্লিষ্ট অধ্যায় ও পরিচ্ছেদগুলি পড়তে থাকি। বাংলায় লিখিত বইগুলিতে এই বিষয়ে তথ্যের অপ্রতুলতা ও আমাদের হাতের নিকটে থাকা আরবি সাহিত্যের ইতিহাস বইগুলিতে তথ্যাবলি নাতিদীর্ঘ হওয়ায় এই বিষয়ের প্রতি চিন্তা ও গবেষণার ইচ্ছা তৈরি হয়। অপরদিকে 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আহমদ শায়েব (মৃ. ১৯৭১ খ্রি.) কর্তৃক রচিত *تاريخ النقائض في الشعر العربي* গ্রন্থটি অনেক বড় ও বিস্তারিত হওয়ায় বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষার্থী ও পাঠকদের জন্য এটি পড়ে 'নাক্বা'ইদ' সম্পর্কে ধারণা নেওয়া সময়সাপেক্ষ মনে হয়েছে। তাই এ অভিসন্দর্ভে অতি সংক্ষেপে জাহেলি, ইসলামি ও উমাইয়্যা যুগে 'নাক্বা'ইদ'-এর গতি প্রকৃতি ও তৎপরতা নিয়ে আলোচনা উপস্থাপন করেছি। ভূমিকা ছাড়াও এই অভিসন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি।

এক. **"উমাইয়্যা আমলের আরবি কবিতা"** শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে আরবি কবিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয়, প্রকারভেদ ও উপাদান নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি জাহেলি, ইসলামি ও উমাইয়্যা যুগের আরবি কবিতার গতি প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারণ বর্ণনা করেছি।

দুই. **"নাক্বা'ইদ'-এর পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ"** শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যের পরিচয়সহ উৎপত্তি ও যুগভেদে এ সাহিত্যের ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছি। জাহেলি যুগের 'নাক্বা'ইদ', ইসলামি যুগের 'নাক্বা'ইদ' ও উমাইয়্যা যুগের 'নাক্বা'ইদ'-এর বিবরণ প্রদান করেছি।

তিন. **"নাক্বা'ইদ' সাহিত্যের বিষয় ও বৈশিষ্ট্যাবলি"** নামক তৃতীয় অধ্যায়ে জাহেলি, ইসলামি ও উমাইয়্যা এ তিন যুগের 'নাক্বা'ইদ'-এর বিষয় ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোকপাত করেছি। এছাড়াও বিভিন্ন যুগে 'নাক্বা'ইদ'-এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল তার সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করেছি।

চার. **"উমাইয়্যা যুগের 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যের প্রখ্যাত তিন কবি"** শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ে প্রখ্যাত তিন 'নাক্বা'ইদ' কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখসহ তাদেন কাব্য প্রতিভা ও সাহিত্যিক বিশ্লেষণ বর্ণনা

Dhaka University Institutional Repository

করেছি। পরস্পর পরস্পরের মূল্যায়ন ছাড়াও সাহিত্য সমালোচকগণের দৃষ্টিতে তিন কবির মধ্যকার তুলনামূলক আলোচনা নিয়ে এসেছি।

পাঁচ. **"উমাইয়্যা আমলের 'নাক্বা'ইদ' বিশ্লেষণ"** শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়ে আখতাল, ফারাজদাক্ব ও জারির এই তিন প্রসিদ্ধ কবি কর্তৃক রচিত 'নাক্বা'ইদ' সমূহ বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছি। 'নাক্বা'ইদ'গুলি বিশ্লেষণপূর্বক এদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি।

সবশেষে গ্রন্থপঞ্জিতে আরবি, বাংলা ও ইংরেজি মৌলিক তথ্যসূত্র, গ্রন্থ ও সাময়িকীর নাম প্রদান করা হয়েছে।

পরিশেষে শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী ও পাঠকগণের প্রতি আবেদন এই যে, মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই অনাকাঙ্ক্ষিত ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের জন্য যে-কোনো পরামর্শ বা নির্দেশনা সাদরে গৃহীত হবে। ইনশাআল্লাহ।

وما توفيقي إلا بالله . و عليه توكلت و إليه أنيب

হেলাল উদ্দিন

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

উমাইয়্যা আমলে আরবি কবিতা

০১.১. ভূমিকা
০১.২. আরবি সাহিত্যের কাব্য পরিচয় ও কাব্য উপাদান
০১.৩. আরবি সাহিত্যের যুগ পরিক্রমা
০১.৪. জাহেলি যুগ
০১.৫. ইসলামের প্রাথমিক যুগ
০১.৫.১. ইসলামি যুগ ও কবিতা
০১.৬. উমাইয়্যা যুগ
০১.৬.১. উমাইয়্যা কবিতার ক্রমবিকাশ
০১.৬.২. উমাইয়্যা যুগে আরবি কাব্যের বিষয়বস্তু ও কার্যকরণ
০১.৬.৩. উমাইয়্যা যুগের কাব্যের বৈশিষ্ট্য
০১.৭. উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উমাইয়্যা আমলের আরবি কবিতা

الحمد لله رب العلمين . و الصلاة والسلام على رسوله محمد و آله و أصحابه اجمعين.

০১.১. ভূমিকা

আরবি সাহিত্যে উমাইয়্যা যুগ (৪০-১৩২ হি./৬৬১-৭৫০ খ্রি.) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ে মানুষের মানবিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে পরিবর্তন সাধিত হয় এবং বিবর্তন ঘটে তাদের মতাদর্শে। এ যুগে সাহিত্যের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়। কবিতায় নতুন বিষয়াবলি ও ভাবধারা অন্তর্ভুক্ত হয়; পটভূমির বিবর্তন ঘটে। সাহিত্যের প্রাচীন প্রথা ও ধরন পূর্ণ অনুকরণ করা হলেও অনেক ক্ষেত্রে তা বর্জন করা হয়। সংস্কারের ক্ষেত্রে কখনো অতিরঞ্জনও ঘটে। এ যুগেই আরবি সাহিত্যে এক অনুপম বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে। অধিকাংশ কবি কোনো এক গোত্র বা পক্ষের সমর্থন দেন ও নেন। তাই অন্যান্য সকল গোত্র থেকে নিজেদের দূরে রাখেন। সময়ের বিবর্তনে মানুষের জীবনধারণ ও রুচিবোধের বেশ পরিবর্তন ঘটে। আরবের বেদুইনরা ভিন্ন ও নতুন এক পৃথিবীর সন্ধান লাভ করে। আরব অধিবাসীরা মরু অঞ্চল থেকে শহরকেন্দ্রিক হয়। মানসিকতার সাথে তাদের আচার আচরণেও পরিবর্তন ঘটে। উমাইয়্যা যুগ বস্তুত জাহেলি যুগ, প্রাক ইসলামি যুগ ও ইসলামি যুগ থেকে ভিন্নতর ছিল। উমাইয়্যা যুগে রাজ্য বিজয় ও রাজ্য সম্প্রসারণের কারণে তাদের মন-মানসিকতা বিবর্তন হাওয়ায় দুলতে আরম্ভ করে। রুচিবোধের পরিবর্তন ঘটার সাথে তাদের কবিতার ভাষা ও বিষয়াবলির পরিবর্তন ঘটে। বিজিত ও পরাজিত অঞ্চলের নানা সংস্কৃতির মানুষের মিলন ঘটে। ফলে আরবের নিজস্ব আচার, আচরণ ও সংস্কৃতিতে ভিন্ন সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের ফলে তৃতীয় এক ধরনের নতুন সংস্কৃতির (কাব্যিক বিষয়বস্তুতে) আবির্ভাব ঘটে। আর এটা এমন সময় ঘটে যখন আরবরাই তাদের অতীত ও প্রাচীন রীতি থেকে বের হয়ে আসতে চাচ্ছিলো। আর এর দ্বারা মাওয়ালীগণ চরমভাবে প্রভাবিত হয়। তারা আরবি পড়ে এবং আরবি নিয়ে উচ্চাভিলাষী চিন্তা করে এবং আরবি কবিতাকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় সমাসীন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালায়। যেহেতু এ অধ্যায়ে উমাইয়্যা আমলের আরবি কবিতা নিয়ে আলোচনা করা হবে, তাই প্রথমে আরবি কবিতার পরিচয়, উপাদান ও প্রকারভেদ উপস্থাপন করা হলো।

০১.২. আরবি সাহিত্যের কাব্য পরিচয় ও কাব্য উপাদান

এই অংশে উমাইয়্যা যুগের আরবি কবিতার পরিচয়, প্রকারভেদ ও কবিতার উপাদান সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করা হবে।

ক. কবিতার অভিধানিক অর্থ

'شعر' শব্দটির 'ش' বর্ণে যবর দিয়ে পড়লে অর্থ হয় চুল, কেশ ও পশম। باب سمع থেকে পড়লে অর্থ হয় অধিক চুলবিশিষ্ট হওয়া। باب نصر থেকে পড়লে (মাসদার-شعور) অর্থ হবে অনুভব করা, বুঝতে পারা ও জানা। باب فتح থেকে পড়লে (মাসদার-شعر) কবিতা রচনা করা, পদ্য রচনা করা ও

Dhaka University Institutional Repository

কবিতায় রূপান্তর করা। ইসম পড়া হলে অর্থ হবে কবিতা, পদ্য বা কাব্য। এর বহুবচন হবে أشعار। শব্দটি প্রথমে জ্ঞান (العلم), জানা (المعرفة) ও বুঝা (الإدراك) অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আরবগণ বলেতেন, ليت شعري এর দ্বারা বোঝাতেন ليت علمي অথবা ليتني علمت। এরপর শব্দটি কবিতা অর্থে ও ছন্দবোদ্ধ বাক্য বোঝায়।[১] কবিতার (شعر) অপর প্রতিশব্দ হলো نظم।

খ. কবিতার পারিভাষিক সংজ্ঞা

কবি-সাহিত্যিকগণ বিভিন্নভাবে কাব্যের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে তার কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো :

আহমাদ হাসান যাইয়াত বলেন :[২]

الشعر هو الكلام الموزون المقفى المعبر عن الأخيلة البديعة و الصور المؤثرة البليغة.

(ছন্দোবদ্ধ ও অন্ত্যমিলযুক্ত সেই বাক্যকে কবিতা বলে, যা বিরল চিন্তা, নব কল্পনা ও তাৎপর্যপূর্ণ দৃশ্য ফুটিয়ে তোলে।)

ইবনে খালদুন বলেন :[৩]

الشعر هم الكلام المبني على الإستعارة و الأوصاف، المفصل بأجزاء متفقة في الوزن و الروي، مستقل كل جزء منها عما قبله و بعده، الجاري على أساليب العرب المخصوصة.

(কবিতা (الشعر) হলো ঐ সকল বাক্য যা রূপালঙ্কারের উপর ও নির্দিষ্ট গুণাবলির উপর সুবিন্যস্ত। বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন অংশের মাঝে ছন্দ ও অন্ত্যমিলের ভারসাম্য থাকে। এর প্রতিটা অংশই পূর্ণাঙ্গ। আরবের নির্দিষ্ট শৈলীর উপর প্রতিষ্ঠিত।)

রাসুল (স.) কবিতার সংজ্ঞার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন :[৪]

'কাব্য হলো সুন্দর কথামালা। যে কাব্য যত সত্যনিষ্ঠ সে কাব্য ততই সুন্দর। যে কাব্য সত্যের বিপরীত তাতে কোনো কল্যাণ নেই।'

আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহাকে রাসুল (স.) জিজ্ঞেস করলেন, হে আবদুল্লাহ। তুমি জানো কবিতা কী? উত্তরে তিনি বলেন :[৫]

'যা আমার অন্তরে উদিত হয় এবং যা আমার মুখ দিয়ে প্রকাশিত হয়, তা-ই হলো কবিতা।'

মোটকথা, অন্ত্যমিলযুক্ত ও ছন্দোবদ্ধ বাক্যাবলি দ্বারা সুন্দর কল্পনার অভিব্যক্তিগুলি প্রকাশ ও অভিনব দৃশ্যাবলি চিত্রায়িত করাই হলো কবিতা (الشعر)।[৬]

---

[১] মু'জামুল লুগাহ আল-'আরাবিয়্যাহ, *المعجم الوسيط* (কায়রো, মাকতাবাতুশ শারুক্ব আদদাওলিয়্যাহ): ৪৮৪

[২] আহমাদ হাছান আল যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* (মিশর, কায়রো, দারুন নাহদ্বাহ),২৮

[৩] আহমাদ নাজীব, *اختلاف الشعر بين العصر الأموي و العصر العباسي الأولى* (২০০৮): ১২, ২৬

[৪] ইবনু রশিক আল-কাইরাওয়ানী, *عمدة في محاسن الشعر و أدبه و نقده* সম্পা. মহিউদ্দিন আব্দুল হামিদ (বৈরুত, দারুর রাশাদ আল-হাদিসাহ, ১৯৩৪ খ্রি., খণ্ড-১ম) : ১৪

[৫] ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান, *আরবি সাহিত্যে নারী ও প্রেম* (প্রমিনেন্ট পাবলিকেশন, ২০১৫), ১২

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ চিন্তা ও কল্পনার সাহায্যে ছন্দোবদ্ধ ও অন্ত্যমিলযুক্ত বাক্যে তাৎপর্যপূর্ণ দৃশ্য ফুটিয়ে তোলাকেই কাব্য বলে

গ. কবিতার প্রকারভেদ

কবিতার পরিচয়ের পর তার প্রকারভেদ নিয়ে আলোকপাত করবো। আরবি কাব্যে বেদুইন দৃশ্যাবলি চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়। সাহিত্যিকগণ গল্পগুলিকে যুদ্ধের পটভূমিতে উপস্থাপন করে নায়ককে ফুটিয়ে তোলেন। নারী ও তাদের সৌন্দর্যকে নিখুঁত বর্ণনার সাথে নিপুণভাবে পরিবেশন করেন। আরব কবিগণ জীব, জড়, পাহাড়, মরুভূমি ও সমতলভূমির গুণাগুণ বর্ণনায় নিজ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। যুদ্ধ ও সংঘাতের সময় তাদের যে বীরত্বপূর্ণ অনুভূতি তা কাব্যে সুচারুরূপে তুলে ধরেন। এ ধরনের বৈশিষ্ট্য ও নানা দিক বিবেচনায় আরব কবিগণ তাদের কবিতাকে চার ভাগে বিভক্ত করেন। যথা :

১. কাহিনি কাব্য (الشعر القصصي أو ملحمي)

এ ধরনের অধিকাংশ কবিতায় ধর্মীয় অনুশাসন সমৃদ্ধ দৃশ্যাবলি এবং ঘটনাবলি কিচ্ছা বা কাহিনি আকারে বিবৃত হয়। ঘটনাবলি উল্লেখ করার সময় ও কাহিনিগুলি চিত্রায়িত করার সময় সুনির্দিষ্ট বিধি অনুসরণ করা হয়। অতঃপর দৃশ্যাবলি এমনভাবে উপস্থাপিত হয়, মনে হয় যেন কেউ এর মাঝে কথা বলছেন।[৭]

২. গীতি কবিতা (الشعر الغنائي)

গীতি কবিতা হলো একধরনের সঙ্গীতধর্মী কবিতা। প্রশংসাগীতি, বীরত্বগাথা ও শোকগাথা এ ধরনের কবিতার অন্তর্ভুক্ত। সুরকারগণ ছন্দের সাথে তাল মিলিয়ে, সুর দিয়ে ও বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে এ ধরনের গাইতেন এবং কবিতা আবৃতি করতেন। হৃদয় দিয়ে কোনো কিছু অনুধাবনের পর তাদের মাঝে যে অনুভূতি জাগ্রত হয়, তাই তারা আপন সুর ও ছন্দের তালে (রচিত এ ধরনের কবিতাগুলি) গেয়ে থাকেন। রাগ-সহানুভূতি, আনন্দ-বেদনা, ভালোবাসা ও বিবাদ সবকিছুই তাদের কাব্যে ফুটিয়ে তোলেন। তাদের এ কবিতার মূল উপাদান হলো আবেগ ও অনুভূতি।[৮]

৩. নাট্য কবিতা (الشعر التمثيلي)

মানুষের হৃদয়ে যে আবেগ ও অনুভূতি জাগ্রত হয় তা শারীরিকভাবে অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করাই হলো নাটক। আর নাট্য কবিতায় কবি তার হৃদয়ের অদৃশ্য অনুভূতিকে বাস্তব ও দৃশ্যমান করে তোলে। মানসিক কল্পনাকে দৈহিক রূপ দান করার নাম হলো নাট্য কবিতা। এ ধরনের কাব্যে

---

[৬] মু'জামুল লুগাহ আল-'আরাবিয়্যাহ, *المعجم الوسيط* (কায়রো, মাকতাবাতুশ শারুক্ব আদদাওলিয়্যাহ): ৪৮৪

[৭] জুরজি যায়দান, *تاريخ الأدب اللغة العربية* (লেবাননঃ বৈরুত, ১৯৯৬, দারুল ফিকির), ৫৩; মুহাম্মদ আল-জুনাইদি জাম'আহ, *الأدب العربي و تاريخه في العصر الجاهلي* (মুত্বাবি'উর রিয়াদঃ রিয়াদ, ১৯৫৮), ১১৫

[৮] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বীরত্বকে প্রশংসা আর নায়ককে নিয়ে অহংকার ও দম্ভ প্রকাশ করা হয়। নাট্য কবিতার মূল স্তম্ভ হলো সংলাপ এবং বিভিন্ন মানুষের মধ্যকার কথোপকথন বা বিতর্ক।[৯]

৪. শিক্ষামূলক কবিতা (الشعر التعليمي)

কবিতার এই ধরনটি আব্বাসি যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাগুলি আবেগ ও কল্পনা দিয়ে রচিত হয়। জ্ঞানের রাজ্যে নানা বিষয়াবলি সহজে মনে রাখার জন্য এ ধরনের কাব্যরীতির সূচনা ঘটে। কেউ হয়তো ইতিহাসকেন্দ্রিক কবিতা রচনা করা আরম্ভ করেন আবার কেউ বিভিন্ন প্রাণী নিয়ে। অলঙ্কারপূর্ণ বাক্য দিয়ে তারা বৃক্ষ ও তার নানাবিধ উপকারিতা বর্ণনা করে কবিতা রচনা করেন।[১০]

ঘ. কবিতার উপাদান (عناصر الشعر)

সাহিত্যে বা কাব্যে বিশেষ অর্থ বোঝানোর জন্য কবিগণ যে বিশেষ ভাষা ও রীতি ব্যবহার করেন, তা যথাযথ বোধগম্যের জন্য সাহিত্যের উপাদান সম্পর্কে জানা অপরিহার্য। কাব্য রচনার প্রেক্ষাপট ও উপাদান সম্পর্কে অবগত থাকলে উক্ত কাব্যের ভাব ও অর্থ অনুধাবন সহজ হয়। সাহিত্য কাব্য সুনির্দিষ্ট কিছু উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। আর এ উপাদানাবলির কতিপয় উপাদান কাব্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলির সাথে সংশ্লিষ্ট, আবার কতিপয় উপাদান বাহ্যিকভাবে কাব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। একজন পাঠক তা জানলে অতি সহজে কাব্যের মর্মার্থ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উদ্ধার করতে সক্ষম হবেন। আরবি কাব্যের উপাদানাবলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. কাব্যের অভ্যন্তরীণ উপাদানাবলি (عناصر الشعر الداخيلية)

কবির নিজ চিন্তা, অনুভূতি ও কৌশলকে কাব্যের অভ্যন্তরীণ উপাদান বলে। যেটি কাব্যে প্রয়োগ করে কবি স্বীয় উদ্দিষ্ট অর্থ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাঁর উদ্দিষ্ট অর্থ বোধগম্যের জন্যে এবং অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলি ও অর্থের মাঝে সমন্বয় সাধনের জন্য কাব্যের অভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহের ভূমিকা অনেক।[১১] কাব্যের অভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহ নিম্নরূপ :

ক. কল্পনা (العاطفة)

মানুষের যাবতীয় আবিষ্কার এবং কার্যক্রমের মূল উৎস হলো কল্পনা ও অনুভূতি। অনুভূতি থেকে ধারণা, এরপর মানুষ ধারণা থেকে কল্পনা করতে আরম্ভ করে। কাব্য রচনার পূর্বে কবি কোনো বিষয় বা ঘটনার যে চিত্র স্বীয় মানসপটে চিত্রায়িত করেন, তাই হলো কল্পনা (العاطفة)। যার কল্পনাশক্তি ও অনুভূতিশক্তি যত দৃঢ় ও উন্নত তাঁর কবিতাও তত উন্নতমানের। অনুভূতি ও কল্পনাশক্তিতে যে যত বেশি গভীরে যেতে পারবে সে তত উন্নত কবিতা রচনা করতে সক্ষম হবে এবং একজন পাঠকও তত বেশি স্বাদ আস্বাদন করবে। প্রবল কল্পনাশক্তি, গভীর অনুভূতিশক্তি ও দৃঢ় অনুধাবন সক্ষমতা ছাড়া পাঠক কবিতার অর্থ উদ্ধারে ব্যর্থ হয়।

---

[৯] মুহাম্মদ আল-জুনাইদি , *الأدب العربي* , ১১৬

[১০] প্রাগুক্ত

[১১] আহমাদ নাজীব, *اختلاف الشعر بين العصر الأموي و العصر العباسي الأول* (২০০৮): ১২ ও ২৬; মুহাম্মদ আবুল ফাতুহ গানীম, *تعريف وفضله وعناصره الشعر وفائدته* (২০০৯) ; www.diwanalarab.com

Dhaka University Institutional Repository

খ. চিন্তা (الخيال)

অনুভূতি থেকে ধারণা, ধারণা থেকে কল্পনা। কল্পিত বিষয় আরো একটু প্রতিষ্ঠিত হয়ে চিন্তায় রূপ নেয়। অর্থাৎ কল্পিত বিষয়াবলি প্রকাশের মাধ্যম হলো চিন্তা। কল্পিত বিষয়টি প্রকাশ করা যাবে কিনা বা কীভাবে প্রকাশ করা যাবে তা নিয়ে ভাবাই হলো চিন্তা। কল্পিত বিষয়ের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য ও বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলাসহ বিষয়টিকে প্রকাশ, নানা রঙ্গে রঞ্জিত করে সুন্দর করে সাজানো হলো চিন্তার কাজ। কবি মস্তিষ্কের চিন্তা শ্রোতার মন কাড়ার জন্য সাদৃশ্যপূর্ণ শব্দ (تشبيه) ও রূপক শব্দের (استعارة) প্রয়োগ করেন।[১২]

গ. অর্থ (المعنى)

শব্দ, বাক্যাংশ ও বাক্য দ্বারা মানুষ নিজ নিজ কল্পনা ও অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করে। আর এ কারণে কল্পিত বিষয়কে অর্থবোধক শব্দ, বাক্য ও স্বীকৃত গঠন রীতি অনুসারে সাজিয়ে থাকেন। কেননা অনুভূত বিষয়টি চিন্তার পর যদি অর্থ না প্রকাশ করে তাহলে তার কোনো মূল্য নেই। তাই মানুষ নিজ মনের ভাব প্রকাশের জন্য অর্থবোধক শব্দে গঠিত বাক্য ব্যবহার করে। পরস্পর অনুভূতি স্থানান্তরের একমাত্র মাধ্যম হলো অর্থ। যে কারণে কবি কখনো স্পষ্ট কখনো বা অস্পষ্ট বা ইঙ্গিতসূচক শব্দাবলি ব্যবহার করে বিভিন্ন অর্থ বোঝানোর চেষ্টা করেন। অর্থ হলো চিন্তার ভিত্তি, আর চিন্তা হলো অনুভূতি বা কল্পনার ভিত্তি।

ঘ. শব্দ ও পদ্ধতি (الألفاظ و الأسلوب)

অর্থপ্রকাশের জন্য শব্দ চয়ন, বাক্য গঠন ও পঙ্‌ক্তি সাজানোর সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বিদ্যমান। এই পদ্ধতি অনুযায়ী বাক্য গঠন না করলে বক্তা বা কবির কাঙ্ক্ষিত অর্থ শ্রোতার বোধগম্য হয় না। সাদৃশ্যপূর্ণ শব্দাবলি যথাযথ প্রক্রিয়ায় স্থাপন ও সমন্বয় ঘটিয়ে বাক্য বিন্যাস করে সাহিত্য রচনা করলেই কেবল শ্রোতার বোধগম্য হবে এবং সাহিত্যের স্বাদ আস্বাদন করবে। আর এ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াই হলো উসলূব। আর উসলূব হলো সাহিত্য (চাই তা পদ্য হোক বা গদ্য) রচনার ভিত্তি ও মানদণ্ড।[১৩]

অনেকের মতে আরো একটি উপাদান হলো বিন্যাস বা গ্রন্থনা (النظم)। গ্রন্থনা (النظم) বলতে কাব্যে ব্যবহৃত শব্দাবলির যথাযথ বিন্যাস, অর্থগত শৃঙ্খলা ও পরস্পর দুটি শব্দের অবস্থান প্রদান অন্যতম একটি উপাদান।

২. কাব্যের বাহ্যিক উপাদান (عناصر الشعر الخارجية)

কাব্যের অভ্যন্তরীণ উপাদানের মতোই বাহ্যিক উপাদানও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ উপাদান একজন কবির হৃদয়ে তখনই উদ্‌গীরণ ঘটে, যখন বাহ্যিক উপাদানাবলি কবির মন-মস্তিষ্ক, অনুভূতি,

---

[১২] নাজীব, *اختلاف الشعر*, (১৪ ও ২৮)

[১৩] নাজীব, *اختلاف الشعر*, (১৫ ও ২৯)

Dhaka University Institutional Repository

কল্পনায় ও চিন্তায় প্রভাব বিস্তার করে। অভ্যন্তরীণ উপাদানের ভিত্তি হলো বাহ্যিক উপাদান। কাব্যের বাহ্যিক উপাদান নয়টি।[১৪] যথা :

১. সামাজিক পরিবেশ ও প্রকৃতি
২. সামগ্রিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ
৩. আঞ্চলিক প্রকৃতি
৪. সভ্যতা
৫. বৈশ্বিক অবস্থা
৬. ধর্মীয় ও আক্বিদাগত অবস্থা
৭. জনসম্পৃক্ততা
৮. রাজনৈতিক চাহিদা
৯. সংস্কৃতিক অবস্থা

০১.৩. আরবি সাহিত্যের যুগ পরিক্রমা

উমাইয়্যা যুগের আরবি কবিতার প্রকৃতি অনুধাবনের লক্ষ্যে প্রথমে আমরা আরবি সাহিত্যের যুগ পরিক্রমা আলোচনা করবো। আরবি সাহিত্য যুগকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়।[১৫] যথা :

১. জাহেলি যুগ (৬২২ খ্রি. পর্যন্ত)
   প্রথম পর্যায় - (৫ম শতাব্দী পর্যন্ত)
   দ্বিতীয় পর্যায় - (৫ম শতাব্দী থেকে ৬২২ খ্রি.)
২. ইসলামি যুগ ও উমাইয়্যা যুগ (৬২২-৭৫০ খ্রি. /১-১৩২ হি.)
   প্রথম পর্যায়- নবুয়্যত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ (৬২২-৬৬১ খ্রি. /১-৪০ হি.)
   দ্বিতীয় পর্যায়- উমাইয়্যা যুগ (৬৬১-৭৫০ খ্রি. /৪০-১৩২ হি.)
৩. আব্বাসি যুগ (৭৫০-১২৫৮ খ্রি./১৩২-৬৫৬ হি.)
   প্রথম পর্যায় - (৭৫০-১০৮৫ খ্রি. /১৩২-৪৫০ হি.)
   দ্বিতীয় পর্যায় - (১০৮৫-১২৫৮ খ্রি. /৪৫০-৬৫৬ হি.)
৪. তুর্কি যুগ (১২৫৮-১৮০৫ খ্রি. /৬৫৬-১২২০ হি.)
৫. আধুনিক যুগ (১৮০৫ খ্রি. থেকে বর্তমান/১২২০ হি. থেকে বর্তমান)[১৬]

---

[১৪] নাজীব, *اختلاف الشعر*, (২০ ও ৩৪)

[১৫] হান্না আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* (লেবানন : বৈরুত, ১৯৮৬, দারুল জীল, সংস্করণ-১), ৩৯

[১৬] এছাড়াও আরবি সাহিত্য যুগকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা হয়।

১. আলী হামদান আরবি সাহিত্য যুগকে ৭ ভাগে ভাগ করেন। যথা; ১. জাহেলি যুগ, ২. প্রাক ইসলামি যুগ, ৩. উমাইয়্যা যুগ, ৪. প্রথম আব্বাসি যুগ, ৫. দ্বিতীয় আব্বাসী যুগ, ৬. তুর্কি যুগ অথবা মামলুকি যুগ, ৭.আধুনিক যুগ (ড. রায্যাক আলী হামদান (*الأدب والنصوص و البلاغة*, খ-১, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইয়েমেন, ২০০২): ১২

Dhaka University Institutional Repository

এই গবেষণার মূল সময়কাল উমাইয়্যা যুগের আরবি কবিতার সার্বিক ধারণা পাওয়ার জন্য আমাদেরকে প্রাক ইসলামি যুগ ও ইসলামি যুগে কী ঘটেছিল তা সংক্ষেপে জানবো। কেননা ইসলামি যুগ ও ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাহিত্যে কী ঘটেছিল, কেমন ছিল তাদের সাহিত্য, তা জানতে পারলে উমাইয়্যা যুগে আরবি কবিতায় কী ধরনের উন্নতি, অগ্রগতি ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা অনুধাবন করা যাবে। তাই উক্ত সময়কাল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো :

০১.৪. জাহেলি যুগ (৬২২ খ্রি. পর্যন্ত)

২২০ খ্রি. থেকে জাহেলি যুগ আরম্ভ হয়। ২২০ খ্রি. থেকে ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত সময় ছিল জাহেলি যুগের ১ম ধাপ। সংরক্ষণের অভাবে এ সময়ের সাহিত্যিক ইতিহাস তেমন পরিলক্ষিত হয় না। ৫ম শতাব্দী থেকে ৬৩৩ খ্রি. পর্যন্ত সময় হলো জাহেলি যুগের ২য় ধাপ। এ সময়ে জাহেলি যুগের কবিতায় কবিদের প্রকৃত আদর্শ ও শিল্প ফুটে ওঠে। কবিগণ তাদের হৃদয়ে থাকা কল্পনা ও আবেগে পরিপূর্ণ শব্দ, বাক্য ও বর্ণনা দ্বারা প্রিয়তমার বর্ণনা দেন। তাদের কবিতায় প্রিয়তমাকে যত খোলাখুলিভাবে উপস্থাপন করতে পারতেন, তাতে তাদের দক্ষতা ততটাই প্রকাশ পেত। এভাবেই তারা সাহিত্য ও সমাজে সমাদৃত হতো। যেমন মু'আল্লাকার কবি ইমরুল কায়েসের (মৃ. ৫৬৫/৫৪০ খ্রি.) পঙ্‌ক্তি থেকে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় :

فمثلك حبلى قد طـرقت و مـرضع * فألهيتها عن ذي تمائم محول

إذا ما بكى من خلفها انصرفت له * بشق و تحتي شقها لم يحول

فجئت و قد نضـت لنـوم ثيابـها * لـدى الستر إلا لبسة المتفصل

هصـرت بفـودى رأسـها فتمايلت * عـلي هضيم الكشح ريا المخلخل

- তোমার মতো (অনেক) কুমারী, গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী রুপসির নিকট আমি নিশিতে উপনীত হয়েছি, এমনকি তার কবজধারী এক বছরের শিশু হতে তাকে ভুলিয়ে রেখেছি।
- সেই শিশু যখন তার পেছন থেকে কেঁদে উঠতো, সে তার অর্ধেক দেহ তার দিকে ফিরিয়ে দিতো, আর বাকি অর্ধেক আমার অধীনেই স্থিরভাবে রাখতো।
- সেই সময় আমি পৌঁছে গিয়েছিলাম প্রেমাস্পদার নিকট, আর সে তখন শয্যা গ্রহণের জন্য হালকা বসন ছাড়া সব পোশাক খুলে রেখে পর্দার পার্শ্বে উপস্থিত ছিল।
- তখন আমি তার চুলের বেণী দুটি ধরে তাকে আকর্ষণ করলাম, আর সে তার সূক্ষ্ম কোমর আর নিটোল পদযুগল নিয়ে আমার ওপর এলিয়ে পড়লো।

---

২. ড. ইসমাইল হোসেন আরবি সাহিত্য যুগকে ৬ ভাগে ভাগ করেন। যথা; ১. জাহেলি যুগ (২২০-৬২২ খ্রি.), ২. ইসলামের প্রারম্ভিক যুগ (৬২২-৬৬১ খ্রি./০১-৪০ হি.), ৩. উমাইয়্যা যুগ (৬৬১-৭৫০ খ্রি./৪০-১৩২ হি.), ৪. আব্বাসীয় যুগ (৭৫০ ১২৫৮ খ্রি./১৩২-৬৫৬ হি.), ৫. পতন যুগ (১২৫৮-১৭৯৮ খ্রি./৬৫৬-১২১৩ হি.), ৬. আধুনিক যুগ (১৭৯৮ খ্রি./১২১৩ হি. থেকে বর্তমান) (ড. মো: ইসমাইল হোসেন চৌধুরী (*প্রাচীন আরবি কবিতা*, ২য় সংস্করণ, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা ২০১৬) ১০

৩. হাছান খুমাইছ আরবি সাহিত্য যুগকে ৬ ভাগে ভাগ করেন। ১. জাহেলি যুগ, ২. ইসলামি যুগ. ৩. উমাইয়্যা যুগ, ৪. আব্বাসি যুগ, ৫. স্পেনীয় যুগ, ৬. আধুনিক যুগ (হাছান খুমাইছ আল-মালীহি (*الأدب والنصوص لغير الناطقين بالعربية* , খণ্ড-১, সৌদি আরব: রিয়াদ, কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯ খ্রি.) সূচিপত্র

৪. ড. হাসান যাইয়াতের মতে আরবি সাহিত্য যুগ পাঁচটি। ১. জাহেলি যুগ, ২. প্রাক ইসলামি যুগ ও উমাইয়্যা যুগ, ৩. আব্বাসি যুগ, ৪. তুর্কি যুগ, ৫. আধুনিক যুগ (আহমাদ হাচ্ছান আল-যাইয়াত (*تاريخ الأدب العرب*, মিশর: কায়রো, দারুন নাহদ্বাহ) : সূচিপত্র

Dhaka University Institutional Repository

সে সময়ের কবিগণ সকল কিছু কেবল নারীকে কেন্দ্র করে রচনা করতেন। প্রেয়সীর পরিত্যক্ত বসতবাড়ি, সমাজে প্রিয়তমা ও তার গোত্রের অবস্থান, প্রিয়তমার আর্থিক অবস্থা, তার বাহন তথা উষ্ট্রীর বর্ণনা, প্রেয়সীর বুদ্ধিমত্তা ও বীরত্বগাথা ইত্যাদির চমৎকার বর্ণনা দেন। তাদের কবিতাগুলি রোমাঞ্চকর ও অসাধারণ সব কল্পনায় ভরপুর ছিল।[১৭] মু'আল্লকার কবি 'আনতারা বিন শাদ্দাদ (মৃ. ৬০৮ খ্রি.) তার প্রেয়সীর আর্থিক অবস্থা বর্ণনা করে বলেন:[১৮]

فيها إثنتان و اربعون حلوبة * سوداء كخافية الغراب الأسحم

- আমার প্রেয়সীর বিয়াল্লিশটি উচ্চ মানের গাভী আছে। আর আমার প্রেয়সী হলো আঁধারে থাকা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের কাক থেকেও বেশি কালো।

০১.৫. ইসলামের প্রাথমিক যুগ (৬২২-৬৬১ খ্রি./০১-৪০ হি.)

ইসলামি যুগে গুরুত্বের কেন্দ্রবিন্দু ছিল রাসুল (স.)-এর দ্বীনের দাওয়াত। ফলে মানুষ দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একদল রাসুল (স.)-এর আনীত দ্বীনের উপর বিশ্বাসস্থাপনকারী, অপরদল প্রত্যাখ্যানকারী। কবিগণও দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কবিগণদের মধ্যে যারা মুমিনগণের দলভুক্ত, তাঁরা ইসলামের দাওয়াতসংবলিত কবিতা রচনা করার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসার কাজে অংশগ্রহণ করেন। কাফির কবিগণ ইসলামের বিপক্ষে কবিতা রচনার মাধ্যমে ইসলামবিদ্বেষী মনোভাব তাদের কবিতায় ফুটিয়ে তোলেন। মুসলিম কবিগণ প্রথমত ইসলাম, জিহাদ, পারস্য যুদ্ধ, নবুয়্যত ও ওহীসংক্রান্ত কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ইবনু খালদুন (মৃ. ৮০৮ হি./১৪০৬ খ্রি.)-এর মতে, সাহিত্যে মুসলিম কবিগণ কুরআনের শৈলী ও রীতিকে পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করার চেষ্টা করেন। এই সময়ে ইসলামের প্রচার ও বিজয় ধারাবাহিকভাবে চলমান ছিল। সংকলিত হয়েছে বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ (দেওয়ান)।[১৯] মুসলিম কবিদের মধ্যে অন্যতম হলেন, হাস্‌সান ইবনু সাবিত (মৃ. ৩৫/৪০ হি.), কা'ব বিন মালিক (মৃ. ৫১ হি.) ও 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহাহ (মৃ. ৬৯২ খ্রি.) (রা.)। আর কাফের দলের কবি হলো, 'আবদুল্লাহ ইবনু যি'বারী (তা.বি.), 'আমর ইবনু আল-'আছ (মৃ. ৬৬৪ খ্রি.) ও 'আবু সুফিয়ান (মৃ. ৬৫২ খ্রি.)। তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করেন। মুসলিম কবিগণ তাদের প্রত্যুত্তরে কবিতা রচনা করেন।[২০] প্রাথমিকভাবে রাসুল (স.) কাব্য ও কবিদের প্রতি কম গুরুত্ব প্রদান করেন। কুরআনের আয়াতে যেমনি কবি ও কবিতাকে শয়তানের অনুসারী বলা হয়েছে, তেমনি রাসুলুল্লাহ (স.) নিজেও কবিতাকে নিরুৎসাহিত করেন। তবে পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর সাহাবিগণকে কবিতা রচনায় উৎসাহিত করেন।[২১] জাহেলি যুগ ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের কবিতার মাঝে বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। জাহেলি যুগে কবিতার

---

[১৭] আবু আব্দুল্লাহ আল-হুসাইন ইবনু আহমাদ আল-যাওযানী, *شرح المعلقات السبع* (লাজনাত আল-তাহক্বীক ফী দারিল 'আলামিয়্যাহ, ১৯৯২), ১

[১৮] খলিল আল-খুরী, *ديوان أنترة* , (মাজালিছ মা'আরিফ বিলায়াহ, ১৮৯৩, সং-৪র্থ), ৮০

[১৯] ডক্টর মুহাম্মদ আবু রাবি'য়, *في تاريخ الأدب العربي القديم* , (জর্ডান : আম্মান, ১৯৯০, দারুল ফিকর), ৭০

[২০] আল-দাকতূর মুহাম্মদ, *في تاريخ الأدب* , ৭২

[২১] ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান, *আরবি সাহিত্যে নারী ও প্রেম* (প্রমিনেন্ট পাবলিকেশন, ২০১৫): ১২

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রবিন্দু ছিল নারীপ্রেম ও অশ্লীলতা, কিন্তু ইসলামী যুগে তাওহীদ ও ইসলাম কবিতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ইসলাম আসার পরে ইসলামী অনুশাসন মেনে কবিতা রচিত হয়। রচিত হয় জিহাদ, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.), নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত প্রাসঙ্গিক কবিতা। হাস্‌সান ইবনু সাবিত (মৃ. ৩৫/৪০ হি.) (রা.) ইসলামের শত্রুদের কুৎসামূলক কবিতার প্রত্যুত্তর দিয়ে কবিতা রচনা করেন। এ কারণে তাঁকে রাসুলের (স.) কবি "شاعر رسول الله – صلى الله عليه وسلم" বলা হয়।[২২]

ইসলামি যুগে মদ, ব্যভিচার, নারীদের নিয়ে অশ্লীল কল্পনা ও এ ধরনের কাব্যচর্চা নিষিদ্ধ করা হয়। এ সকল বিধিনিষেধ মেনে কবিতা রচনা রীতিমতো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামের আগমনের পর আরব সমাজে যে পরিবর্তনের বিপ্লব ঘটে তার প্রভাব আরব কবিগণের জীবনেও পড়ে। মদীনার কবিগণ কবিতার মাধ্যমে রাসুল (স.)-এর পাশে দাঁড়ান। তাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ প্রভাব তাদের কবিতায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। কাব্য রচনায় তারা কখনো জাহেলি রীতি-নীতিকে অনুসরণ করেন। যেমন কবি কা'ব বিন যুহাইর (মৃ. ৬৬২ খ্রি.)-এর বিখ্যাত ক্বাছিদাহ 'বানাত ছুয়াদ'। হাস্‌সান ইবনু সাবিতও (মৃ. ৩৫/৪০ হি.) প্রথমদিকে এ রীতিতে কবিতা রচনা করেন। আবার কখনো তিনি প্রাচীন রীতি-নীতিকে বর্জন করেন।[২৩] ইসলাম মন্দ কবিতা ও ভ্রষ্টকবিকে বর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলামি কবিগণ কাফের ও মুশরিক কবিদের নিন্দা করে এবং মুসলিম ও মুমিন কবিদের প্রশংসা করে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ* تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ* يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ* وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ* أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ* وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ.[২৪]

(আমি কি আপনাকে জানাবো, কার নিকট শয়তান আবির্ভূত হয়? ওরা তো আবির্ভূত হয় প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীর কাছে। তারা (শয়তানের) কথা শোনার জন্য কান পেতে থাকে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। (রাসুল কবি নন) কবিদের অনুসরণ তারাই করে যারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখো না? ওরা লক্ষ্যহীনভাবে সব বিষয়ে অলীক কল্পনায় মেতে থাকে এবং ওরা যা বলে তা করে না।)

মুসলিম কবিগণ কবিতার মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াতের প্রচার প্রসারে অংশগ্রহণ করেন।[২৫] যুদ্ধের ময়দান ছাড়াও তারা কবিতার মাধ্যমে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করেন। রাসুলুল্লাহ (স.) হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.) (মৃ. ৩৫/৪০ হি.)-কে কাফেরদের বিরুদ্ধে কুৎসা বর্ণনা করার জন্য উৎসাহিত করেন।

[২৬] " اهج قريشا فوالله لهجائك عليهم أشد من وقع السهام في غلس الظلام . اهجهم و معك جبريل روح القدس "

---

[২২] আহমাদ হাছান আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* (মিশর: কায়রো, দারুন নাহদ্বাহ), ১০২-১০৩

[২৩] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *التطور و التجديد في الشعر الأموي*,(কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, দারুল মা'আরিফ, সংস্করণ-৮ম), ১৩; হান্না আল-ফাখুরী, *تاريخ الأدب العربي الجامع في* (লেবানন : বৈরুত, ১৯৮৬, দারুল জীল, সংস্করণ - ১), ৪৪১

[২৪] সূরা আশ শু'আরা, ২২৪-২২৭

[২৫] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *التطور و التجديد في الشعر الأموي* , (কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, দারুল মা'আরিফ, সংস্করণ-৮ম), ১৩

[২৬] ইবনু রাশিক্ব আল-ক্বাইরাওয়ানী, *العمدة* , (মিশর : কায়রো, ১৯২০, খণ্ড - ১), ১২

এ প্রসঙ্গে রাসুল (স.) -এর রর্ণিত কতিপয় হাদিস ;

Dhaka University Institutional Repository

(তুমি কুরাইশদের নিন্দা করো। আল্লাহর কসম! তোমার 'হিজা' প্রভাতের আঁধারে তাদের উপর নিক্ষিপ্ত তিরের ন্যায় শক্তিশালী ও লক্ষ্যভেদী। তুমি তাদের কুৎসা করো, 'রূহুল কুদ্‌স' জিবরাইল তোমার সাথে আছেন।)

উহুদ যুদ্ধে রাসুল (স.)-এর চাচা হামযা ইবনু 'আবদিল মুত্তালিব (মৃ. ৬২৫ খ্রি.) (রা.)-এর শাহাদতকে কেন্দ্র করে পরবর্তী সময়ে তাঁর জন্য শোকগাথা রচিত হয়।[২৭] হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.) বলেন—

فإنّ جِنَانَ الخُلْدِ مَنْزِلُهُ بِهَا، * وأمرُ الـــذي يقضي الأمورَ سريعُ

وقَتْلاكُمُ في النّارِ أفضَلُ رِزْقِهِمْ * حَمِيمٌ معاً، في جوْفِها، وَضَرِيعُ

- তাঁর চিরস্থায়ী আত্মা স্থায়ী আবাস্থল লাভ করেছে। এটি এমন নির্দেশ যা দ্রুতই বাস্তবায়িত হয়।
- আর সেখানে তোমার হন্তার উদরের সর্বোত্তম খাদ্য হলো কাঁটাযুক্ত খাবারের সাথে ফুটন্ত পানি।

'হিজা' কবিতার মাঝেও ইসলামের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। জাহেলি যুগের 'হিজা'-এর সাধারণ বিষয়াবলির (যেমন রক্তপাত, নারী) পরিবর্তে কুরআনের আয়াত এবং কুরআনের মর্মার্থ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কবরের আযাব ও শাস্তির ভয়-ভীতিপ্রদর্শন করা হয়। মুসলিম কবিগণ মক্কার কাফের ও মুশরিক কবিদের বিরুদ্ধে 'হিজা' কবিতা রচনা করেন। তারা মুশরিকদের কপটতা ও মিথ্যা বিষয়াবলি 'হিজা' কবিতায় তুলে ধরেন। তাদেরকে তাওবা, রাসুল (স.)-এর আদর্শ, ইমান ও সত্যের দিকে আহ্বান করেন। তবে কাফেরদের কবিতায় অশ্লীলতা ও অশ্রাব্য শব্দাবলির ব্যবহার হওয়ায় তা মুসলিম কবিদের কবিতা অপেক্ষা বেশি শিল্পায়িত মনে হতো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

---

১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَكَيْفَ بِنَسَبِي فَقَالَ حَسَّانُ: لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ العَجِينِ.

২. وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: «لاَ تَسُبُّهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».

৩. حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ الهَيْثَمَ بْنَ أَبِي سِنَانٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فِي قَصَصِهِ، يَذْكُرُ النَّبِيَّ ﷺيَقُولُ: إِنَّ أَخًا لَكُمْ لاَ يَقُولُ الرَّفَثَ يَعْنِي بِذَاكَ ابْنَ رَوَاحَةَ، قَالَ:

وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الفَجْرِ سَاطِعُ

أَرَانَا الهُدَى بَعْدَ العَمَى فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ

يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالكَافِرِينَ المَضَاجِعُ

تَابَعَهُ عُقَيْلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَالأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

٤. روى الإمام أحمد في مسنده, والبخاري ومسلم عن الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لِحَسَّانَ بْنِ ثابتٍ: اهْجُهُمْ، أَوْ هَاجِهِمْ، وَجِبْرِيلُ مَعَكَ، وفي رواية النسائي، وأحمد: وروح القدس معك، وفي رواية ابن حبان، وغيره :إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَكَ ما هاجيتهم.

٥. وروى مسلم وأبو داود عن عَائِشَةُ قالت: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ لِحَسَّانَ: إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا نَافَحْتَ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وحسان كان يجاهد بشعره، فأيده الله بروح القدس هو جبريل ، وروح القدس هو جبريل،

٦. حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ , أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ أَنَّهُ , سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ :"اهْجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ " , وَزَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ , عَنْ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثابتٍ , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بْنِ ثابتٍ اهْجُ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ. (صحيح البخاري) (حديث مرفوع)، رقم: ٣٨٣٩

[২৭] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *التطور و التجديد في الشعر الأموي* , (কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, দারুল মা'আরিফ, সংস্করণ-৮ম), ১৫-১৬

Dhaka University Institutional Repository

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ.[২৮]

(আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, তখন তাদের দেহাবয়ব আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হয়। আর যদি তারা কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা শুনেন। তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ। প্রত্যেক শোরগোলকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই আপনার শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করবেন। তারা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে?)

হাস্‌সান ইবনু সাবিত (মৃ. ৩৫/৪০ হি.) (রা.) রাসুল (স.)-এর প্রশংসা করেন। রাসুল (স.)-এর বীরত্ব, মহানুভবতা, ক্ষমাকারী ও অঙ্গীকার পূরণকারী হিসাবে চমৎকার মূল্যায়ন করেন। রাসুল (স.)-এর শানে কা'ব বিন যুহাইর (মৃ. ৬৬২ খ্রি.) (রা.)-এর বিখ্যাত কবিতা চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে।[২৯] তিনি বলেন :

أنبئت أن رســـــول الله أوعـدني * والعفو عند رسول الله مأمول

مهلا هداك الـذي أعطاك نافلة ال * قرأن فيها مواعظ و تفصيل

- আমি অবগত হয়েছি যে, আল্লাহর রাসুল (স.) আমাকে হত্যার জন্য হুলিয়া জারি করেছেন। তবে আল্লাহর রাসুলের নিকট ক্ষমার প্রত্যাশা করাই যায়।
- তিনিই আপনাকে সৎপথ দেখিয়েছেন, যিনি আপনাকে 'আল-কুরআন' দিয়েছেন। আর এ মহাগ্রন্থে রয়েছে অনেক উপদেশাবলি ও নিদর্শন।

কা'ব বিন যুহাইর (মৃ. ৬৬২ খ্রি.) (রা.) ইসলামের ছায়াতলে এসে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন। তিনি তাঁর পাপ মার্জনার জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে মিনতি জানান।[৩০] হুসাইন আল-মুর্‌রা (মৃ. ৬১২ খ্রি.) বলেন :

أعوذ بربي من المخزيا * ت يوم ترى النفس أعمالها

و خف الموازين بالكافرين * و زلـــزلت الأرض زلزالها

- কৃতকর্ম প্রদর্শনকারী বিচার দিবসের অপরাধী হওয়া থেকে আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় চাই।
- যেদিন পৃথিবী প্রকম্পিত হবে এবং অস্বীকারকারীদের নেক কাজের ওজন হাল্কা হবে।

না'মার বিন তাওলাব (মৃ. ১৩ হি./৬৩৪ খ্রি.) বলেন :

أعذني رب من حصر و عي * ومن نفس أعالجها علاجا

- আমার প্রভু আমায় অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তিনি আমার হৃদয়ের অসুস্থতার প্রতিষেধক দান করেছেন।

মানুষ ইসলামের শিক্ষানুযায়ী নিজ জীবন গঠন করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। সাহাবিগণ রাজ্য বিজয়ের প্রতি মনোনিবেশ করেন। হিজায ও নজদের কবিগণের রচিত কবিতাতেও ইসলাম ও ঈমানের ছোঁয়া লাগে। কবি হুতাইয়্যার কাব্য তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আবু বকর (রা.) (মৃ. ১৩

---

[২৮] আল-মুনাফিকুন, ৪

[২৯] জামাল উদ্দিন আবি মুহাম্মদ আব্দিল্লাহ ইবনি হিশাম, *شرح بانت سعاد* , (১৮৭১), ১৮০ - ১৮১, ১৯৭

[৩০] ড. যাওয়াদ আলি, *المفصل في تاريخ العربي قبل الإسلامي* (দারুল ছাক্বী, ২০০১, সংস্করণ-৪,খণ্ড-২০,আল-ইসাবাহ-১), ২৩৫, ১৭৩২

Dhaka University Institutional Repository

হি./৬৩৪ খ্রি.)-এর বিরোধিতা করে 'হিজা' রচনা করেন। পরবর্তী সময়ে তিনিসহ আরো অনেক কবি একসাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। নাবিগা আল-যুবইয়ানী (মৃ. ৬০৪ খ্রি.) ও লাবিদ ইবনু রাবি'আহ (মৃ. ৪১ হি./৬৬১ খ্রি.) তাঁদের মাঝে অন্যতম। লবিদ ইবনু রাবি'আহ বলেন :

ألا كل شيئ ما خلا الله باطل * وكل نعيم لا محالة زائل

- আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। দুনিয়ার সকল সুখ নিঃশেষ হবে। এবং কোনো কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না।

'আবদাহ ইবনু তাবীব তাঁর সন্তানদেরকে খোদাভীতি, পিতৃসেবা ও গালমন্দ থেকে দূরে থাকার জন্য উপদেশ দিয়ে বলেন :

أوصيكم بتقى الأله فإنه * يعطى الرغائب من يشاء و يمنع

وببر والدكم و طاعة أمره * إن الأبـــــر مـن البنين الأطوع

- আমি তোমাদেরকে সেই উপাস্যকে ভয় করার ওসিয়ত করছি, কেননা তিনি তার ইচ্ছানুযায়ী কারো প্রত্যাশা পূর্ণ করেন আবার কারো প্রত্যাশা অপূর্ণ রাখেন।
- পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং তাদের আনুগত্য করবে। নিশ্চয় সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার সুদৃষ্টি অনেক মূল্যবান।

'আবদাহ ইবনু তাবীব আরব ও পারস্য যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি আরবদের পারস্য বিজয় নিয়ে বলেন :

يقارعون رؤوس العجم ضاحية * منهم فوارس لا عزل ولا ميل

- পার্শ্ববর্তী পারস্য অঞ্চলের অশ্বারোহী নেতৃবর্গ যুদ্ধ করে। তাদের মাঝে অনেকে এসেছিল অনিচ্ছায় ও নিরস্ত্র অবস্থায়।

জাহেলি যুগের আরব কবিদের কবিতার বিষয়াবলির প্রায় সকল বিষয় প্রাক ইসলামি যুগে এসে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু 'নাক্বা'ইদ' কাব্য রচনা তখনও চলমান ছিল। এটি ইসলামের সমরাঙ্গনের তরবারির মতোই জিহাদের ধারালো অস্ত্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বিষাক্ত তির ও তরবারির ন্যায় কবিতাও তীক্ষ্ণ, লক্ষ্যভেদী ও ধারালো ছিল। আরব সমাজে তরবারির যুদ্ধের পাশাপাশি কবিতার যুদ্ধ সমভাবে চলে। এমনকি কখনো তরবারির যুদ্ধ থেকে কবিতার যুদ্ধ অধিক আক্রমণাত্মক এবং বেশি যন্ত্রণাদায়ক ছিল।[৩১] রাসুল (স.) হিজামূলক 'নাক্বা'ইদ' রচনা করার জন্য হাস্‌সান ইবনু সাবিত (মৃ. ৩৫/৪০ হি.) (রা.)-কে আদেশ দেন। মানুষদেরকে কবিতার মাধ্যমে জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়।[৩২]

০১.৫.১. ইসলামি যুগ ও কবিতা

এ সময়ে ইসলামি আদর্শ, কুরআনের মু'জিযা আরব সাহিত্যিকদের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ফাসাহাত ও বালাগাতের অতল সমুদ্র হলো আল-কুরআন। মুসলিম কবিগণ কুরআন শ্রবণ করে

[৩১] লু'ই মাওফিক্ব আলহাজ্ব 'আলী, *صورة الهجو في الشعر النقايض* (জামি'আ জারাশ, হাযীরান, ২০১৫), ২

[৩২] আর. এ নিকলসন, *A Literary History of Arabs,* (ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস), ২০১

Dhaka University Institutional Repository

সেখানে থাকা বালাগাতের দ্বারা নিজেদের কবিতাকে সুসজ্জিত করেন। আল-কুরআনের উন্নত ও উচ্চতর বালাগাতের কাছে আরবের কুরাইশ কবিগণ অপারগতা প্রকাশ করেন। ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআনে কবি ও কাব্যকে নিরুৎসাহিত করা হয়। বর্ণিত হয়েছে :

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ* تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ* يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ* وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ* أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ* وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ[৩৩]

(আমি কি আপনাকে জানাবো, কার নিকট শয়তান আবির্ভূত হয়? ওরা তো আবির্ভূত হয় প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীর কাছে। তারা (শয়তানের) কথা শোনার জন্য কান পেতে থাকে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। (রাসুল কবি নন) কবিদের অনুসরণ তারাই করে যারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখো না? ওরা লক্ষ্যহীনভাবে সব বিষয়ে অলীক কল্পনায় মেতে থাকে এবং ওরা যা বলে তা কওে না।)

উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাব্য ও কবিদের বিভিন্ন বাস্তবতা তুলে ধরে তা থেকে বিমুখ থাকতে বলেন। নিম্নোক্ত হাদীসে রাসুল (স.) কবিগণকে কাব্য চর্চা হতে বিরত থাকতে উৎসাহিত করেন।[৩৪]

لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلىء شعرا

(তোমাদের উদর কবিতা দিয়ে পূর্ণ করা অপেক্ষা পুঁজ দিয়ে পূর্ণ করা উত্তম।)

لما نشأت بغضت إلي الأوثان و بغض إلي الشعر

(আমার হৃদয়ে মূর্তির প্রতি যেমন ঘৃণা তৈরি করা হয়েছে তেমনি কবিতার প্রতিও ঘৃণা তৈরি করা হয়েছে।)

প্রাথমিক পর্যায়ে রাসুল (স.) কবিতা রচনা নিষেধ করলেও পরে তিনি কাব্য রচনা ও কবিতা আবৃতিকে উৎসাহিত করেন। খন্দকের যুদ্ধে সাহাবিগণের একটি পঙ্‌ক্তির (نحن الذين بايعوا محمدا) শেষাংশ তিনি সংযুক্ত করে বলেন :

" على الجهاد ما بقين أبدا "

(যতদিন জীবিত থাকবো, জিহাদের উপর অটল থাকবো।)

তিনি আরও বলেন :

" ماذا يمنع الذين نصروا الله و رسوله بأسلحتهم أن ينصروه بألسنتهم ؟ "

(আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করার পাশাপাশি কবিতা দিয়ে সাহায্য করতে কিসে বারণ করবে?)

" إن من الشعر لحكمة "

(নিশ্চয় কবিতায় প্রজ্ঞা বিদ্যমান।)

" أصدق كلمة قالها لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل ".

(কবি 'লবিদ'-এর সর্বোত্তম চরণটি হলো; ألا كل شيء ما خلا الله باطل)

রাসুল (স.) বিখ্যাত কবি 'লবিদ' ও তার কবিতাকে সমর্থন করেন। কুরআনের সাথে সংমিশ্রণ ও সংশয়ের সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকার জন্য প্রথম পর্যায়ে কবিতাচর্চা থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত

---

[৩৩] আশ শু'আরা, ২২৪-২২৭

[৩৪] ইবনু রাশিক্ব আল-ক্বাইরাওয়ানী, *العمدة*, (মিশর : কায়রো, ১৯২০, খণ্ড - ১), ১৮

Dhaka University Institutional Repository

করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ইসলাম ও মুসলমানের স্বার্থে রাসুল (স.) মন্দ কবিতা রচনা থেকে নিষেধ করেন এবং উত্তম অর্থবোধক কবিতা রচনা করতে উৎসাহিত করেন।[৩৫]

০১.৬. উমাইয়্যা যুগ (৬৬১-৭৫০)

চতুর্থ খলিফা 'আলী ইবনু আবি তালিব (মৃ. ৪০ হি./৬৬১ খ্রি.) (রা.)-এর মৃত্যুর পর থেকে উমাইয়্যা আমলের সূচনা।[৩৬] উমাইয়্যা শাসকগণ ক্ষমতায় এসে সিরিয়া ও মিশর ছাড়া সকল আরব অঞ্চল জয় করেন। রাষ্ট্রপরিচালনা রীতিনীতিতে তারা খোলাফায়ে রাশেদাগণের ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করেন। তারা তরবারির শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। চার খলিফার রাষ্ট্রপরিচালনার তুলনায় তাদের শাসনের ধরন, গতি, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য ভিন্ন ছিল। তারা সাহাবিগণের খলিফা নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তে বংশানুক্রমিক শাসনতন্ত্রের সূত্রপাত করেন। রাসুল (স.)-এর আদর্শকে বিসর্জন দেওয়া আরম্ভ করেন। এ সময়ে অধিকাংশ মানুষ 'শি'আ' ও 'খারেজী' নামক দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায়।[৩৭]

শি'আগণ 'আলী ইবনু আবি তালিবকে সমর্থন করেন। তারা আহলে বাইতকে গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করেন। উমাইয়্যা যুগে সাহিত্যের অনেক উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ যুগের কবিতার বিষয়বস্তু, শব্দ, শৈলী, গঠনরীতি ও কল্পনা অনেক উন্নত ছিল। গ্রাম্য ও বেদুইন ভাষার পরিবর্তে কুরআনের মার্জিত ভাষা সাহিত্যে স্থান পায়। চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক চিত্র ও ঐতিহ্য তাদের কবিতায় চিত্রিত হয়। কুরাইশদের আরবি ভাষার স্বকীয়তা, সর্বজনীনতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বিকশিত হয়। উমাইয়্যা যুগে হিজাজে কাব্য রচনায় শহুরে ও সাধারণ শব্দাবলি অত্যধিক গুরুত্ব পায়। কাব্য রচনার ভাষায় নমনীয়তা চলে আসে এবং শব্দচয়নে অগ্রগতি সাধিত হয়। জাহেলি যুগের কবিতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইসলামি যুগে পরিবর্তিত হয়। উমাইয়্যা যুগেও ইসলামি যুগের কবিতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয়। ইসলামি যুগে কবিতা রচনার লক্ষ্য ছিল ইসলামের প্রচার-প্রসার। উমাইয়্যা যুগে নতুন কাব্য বিষয়ের সংযুক্তি ঘটে। তবে ইসলামি যুগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে পুরোপুরি পরিহার করা হয়নি। এ যুগে কবিগণ রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় শাসকদের স্তুতি বর্ণনার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অধিকাংশ কবিগণ কবিতা লিখেন পুরস্কার ও অর্থের লোভে এবং শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা লাভের জন্য।[৩৮] উমাইয়্যা শাসকগণ কুরাইশ কবিদের হিজাযে আমন্ত্রণ জানান। সেখানে তাদের আয়-রোজগারের ব্যবস্থা করেন। তাদেরকে উমাইয়্যা শাসকগণের প্রশংসামূলক কাব্য রচনা করতে উৎসাহিত ও প্ররোচিত করেন। ফলে তারা প্রচুর অর্থোপার্জনের সুযোগ লাভ

---

[৩৫] ডক্টর মুহাম্মদ আবু রাবি'য়, *في تاريخ الأدب العربي القديم* , (জর্ডান : আম্মান, ১৯৯০, দারুল ফিকর), ৭২; আহমাদ হাছান আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* (মিশর: কায়রো, দারুন নাহদ্বাহ), ১০৩

[৩৬] খাইরুদ্দিন আয-যারকালি, *الأعلام* (খণ্ড-৫), ১০৭ ; আমির আশ-শু'য়ারা, *العشاق* , ২০ ; আর. এ নিকলসন, *A Literary History of Arabs,* (ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস), ১৯৩ ; মাহমুদ আহমেদ, *الأدب السياسي* , ১৯

[৩৭] আর. এ নিকলসন, *A Literary History of Arabs,* (ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস), ১৯৩-১৯৪

[৩৮] নিকলসন, *A Literary* ,১৯৪, ২০১

Dhaka University Institutional Repository

করেন এবং বিলাসবহুল জীবনযাপনের প্রতি ধাবিত হন। একপর্যায়ে তারা গান বাজনা, নৃত্য ও অশ্লীলতায় সার্বক্ষণিক ব্যস্ত হয়ে পড়েন।[৩৯] তাদের রঙ্গমঞ্চের চারপাশে নারীদের পদচারণা বৃদ্ধি পায়। যাযাবর ও অস্থায়ী জীবনের পরিবর্তে উন্নত ও স্থায়ী জীবনধারণের প্রতি আকৃষ্ট হন। গ্রিক ও পারস্যদের সংস্পর্শে এসে তারা তাদের কবিতাকে গান ও নাচের সাথে মিলিয়ে ফেলেন। নারীদের মাধ্যমে কবিতা আবৃতি, গান গাওয়া ও নাচ পরিবেশন শুরু হয়। গতানুগতিক দীর্ঘ ও বড় কবিতাগুলিকে গানের মতো করে বা গাওয়ার উপযোগী করে ছন্দযুক্ত ও ছন্দমুক্ত আকারে রচনা করে।

উমাইয়্যা শাসনামলে রাজনৈতিক রাজধানী ইরাক থেকে সিরিয়াতে স্থানান্তরের পর সিরিয়ায় সাহিত্যের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। এখানকার পরিবেশ আর আবহাওয়া সাহিত্যের জন্য অত্যন্ত উপযোগী ছিল। সিরিয়া ছাড়াও ইরাক ও হিজাযের পরিবেশও সাহিত্যের অনুকূল ছিল।[৪০] এই পরিবেশ সাহিত্যকর্মের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে। তাছাড়া খলিফা 'আবদুল মালেক ইবনু মারওয়ান (মৃ. ৭০৫ খ্রি.) কর্তৃক গ্রিক ও ফারসির পরিবর্তে আরবিকে দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ত্রুটিযুক্ত আরবি পাণ্ডুলিপি সংস্কার, কুরআন ও হাদিসের অনুবাদ ইত্যাদির মতো পদক্ষেপ গৃহীত হয়।[৪১] খলিফা 'আবদুল মালেক ইবনু মারওয়ান (মৃ. ৭০৫ খ্রি.)-এর প্রতিনিধি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (মৃ. ৭১৪ খ্রি.) সমবর্ণের ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে স্বরবর্ণের (أحرف العلة) ব্যবহার ও স্বরচিহ্ন (حركات) প্রদানের সূচনা করেন।[৪২]

জাহেলি যুগ থেকে উমাইয়্যা যুগ পর্যন্ত গদ্যসাহিত্য (نظم) থেকে পদ্যসাহিত্য (نثر) অগ্রগামী ছিল। উমাইয়্যা আমলে জাহেলি কবিতার বিষয়বস্তুর অনুসরণ, বিষয়ের পরিমার্জন ও নতুন বিষয়ের উদ্ভব ঘটে।[৪৩] এ সময়ে বিভিন্ন নগর, রাজ্য ও রাজধানীভিত্তিক সাহিত্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে। নিম্নে এ সকল সাহিত্যকেন্দ্রের বর্ণনা দেওয়া হলো :

মক্কা ও মদিনা

উমাইয়্যা যুগে আরবি সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল মক্কা ও মদিনা। ইসলামি রাষ্ট্রের রাজধানী সিরিয়ার দামেশকে স্থানান্তরিত হওয়ার সময় এ অঞ্চলের রাজনৈতিক গুরুত্ব হ্রাস পায়। তবে ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। বৈদেশিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে এবং নগরায়ন সম্পন্ন হয়।[৪৪] এ সময়ে আরবের যাযাবর সম্প্রদায় ইরাক, সিরিয়া ও হিজাযের দিকে চলে যায়।

---

[৩৯] হান্না আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* (লেবানন : বৈরুত, ১৯৮৬, দারুল জীল, সংস্করণ - ১), ৪৪১

[৪০] ইত্তিহাদ আল-কিতাব আল-আরাবি, *المجلة التراث*, ৩৭৩

[৪১] নিকলসন, *A Literary* ,২০১

[৪২] ইরাকের গভর্নর, স্কুল শিক্ষক হিসাবে কর্ম জীবন শুরু করেন। তিনি যখন স্বনবর্ণের (أحرف العلة) ব্যবহার ও স্বরচিহ্ন (حركات) প্রদান করেন তখন তিনি গভর্ণর ছিলেন না, পরবর্তীতে তিনি গভর্ণর নিযুক্ত হন।

[৪৩] আর. এ নিকলসন, *A Literary History of Arabs,* (ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস), ১৯৪/২০১

[৪৪] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *التطور و التجديد في الشعر الأموي* , (কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, দারুল মা'আরিফ, সংস্করণ-৮ম), ৩৯/১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

কবিতার কেন্দ্রস্থলগুলিও ইরাক, সিরিয়া ও হিজাযের দিকে স্থানান্তরিত হয়। উমাইয়্যা শাসকগণ সাহিত্যানুরাগী ছিলেন বিধায় তারা সেখানে সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের লালন করার পাশাপাশি পৃষ্ঠপোষকতাও দান করেন। ইসলাম আরব অধিবাসীদের ধর্মীয় জীবনে পরিবর্তনের বিপ্লব নিয়ে আসে। তাদের কবিতার যে ধারা জাহেলি যুগে বিদ্যমান ছিল তা ইসলামি যুগে দুর্বল হয়ে পড়লেও উমাইয়্যা যুগে পুনরুত্থান লাভ করে। তারা তাদের পূর্বের রীতি-নীতিকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে অনীহা প্রকাশ করেন।[৪৫] মদীনায় ফ্যাশন, সৌন্দর্য, মিউজিক ও গানের আসর বসে। প্যারিস ও বাইজান্টাইন অঞ্চলের মিউজিক ও এর রোমাঞ্চকর মোটিভের সাথে আরবি মিউজিকের মিশ্রণ ঘটে। উমাইয়্যা যুগে যুব সম্প্রদায় বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। যুবকদের একদল মসজিদে ধর্মীয় শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে মিলিত হয়। অপরদল খেল-তামাশা ও ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হয়। এ সময় এখানে গানের মতো আরো বৈদেশিক শিল্পের সূচনা ঘটে। মক্কা-মদীনা উভয় অঞ্চলে যুবকদের কাছে গান সমভাবে সমাদৃত হয়।[৪৬] ইবনু ছুরাইজ (মৃ. ৭০৪ খ্রি.), ইবনু মিছজা' (মৃ. ৭০৪ খ্রি.) ও ইবনু মুহরায (মৃ. ৭১৫ খ্রি.) হলেন মক্কার প্রসিদ্ধ গায়ক এবং 'উমর ইবনু রাবি'য়াহ (২৩-৯৩ হি./৬৪৪ -৭১২ খ্রি.), আল-আরজা ও ইবনু ক্বাইছ আর রুকাইয়্যাত (মৃ. ৮৫ হি.) হলেন মক্কার প্রসিদ্ধ কবি। তুআইছ (৬৩২-৭১০ খ্রি.), ছাইবু খাইর (মৃ. ৬৮৩ খ্রি.), নাশীত (তা.বি.), মা'বাদ (মৃ. ১২৬ হি./৭৪৩ খ্রি.), ছাল্লামাতুল কাছ (মৃ. ৭৪৮ খ্রি.), হাবাবাহ (মৃ. ১০৫ হি.) ও আজ্জাহ মিলা (মৃ. ১১৫ হি.) হলেন মদীনার প্রখ্যাত গায়ক। মদীনার প্রখ্যাত কবি হলেন আল-আহওয়াছ (১০৫ হি./৭২৩ খ্রি.)। এ সকল গায়ক ও গায়িকা গানের জগতে নিত্যনতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

এ সময় এ অঞ্চলের কবিগণকে প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি হতে হয়। জীবনধারণ ও জীবনমান পরিবর্তনের সাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন তাদেরকে নতুন বিষয়ের দিকে ধাবিত করে। পূর্বের কবিতার বিষয়বস্তু এ যুগে এসে যৌক্তিকতা হারিয়ে ফেলে। 'উসমান ইবন আফ্ফান (মৃ. ৬৫৬ খ্রি.) (রা.)-এর যুগ থেকে উমাইয়্যা যুগ পর্যন্ত সময়ে এ অঞ্চলে আভিজাত্য বৃদ্ধি পায়। একপর্যায়ে ইসলামি রীতি-নীতি তাদের কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তারা বিলাসবহুল জীবনযাপনের দিকে ধাবিত হয়। তাই তাদের কাব্য ও সাহিত্যে আভিজাত্যের ছোঁয়া লাগে। পূর্বের ধারাকে বিসর্জন দিয়ে নিত্যনতুন ধারা ও বিলাসিতায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখে। কাব্য সাহিত্য বিদেশি সংস্কৃতি, বিশেষ করে গ্রীক ও ফারসি নারী গায়িকাদের সহচর্যে নতুন এক বিশেষ রূপ লাভ করে। হিজরতের পর প্রথম শতাব্দীতেও মক্কা ও মদীনার আশেপাশে কতিপয় আরব গায়ক বর্তমান ছিল।[৪৭] আবুল আব্বাস আল-আ'মা (মৃ. ১৪০ হি./ ৭৫৭ খ্রি.) এ সময়ের মক্কার বিখ্যাত গায়ক এবং

[৪৫] নিকলসন, *A Literary* , ২৩৬/২৭১

[৪৬] *The Cambridge History of Arabic Literature,* (ভলিউম - ১, উমাইয়্যা কবিতা, অধ্যায় - ২০), ৩৮৯

[৪৭] নিকলসন, *A Literary* , ২৩৬/২৭১

Dhaka University Institutional Repository

ইসমা'ঈল ইবনু ইয়াছার আন নাসায়ী (মৃ. ১৩০ হি. /৭৪৮ খ্রি.) ও তাঁর ভাই মদীনার বিখ্যাত গায়ক ছিলেন ।[৪৮]

হিজায

হিজায আরবের পূর্বাঞ্চলীয় একটি উপদ্বীপ। যার উত্তরে লোহিত সাগর ও দক্ষিণে ইয়েমেন। হিজায তৎকালীন মক্কা, হাবশা, রোম, গ্রিক ও পারস্যদের বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল। তাছাড়া এখানে ওরাক্বা বিন নাওফলের (মৃ. ৬১০ খ্রি.) ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে নসীহত ও উপদেশ প্রদান করতেন।[৪৯] হিজাযে আনসার ও মুহাজির সাহাবিগণের পরবর্তী প্রজন্ম বেড়ে ওঠে। অধিবাসীদের জীবনমান পরিবর্তন হওয়ার পাশাপাশি তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও রাজনৈতিক প্রেষণার বিবর্তন ঘটে। তাঁরা ধর্মপ্রবণতা থেকে ফিরে এসে কল্পনাবিলাসী ও অলস ব্যক্তিতে পরিণত হয়।[৫০] জাহেলি যুগে এ অঞ্চলে পারস্য, গ্রিক ও রোমান সভ্যতার মাঝে যে যোগসূত্র ছিল, তা উমাইয়্যা যুগে এসে একীভূত হয়ে বড় শিল্পনগরী হিসাবে বিকশিত হয় এবং সভ্য ও জ্ঞানীদের মিলনমেলা ও কবিদের চারণভূমিতে রূপান্তরিত হয়। আরব, (বিশেষত কুরাইশ কবি) অনারব ও বহুজাতিক সভ্যতার মিশ্রণ ঘটে।[৫১] আরবগণ সদ্য আগত সভ্যতার সাথে মিত্রতা গড়ে তোলে। এখানেও মক্কা ও মদীনার গায়কদের অনুকরণে এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গানের প্রচলন শুরু হয়। বাইজান্টাইন, দামেশক, বসরা ও কুফাবাসী কবি ও গায়কগণ পারস্য সভ্যতার অনুকরণে গান রচনা করেননি; বরং তারা তাদের নিজস্ব সভ্যতা ও ঐতিহ্য থেকেই গান রচনা ও গান গাওয়ার দীক্ষা লাভ করেন। তাই বলা যায় যে, হিজাযে নগরায়ন ও সভ্যতা পূর্ব থেকেই উপস্থিত ছিল। মনে করা হয় যে, প্রকৃতিগতভাবে পূর্ব থেকেই এ অঞ্চলের অধিবাসীগণ খেলতামাশা ও গায়ক-গায়িকাদের গান শুনতে অভ্যস্থ ছিল। তাঁরা শহুরে পরিবেশে বেড়ে ওঠে এবং ভোগ, আস্বাদন ও বিলাসিতায় মগ্ন থাকে। জাহেলি যুগের প্রাচীন কবিতা থেকে এই সভ্য যুগের কবিতার ধারা ও গতিপথ ভিন্ন ছিল। এই যুগে প্রশংসা (المدح) ও কুৎসামূলক কবিতা (الهجاء) ভীষণভাবে হ্রাস পেতে থাকে। তবে প্রণয়মূলক (الغزل) কবিতা নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়। হিজায রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এটি নব্য গান ও পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। প্রণয়কাব্যগুলি কখনো গভীর সম্পর্কের দিকে গড়াতো, এমনকি কখনো অতিরঞ্জিত আবেগের কারণে শারীরিক সম্পর্কের মতো অঘটন ঘটতো।

---

[৪৮] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *التطور و التجديد في الشعر الأموي* , (কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, দারুল মা'আরিফ, ৮ম সংস্করণ), ২৯

[৪৯] ড. শাওক্বী, *التطور و التجدي*, ২৩

[৫০] *The Cambridge History of Arabic Literature,* (ভলিউম - ১, উমাইয়্যা কবিতা, অধ্যায় - ২০), **৩/৩৯০**

[৫১] ড. শাওক্বী, *التطور و التجدي*, ২৬

Dhaka University Institutional Repository

উমাইয়্যা যুগে আল-গাজল আল-'উজরীর (الغزل العذري) সাথে তাল মিলিয়ে হিজাযের প্রণয়কাব্যের রীতি ও ফ্যাশনেও নতুনত্ব আসে।[৫২] এ ধরনের প্রণয়কাব্যে গল্প বা কাহিনির সাথে প্রণয় ইতিহাস বিবৃত হয়। কখনো মিউজিকের সাথেও গাওয়া হয়। উজরী প্রণয়কাব্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে সর্বদা সহজ, প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট ভাষা ব্যবহৃত হয়। শহুরে শব্দের তুলনায় গ্রাম্য বেদুইনি শব্দ অগ্রাধিকার পায়।[৫৩] যেখানে প্রেমিক আমৃত্যু তাঁর প্রেমিকাকে ভালোবাসা বিসর্জন দেন। তাঁরা প্রেয়সীর প্রতি চরম অনুগত, নিবেদিতপ্রাণ ও আত্মোৎসর্গকারী ছিলেন। ধর্মীয় ও আবেগীয় এবং শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা কাব্যে ফুটে ওঠে। এ সময়ে মাজনূন লাইলা ও আল-গাজল আল-'উজরী অনেক সুখ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়। জামীল ইবনু মা'মার আল-মুছান্নার (মৃ. ৮২ হি. /৭০১ খ্রি.) আল-গাজল আল-'উজরীর পঙ্‌ক্তিগুলোতে ইসলামকেন্দ্রিক আবেগঘন শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে ঘটনা ও সংলাপ আকারে কাব্য রচনা করেন। তিনি আল-গাজলুল 'উজরীতে যেমন শব্দ ব্যবহার করেন, একইভাবে অন্যান্য কাব্যেও অনুরূপ শব্দ প্রয়োগ রীতি দেখান। চিন্তা, আবেগ, স্বর, বাক্যবিন্যাস, ভাষার ব্যবহার ও মোটিভের ক্ষেত্রেও একই রীতি (যেমন মাজনুন লাইলা) ব্যবহার করেন। জু আল-রুম্মাহর (মৃ. ৭৩৫ খ্রি.) কবিতাতেও ইসলাম কেন্দ্রিক ভাবাদর্শ ফুটে ওঠে।[৫৪] হিজাযের প্রণয়কাব্য দুই ধরনের ভাবধারায় রচিত হয়। যথা :

ক. অশ্লীল প্রণয়কাব্য (الغزل الفاحش)

খ. উজরী প্রণয়কাব্য (الغزل العذري)

অশ্লীল প্রণয়কাব্যের প্রধান কবি ছিলেন 'উমর ইবনু রাবিয়াহ (২৩-৯৩ হি./৬৪৪-৭১২ খ্রি.)। তবে অশ্লীল কাব্য কেবল হিজাযে রচিত হয়নি, বরং পাশাপাশি অন্যান্য অঞ্চলেও এ ধরনের কবিতা রচিত হয়। ইরাকসহ বেদুইন ও শহুরে সকল কবিদের কাব্যে এই অশ্লীলতা লক্ষ্য করা যায়। এমনকি আল-ফারাজদাক্বের (৬৪১-৭৩২ খ্রি.) কবিতাতেও অশ্লীলতা বিদ্যমান ছিল।[৫৫] উমাইয়্যা যুগে হিজাযে যে সাহিত্য রচিত হয় তা সভ্যতা সম্বলিত ও সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্পন্ন। এটি গান ও প্রণয়কাব্যের নতুন ধারার উপর ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে। কবিতাকে গান, সুর ও অঙ্গভঙ্গির সমন্বয় করে গাওয়া হয়। হিজাযের অন্যতম গায়ক হলেন আবু সা'ঈদ মাওলা ফায়িদ (তা.বি.)। তিনি একাধারে কবি ও গায়ক ছিলেন। এ সময়ে ছুল্লামাহ আল-কায়েছ (মৃ. ৭৪৮ খ্রি.) কাব্য ও গান দুটোতেই বেশ সুনিপুণ ছিলেন। প্রণয়মূলক কাব্যে হিজাযের কবিদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের পাশাপাশি তাদের কবিতায় সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা ছন্দ, বাজনা, ও মিউজিকে গুরুত্ব প্রদান করেন। আরবের এ অঞ্চলটির বিশেষ দিক হলো গোত্রীয় আধিপত্যমুক্ত থাকা। হিজায শহরটি ইরাক, ফ্রান্স (প্যারিস) ও দামেশকের মধ্যবর্তী অঞ্চলে

[৫২] *The Cambridge History..,* ১৮/৪২০

[৫৩] *The Cambridge History..,* ২১/৪২৭

[৫৪] *The Cambridge History..,* ৪২১

[৫৫] *The Cambridge History..,* ১৭/৪১৯

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থিত হওয়ায় যেমন সকল আধুনিকতার কেন্দ্র ছিল, তেমনি ভিনদেশি সাহিত্যরস ও রীতি-নীতির মিলনস্থল ছিল।[৫৬]

নাজদ

প্রতিনিয়ত যুদ্ধ ও দৈনন্দিন সংঘাতের কারণে এখানকার অধিবাসীদের জীবনধারণের স্থির কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এ কারণে তারা একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে পারেনি। পরবর্তীতে নাজদ নতুন সভ্যতা ও ইরাক-সিরিয়া হতে আগত পতন সভ্যতার মিলনে এক যৌগিক সভ্যতার চারণভূমিতে পরিণত হয়। তবে হিজায ও নাজদের উত্থান প্রায় একইভাবে হয়। উভয় নগরী একই ধরনের উন্নতি ও অবনতির মুখোমুখি হয়। নতুন পরিবেশের সাথে সবাই সমভাবে মিলতে পারেনি।[৫৭] বিবিধ কারণে এখানকার সাহিত্যিক কার্যাবলি জাহেলি যুগের তুলনায় উমাইয়্যা যুগে এসে হ্রাস পায়। কবি সাহিত্যিকদের অনেকেই পূর্বে ও পশ্চিমে চলে যায়। নব্য উদ্ভাবিত কাব্য আল-গাজলুল উজরী দ্বারা এ অঞ্চলের 'উজরাহ' গোত্র পরিচিতি লাভ করে। বিশেষত জামীল ইবনু মা'মার মুছান্না (মৃ. ৮২ হি./৭০১ খ্রি.), কায়েছ ইবনু যুরাইহ (মৃ. ৬৮ হি./৬৮৮ খ্রি.) ও মাজনূন লাইলা আল-আমেরির (মৃ. ৬৮ হি./৬৮৮ খ্রি.) নাম উল্লেখযোগ্য। অশ্লীলতাবিবর্জিত আল-গাজলুল উজরী (الغزل العذري) নাজদ ও হিজায উভয় অঞ্চলেই অধিক প্রচার ও প্রসার লাভ করে।

ইরাক

দজলা ও ফোরাত নদীর উপকূলে গড়ে উঠে ইরাক নগরী। প্রাচীনকাল থেকেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরশে গড়ে উঠে এ নগরী।[৫৮] তৎকালীন আরবের রাজ্য বিজয়ের ফলে অনারবদের অনুপ্রবেশ ঘটে। বিশেষ করে দক্ষিণ ইরাকে স্বদেশীয় কৃষক ও প্রায় এক হাজার পারসিক শরণার্থী ছিল। ফলে ইরাক ভাষা, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। পূর্ব ও পশ্চিম থেকে যথাক্রমে আক্কাদী ও সুমারীয়গণ ইরাক আগমন করে।[৫৯] পরবর্তীতে ইরাকের সাহিত্যিকগণ গ্রিক, রোমান ও পারস্য সভ্যতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। নিজেদের সভ্যতা সংস্কৃতিকে ভুলে গ্রিক, রোমান ও পারস্য সভ্যতাকে সানন্দে গ্রহণ করে। অনেক পারসিক ইসলামি সভ্যতা গ্রহণ করে এবং অনেক খ্রিষ্টানও ইসলামের ছায়াতলে আসে।[৬০] ইরাকে যারা ইসলাম গ্রহণ করে তাদের প্রায় অধিকাংশই ফারসি এবং সুরইয়ানি ভাষা জানতো। পারস্য ও বায়জান্টাইনের সভ্যতা ইরাকের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাছাড়া রোমান ও গ্রিকরাও ইরাকে প্রভাব বিস্তার করে। এ সময়ে ইরাকি আরবদের ইসলামি চেতনা প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। তারা কুরআন শিক্ষা ও ইসলামি বিধি বিধান শেখার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাফসীর,

---

[৫৬] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *التطور و التجديد في الشعر الأموي* , (কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, দারুল মা'আরিফ, ৮ম সংস্করণ), ২৯

[৫৭] *The Cambridge History..,* ৩/৩৯০

[৫৮] ড. শাওক্বী, *التطور و التجدي* , ৩৪

[৫৯] *The Cambridge History..,* ২০/৩৮৯; ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *التطور و التجديد في الشعر الأموي* , (কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, দারুল মা'আরিফ, ৮ম সংস্করণ), ৩৫

[৬০] ড. শাওক্বী, *التطور و التجدي* , ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

ফিকহ ও হাদীসশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানার্জনের জন্য সেখানে অনেক মাদরাসা স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় কালামশাস্ত্রের গবেষণাকেন্দ্র; যেখানে বিবিধ মাসআলা ও সমস্যা নিয়ে পর্যালোচনা করে কুরআন-হাদিসের আলোকে তার সমাধান খুঁজে বের করা হয়। যারা এ প্রতিষ্ঠানগুলো চালু রাখার ব্যবস্থা করেন তাদের মধ্যে হাসান আল-বাসরী (মৃ. ৭২৮ খ্রি.) এবং ওয়াছেল ইবনু আতা (মৃ. ৭৪৮ খ্রি.) (মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখযোগ্য। একদল ব্যক্তিবর্গ আরবদের আকলী তথা বিবেকপ্রসূত জ্ঞানের তৎপরতা বাড়াতে সহায়তা করে। মানুষ তাদের সমাবেশে যোগদান করে ধর্মীয় সমস্যাগুলি উত্থাপন করে। হাসান আল-বাসরী (র.)-এর মতো পরহেজগার ও বিজ্ঞ ফকিহগণ কুরআন ও হাদিসের আলোকে তাদের উত্থাপিত সমস্যার সমাধান দান করেন। তাঁরা ঈমান, বিচার ও তাক্বদীর নিয়ে অনেক গবেষণা করেন। পারস্য রাজা কিসরা আনুশেরওয়া এই সময়ে 'জুনদাইছাবুর' নামক একটি দর্শন ও মেডিকেল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রিষ্টানগণ এখানে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং গ্রিকগণও তাদের সহায়তা করেন। ইরাকি আরবগণ যেভাবে পারস্য, রোম ও গ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধরে রাখে তেমনি তাদের মধ্যকার প্রাচীন যে বিবাদ চলমান ছিল তাও ধারণ করে। 'শাম', 'ছা'ছান' রাজ্য ও 'বায়জানটাইন'-এর মধ্যে সর্বদা বিবাদ লেগেই থাকতো। মানুষের ধারণা ছিল, এই বিবাদের সমাপ্তি কল্পনাতীত, কিন্তু ইসলাম আসার পর কিছুটা হলেও এই বিবাদ হ্রাস পেতে আরম্ভ করে। এমনকি 'ইরাক' ও 'শাম'-এর কবিদের মাঝেও এই বিবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই বিবাদসমূহ তারা তাদের কবিতাগুলোতে তুলে ধরেন।[৬১] সিরিয়ার কবি কা'ব ইবনু জু'আইল বলেন :

أرى الشام تكره ملك العراق * وأهل العراق لهم كارهونا

وقالوا عـــــلى إمـــام لـنا * فقلنا رضينا ابن هند رضينا

- আমি দেখি শামবাসীগণ ইরাকের শাসনক্ষমতাকে প্রত্যাখ্যান করে। ইরাকবাসীও তাদের জন্য আমাদেরকে অপছন্দ করে।
- তারা বলে, আলী (রা.) আমাদের খলিফা। আমরা মু'আবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ানের নেতৃত্বেই সন্তুষ্ট।

ইরাকের হারিস ইবনু কা'ব গোত্রের জনৈক কবি বলেন :

أتاكم على بأهل العراق * وأهل الحجاز فما تصنعونا

- হে ইরাক ও হিযাজবাসী! তোমাদের কাছে আলী (রা.) এসেছেন। এখন তোমরা কী করবে?

ইরাক ও সিরিয়াবাসীর মধ্যকার বিবাদ বৃদ্ধি পায়। বিবাদগুলো মূলত দুটি দল তথা শি'আ ও খারেজিকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। এই দুই দলের কবিগণ তাদের নিজস্ব মতাদর্শের সমর্থনে অসংখ্য সাহিত্যকর্ম রচনা করেন। কবিতা ও সাহিত্যের মাধ্যমে তাঁরা তাদের নিজ মতাদর্শের দাওয়াত প্রদান ও যৌক্তিকতা তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তাছাড়া ইরাকের অধিকাংশ অধিবাসী ছিলেন কাহতানী, আর শামের (সিরিয়ার) অধিকাংশ অধিবাসী ছিলেন 'আদনানী। কাহতান ও আদনান আরবের প্রাচীন দুটি সম্প্রদায়। তাই তারা প্রত্যেকে তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও গৌরব নিয়ে

[৬১] ড. শাওক্বী, *التطور و التجدي* , ৩৯-৪০

Dhaka University Institutional Repository

গর্ব ও অহংকারে নিমজ্জিত থাকে। একদিক থেকে শি'আ বনাম খারেজি (রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব) অন্যদিকে আদনানী বনাম কাহতানী প্রমুখ সম্প্রদায়ের মধ্যকার (সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব) বিবাদ ও কাব্যিক প্রতিযোগিতাই মূলত ইরাককে সাহিত্যের এক উর্বর ভূমিতে পরিণত করে। তবে ইরাকে ফারসি ভাষা ভাষী সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল। বিশেষত কুফা ও বসরায় ফারসি ভাষিদের পদচারণা ছিল উল্লেখযোগ্য।[৬২] ইরাকের বসরায় জাহেলি যুগের ওকায মেলার অনুরূপ আল-মিরবাদ (المربد) মেলার আসর বসে। আল-মিরবাদকে কবিগণের কাব্য প্রতিযোগিতার জন্য উপযুক্ত স্থান হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। ইরাকের কুফা ও বসরা ছাড়াও অন্যান্য বেদুইন অঞ্চলের কবিগণের মিলনমেলায় পরিণত হয় আল-মিরবাদ। মানুষ কবিতা আবৃতি ও শ্রবণ করার জন্য এখানে জমায়েত হতো। সাহিত্যিকগণ ও ভাষাবিদগণ বেদুইন দূর্লভ শব্দের সন্ধানে এখানে বিচরণ করতো। সাহিত্যের পাশাপাশি বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবেও আল-মিরবাদের প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে। জারির (৬৫৩-৭৩৩ খ্রি.), আল-ফারাজদাক্ব (৬৪১-৭৩২ খ্রি.) ও আল-আখতালের (৬৪২-৭১৮ খ্রি.) মতো যুগের শ্রেষ্ঠ কবিগণ আল-মিরবাদে কাব্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। বিশেষত কুৎসামূলক কবিতার প্রতিযোগিতায় 'নাক্বা'ইদ' (ছন্দাকারে খণ্ডনকারী কুৎসা কবিতা) কবিতা আল-মিরবাদেই উপস্থাপন করা হয়। দুইপক্ষ 'নাক্বা'ইদ' আবৃতি ও শ্রবণ করার জন্য এখানে আয়োজিত সমাবেশে আসতো। ভাষাবিদগণ তা উপভোগ করা ও দূর্লভ শব্দাবলি সংগ্রহ করার জন্য এখানে অংশগ্রহণ করেন। ইরাকের অপর নগর কুফাতেও 'আল-কুনাসা' নামক মেলার আসর বসতো। শ্রোতাদের মনোযোগ টানতে ও মেলামুখী করতে মেলাস্থলকে সাজানো হতো।[৬৩]

সিরিয়া (শাম)

সিরিয়ার সকলেই খ্রিষ্টান থাকলেও আরব-অনারব নির্বিশেষে অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করে। তথায় রোমান ও গ্রিকদের উপাসনার জন্য গড়ে উঠেছিল অসংখ্য গির্জা। এখানে খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে সর্বপ্রথম কাইছারিয়্যা ও ইনতাকিয়াহ নামক দুটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। সিরিয়ায় উমাইয়্যা যুগে ইসলামের বুদ্ধিভিত্তিক মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আরম্ভ হয়। রাজধানী দামেশ্ক এ কার্যক্রমের মূল কেন্দ্র ছিল। প্রথমে তারা ইউনানী গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করে, অতঃপর তা তাদের রচিত পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে। বালাগাত ও ফাসাহাত সমৃদ্ধ সাহিত্যপূর্ণ ভাষার জন্য তাদেরকে 'دفاق الذهب' উপাধি দেওয়া হয়। এ অঞ্চলের অধিকাংশ জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ উমাইয়্যা খলিফা মু'আবিয়ার (মৃ. ৬০ হি./৬৮০ খ্রি.) (রা.) বাল্যবন্ধু ছিলেন। এ সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাদের অনেক বই রচিত হয়। তন্মধ্যে 'মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মধ্যকার আলোচনা' ও 'মুসলমানদের সাথে খ্রিষ্টানদের বিতর্ক নির্দেশিকা' ইত্যাদি গ্রন্থাবলি উল্লেখযোগ্য। এ সময় ভাগ্য (القدر) বিষয়ক লেখালেখি চোখে পড়ার মতো। এ সকল তর্ক-বিতর্কানুষ্ঠান অধিকাংশ ক্ষেত্রে খলিফা ও আমীরদের উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়। এ সময়

[৬২] ড. শাওক্বী, *التطور و التجدي* , ৪২

[৬৩] *The Cambridge History of Arabic Literature,* (ভলিউম - ১, উমাইয়্যা কবিতা, অধ্যায় - ২০), ২০/৩৮৯

Dhaka University Institutional Repository

অনেক গ্রিক বুদ্ধিজীবী ও খ্রিষ্টান বিতার্কিকগণ শামে আগমন করেন। এরিস্টটলের কতিপয় গ্রন্থ এবং রসায়ন, চিকিৎসা ও জৌতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক অনেক গ্রন্থ এই সময়ে আরবিতে অনূদিত হয়। রসায়নবিদ খালিদ ইবনু ইয়াজিদ ইবনি মু'আবিয়া (মৃ. ৯০ হি./৭০৯ খ্রি.) এই কাজে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। শামের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল কাহতানী। তাই তাদের প্রভাব সিরিয়ায় বিশেষ করে সিরিয়ার আরবি কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়াও ধারণা করা হয় যে, শামের অধিকাংশ অধিবাসী ইয়েমেন থেকে আগমন করে। ফলে তাদের অঞ্চলের অনেক সংস্কৃতি এখানে নিয়ে আসেন। 'আদী ইবনু রিকা'য় আল-'আমেলী ব্যতীত এই যুগে আর কোনো উল্লেখযোগ্য কবি পাওয়া যায় না। তবে ইরাক এবং শামের কাব্য তৎপরতায় বিস্তর তফাত পরিলক্ষিত হয়। ইরাকে দশের অধিক কবিদের কাব্য তৎপরতা উল্লেখ করার মতো। কিন্তু শাম এ নাটক ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে 'আদী ইবনু রিকা'য়' ব্যতীত অন্য কোনো কবির নাম পাওয়া যায় না। কোনো কোনো আমীর ও খলিফাগণের প্রচেষ্টায় এ অঞ্চলে হিজাযের ন্যায় গানের প্রচলন হয়। 'উমর ইবনু রাবিয়াহ (মৃ. ৯৩ হি./৭১২ খ্রি.) ও আল-আহওয়াছ (মৃ. ১০৫ হি./৭২৩ খ্রি.)-এর মতো কবিদের কবিতা শামে গাওয়া হয়। মক্কা ও মদীনার কবিতাগুলোও এ অঞ্চলে গাওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে ইয়াজিদ ইবনু মু'আবিয়া (মৃ. ৬৪ হি./৫৮৩ খ্রি.), ইয়াজিদ ইবনু 'আব্দিল মালিক (মৃ. ১০৫ হি./৭২৪ খ্রি.) ও আল-ওয়ালিদ ইবনু 'আব্দিল মালিকের (মৃ. ৯৬ হি./৭১৫ খ্রি.) নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হিজাজ অঞ্চলের গান শাম অঞ্চলে নিয়ে আসেন। গায়ক ও গায়িকাগণ আমির ও খলিফাগণের সম্মেলনে গান পরিবেশন করা আরম্ভ করে। এ ক্ষেত্রে শাম হিজাযের অনুসরণ করে। এ অঞ্চলের গায়ক গায়িকাদের অন্যতম হলেন :

১. আবু কামিল আল-গুজাইল (তা.বি.)

২. আল-ওয়ালিদ ইবনু ইয়াজিদ (মৃ. ১২৬ হি./৭৪৪ খ্রি.)

এ সময়কার গানের মূল প্রতিপাদ্য ছিল প্রণয় ও মদ। উমাইয়্যা যুগে 'শাম' অঞ্চল কবিতায় প্রসিদ্ধি লাভ করে। তারা দামেশকের খলিফা ও আমিরদের প্রশংসা করেন।[৬৪] দামেশকে সাজানো এবং পরিপক্ব কবিতা ও কবির সমারোহ ঘটে। এ অঞ্চলের কবিগণ কাব্য রীতি ও শিষ্টাচার অনুযায়ী কবিতা রচনা করতে সক্ষম হন। তাদের কবিতায় পরিণত পরিণাম ও চিন্তাশীল মেজাজ ফুটে ওঠে।[৬৫]

ইয়েমেন

ইয়েমেনে প্রাচীনকালেই নগরায়ন সম্পন্ন হয়। এখানে কাসবান ও মুয়ীন নামে দুটি রাজ্য ছিল। এ অঞ্চলে কোনো ধরনের সাহিত্যিক তৎপরতা ছিল না। এখানকার অধিবাসীগণ উমাইয়্যা যুগে কিংবা

[৬৪] ড. শাওক্বী, *التطور و التجدي* , ৪৯

[৬৫] *The Cambridge History..,* ৩/৩৯০

Dhaka University Institutional Repository

জাহেলি যুগে সাহিত্যে কোনো ধরনের ভূমিকা রাখেননি। তাঁরা কোথাও ভ্রমণও করেননি। যার ফলে কোনো সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার সুযোগ না পাওয়ায় তারা অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় সাহিত্যেও নিষ্ক্রিয় ছিলেন। উমাইয়্যা যুগের শেষের দিকে সাহিত্য ও কুরআনের ভাষা মন্থর গতিতে তাদের ভাষার উপর প্রভাব ফেলতে আরম্ভ করে। ভিন্ন অঞ্চলের মানুষ এখানে আসতে শুরু করে এবং তাদের সাথে সখ্য গড়ে ওঠে। বহিরাগতরা যেমন নিজেদের ভাষা ও উপভাষাকে এ অঞ্চলের সাহিত্যে ব্যবহার করে; তেমনি এ অঞ্চলের মানুষগণও তাদের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে। উমাইয়্যা যুগের শেষ পর্যায়ে এখানে সাহিত্যিক কর্মতৎপরতা আরম্ভ হয়।[৬৬]

মিশর

নীল নদের দান মিশর নগরায়নের দিক থেকে ইয়েমেনের তুলনায় অনেক অগ্রগামী ছিল। এখানে ফিনিশীয়, ব্যাবিলনীয় ও গ্রিকদের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমাগম ঘটে। সংগত কারণে মিশরে গ্রিক ও রোম সভ্যতার ছোঁয়া লাগে। আলেকজান্দ্রিয়ায় গ্রিক চিন্তা ধারার বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় এবং প্লেটোর দর্শনের উপর গবেষণা আরম্ভ হয়। যখন আরবগণ মিশর জয় করেন, তখনও সেখানে গ্রিক ও রোম সভ্যতা সম্প্রসারিত হচ্ছিলো। আলেকজান্দ্রিয়ার বিদ্যালয়ে গ্রিক ও সুরইয়ানি ভাষায় পাঠদান করা হতো। আলেকজান্দ্রিয়া (স্পেন) বিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার পর সেখানকার শিক্ষকমণ্ডলী 'উমর ইবনু 'আবদুল 'আজীয' (মৃ. ১০১ হি./৭২০ খ্রি.)-এর সময়ে মিশরের এন্তাকিয়ায় পাড়ি জমান। দক্ষ ও অভিজ্ঞ অধিকাংশ আরব সম্প্রদায় মিশরে চলে আসেন। এ সময় মিশরে ওয়াফিদুন ব্যতীত উল্লেখ করার মতো তেমন কোনো কবি ছিল না। তবে 'আবদুল 'আজিয ইবনু মারওয়ান (মৃ. ৭০৫ খ্রি.)-এর সময় অনেক কবির আবির্ভাব ঘটে। তারা পুরস্কার ও ইন'আমের আশায় কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। কুসাইর, নুসাইব, 'উবাইদুল্লাহ ইবনু কায়েছ আর রুকাইয়্যাত (মৃ. ৮৫ হি./৭০৪ খ্রি.), আইমান ইবনু খুরাইম (মৃ. ৮০ হি./৭০০ খ্রি.), 'আবদুল্লাহ ইবনু হাজ্জাজ আত তাগলীবি (তা.বি.) ও জামীল ইবনু মা'মার মুছান্না (মৃ. ৮২ হি./৭০১ খ্রি.) প্রমুখ কবিগণ 'আবদুল 'আজিয ইবনু মারওয়ান (মৃ. ৭০৫ খ্রি.)-এর প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। স্পেন সাহিত্যে মিশরের তুলনায় পিছিয়ে ছিল। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ল্যাটিনদের অনেক সভ্যতাবিশেষ এখানে সংগৃহীত ছিল। স্পেনে ফিনিশীয় ও গ্রিক সভ্যতার সংমিশ্রণ ঘটে। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীগণ ছিল খ্রিষ্টান ধর্মানুসারী । এখানে রোমান ল্যাটিনের পূর্ণ প্রভাবও ছিল। এখানকার সম্প্রদায়গুলোর উপর দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, তাদের অধিকাংশই আসে ইয়েমেন থেকে।[৬৭]

০১.৬.১. উমাইয়্যা কবিতার ক্রমবিকাশ

[৬৬] ড. শাওক্বী, *التطور و التجدي* , ৫০

[৬৭] ড. শাওক্বী, *التطور و التجدي* , ৫২

Dhaka University Institutional Repository

জাহেলি যুগে সমগ্র আরব উপদ্বীপ জুড়ে অগ্নিপূজক ও পৌত্তলিকদের বিচরণ ছিল। ইসলাম আগমনের পর তাদের মনোভাব পরিবর্তন হয়ে যায়। প্রাচীন অপবিত্র জীবন থেকে নতুন পবিত্র জীবনের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু উমাইয়্যা যুগে তারা তাদের পুরনো জীবনের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। সাহিত্য ক্রমান্বয়ে কবিগণের জীবনধারণের গতি প্রকৃতির সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে। ধর্ম, চিন্তা, রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতি নিয়ে তাদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ফলে জাহেলি ও ইসলামি যুগের কাব্য ক্রমবিকাশ লাভ করে। এ সময়ের আরবি কাব্যের সার্বিক চিত্র ছিল নিম্নরূপ :

১. ধর্মীয় অবস্থান

ইসলাম আগমনের পর মানুষ দুনিয়াবিমুখ হয়ে পরকালীন মুক্তি ও উত্তম প্রতিদানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কুরআনের অনেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ও হাদিসে রাসুল (স.) পরকালীন প্রকৃত জীবনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন। এ সময় অনেকেই দুনিয়াবিমুখ (الزهد أو الزهديات) জীবন গ্রহণ করেন। জনৈক সাহাবি (রা.)-এর এক প্রশ্নের উত্তরে রাসুল (স.) বলেন :[৬৮]

عن أبي العباس سهل بن سعدٍ الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عملٍ إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال: (ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس)

(حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيدَ حسنة.)

(আবু আব্বাস ছাহাল ইবনু ছা'দ আল-ছায়েদী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসুল (স.)-এর কাছে এসে বললেন, হে রাসুল! (স.) আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন, যা আমল করলে আল্লাহ ও মানুষ আমাকে ভালোবাসবে। উত্তরে তিনি বললেন, "দুনিয়ার বিষয়ে নির্লিপ্ত-নির্লোভ হও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। আর মানুষের হাতে যা আছে তা থেকে নির্লিপ্ত-নির্লোভ হও, তাহলে মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে।")

স্বাভাবিক জীবন, পরিপূর্ণ পরহেজগারিতা, ইবাদত, দুনিয়ার প্রতি অমুখাপেক্ষিতা, আল্লাহর দরবারে মিনতি ও আল্লাহর উপর ভরসা ইত্যাদি তাদের অন্যতম আমল ছিল। আবু বকর (মৃ. ১৩ হি./৬৩৪ খ্রি.), 'উমর ইবনুল খাত্তাব (মৃ. ২৩ হি./৬৪৪ খ্রি.), 'উসমান ইবন আফ্ফান (মৃ. ২৩ হি./৬৫৬ খ্রি.),'আলী ইবনু আবী তালিব (মৃ. ৪০ হি./৬৬১ খ্রি.) (রা.) ও মু'আজ ইবনু জামাল (মৃ. ৬৩৯ খ্রি.) (রা.) প্রমুখ সাহাবিগণ তাঁদের মধ্যে অন্যতম।[৬৯]

---

[৬৮] ড. শাওক্বী, *التطور و التجدي* , ১৩৭৪

[৬৯] 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর পুত্র 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমর (মৃ. ৬৯৩ খ্রি.) (রা.) বড় জাহেদ ছিলেন। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমর ইবনুল 'আছ (মৃ. ৬৮৩ খ্রি.) (রা.) দিনে রোজা রাখেন ও রাত নামাজে কাটান। হুযায়ফা ইবনু ইয়ামান (মৃ;৬৫৬ খ্রি.), 'আবু আল-দারদা (মৃ. ৬৫২ খ্রি.) ও ছালেম মাওলা আবি হুযায়ফা (মৃ. ৬৩৩ খ্রি.) (রা.) প্রখ্যাত জাহেদ ছিলেন। হাসান আল-বাসরী (মৃ. ১১০ হি./৭২৮ খ্রি.) (র.) বড় একজন জাহেদ ছিলেন। 'উমর ইবনু 'আব্দুল 'আজীয (মৃ. ১০১ হি./৭২০ খ্রি.) একজন প্রসিদ্ধ জাহিদ ছিলেন। জাহিদগণের অবস্থাও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কেউ হয়তো নামাজে আধিক্যতা করেন আবার কেউ রোজায় আবার কেউবা দান ছদকায়।[৬৯] অনেকে উটের পরিবর্তে পায়ে হেঁটে হজে গমন করেন। 'আলি ইবনু হুসাইন (মৃ. ৭১৩ খ্রি.) (জয়নুল আবেদীন নামে পরিচিত) পাঁচবার পায়ে হেটে হজ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমদিকে জুহুদ ইসলামি ভাবধারায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এতে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে জীবনধারণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।[৭০] কিন্তু উমাইয়্যা শাসনামলে এতে অনারব খ্রিষ্টানদের অনুপ্রবেশের ফলে (বিশেষ করে ইরাক, শাম ও মিশরে) খ্রিষ্টান রীতি-নীতির সাথে জুহুদিয়্যাতের সংমিশ্রণ ঘটে। 'উসমান ইবন আফ্ফানের শাসনামলে 'আমির ইবনু 'আব্দিল কায়েছ (মৃ. ৬৮০ খ্রি.) জুহুদিয়্যাতকে অতিরঞ্জিত করে দুনিয়াবিমুখতার সাথে বিবাহ ও ঘর সংসার বর্জন (বৈরাগ্যবাদ) করা আরম্ভ করেন। অথচ বিবাহ ও সংসার করা রাসুল (স.)-এর অন্যতম একটি সুন্নত। ইসলামে বৈরাগ্যবাদকে অনুৎসাহিত ও নিষিদ্ধ করা হয়।[৭১] ইরাক অঞ্চলের জুহুদিয়্যাতের উপর অনারবদের প্রভাব পড়ে। ক্বাতাদাহ (মৃ. ২৩ হি.) তাওরাত থেকে তথ্য নিয়ে এবং শা'য়বী (মৃ. ১০৩ হি./৭২৩ খ্রি.) ইঞ্জিল তথা খ্রিষ্টানদের রুহবানিয়্যাত (বৈরাগ্যবাদ) থেকে তথ্য নিয়ে ইসলামি জুহুদিয়্যাতের সাথে মিলিয়ে ফেলেন। জুহুদিয়্যাতে অতিরঞ্জনের পেছনে যুদ্ধে পরাজয় ও দেশান্তর হওয়ার মতো অনেক কারণ ছিল।[৭২] ইরাক, হিজায, শাম ও মিশরে জুহুদিয়্যাতের আবির্ভাব হলেও ইরাক জুহুদিয়্যাতে অনেক অগ্রগামী ছিল। তৎকালীন বিভিন্ন অঞ্চলের জাহেদগণের বিবরণ নিম্নরূপ:

কুফার প্রসিদ্ধ জাহেদ হলেন :[৭৩]

১. 'আলকামা ইবনু কাইছ (মৃ. ৬৮১ খ্রি.)
২. আছওয়াদ ইবনু ইয়াজিদ (মৃ. ৭৫ হি.)
৩. 'উমর ইবনু উতবাহ ইবনি ফারকাদ (তা.বি.)
৪. রাবী' ইবনু খুশাইম (মৃ. ৬৫ হি.)
৫. হাম্মাম ইবনুল হারিস আন নাখ'য়ী (মৃ. ৬৫ হি.)
৬. আইবাস আল-কারণী (৫৯৪-৬৫৮ খ্রি.)

বসরার প্রসিদ্ধ জাহেদ :

১. ছিলাতুবনু আইশাম (মৃ. ৭৫ হি.)
২. মুতরিফ ইবনু 'আব্দিল্লাহি ইবনি আশ শুখাইর (মৃ. ৯৫ হি.)
৩. মু'আর্‌রাক আল-ইজলি (মৃ. ১০৫ হি.)
৪. বাকার ইবনু 'আব্দিল্লাহি আল-মুযানী (মৃ. ১০৮ হি.)
৫. ইয়াজিদ ইবনু আবানি আর রুক্কাশী (মৃ. ১১৯ হি.)

মক্কার প্রসিদ্ধ জাহেদ :

১. 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) (মৃ. ২৩ হি./৬৪৪ খ্রি.)

---

[৭০] আল-আহযাব, ২১

[৭১] মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী, *الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه و سلم وسننه وأيامه* , ৫০৬৩ ; আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কশাইরী, *الصحيح المسلم*, ১৪০১, আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইয়া'কুব, *الكافي* ,(দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৩৬৫, খণ্ড- ৫), ৪৯৪

[৭২] আবু জা'ফর মুহাম্মদ, *الكافي*, ৫৯

[৭৩] মুহাম্মদ ইবনু 'উসমান আল-যাহাবী, *سير أعلام النبلاء*, (২০০১, ৪র্থ খণ্ড), ২৫৮

Dhaka University Institutional Repository

২. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমর (রা.) (মৃ. ৬৯৩ খ্রি.)

৩. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমর ইবনুল 'আছ (মৃ. ৬৮৩ খ্রি.)

৪. 'আলি ইবনু হুসাইন (মৃ. ৭১৩ খ্রি.)

মদীনার প্রসিদ্ধ জাহেদ :

১. আবু হাজিম আল-আ'য়রাজ (মৃ. ১৩৩/১৩৫/১৪০/১৪৪ হি.)

২. মুহাম্মদ ইবনু কা'য়াব আল-কুরাজী (মৃ. ১০৮/১২০ হি.)

৩. 'উমর ইবনু 'আব্দিল 'আজিয (৬১-১০১ হি./৬৮১-৭২০ খ্রি.)

ইরাকে প্রসিদ্ধ জাহেদ হলেন :[৭৪]

১. আল-শা'য়বী (২১-১০৩ হি./৬৪১-৭২৩ খ্রি.)

২. আল-হাসান আল-বাসরী (র.))২১-১১০ হি./৬৪২-৭২৮ খ্রি.)

উমাইয়্যা যুগে কবিগণ নতুন ধারায় কাব্যচর্চা শুরু করে। কবিগণ এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং পূর্ণ পরহেজগারিতা থেকে কবিতা রচনা করেন। যেখানে বর্ণিত হয় ইবাদত, সুপথ ও তাকওয়ার উপদেশাবলি। কিছু কিছু কবির কবিতায় ভিন্ন ধরনের ভাবধারাও পরিলক্ষিত। আল-ফারাজদাক্ব (মৃ. ১১৪ হি./৭৩২ খ্রি.) তাদের মাঝে অন্যতম। তিনি বলেন:

أَخَافُ وَرَاءَ الْقَبْرِ إِنْ لَمْ يُعَافِنِي * أَشَدَّ مِنَ الْقَبْرِ الْتِهَابًا وَأَضْيَقَا

إِذَا جَاءَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَائِدٌ * عَنِيفٌ وَسَوَّاقٌ يَسُوقُ الْفَرَزْدَقَا

- আমি কবরের পরবর্তী জীবনকে ভয় করি। যদি আল্লাহ ক্ষমা না করেন তাহলে এটি হবে আমার জন্য খুবই সংকীর্ণ শাস্তিদায়ক।
- কিয়ামতের দিন আযাব পরিচালনাকারী দলের দলপতি কঠোরভাবে আল ফারাজদাক্বকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে।

তিনি ইসলামের অনেক বিষয়ের যথাযথ মূল্যায়ন ও প্রশংসা করেন এবং ইবলিশের কুৎসাও বর্ণনা করেন।

أطعتك يا إبلـــيس ســبعين حـــجة * فلما انتهى شيبي و تم تمامي

فررت إلى ربـــي وأيــقنت أنني * ملاق لأيام المنون حمامي

- হে ইবলিশ! সত্তর বছর তোমার আনুগত্য করেছি। এভাবেই আমার যৌবন ফুরিয়ে জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে।
- আমি আমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম। আমার বিশ্বাস মহাকালের দিন তিনি আমার ব্যথিত আত্মার উপর অনুগ্রহ করবেন।

কবি জারিরের (মৃ. ১১০ হি./৭২৮ খ্রি.) প্রশংসামূলক কবিতায় ইসলামি মূল্যবোধ ফুটে ওঠে। তিনি আল-আখতাল (৬৪০ - ৭১০ খ্রি.)-কে খ্রিষ্টান এবং আল-ফারাজদাক্বকে পাপাচারী ও পাগল বলে আখ্যায়িত করেন। উমাইয়্যা যুগের ধর্মীয় জীবন তাদের আরবি কবিতায় ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে।

[৭৪] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *التطور و التجديد في الشعر الأموي* , (কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, দারুল মা'আরিফ, ৮ম সংস্করণ), ৬০

Dhaka University Institutional Repository

এমনকি তারা তাদের কবিতায় ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়ক্ষেত্রে ধর্মীয় গুণাবলি তুলে ধরেন। ইবনু কায়েছ আল-রুকাইয়্যাত (মৃ. ৮৫ হি.) মুস'আব ইবনু জোবাইর (মৃ. ৩ হি.)-এর প্রশংসা করেন। তিনি বলেন:

أنما مصعب شهاب من الل * ه تجلت عن وجهه الظلماء

- 'মুস'আব' হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত উল্কার ন্যায়। তার চেহারা দ্বারা অন্ধকার বিদূরিত হয়।

তাঁদের ধর্মীয় জীবনের প্রভাব কেবল প্রশংসা (المدح) ও কুৎসা (الهجاء) কবিতার উপরই পড়েনি, বরং তাদের প্রণয়মূলক (الغزل) কবিতাতেও চরম প্রভাব ফেলে। যার ফলে নাজদে নতুন ধারার প্রণয়মূলক কবিতার প্রচলন হয়। এ প্রভাব কেবল কবিদের কল্পনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তাদের শব্দ নির্বাচন ও অর্থের উপর প্রভাব বিস্তার করে। জুলুম (الظلم), ক্ষমা (المغفرة) ও পাপ (الذنوب) ইত্যাদি শব্দাবলি কবিতায় ব্যবহৃত হতে শুরু করে। আবু রাবিয়া বলেন:

ومن يظلم فاغفره جميعا * ومن هو لا يهم يغفر ذنبي

- অত্যাচারীগণকেও তিনি ক্ষমা করেন। তিনি সেই সত্তা যিনি আমাকে ক্ষমা করতে কাউকে পরোয়া করেন না।

জামীল ইবনু মা'মার মুছান্না (মৃ. ৮২ হি./৭০১ খ্রি.) বলেন:

ألا تتقين الله فيمن قتلته * فأمسي إليكم خاشعا يتضرع

কাসীর আল-উয্যাহ (মৃ. ৭২৩ খ্রি.) বলেন:

ولا تيأسا أن يمحو الله عنكما * ذنوبا إذا صليتما حيث صليت

- নিরাশ হইয়োনা। আমার সাথে তোমরাও নামাজ আদায় করো। আল্লাহ তোমাদের পাপকে মার্জনা করবেন।

ওয়াদ্দাহ আল-ইয়ামান (মৃ. ৮৯ হি./৭০৮ খ্রি.) বলেন:[৭৫]

صل لذى العرش واتخذ قدما * تنجيك يوم العثار والزلل

- নামাজে সেই আরশের অধিপতির কুদরতি পায়ে লুটিয়ে যান। এটি হতাশা ও ভ্রান্তি থেকে আপনাকে মুক্তি দিবে।

২. চিন্তা ও গবেষণা

ইসলামের প্রভাবে আরব অধিবাসীগণ গ্রাম্য বেদুইনি জীবন থেকে বের হয়ে শহুরে জীবনের সন্ধান লাভ করে। ইসলাম আগমনের পূর্বে জাহেলি যুগের মানুষেরা সভ্যতা ও নগরায়ন নিয়ে কখনো ভাবেননি। তাদের বিবেক ও বুদ্ধিভিত্তিক চেতনা অতি সরল ও শিশুসুলভ ছিল। ইসলাম তাদের মাঝে ব্যাপক পরিবর্তন ও চিন্তার জগতে বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম হয়। রাজ্য বিজয় ও রাজ্য লাভ করার মাধ্যমে তারা বিবিধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়। ইরাক, শাম ও মিশরের মতো দেশ বিজিত হওয়ার কারণে তারা অনারবদের সংস্পর্শে আসে। উমাইয়্যা যুগে মানুষের জীবনে কুরআন,

[৭৫] ড. শাওক্বী, *التطور و التجدي* , ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

তাফসীরুল কুরআন, হাদীস ও রেওয়াইয়াতুল হাদীস থেকে অর্জিত শিক্ষা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। ইবাদাত, মু'আমালাত ও মু'আশারাত সংবলিত ইসলামি ফিকহি বিধানাবলির ভিত্তি স্থাপিত হয়। সকল ক্ষেত্রে এর বিস্তার, প্রচার ও প্রসার হয়। এমনকি রাজনীতি ও শহুরে জীবনেও এর অনুসরণ ও অনুকরণ আরম্ভ হয়। আল-কুরআন, আল-হাদীস, ইজমা ও ক্বিয়াছ ছিল বিধিবিধানগুলির মূল ভিত্তি। সকল বড় বড় শহরগুলিতে ফিক্বহি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মক্কায় ইকরামা (মৃ. ৬৩৬ খ্রি.) ও আতা ইবনু আবি মালিক (রা.) (২৭-১১৪ হি./৬৪৭-৭৩২ খ্রি.), মদিনায় ছালিম বিন ক্বাইছ (মৃ. ৭৬ হি./৬৯৫খি.), নাফে (৬৮৯-৭৮৫ খ্রি.), উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আব্দিল্লাহি ইবনি 'উতবা (মৃ. ৯৮ হি.), উরওয়াহ ইবনু যুবাইর (২৩-৯৪ হি./৬৪৩-৭১৩ খ্রি.) ও যুহরী (র.) (৫৮-১২৪ হি.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ দার্‌স ও সমাবেশের মাধ্যমে জ্ঞানের প্রচার প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ইয়েমেনে ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (৩৪-১১৪ হি./৬৫৫-৭৩৮ খ্রি.) ও তা'উস (রা.) (মৃ. ১০৬ হি.), মিশরে সাবিহী, আবু তামীম (মৃ. ৬৬১ খ্রি.) ও ইয়াজীদ ইবনু 'আব্দিল্লাহি আল-বারবি (রা.), শামে শাহার ইবনু হাওশাব (মৃ. ১১১ হি.), রাজা'উ ইবনু হায়ওয়া আল-কিন্দি (মৃ. ৬৬০ খ্রি.), হানী ইবনু কুলছুম, মাকহুল (মৃ. ৭৩৪ খ্রি.) ও আওযা'য়ী (মৃ. ১৫৭ হি./৭৭৪ খ্রি.) (রা.), খুরাসানে 'আতা ইবনু মুসলিম (মৃ. ১৯০ খ্রি.) ও দাহ্‌হাক ইবনু মুজাহিম (মৃ. ১০২/১০৫/১০৬ খ্রি.) (রা.), কুফায় আন নাখ'য়ী (মৃ. ৭১৪ খ্রি.), আল-শা'য়বী (মৃ. ২১ হি./৬৪১ খ্রি.), শুরাইহ ইবনু আল-হারিস আল-ক্বিনদী (মৃ. ৬৯৭ খ্রি.) ও ছা'য়ীদ ইবনু যুবাইর (মৃ. ৭১৪ খ্রি.), বসরায় আল-হাসান আল-বাসরী (মৃ. ১১০ হি./৭২৮ খ্রি.), ইবনু ছীরিন (মৃ. ৭২৯ খ্রি.), ক্বাতাদাহ, আইয়াছ ইবনু মু'আবিয়া, মালিক ইবনু দীনার (মৃ. ৭৪৮ খ্রি.) ও আই'উব আল-ছাখতিয়ানী (মৃ. ১৩১ হি./৭৪৯ খ্রি.) (রা.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখযোগ্য। এ সকল ফকীহগণ দ্বীন ও দুনিয়ার সকল মাস'আলা তথা সমস্যা নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করেন এবং ফাতাওয়া তথা সমস্যা সমাধান কল্পে ক্বিয়াছকে অনুসরণ করে অনেক বিরোধপূর্ণ মাস'আলা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে তাঁর সঠিক সমাধান খুঁজে বের করেন। হিজাযে হাদীসের পাঠ, আলোচনা ও পর্যালোচনার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ইরাকে ক্বিয়াছের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ জন্য ইরাকবাসীদেরকে 'আহলুর রা'ই' বলা হয়। এ দুই অঞ্চলের মাস'আলা ও হুকুম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ব্যাপক বিভেদ পরিলক্ষিত হয়। ইয়াহইয়া ইবনু ছায়ীদ (মৃ. ১৪৩ হি.) (রা.) বলেন :

" أهل العلم أهل توسعة — و ما برح المفتون يختلفون – فيحلل هذا و يحرم هذا – فلا يعيب هذا على هذا – ولا هذا على هذا "

(জ্ঞানীগণ প্রশস্ততার অধিকারী। মুফতিগণ মতভেদকে পরিত্যাগ করবে না। কেউ এটাকে 'হালাল' বলে, ঐটাকে 'হারাম' বলে। অতএব, এটাকে 'হালাল', ঐটাকে 'হারাম' বা এটাকে 'হারাম' ঐটাকে 'হালাল' বলাতে কোনো দোষ নেই।)

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞ মুহাদ্দিস সাহাবি ও ফকীহগণের (রা.) চিন্তা ও ব্যাখ্যার তারতম্য ছিল। পরবর্তীতে ফক্বীহ ও তাদের শিষ্যবৃন্দ তাদের মাস'আলার দিক, প্রেক্ষাপট ও কারণসমূহের উপর বিস্তর গবেষণা করেন। 'আই'উব আল-ছাখতিইয়ানী' (মৃ. ১৩১ হি./৭৪৯ খ্রি.) বলেন :

" لا يعرف الرجل خطأ معلمه حتى يسمع الاختلاف "

(কেউ তদ্বীয় শিক্ষকের ভুল পাননি। তারা কেবল শিক্ষকের মতের সাথে বিরোধ করে ভিন্ন মত পোষণ করেন।)

ফাতওয়ার ক্ষেত্রে সরলতা প্রদর্শন করলেও অনেকে আবার ফাতওয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে কঠোরতা প্রদর্শন করেন। কোনো বিষয়ে স্পষ্ট কোনো ধারণা দেওয়া হতে বিরত থাকেন। এতটুকু বলেন, এই বিষয়টা সাহাবা (রা.) পছন্দ বা অপছন্দ করেন। তাদের মাঝে 'ইবরাহিম আল-নাখ'য়ী' (মৃ. ৭১৪ খ্রি.) অন্যতম। তবে অধিকাংশ স্পষ্ট মাস'আলা বর্ণনার ক্ষেত্রে একমত পোষণ করেন। এই ধরনের মুনাজারা তথা আলোচনা পর্যালোচনা শুধু ফকীহণের মাঝেই হতো না, বরং এর সীমানা আমির ও খলিফাগণের দরবার পর্যন্ত পৌঁছে। যেমন কাতাদাহ ইবনু দি'আমাহ (মৃ. ১১৮ হি./৭৩৬ খ্রি.) বনাম যুহরী (মৃ. ১২৪ হি.) ও 'আই'আছ বনাম শুবরামা (মৃ. ১৪৪ হি.)-এর মধ্যকার মুবাহাসা উল্লেখযোগ্য।[৭৬] তাদের এই জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পর্যালোচনা তৎকালীন মানুষের বিবেক বুদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার করে। কারণ তারা এই ধরনের মুবাহাসা ও বিতর্কানুষ্ঠান প্রতিনিয়ত শ্রবণ করেন। সাধারণ মানুষ আল-ফারাজদাক্ব (মৃ. ১১৪ হি./৭৩২ খ্রি.), হাসান আল-বাসরী ও জারির ইবনু ছিরীনের দরসে বসতেন।[৭৭] আল-ফারাজদাক্ব বলেন :

ولست بمأخوذ بلغو تقوله * إذا لـم تعمد عاقدات العزائم

و ذات حليل أنكحتها رماحنا * حلالا لمن يبني بها لم تطلق

- কসম বা কথা দৃঢ়তার উদ্দেশ্য বলা না হলে তুমি তা গ্রহণ করবে না।
- আমাদের বর্শাধারীদের সাথে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ। তাই তালাকের আগে পর্যন্ত তারা তাদের জন্য বৈধ।

জারির ইবনু 'আতিয়্য (মৃ. ১১০ হি./৭২৮ খ্রি.) আহনাফ আলেমদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন.

ولاخير في مال عليه ألية * ولا في يمين غير ذات مخارم

- সম্পদের উপর অনর্থক শপথ করার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। কেননা অবাস্তবায়িত শপথেও কোনো কল্যাণ নেই।

কবিতায় ফক্বীহগণের আসরের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। আক্বীদা ও ঈমান বিষয়ক পর্যালোচনা কবিগণ স্বীয় কবিতায় বর্ণনা করেন। ইরাক ও কুফায় যেসব মুনাজারা, মুজাদালা, আলোচনা ও পর্যালোচনা সংঘটিত হয়, তা কবিগণ তাদের কবিতায় ফুটিয়ে তোলেন। এ সময় আরো রাজনৈতিক দল ক্বাদারিয়্যাহ, জাবারিয়্যাহ ও মুরজি'আর উদ্ভব হয়। প্রত্যেকের মতবাদ ও মতাদর্শ ভিন্ন। কেউ ভাগ্যকে কৃতকর্মের উপর ছেড়ে দেন, আবার কেউ কৃতকর্মকে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেন। উমাইয়্যা

[৭৬] ড. শাওক্বী, *التطور و التجدي* , ৭৩

[৭৭] ড. শাওক্বী, *التطور و التجدي* , ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

যুগে কবিগণও ফক্বীহ এবং আসহাবুল কালাম-এর সমাবেশে যাতায়াত করতেন। তাঁদের অনেকেই এই সকল মুবাহাসা, আলোচনা ও পর্যালোচনায় অংশগ্রহণও করতেন। তৎকালীন এমন কোনো বিষয় ছিলনা যার আলোচনা-পর্যালোচনায়, বাহাস ও মুবাহাসা অনুষ্ঠিত হয়নি। মসজিদে, পথে, স্বাভাবিক অবস্থায়, এমনকি যুদ্ধাবস্থাতেও আলোচনা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল মুনাজারা ও পর্যালোচনাকে কবিগণ তাদের কবিতায় বর্ণনা করেন। উমাইয়্যা যুগে জাবারিয়্যা, মুরজি'আ, ক্বাদারিয়্যা, শি'আ ও খাওয়ারিজী মতাদর্শের কবি বেশি ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকে নিজ মতবাদ ও মতাদর্শের পক্ষে সংলাপ ও দেওয়ান রচনা করেন। তন্মধ্যে কুমাইয়্যাত ইবনু জায়িদ (মৃ. ৭৪৩ খ্রি.) ও তাঁর দিওয়ান আল-হাশিমিয়্যাত উল্লেখযোগ্য। জারির ইবনু আতিয়্যাহ (মৃ. ১১০ হি./৭২৮ খ্রি.) ও আল-ফারাজদাক্ব (১১৪ হি./৭৩২ খ্রি.)-এর 'নাক্বা'ইদ জারির ওয়া আল-ফারাজাদক্ব'ও বনু ক্বায়ছ বনাম বনু তামীম --এর মুবাহাসাকে নিয়ে রচিত। বনু ক্বায়ছ ও বনু তাগলীব এর মধ্যকার চলমান সংলাপ ও পর্যালোচনা কবি আল-আখতাল (৬৪০-৭১০ খ্রি.)-এর অংশগ্রহণে আরো বেগবান হয়। আরব অধিবাসীরা অবসর সময় কাটানো ও বিনোদনের জন্য সাহিত্যিকদের এ সকল কর্মকাণ্ডকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে। কিছু বিষয়ে এ যুগের কবিগণ যেমনটা অনুগত হন, জাহেলি কবিগণ তেমনটা করেননি। এ সময়ে কবিতার ভাবধারা ভিন্নতা লাভ করায় 'নাক্বা'ইদ' এবং 'হাশেমিয়্যাত'-এর উদ্ভব হয়। আল-ফারাজদাক্বের পূর্বপুরুষ জাহেলি যুগের কবি ছিলেন তাই তিনি তাঁর গর্বমূলক কবিতায় স্বীয় বংশ নিয়ে গর্ব ও অহংকার প্রকাশ করেন। বিখ্যাত কবি ইমরুল কায়েস (৫০১ - ৫৪০ খ্রি.), 'আলকামাহ (মৃ. ৬০৩ খ্রি.), মুহালহিল (মৃ. ৫৩১ খ্রি.), তরফা (৫৪৩ - ৫৬৯ খ্রি.), আল-আ'শা (মৃ. ৬২৯ খ্রি.), আল-মুরাক্কাশ (মৃ. ৫৫২ খ্রি.), বিশর ইবনু আবি খাজিম (মৃ. ৬০১/৫৯১ খ্রি.), 'উবাইদ ইবনু আহরাছ (মৃ. ৫৯৮ খ্রি.) ও যুহাইর (মৃ. ৬০৯ খ্রি.) প্রমুখ কবিগণ আল-ফারাজদাক্বের পূর্বপুরুষ ছিলেন। উমাইয়্যা যুগের অনেক কবিই কবিতা রচনার পাশাপাশি কাতিব হিসাবে কাজ করেন। এদের মধ্যে জারির ইবনু 'আতি'আহ, 'উমর ইবনু রাবি'য়াহ' (মৃ. ৯৩ হি./৭১২ খ্রি.), 'আল-আহওয়াছ' (মৃ. ১০৫ হি./৭২৩ খ্রি.) ও 'আদ্দী ইবনু রুকা'য়' (মৃ. ৯৫ হি./৭১৪ খ্রি.) প্রমুখ কবিগণ অন্যতম।[৭৮]

৩. রাজনৈতিক অবস্থা

উমাইয়্যা যুগের সাহিত্য রাজনৈতিক জীবন পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া, সংস্কৃতি ও বৈশ্বিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। ইরাক এবং হিজাযে উমাইয়্যা শাসক ও তাঁদের শাসনের প্রতি মানুষের মাঝে হতাশা বিরাজ করে। এ কারণে সেখানে উমাইয়্যা শাসন বিরোধী আন্দোলন ও বিভিন্ন দল উপদলের উদ্ভব ঘটে। যুবাইরী, আল-খাওয়ারিজ ও আল-শি'আ তৎকালীন উদ্ভাবিত প্রধান তিনটি দল। প্রত্যেকে স্বীয় মত ও দলকে সঠিক ভেবে এটা মনে করতো যে, খেলাফতের যোগ্য কেবল তারাই। যুবাইরীগণ 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (মৃ. ৬৯২ খ্রি.) (রা.)-কে সমর্থন দেন এবং হিজাযে তাদের

[৭৮] ড. শাওক্বী, *التطور و التجدي* , ৮৩

Dhaka University Institutional Repository

শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করেন। ইরাকে খারেজীগণ ও শি'আ'গণ তাদের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করেন। শি'আগণ বনি হাশিম গোত্রের ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তাঁরা মনে করেন যে, তাঁরাই কেবল সত্য ও সঠিক পথের উপর আছেন। সুতরাং তারাই শাসন পরিচালনার অধিকারী। মু'আবিয়া (মৃ. ৬০ হি./৬৮০ খ্রি.) (রা.)-এর মৃত্যুর পর যুবাইরীগণ স্বীয় মতবাদের দাওয়াত প্রচার করতে থাকে। ইয়াযিদ ইবনু মু'আবিয়া (মৃ. ৬০ হি./৬৮০ খ্রি.)-এর মৃত্যুর পর শাম, ইরাক, মিশর ও হিজাযসহ সকলে তাদের দাওয়াত গ্রহণ করে। এই সময়ে এ অঞ্চলে অরাজকতা সৃষ্টি হয়। মুছ'আব ইবনু যুবাইর (মৃ. ৭২ হি./৬৯১ খ্রি.)-কে হত্যা করা হয়। তাঁর ভাইকে ইরাকে এবং পুত্রকে হিজাযে হত্যা করা হয়। আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (মৃ. ৬৯২ খ্রি.) (রা.)-কে হত্যার পর থেকে এ আন্দোলন প্রায় আট বছরের মতো থেমে ছিল। এ কারণে এ সময়কার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যুবাইরিদেরকে দুর্বল মনে করা হয়। সে সময়কার সাহিত্যে স্বল্প পরিসরে তাঁদের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। তবে শামের ক্বাইছিয়্যাহ ও ইয়ামানিয়্যাহ-এর মধ্যকার সংঘাত কাব্যে আলোচিত হয়। তবে এগুলি রাজনৈতিক কবিতা নয় বরং জাহেলি যুগের বীরত্বগাথা (الحماسة) ও কুৎসামূলক (الهجاء) কবিতার মতোই। যুবাইরিদের প্রসিদ্ধ কবি হলেন :

১. ইবনু আল-কাইছ আল-রুকাইয়্যাত (মৃ. ৮৫ হি.)

২. মুসআব ইবনু যুবাইর (মৃ. ৭২ হি./৬৯১ খ্রি.)

'উসমান ইবনু আফ্ফান (মৃ. ৩৫ হি./৬৫৬ খ্রি.) (রা.)-এর শাহাদতের পর আল-খাওয়ারিজ দলের আবির্ভাব ঘটে। তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা যারা করেন এবং যারা এ মিশন সফল করার জন্য অপারেশনে অংশগ্রহণ করেন তারাই মূলত আল-খাওয়ারিজ দল প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভূমিকা রাখে। 'আলী ইবনু আবি তালিব (মৃ. ৪০ হি./৬৬১ খ্রি.) (রা.)-এর হাতে বাইয়াত করতে অস্বীকার করায় তাদেরকে আল-খাওয়ারিজ বলে। যদিও তারা মনে করেন যে, তারা আল্লাহর পথে নিজ ঘর হতে বেরিয়ে পড়েছেন। তাই তাদের দলের নাম আল-খাওয়ারিজ দেওয়া হয়। তারা কুরআনের এই আয়াতকে দলিল হিসাবে পেশ করেন।

" وَمَن يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِى ٱلْأَرْضِ مُرغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا[৭৯]

(যে কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশ্যে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।)

তাদের মতবাদ হলো খিলাফাত আল্লাহর বিশেষ দান। তিনি কেবল ঈমানদার, পরহেজগার ও যাহিদদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা খেলাফত দান করেন। খিলাফত কোনো বংশ বা কুরাইশদের সাথে নির্দিষ্ট নয়। যুবাইরী মতাদর্শের তেমন কোনো কবি না পাওয়া গেলেও আল-খাওয়ারিজ

[৭৯] আন নিসা, ১০০

Dhaka University Institutional Repository

মতাদর্শের উল্লেখযোগ্য কবি ছিল।[৮০] তাঁরা কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে নিজেদের স্পৃহা বৃদ্ধি করেন। তারা প্রার্থনা করতেন, যাতে তাদের জন্য শাহাদাতের মৃত্যু নসিব হয়। তাদের কবিগণও কবিতায় স্বীয় ইচ্ছা ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। কবিতায় তাঁরা মৃত্যুকে নির্ভয়ে আলিঙ্গন করার মতো সাহসিকতার বিবরণ দেন। খারেজীগণ ইমাম মাহদী (আ.)-এর উপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেন। খারেজীদের প্রধান কবি হলেন :

১. তিরমাহ ইবনু হাকিম (মৃ. ১২৫ হি./৭৪৩ খ্রি.)

ইরাকে আল-খাওয়ারিজ দলের বিপরীতে শি'আ দলের উদ্ভব হয়। তাঁদের 'আক্বিদাহ হলো, খেলাফতের অধিকারী কেবল আহলে বাইত-এর সদস্যগণ। 'উসমান ইবনু আফ্ফান (মৃ. ৩৫ হি./৬৫৬ খ্রি.) (রা.)-এর শাহাদতের পর 'আলী ইবন আবি তালিব (মৃ. ৪০ হি./৬৬১ খ্রি.) (রা.)-এর হাতে বাইয়াত সংঘটিত হবার পর শি'আ রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ইরাক ও কুফায় 'আলী ইবন আবি তালিব-এর সমর্থনে শি'আগণের কেন্দ্র স্থাপিত হয়। খুরাসান শি'আদের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়। বিভিন্ন চিন্তাচেতনা ও মতাদর্শের লোক শি'আ দলে প্রবেশ করে। তাদের মাঝে অন্যতম হলেন, আবদুল্লাহ ইবনু ছাবা (মৃ. ৩১১ হি.)। যিনি ইয়েমেন অধিবাসী একজন ইয়াহুদী ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হলেও খ্রিষ্টান ধর্মের বিধিবিধান ইসলাম ধর্মের বিধানাবলির সাথে সংমিশ্রণ ঘটানোর চেষ্টা করেন। 'উসমান ইবনু আফ্ফান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি মনে করতেন যে, 'আলী ইবন আবি তালিব (মৃ. ৪০ হি./৬৬১ খ্রি.) মৃত্যুবরণ করেন নাই। তাঁকে কেবল আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। তিনি (রা.) সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য শেষ জামানায় দুনিয়ায় আবার ফিরে আসবেন। একপর্যায়ে শি'আ মতাদর্শে ইহুদী, খ্রিষ্টান ও হিন্দু ধর্মের উপাদানাবলি প্রবেশ করে। শি'আ কবিদের অন্যতম হলেন :

১. আইমান ইবনু খুরাইম (মৃ. ৮০ হি./৭০০ খ্রি.)
২. আল-ছায়্যিদ ইসমাঈল আল-হুমাইরী (মৃ. ১৭৩/১৭৮/১৭৯ হি.)
৩. আল-কুমাইয়্যাত ইবনু যায়েদ (৬০-১২৬ হি:/৬৭৯-৭৪৩ খ্রি:)
৪. আ'শা হামদান (মৃ. ৮৩ হি.)
৫. 'আউফ ইবনু আবদুল্লাহ আল-আযদী (তা.বি.)

কবিগণ তাদের কবিতায় মানুষদেরকে নিজ মতাদর্শের প্রতি আহ্বান জানান এবং তাঁদের মতাদর্শ গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। গোত্রের কবিগণ উমাইয়্যা শাসকগণের প্রতি দুর্বল ছিলেন এবং তাদেরকে সমর্থন দেন। যেমন মক্কায় আবুল আব্বাস আল-আ'মা (মৃ. ১৪০ হি./৭৫৭ খ্রি.), মদীনায় আল-আহওয়াছ (মৃ. ১০৫ হি./৭২৩ খ্রি.), কুফায় 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর আল-আছাদী (০১ - ৭৩ হি.), বসরায় নাবিগা আল-যু'দী/যুবইয়ানী (মৃ. ৬০৪ খ্রি.), ইবনু আতিয়্যাহ (৩৩ - ১১০ হি./৬৫৩

[৮০] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *التطور و التجديد في الشعر الأموي* , (কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, দারুল মা'আরিফ, ৮ম সংস্করণ), ৯০

Dhaka University Institutional Repository

- ৭২৮ খ্রি.) ও আল-ফারাজদাক্ব (৩৮-১১৪ হি./ ৬৪১-৭৩২ খ্রি.), আরব উপদ্বীপে আল-আখতাল (৬৪০-৭১০ খ্রি.), আল-কুতামা (৪০-১০১ হি./৬৬০-৭১৯ খ্রি.) ও আল-আ'শা আত-তাগলীব (৫৭০-৬২৯ খ্রি.), শামে 'আদী ইবনু আল-রুকায়' আল-আমেলী (মৃ. ৭১৪ খ্রি.) প্রমুখ কবিগণ কবিতা রচনা করেন। তারা স্বীয় মতাবলম্বী ব্যক্তি ও শাসকগণের প্রশংসা করেন। 'আদী ইবনু আল-রুকা'য় খলিফা আল-ওয়ালীদ ইবনু 'আব্দিল মালিক (মৃ. ৯৬ হি./৭১৫ খ্রি.)-এর প্রশংসা করেন। 'আদী ইবনু রুকা'য় বলেন :[৮১]

إن الوليد أمير المؤمنين له * مـلك عـليه أعــان الله فارتفعا

(নিশ্চয় 'আল-ওয়ালিদ' হলেন আমিরুল মুমিনিন। আল্লাহ তাকে রাজত্ব দান করেন। তিনি তাকে সহায়তা করে উচ্চ আসনে সমাসীন করেন।)

এখানে খলিফা আল-ওয়ালীদ ইবনু 'আব্দিল মালিক (মৃ. ৯৬ হি./৭১৫ খ্রি.)-কে সেভাবেই সম্বোধন করা হয়েছে, যেভাবে শি'আগণ স্বীয় ইমামগণকে সম্বোধন করেন। তিনি আল-ওয়ালীদ ইবনু 'আব্দিল মালিকের প্রতি রহমত বর্ষণের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। সকল মানুষকে নামাযান্তে ও জুমু'আর খুতবায় তাঁর জন্য প্রার্থনা করতে বলেন। উমাইয়্যা কবিগণ প্রশংসামূলক কবিতায় (المدح) অতিরঞ্জন করেন। জারির (৩৩-১১০ হি./৬৫৩-৭২৮ খ্রি.) খলিফা আবদুল মালিক (২৬-৮৬ হি./৬৪৬-৭০৫ খ্রি.) ও তাঁর সন্তানগণের প্রশংসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেন। তাঁরাও শি'আদের মতোই আমির ও খলিফাদের শানে অতি উৎসাহী শব্দ জুড়ে দেন। হারিসা ইবনু বাদর আল-গুদানী (মৃ. ৬৮৪ খ্রি.) যিয়াদ ইবনু আবিহি (৬২০-৬৭৩ খ্রি.)-এর প্রশংসায় বলেন :

فأنت إمـــام مـعدلة و قصـــد * وحزم حين تحضرك الأمور

أخوك خليفة الله ابن حرب * وأنت وزيره نعم الوزير

- আপনি ন্যায় ও সৎ ইমাম। আপনার কাছে কোনো প্রয়োজন উত্থাপিত হলে আপনি প্রত্যয়ী মনে তা গ্রহণ করেন।
- আপনার ভাই 'ইবনু হারব' আল্লাহর খলিফা। আপনি তার কতইনা চমৎকার একজন মন্ত্রী।

উপর্যুক্ত কবিতায় মু'আবিয়া (রা.) (৬০৮-৬৮০ খ্রি.)-কে 'খলিফাতুল্লা' বলেন। উমাইয়্যা শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (৪০-৯৫ হি./৬৬১-৭১৪ খ্রি.)-এর প্রশংসা করে কাব্য রচিত হয়েছে। উদাইল ইবনু আল-ফারখ আল-ইজলি (মৃ. ৭১৮ খ্রি.) বলেন:

خليل أمـير المؤمنين وسيـــفه * لكل إمام مصطفي و خليل

- তিনি হলেন, আমিরুল মু'মিনিনের বন্ধু ও তার তরবারি। যেমনি প্রত্যেক ইমাম ও নবীগণের বন্ধু ছিল।

এ সময়ে খলিফা, তাঁদের পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের নিয়ে কবিতা রচিত হয়। অনুরূপভাবে উমাইয়্যা নেতৃবর্গের প্রশংসা করেও কবিতা রচিত হয়। কা'ব আল-আশক্বারী (মৃ. ১০২ হি.) মুহাল্লাব (৬৩২-৭০২ খ্রি.)-এর সমীপে নিম্মোক্ত পঙ্‌ক্তি পেশ করেন।

[৮১] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *التطور و التجديد في الشعر الأموي* , (কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, দারুল মা'আরিফ, ৮ম সংস্করণ), ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

لولا المهـــلب للجيش الذي وردوا * أنهار كرمان بعد الله ما صدروا

- যদি 'মুহাল্লাব' সৈন্যদলে অংশগ্রহণ না করতেন, আল্লাহর পর তিনি ছাড়া আর কেউ সেই গহ্বর থেকে বের হতে পারতেন না।

কবি কা'ব আল-আশরাক্বী সৎ, ন্যায় ও নীতিবান মুসলমানদের নিয়ে যেভাবে বলেন, একইভাবে খারেজীদের ব্যাপারেও বলেন। কখনো তিনি তাদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেন। উমাইয়্যাদের রাজনৈতিক তৎপরতার মাঝেই কবিতার ক্রমবিকাশ ঘটে। ফলে তৎকালীন রাজনীতির প্রতিচ্ছবি হলো উমাইয়্যা যুগের কবিতা।

৪. সামাজিক অবস্থা

উমাইয়্যা যুগে হিজায ও শাম অধিবাসীদের সামাজিক জীবনে খেল-তামাশার ছোঁয়া লাগে। হিজাযে যুবকেরা বিলাসিতাপূর্ণ জীবন এবং অবসর সময়গুলি খেল-তামাশা ও গান-বাজনায় অতিবাহিত করতে আরম্ভ করে। এ সময়ে মক্কা ও মদীনার অধিবাসীদের প্রধান কাজই ছিল গান গাওয়া ও শোনা। কতিপয় 'আবিদ ও ফক্বীহগণও গানের প্রতি দুর্বল ছিলেন। ইমাম মালেক (র.) (৯৩-১৭৯ হি./৭১১-৭৯৫ খ্রি.) জীবনের প্রথমাবস্থায় নিজে গান শেখার চেষ্টা করেন। বিখ্যাত ফক্বীহ আতা ইবনু যুরাইজ (র.) (৮০-১৫০ খ্রি.) গান শোনাকে বৈধ মনে করেন।[৮২] ইয়াজিদ ইবনু আব্দিল মালিক (৭১-১০৫ হি./৬৮৭-৭২৪ খ্রি.) গান শোনার জন্য হিজায থেকে গায়কদের আমন্ত্রণ জানান। গান শোনার জন্য হাবাবাহ (মৃ. ১০৫ হি./৭২৪ খ্রি.) ও ছাল্লামাহ আল-ক্বাইছ (মৃ. ৭৪৮ খ্রি.) নামক বিখ্যাত দুই গায়িকাকে যথাক্রমে চার হাজার দিনার ও বিশ হাজার দিনারের বিনিময়ে ভাড়া করে আনেন। হিজাযের অধিকাংশ কবিগণ গানের উপযোগী কাব্য রচনা করেন এবং তাদের প্রায় সকল কবিতাকে গায়ক-গায়িকাগণ গানের সুরে গেয়েছেন। উমর ইবনু রাবিয়াহ (২৩-৯৩ হি./৬৪৪-৭১১ খ্রি.), ইবনু কায়েছ আল-রুকাইয়্যাত (মৃ. ৮৫ হি.) ও আরজা মক্কায়, আল-আহওয়াছ (মৃ. ১০৫ হি./৭২৩ খ্রি.) মদীনায় ও আল-ওয়ালীদ ইবনু ইয়াযীদ (৯০-১২৬ হি./৭০৯-৭৪৪ খ্রি.) দামেশকের কবি ছিলেন। তাদের সকল কবিতা নতুন ধারায় রচিত হয়। সে সময়ে তাদের কবিতায় যে বিলাসিতা ও শৌখিনতা পাওয়া যায়, তা জাহেলি যুগের কবিদের কবিতায় পাওয়া যায় না। আরব-অনারব বিভিন্ন মানসিকতার মানুষে খলিফা ও আমিরদের দরবার পূর্ণ হয়ে যায়। খলিফার দরবারে তাঁরা কবিতার মাধ্যমে তাদের আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করে। কিছু কিছু কবিতা গানের সুরে গেয়ে পূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করার চেষ্টা করে। গানগুলিও তাদের মুখে মুখে ধ্বনিত হয় এবং তাদের হৃদয়ে রেখাপাত করে। হিজাযের ন্যায় শামেও ঘটমান প্রণয় কাহিনিকে কেন্দ্র করে কবিতা রচিত হয়। শহুরে যুবক কবিদের কবিতা ছিল নারীকেন্দ্রিক। বিশেষত ধনাঢ্য পরিবারের নারীদেরকে তাঁরা

[৮২] ড. শাওক্বী, *التطور و التجدي* , ১০১

Dhaka University Institutional Repository

তাদের কাব্যে চিত্রায়িত করে। নারী ও তাদের সৌন্দর্য নিয়ে লেখা কবিতাগুলিকে গায়ক গায়িকাগণ গেয়ে গেয়ে দর্শক মুগ্ধ করেন। উমর ইবনু রাবিয়াহ বলেন :

إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى * فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا

- যখন তুমি প্রেমে পড়বে না জানবেনা প্রেম কী। তবে তুমি শুকনো শিলা পাথরের প্রস্তরখণ্ড হয়ে যাও।

আল-আহওয়াছ (মৃ. ১০৫ হি./ ৭২৩ খ্রি.)-এর মতে ভালোবাসা ও খেল-তামাশাই হলো জীবন। তিনি তাঁর শহরের সকল কবিদেরকে ভালোবাসাময় স্বচ্ছ পেয়ালা পান করানোর চেষ্ট করেন। তাঁর পথ অনুসরণ করেন হাবাবাহ (মৃ. ১০৫ হি./৭২৪ খ্রি.), ছাল্লামাহ আল-ক্বাইছ (মৃ. ৭৪৮ খ্রি.), উক্বাইলা ও জুলফা (মৃ. ১৮০ হি.)।[৮৩] আল-আহওয়াছ বলেন:

إنما الذلــفاء همى * فليدعني من يلوم

حبها في القلب داء * متـكـــــن لا يريم

- নিশ্চয় 'জুলফা' আমার ভাবনায় বিরাজমান। অতএব, নিন্দুকেরা যেন আমায় ডেকে নেয়।
- তার ভালোবাসা আমার হৃদয়ের প্রতিষেধক ও স্থায়ী প্রশান্তি।

আল-আহওয়াছ (মৃ. ১০৫ হি./৭২৩ খ্রি.) এ ধরনের কাব্যে নতুনত্ব আনেন। জাহেলি যুগের প্রথা ও ধারা পরিত্যাগ করে তিনিই প্রথম প্রেয়সীর বিরহে ভেঙে পড়েন। তিনি ছোট ছোট কবিতা রচনা করেন। এ সময়ই শাম ও হিজাযের কবিগণ ক্বাছীদা থেকে 'মাকতু'আত'-এর দিকে ধাবিত হন। হিজায ও শামের কবিগণ উমাইয়্যা যুগে প্রাচীন ধারা থেকে বেরিয়ে নতুন ধারায় কবিতা রচনা করা আরম্ভ করেন। তাদের কবিতার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভালোবাসার আবেগঘন বিষয়াবলি। আর এই ধরনের 'মাকতু'আত'সমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দশ চরণের অধিক হতো না। এই নব্য ধারাটি পূর্ণাঙ্গ কোনো কাব্য বিষয় ছিল না। গায়ক গায়িকাগণও এ ধারার উপর প্রভাব বিস্তার করে। তবে মক্কা, মদীনা ও শামের কবিগণ গীতিকাব্যের নব্য ধারার প্রভাবমুক্ত হতে পারেননি। তারা স্বাধীনভাবে কবিতা রচনা করতে পারেননি। হিজায ও শামের কবিগণ প্রধানত প্রণয়কেন্দ্রিক কাব্য রচনা করেন। প্রণয় ঘটনাবলি মানুষের সামাজিক জীবনে নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়। অধিকন্তু গায়ক-গায়িকাগণ প্রণয়কাব্য বিভিন্ন সুরে গাইতে আরম্ভ করেন। কবিতাগুলিও নতুন আবেগ ও অনুভূতি নিয়ে রচিত হয়।

অন্যদিকে নাজদ অঞ্চলের পরিস্থিতি ও পরিবেশ ছিল ভিন্ন। সেখানকার অধিবাসীগণ তখনও জাহেলি যুগের প্রাচীন ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ছিলেন। তদুপরি তাঁরা যে নতুন ধর্ম-কর্মের জ্ঞান আহরণ করেছিলেন, তা তাদের কবিতায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাদের প্রণয়কাব্যে ছিল সভ্যতা, সম্মান ও পবিত্রতা। প্রেমিকার সাথে সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ ছিল। এমনকি প্রেয়সীকে নিয়ে কবিতা আবৃতি ও গান গাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। তাদের চেতনা ও বিশ্বাস এমন ছিল যে, ইসলাম প্রিয়জনকে ভালোবাসতে হারাম করেনি। মক্কা ও মদীনার কাব্য ধারা বা বৈশিষ্ট্য থেকে ভিন্ন আঙ্গিকে রচিত হয় তাদের

[৮৩] ড. শাওক্বী, *التطور و التجدي* , ১০৩

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য। পারস্য ও রোম সভ্যতার সংস্পর্শে তারা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীন ও ইতিবাচক ছিল।[৮৪]

কুফা ও বসরার অধিবাসীরা যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্য বিজয় নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। খারেজীদের যুদ্ধ, খুরাসান এবং হিন্দুস্তান জয় তার অন্যতম। তাঁরা কাব্য রচনা অপেক্ষা যুদ্ধ ও বিভিন্ন অভিযানে যোগদানে বেশি মনোযোগী ছিলেন। জাহেলি যুগের আবদ্ধ জীবন থেকে তাঁরা নগরায়নের প্রতি ধাবিত হন। জাহেলি যুগের মতো উমাইয়্যা যুগেও মেলা উদযাপিত হয়। বসরায় আল-মিরবাদ ও কুফায় আল-কুনাছাহ উমাইয়্যা যুগের অন্যতম দুটি মেলা। আল-মিরবাদে প্রত্যেক গোত্রের লোকজন জমায়েত হয়ে নিজ গোত্রীয় কবির কবিতা শুনতেন। জারির (মৃ. ১১০ হি./৭২৮ খ্রি.) ও আল-ফারাজদাক্ব (মৃ. ১১৪ হি./ ৭৩২ খ্রি.)-এর সমাবেশ ছাড়াও অনেক কাব্য আসর আল-মিরবাদ-এ প্রতিনিয়ত বসতো। জারির (মৃ. ১১০ হি./ ৭২৮ খ্রি.), আল-ফারাজদাক্ব (মৃ. ১১৪ হি./৭৩২ খ্রি.) ও আল-আখতাল (মৃ. ৭১০ খ্রি.) মিরবাদে সমাবেশ করেন এবং তাঁদের রচিত কুৎসা (الهجاء) কবিতা সেখানে আবৃতি করেন। তাঁদের রচিত আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণাত্মক কুৎসামূলক কবিতাকে 'নাক্বা'ইদ' নামে নামকরণ করা হয়। 'নাক্বা'ইদ'কে ইরাকিগণ অবসর বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে। কবিগণ যেমনি উপঢৌকন লাভের আশায় খলিফা ও আমিরগণের প্রশংসা বর্ণনায় নিমগ্ন থাকেন, তেমনি খলিফা আমিরগণও তাদেরকে নিজেদের প্রশংসা করতে প্ররোচিত করেন। আবার কখনো বাধ্য করেন। আরববাসীদের সামাজিক জীবনের ক্রমবিকাশের সাথে সাথে তাদের কাব্যের উপাদান, বৈশিষ্ট্যাবলি, শৈলী ও বিষয়াবলি ক্রমবিকাশ লাভ করে।[৮৫]

৫. অর্থনৈতিক অবস্থা

উমাইয়্যা যুগের মানুষ অতি আরামপ্রিয় ছিল। দুনিয়ার ভোগবিলাস সংশ্লিষ্ট কবিতা তাদের মনে দাগ কাটে। কুরাইশগণ যেমন প্রাচুর্যপূর্ণ ও অভিজাত ছিলেন, তেমনি তাদের রুচিবোধও ছিল উন্নত। দুঃখ ও দরিদ্রতা যেমনি মানুষকে অনেক ক্ষেত্রে দমন করে তেমনি দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে এবং ধার্মিকতা ও ইবাদতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে সাহায্য করে। ক্ষমতা ও অর্থের কারণেই খারেজী ও শি'আদের মাঝে বিভেদ তৈরি হয়। প্রত্যক্ষভাবে গোত্রীয় আন্দোলন হলেও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। অর্থনৈতিক বিষয়াবলি মানুষ ও কবিদের জীবনে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। জীবন ধারণের উন্নতির সাথে সাথে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও পরিবর্তিত হয়। দামেশক ও দামেশকের প্রাচুর্য কবিদেরকে মরুভূমি থেকে শহরের বিলাসীতাপূর্ণ জীবনে আকৃষ্ট করে। পর্যটকগণ হিজায ও ইরাক থেকে দামেশকে পাড়ি জমান। খলিফা ও আমিরগণ প্রশংসা প্রাপ্তির আশায় তাদেরকে স্বাদরে গ্রহণ করেন। জারির (মৃ. ১১০ হি./৭২৮ খ্রি.) নিজ স্ত্রীর মুখে খলিফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান (মৃ. ৭০৫ খ্রি.)-এর প্রশংসায় বলেন :

---

[৮৪] ড. শাওক্বী, *التطور و التجدي* , ১০৭

[৮৫] ড. শাওক্বী, *التطور و التجدي* , ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

تعزت أم حزرة ثم قالت * رأيت الواردين ذوي امتناح

تعلل وهي ساغبة بنيها * بأنفاس مـــن الشبم القراح

- উম্মু হাযরাহ সান্ত্বনা লাভ করে বলে, পুষ্পরেণু বিশিষ্ট দুটি গোলাপ দেখলাম।
- তিনি নিজে অনাহারে থেকেও বিশুদ্ধ, স্বচ্ছ ও শীতল হৃদয় দ্বারা অপরের পাশে থাকেন।

স্ত্রীর মুখে নিজ অর্থের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন। ফলে আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান (মৃ. ৭০৫ খ্রি.) তাঁকে উপঢৌকনসহ প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করেন। জারির (মৃ. ১১০ হি./৭২৮ খ্রি.) ছাড়াও যিয়াদ ইবনু আবিহি (মৃ. ৬৭৩ খ্রি.), উবাইদুল্লাহ (মৃ. ৬৫৭ খ্রি.), বিশর ইবনু মারওয়ান (মৃ. ৬৯৪ খ্রি.) ও খালিদ আল-ক্বাছারী (মৃ. ৭৪৩ খ্রি.) প্রমুখ কবিগণ প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করে প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপার্জন করেন। জু আল-রুম্মাহ (মৃ. ৭৭ হি./৬৯৬ খ্রি.) বলেন :

وما كان مالي من تراث ورثته * ولادية كـــانت، ولا كسب مأثم

ولكن عطاء الله من كل رحلة * إلى كل محبوب السرادق خضرم

- আমার প্রাচুর্য ও সম্পদের কোনটিই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নয়; রক্তপণ এবং পাপাচারের কোনো উপার্জন নয়।
- কিন্তু আল্লাহ সকল ভ্রমণেই দান করেছেন। তার রহমতে বেষ্টিত সকল প্রিয়জনকে।

কবিগণ যেমনি দানশীলদের প্রশংসা করেন, তেমনি বখিলদের অপপ্রচার করেন। মানুষের বড়ত্ব তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করতো। একদল কবি দরিদ্রদেরকে হেয় করেন। জারির (মৃ. ১১০ হি./৭২৮ খ্রি.) স্বীয় গোত্রকে হেয় করে বলেন :

يحالفهم فقر قديم و ذلة * وبئس الحليفان المذلة والفقر

- সে তাদের প্রাচীন দরিদ্রতা ও অপমানের সাথে জোটবদ্ধ হয়েছে। দরিদ্রতা ও অপমানের সহিত এ চুক্তি কতই-না মন্দ।

কবিগণ দরিদ্রদের কুৎসা বর্ণনা করেন। এ ধরনের কবিদের বিপরীতে অপর একদল কবির আবির্ভাব ঘটে। যারা পুরো উল্টো অবস্থান থেকে কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন। তাঁরা কৃপণ তথা বখিলদের প্রশংসা ও ধনীদের সমালোচনা করেন। হুমাইদ আল-আরক্বাত ও আবুল আসওয়াদ আদ্ দুয়ালী (মৃ. ৬৮৮ খ্রি.) (র.) প্রমুখ কবিগণ এ ধরনের কবিতা রচনা করেন।[৮৬] আবুল আসওয়াদ আদ্ দুয়ালী বলেন :

يلومونني في البخل جهلا وضلة * وللبخل خير من سؤال بخيل

- অজ্ঞ ও ভ্রষ্টরা আমাকে কৃপণতা নিয়ে নিন্দা করে। কৃপণদের মতো হাত পাতা থেকে কৃপণতাই উত্তম।

একদল দরিদ্রতা ও অসহায়ত্বকে অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে। সম্পদ লাভের আশায় দরিদ্রতা ও নিজ অসহায়ত্ব প্রকাশ করে। আল-হাকাম ইবনু 'আবদাল আল-আছাদী (মৃ. ১০৬ হি./৭২৫ খ্রি.) এদের অন্যতম। তিনি বলেন :[৮৭]

---

[৮৬] ড. শাওক্বী, *التطور و التجدي*, ১২২

[৮৭] ড. শাওক্বী, *التطور و التجدي*, ১২৫

Dhaka University Institutional Repository

يا أبا طلحة الجواد أغثني * بسجال من سيبك المقسوم

- হে উদার আবু তালহা! আপনার বণ্টনকৃত বখশিশ থেকে আমাকে পুরস্কৃত করবেন।

০১.৬.২. উমাইয়্যা যুগের আরবি কবিতার বিষয়বস্তু

কবিগণ তাদের কবিতায় নিজ হৃদয়ের অবস্থা ও তৎকালীন সমাজের পরিবেশ তুলে ধরেন। তাদের কাব্য রচনার বিষয়াবলি অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। জাহেলি ও ইসলামি যুগের কবিতার বিষয়বস্তুর উপর উমাইয়্যা যুগেও কবিতা রচিত হয়। পাশাপাশি নতুন বিষয়বস্তুর উদ্ভব হয়। হেজাযে প্রণয়কাব্য ও 'নাক্বা'ইদ' এবং ইরাকে রাজনৈতিক কবিতা প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রথম স্তরের কবিগণ 'নাক্বা'ইদ' কবিতা, আর অন্যান্য স্তরের কবিগণ প্রণয়কাব্য ও রাজনৈতিক কবিতা রচনা করে।[৮৮] এ সময়ে আরবি কাব্যের বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ:

ক. প্রাচীন বিষয়বস্তু (أغراض قديمة)

১. গর্বমূলক কবিতা (الفخر)

নিজের ও নিজ গোত্রের গর্ব, সম্মান, বীরত্ব, মর্যাদা, পূর্বপুরুষদের কৃতিত্ব ও বড়ত্ব প্রকাশ করা হয় এ ধরনের কবিতায়। এ সময়ের কবিগণ সম্মানের আশায় ও মর্যাদা সম্পন্ন স্থান দখল করার জন্য তাঁরা প্রতিযোগিতায় নেমে যেতেন। জাহেলি যুগেও এই বিষয়টি কবিগণের নিকট প্রধান উপজীব্য হিসেবে বিবেচিত ছিল। তৎকালীন প্রসিদ্ধ কবিগণ এই বিষয়ে কবিতা রচনা করেন।[৮৯] উমাইয়্যা যুগের এ ধারার কবিদের মাঝে অন্যতম ছিলেন :

১. আল-ফারাজদাক্ব (৩৮-১১৪ হি./ ৬৪১-৭৩২ খ্রি.)

আল-ফারাজদাক্বের পূর্বপুরুষগণ অনেক সম্পদশালী ছিলেন। ছিলেন সম্ভ্রান্ত ও সম্মানী। প্রভাব ও প্রতিপত্তির কারণে তাদের অবস্থান ছিল অনেক উন্নত। তার পূর্ব-পুরুষগণ নিজ গোত্র ছাড়াও অন্যান্য গোত্রের সহায়তায় সর্বদা দু'হাত প্রসার করে দেন। তার দাদা সা'সা'আ কন্যা সন্তানকে ক্রয় করে জীবন্ত প্রোথিত করা হতে রক্ষা করতেন। তাই আরব সমাজে জীবন দানকারী হিসাবে তার দাদার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়াবলি তুলে ধরে তিনি গর্ব প্রকাশ করে কবিতা রচনা করেন।[৯০]

لنا العزة القعساء و العدد الذي * عليه إذا عد الحصى يتخلف

و قد علم الجيـــران أن قـــدورنا * ضـــوامن للأرزاق و الريح زفزف

- আমাদের আছে উচ্চ সম্মান ও সংখ্যাধিক্যতা। যখন এ সংখ্যা গণনা করা হয় তখন সবাই শপথ করে বলে যে, এমন সংখ্যাধিক্যতা ও সম্মান আর কারো নেই।

---

[৮৮] হাসান খামিছ আল-মালিহী, *الأدب و النصوص لغير الناطقين بالعربية*, (জামি'আ আল-মুলক আল-সাউদ, সৌদি আরব, ১৯৮৯), ১৩৪ ; আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي* , (মিশর : কায়রো, মাকতাবাহ আন নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৪৫ খ্রি. ৮ম সংস্করণ), ১-৫

[৮৯] আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض* , ৪১ ; *الأدب العربي و تاريخه لسنة الأولى السنوية* , (জামি'আতুল ইমাম মুহাম্মদ ইবনু সাউদ আল-ইসলামি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সৌদি আরব, ১৪৩৭ হি.), ১২০

[৯০] *الأدب العربي و تاريخه* , ১২৯

- আমাদের প্রতিবেশীরা জানে আমাদের খাবারের ডেক সর্বদায় খাদ্যে ভরপুর থাকে এবং জৌলুসপূর্ণ খাবারের সুঘ্রাণে মুখরিত থাকে।

২. জারির (মৃ. ১১০ হি./ ৭২৮ খ্রি.)

জারির প্রতিপক্ষ আল-ফারাজদাক্বের গর্বমূলক কাব্যের বিপরীতে গর্বমূলক কাব্য রচনা করেন। তবে আল-ফারাজদাক্বের তুলনায় তার গর্বমূলক কাব্য রচনার উপাদান কম হওয়ায় তিনি তেমন সফল হতে পারেননি।

২. প্রশংসাজ্ঞাপক কবিতা (المدح)

সম্ভ্রান্ত ও সম্মানী ব্যক্তির চারিত্রিক বর্ণনা, তাঁর সততা, নিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি তুলে ধরার জন্য প্রশংসামূলক কবিতা রচিত হয়। উমাইয়্যা যুগের প্রশংসাজ্ঞাপক কবিতা রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমির, খলিফা ও নেতৃবর্গের কাছে পুরস্কার পাওয়া। আমির ও খলিফাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ ও রাজদরবারে নিজের স্থান নিশ্চিত করার জন্য তারা আমির ও খলিফাগণের প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেন।[৯১] উমাইয়্যা যুগের এ ধারার প্রসিদ্ধ কবিগণ হলেন,

১. আইমান ইবনু খুরাইম (মৃ. ৮০ হি./৭০০ খ্রি.)

তিনি একজন শি'আ কবি। বনি হাশিমদের প্রশংসায় বলেন:

نهارُكم مكابدة وصوم * وليلكم صلاة واقتراءُ

وليتم بالقرآن وبالتزكّي * فأسرع فيكم ذاك البلاءُ

- আপনাদের দিনগুলি কাটে সংগ্রাম ও রোজা অবস্থায়। রাত কাটে নামায ও আতিথেয়তায়।
- আপনারা কুরআন ও পরিশুদ্ধতা অনুশীলন করেন। আপনাদের থেকে এই সকল সমস্যা দ্রুতই উঠে যাবে।

২. তিরমাহ ইবনু হাকিম (মৃ. ১২৫ হি./৭৪৩ খ্রি.)

তিনি একজন খারেজী কবি। খারেজীদের প্রশংসা করে বলেন :

لِلَّهِ دَرُّ الشُّـــــرَاةِ، إِنَّهُمُ * إِذَا الكـــرَى مَالَ بالطُّلَى أَرِقُوا

يرجِّعونَ الحنينَ آونةً * وإِنْ عَلاَ سَاعَةً بِهِمْ شَهَقُوا

- শুরাতের দুধ আল্লাহর জন্য দান করে, তারা দ্রুত দৌড়ে নিচে নেমে গিয়ে হরিণশাবকের জন্য জেগে থাকে।
- আকাঙ্ক্ষার সময় ফিরে আসে। যদিও সে সময়ে কেউ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

৩. জারির (মৃ. ১১০ হি./ ৭২৮ খ্রি.)

জারির উমাইয়্যা খলিফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান (মৃ. ৭০৫ খ্রি.)-এর প্রশংসায় বলেন :

لَولا الخَليفَةُ وَالقُرآنُ يَقرَءُهُ * ما قامَ لِلناسِ أَحكامٌ وَلا جُمَعُ

[৯১] الأدب العربي و تاريخه, ১২২,১৩০

Dhaka University Institutional Repository

- যদি খলিফা আবদুল মালিক কুরআন না পড়তেন, তাহলে সে মানুষের মাঝে শাসনক্ষমতা চালাতে পারতেন না এবং শুক্রবারে নামাযও হতো না।

৪. আল-ফারাজদাক্ব (মৃ. ৩৮-১১৪ হি./৬৪১-৭৩২ খ্রি.)

ফারাজদাক্ব ইয়াযিদ ইবনু আব্দিল মালিক (মৃ. ৭২৪ খ্রি.)-এর প্রশংসায় বলেন :

وَلَو كانَ بَعدَ المُصطَفى مِن عِبادِهِ * نَبيٌّ لَهُم مِنهُم لِأَمرِ العَزائِمِ

- মুস্তফা (স.)-এর পর তাঁর অনুসারীদের মধ্য হতে যদি কেউ তাদের জন্য নবী হতো, তাহলে তিনি তার নির্দেশ পালনের জন্য নির্দেশ দিতেন।

৫. আল-আখতাল (মৃ. ৭১০ খ্রি.)

আখতাল একজন খ্রিষ্টান কবি ছিলেন। আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান (মৃ. ৭০৫ খ্রি.)-এর প্রশংসায় বলেন :

إلى امرئٍ لا تعدّينا نوافلهُ * أظفرهُ اللهُ، فليهنا لهُ الظفرُ

- কোনো কাজের অতিরিক্তকে তিনি গণনা করেন না। আল্লাহ তাকে সফল করবেন। তার সফলতাকে কেউ আটকাতে পারবে না।

৬. নাবিগা আল-শায়বানী (মৃ. ১২৫ হি./৭৪৩ খ্রি.)

৭. বাশ্‌শার ইবনু বুরদ (৯৬-১৬৮ হি.)

৮. নুসাইব (মৃ. ১০৮ হি.)

৯. লায়লা আল-আখীলিয়্যাহ (মৃ. ৮০ হি.)

১০. আবু নুখাইলাহ (মৃ. ১৪৫ হি.)

১১. যিয়াদ আল-আ'যজাম (মৃ. ১০০ হি.)

৩. প্রণয়কাব্য

নারী প্রেম ও নারী সৌন্দর্য বর্ণনা করা হয় এ ধরনের কবিতায়। প্রণয়কাব্যে কবি প্রেয়সীর সৌন্দর্যসহ সকল দিক বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। জাহেলি যুগের প্রণয়কাব্যে প্রেয়সীর পরিত্যক্ত বাস্তুভিটায় দাঁড়িয়ে হারানো স্মৃতিচারণ, উচ্চস্থানে দাঁড়িয়ে উচ্চ আওয়াজে ক্রন্দন, অশ্রু বিসর্জন, শারীরিক সৌন্দর্য, গুণাবলির অতিরঞ্জিত বর্ণনা, ভ্রমণের স্মৃতি ও দৃশ্যাবলি সংরক্ষণ ও বর্ণনার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকলেও উমাইয়্যা যুগে এসে এই বৈশিষ্ট্যগুলি অতিক্রান্ত হয়। উমাইয়্যা যুগে প্রণয়কাব্য পরিণত অবস্থায় পৌঁছে। প্রাচীন রীতি অনুকরণে প্রণয়কাব্য রচনা করেন উমাইয়্যা যুগের বিখ্যাত কবি আল-ফারাজদাক্ব (৩৮-১১৪ হি./৬৪১-৭৩২ খ্রি.) ও জারির (মৃ. ১১০ হি./৭২৮ হি.)। আল-ফারাজদাক্ব বলেন :

أحبُّ مِنَ النِّسَاءِ، وَهُنّ شَتى، * حَـدِيثَ النَّزْرِ وَالحَدَقَ الكِلالا
مَوانِعُ للحَرَامِ بِغَيْرِ فُحْشٍ، * وَتَبْـذُلُ ما يَكُونُ لها حَلالا
وَجَدْتُ الحُبّ لا يَشْفِيهِ إلاّ * لِقَاءٌ يَقْـتُـلُ الغُـلَلَ النِّهَالا

Dhaka University Institutional Repository

- কত নারীদের ভালোবাসাময় কিঞ্চিত আলাপে অবসাদ দূর করেছি এবং চক্ষু শীতল করেছি।
- হারাম হওয়ার কারণে অশ্লীলতা ছাড়াও অনেক কিছুই নিষেধ ছিল। তবে বৈধ সবই করা হয়েছে তার সাথে।
- তার কাছে আমি এমন ভালোবাসা পেয়েছি যে, প্রাণকাড়া তীব্র পিপাসায় তৃষ্ণার্ত অবস্থাতেও আমার সাক্ষাৎই ছিল তার সকল পরিত্রাণ।

জারির তার প্রণয়কাব্যে বলেন :

نَعَم كُلُّ مَن يُعنى بِجُملٍ مُتَرّحُ * إِذا اِبتَسَمَت أَبدَت غُروباً كَأَنّها

عَوارِضُ مُزنٍ تَستَــهِلُّ وَتَلمَحُ * لَقَد هاجَ هَذا الشَوقُ عَيناً مَريضَةً

- হ্যাঁ! অপার সৌন্দর্য বলতে যা বোঝায়, তা যেন কেবল তার মাঝেই। যখন সে মুচকি হাসে তখন যেন সূর্যাস্তের লালিমাময় আভা তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে।
- প্রবহমান অশ্রু সাদা মেঘের ন্যায় কপোল বেয়ে নেমে এসে তার লাবণ্যতা আরো বাড়িয়ে দেয়। রোগাক্রান্ত দৃষ্টিধারীরাই এই ভালোবাসা দেখে কুৎসা করে।

জাহেলি যুগে যেখানে কবির হৃদয়ের গভীর থেকে স্বভাবজাত ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সূক্ষ্ম অনুভূতির সাথে উপস্থাপনা করাই ছিল কবিতার বিষয়বস্তু। উমাইয়্যা যুগে এসে তা কৃত্রিমতায় রূপায়িত হয়।[৯২] তবে এ যুগেই প্রণয়কাব্য পূর্ণাঙ্গ শিল্পরূপ লাভ করে। জারির ও আল-ফারাজদাক্ব ছাড়াও অনেকেই এ সময়ে প্রণয়কাব্য রচনা করেন। যেমন :

১) উরওয়াহ ইবনু হিজায (মৃ. ৩০ হি./৬৫০ খ্রি.)

২) কায়েছ ইবনু আল-মুলাওয়াহ (মাজনূন নামে পরিচিত) (মৃ. ৬৮ হি./ ৬৮৮ খ্রি.)

৩) কায়েছ ইবনু দারিহ (মৃ. ৬৮ হি./ ৬৮৮ খ্রি.)

৪) উবাইদুল্লাহ বিন কায়েছ আল-রুকাইয়্যাত (মৃ. ৮৫ হি./৭০৪ খ্রি.)[৯৩]

৪. শোকগাথা (الرثاء)

মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশ করে কাব্য রচনা করা হয় এ ধরনের কাব্যে। এর উদ্দেশ্য ছিল মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান, সমবেদনা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করা। নিজ গোত্রের নেতৃস্থানীয় কারো মৃত্যুতে কবি নিজ অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। কারবালায় হুসাইন ইবনু 'আলী (মৃ. ৬৮০ খ্রি.) (রা.)-এর শাহাদতের পর আল-কুমাইয়্যাত ইবনু যাইদ আল-আছাদী (৬০-১২৬ হি:/৬৭৯-৭৪৩ খ্রি:) শোকগাথা রচনা করেন।[৯৪]

ألم تر أن الشمس أضحت مريضة * لقتل حسين و البلاد اقشعرت

لبيك حـــســـــــيـــــنــــا كلـما ذر شـــــارق * و عند غسوق الليل من كان باكيا

فيــــاليتنـــــي اذ ذاك كنت شـــــهدته * فضاربت عنه الشانئين الأعاديا

---

[৯২] হান্না আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* (লেবানন : বৈরুত, ১৯৮৬, দারুল জীল, সংস্করণ - ১), ৪৪১

[৯৩] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ* , ১৭, ৪১৯

[৯৪] সালাহ তাইয়ুব, *موسوعة التاريخ الإسلامي*, (দারুল উসামাহ, ২০০৯) ; *الأدب العربي و تاريخه لسنة الأولى السنوية* , (জামি'আতুল ইমাম মুহাম্মদ ইবনু সাউদ আল-ইসলামি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সৌদি আরব, ১৪৩৭ হি.), ১৩১

Dhaka University Institutional Repository

- আমি অনুধাবন করতে পারলাম যে, সূর্যও 'হুসাইন' (রা.)-এর মৃত্যুতে শোকাহত এবং দেশ প্রকম্পিত।
- হে প্রদীপ্ত 'হাসান' ও 'হুসাইন'! আমি উপস্থিত। তারা এমন এক নক্ষত্র, রাতের আঁধারেও যার আলো দীপ্তিমান থাকে।
- হায় আমি যদি তাদের প্রত্যক্ষকারী হতাম! তাহলে আমি তার শত্রুদেরকে অন্তত দুইটি আঘাত করতাম।

৩. জারির (মৃ. ১১০ হি./৭২৮ হি.)

জারির কবি আল-ফারাজদাক্বের মৃত্যুতে শোকগাথা রচনা করেন। তিনি বলেন :

لَعَمرِي لَقَدْ أشْجَي تَمِيماً وَهَـدّهَـا * عَلَى نَكَبَاتِ الدّهْرِ مَوْتُ الفَـرَزْدَقِ

عَشِـيّةَ رَاحُـوا لِلفِـــرَاقِ بِنَعْشِـهِ * إلَى جَدَثٍ فِي هُوّةِ الأَرْضِ مَعْمَـقِ

لَقَدْ غَادَرُوا فِـــي اللَّحْدِ مَنْ كَانَ يَنْتَمِي * إلَى كُلِّ نَجْـــــمٍ فِي السّمَاءِ مُحَـلَّقِ

- আমার জীবনের শপথ! আল-ফারাজদাক্বের মৃত্যু তামীম গোত্রকে যুগের ক্রান্তিকালে সর্বাধিক কষ্ট দিয়েছে এবং দুর্বল করেছে।
- ছায়া দানকারী মেঘ আমাদেরকে বিচ্ছেদ করে পুনরুত্থানের জন্য ভূগর্ভস্থ গভীরের সমাধিস্থলে চলে গেলেন।
- আমাদের ছেড়ে কবরে গিয়ে তিনি সুউচ্চ আসমানের নক্ষত্রের সাথে মিলিত হয়েছেন।

৪. মালিক ইবনু রাইব (মৃ. ৬০ হি.)

৫. কুৎসামূলক কবিতা

প্রাচীন কবিগণ নিজ গোত্রের প্রশংসা ও প্রতিপক্ষ গোত্রের দোষত্রুটি বর্ণনা করে রচনা করতো এ ধরনের কবিতা। প্রশংসামূলক কবিতার বিপরীত হচ্ছে কুৎসা কবিতা। নিজ কাব্য ও গোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য তাঁরা অপর গোত্রের দোষত্রুটি তুলে ধরে তাদেরকে বিভিন্নভাবে আঘাত করতো। উমাইয়্যা যুগে কাব্যের সকল শাখার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। এ যুগে শি'আ ও খারেজি নামক রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটার প্রভাবে কবিতায় নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। প্রত্যেক কবি যেমনিভাবে স্বীয় দলের সমর্থনে কবিতা রচনা করেন, তেমনিভাবে অপর দলের কুৎসা বর্ণনা করেন।[৯৫] উমাইয়্যা যুগে কুৎসামূলক কবিতা পূর্ণাঙ্গ বিষয় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এ সময় হিজা কবিতার মাধ্যমে আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ হয়। আল-ফারাজদাক্ব (৩৮-১১৪ হি./৬৪১-৭৩২ খ্রি.), আল-আখতাল (মৃ. ৭১০ খ্রি.), জারির (মৃ. ১১০ হি./৭২৮ খ্রি.), রায়ী আন-নুমাইরি (মৃ. ৯০ হি./৭০৮ খ্রি.), ছাবিত কুতনাহ (তা.বি.) ও বুআইছ (মৃ. ১৩৪ হি./৭৫১ খ্রি.) 'হিজা' কবিতা রচনা করেন।[৯৬]

---

[৯৫] মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন, *الهجاء في الشعر العربي* , (লেবানন: বৈরুত, দারুর রাতিব আল-জামি'আ), ২৬

[৯৬] সিরাজ উদ্দিন, *الهجاء في الشعر* , ২৬-২৭ ; আহমাদ রাদী রাওয়াজিহাহ, *شعر الزهد في العصر الأموي* , (কুল্লিয়্যাতুল আদাব বিজামি'আতিন নাজাহ আল-ওয়াতিনিয়্যাহ, ২০০১), ৪৪ ; *الأدب العربي و تاريخه لسنة الأولى السنوية* , (জামি'আতুল ইমাম মুহাম্মদ ইবনু সাউদ আল-ইসলামি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সৌদি আরব, ১৪৩৭ হি.), ১২৩

Dhaka University Institutional Repository

৬. বর্ণনামূলক কবিতা

জাহেলি যুগের ন্যায় উমাইয়্যা যুগেও বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা দান করে রচিত হয় বর্ণনামূলক কবিতা। এ ধরনের কবিতায় নির্দিষ্ট বিষয়ের যথাযথ বিবরণের দ্বারা তা ফুটিয়ে তোলা হয়। উমাইয়্যা যুগে এ ধারার অন্যতম কবি হলেন আল-ফারাজদাক্ব (৩৮-১১৪ হি./ ৬৪১-৭৩২ খ্রি.)।[৯৭] তিনি বলেন :

و أطلس عسال و ما كان صاحبا * دعوت بناري موهنا فأتاني

فلما دنا قـلـــت اذن دونـك إنني * و إيـــاك فـي زادي لمشتركان

- অধিবাসী না হয়েও তিনি মৌমাছি দ্বারা আক্রান্ত হলে, আমার কাছে থাকা মৌমাছি অক্ষমকারী অগ্নি মশাল নিয়ে তাকে ডাকলে সে আমার কাছে আসে।
- আমার কাছে আসলে আমি বললাম, এই নাও! ধরো! গুনগুন করো। এই পাথরের মাঝেই তোমার ও আমার অংশিদারীত্ব।

খ. বিকাশমান প্রাচীন বিষয়বস্তু

জাহেলি যুগের কাব্য বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতায় উমাইয়্যা যুগে কবিতা রচিত হয়। কবিতার বিষয়বস্তুর মাঝে ক্রমবিকাশও ঘটে। প্রাচীন বিষয় নতুনভাবে পরিচিতি লাভ করে। যেমন :

১. 'নাক্বা'ইদ'

জাহেলি যুগের স্বল্পবিস্তর 'নাক্বা'ইদ' উমাইয়্যা যুগের প্রথম (ইসলামি যুগ) দিকে গতি লাভ করে এবং উমাইয়্যা খেলাফতকালে পূর্ণ শিল্পরূপ লাভ করে। ইসলামি যুগে অমুসলিম কবিদের 'হিজা' ও মুসলিম কবিগণের 'হিজা'-এর সমন্বয়ে 'নাক্বা'ইদ' নতুনরূপে প্রকাশিত হয়। ইসলামি যুগে কাফের-মুসলিমগণের তরবারির যুদ্ধের ন্যায় কাব্যযুদ্ধ চলতে থাকলে রাসুল (স.)-এর নির্দেশে 'হিজা' কবিতা রচনা বৃদ্ধি পায়। মুসলিম-অমুসলিমরা পরস্পর 'হিজা' রচনার মাধ্যমে আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ করতে থাকেন। এ ধরনের দ্বিপাক্ষিক 'হিজা' কবিতায় মূলত 'নাক্বা'ইদ'। এ ধরনের দ্বিপাক্ষিক 'হিজা' তথা 'নাক্বা'ইদ' ইসলামি যুগে উল্লেখযোগ্যভাবে রচিত হয়। 'নাক্বা'ইদ' জাহেলি যুগে জন্ম লাভ করে ইসলামি যুগে বাল্যকাল অতিক্রম করে উমাইয়্যা যুগে পূর্ণাঙ্গ যৌবনপ্রাপ্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। আল-ফারাজদাক্ব (৩৮-১১৪ হি./৬৪১-৭৩২ খ্রি.), আল-আখতাল (মৃ. ৭১০ খ্রি.), জারির (মৃ. ১১০ হি./৭২৮ খ্রি.), রায়ী আন-নুমাইরি (মৃ. ৯০ হি./৭০৮ খ্রি.) ও বা'ইছ (মৃ. ১৩৪ হি./৭৫১ খ্রি.) 'নাক্বা'ইদ' কবিতা রচনায় অংশগ্রহণ করেন।[৯৮]

২. প্রণয়কাব্য

জাহেলি যুগের প্রণয়কাব্য উমাইয়্যা যুগে নতুন আঙ্গিকে রচিত হয়। এদের বৈশিষ্ট্যেও বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। নতুন একধরনের প্রণয়কাব্য তথা অশ্লীল প্রণয়কাব্যের (الغزل الفاحش) উদ্ভব হয়। কবিতায় নারীদের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সৌন্দর্য এবং শারীরিক গঠন নিয়ে আলোচনা করা হয়। বহু

---

[৯৭] *الأدب العربي و تاريخه* , ১২০,১৪৪

[৯৮] ডক্টর মুহাম্মদ আবু রাবি'য়, *في تاريخ الأدب العربي القديم* , (জর্ডান : আম্মান, ১৯৯০, দারুল ফিকর), ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রেম, নারী ভোগ ও অশ্লীলতাই ছিল এ ধরনের কবিতার মূল উপজীব্য। নারীদেহের অশ্লীল ও বিস্তারিত বিবরণ ছিল এ ধরনের কবিতায়। 'উমর ইবনু রাবি'য়াহ' (মৃ. ৯৩ হি./৭১২ খ্রি.) ছিলেন এ ধরনের নব্য কাব্য ধারার রূপকার। তাই তাকে প্রণয়কবি (شاعر الغزل) বলা হয়। তাঁর সকল কবিতা নারীকেন্দ্রিক। উমাইয়্যা যুগে প্রণয়কাব্যে যে উৎকর্ষ সাধিত হয়, তা জাহেলি যুগে ছিল না, এমনকি আব্বাসি যুগেও সে ধরনের উন্নত প্রণয়কাব্য আর রচিত হয়নি। এ যুগে প্রণয়কাব্য শিল্প রূপ লাভ করে। উমাইয়্যা যুগ আরবি প্রণয়কাব্যের স্বর্ণযুগ ছিল।[৯৯] এ ধারার প্রধান কবি হলেন :

১. উমর ইবনু রাবি'য়াহ (২৩-৯৩ হি./৬৪৪-৭১১ খ্রি.)

২. আল-আহওয়াছ (মৃ. ৭২৩ খ্রি./১০৫ হি.)

তাঁর পূর্ণ নাম হচ্ছে 'আবদুল্লাহ ইবনু মোহাম্মদ আল-আওছি'। তিনি অত্যন্ত তামাশা ও প্রমোদপূর্ণ জীবনযাপন করেন। তাঁর সকল কবিতা অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ। তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য হলো :

১) চরম আবেগপূর্ণ

২) অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন

৩) সতেজ ও কঠোরতা বিবর্জিত

৪) অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ

নারীকেন্দ্রিক কাব্যে কেবল নারীকে অশ্লীলভাবে উপস্থাপন কৌশলই তাঁর কাব্য প্রতিভাকে প্রস্ফুটিত করে।

৩. আল-ওয়ালিদ ইবনু ইয়াজিদ (মৃ. ৭৪৩ খ্রি./১২৬ হি.)[১০০]

৪. 'আবু উমর আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনে উসমান আল-উমাওয়ী আল-আরজি (তা.বি.)

প্রণয়কাব্য ছাড়াও তিনি মদ্যপান ও মদকেন্দ্রিক কিছু কবিতা রচনা করেন।

'উমর ইবনু রাবি'য়াহ (মৃ. ৯৩ হি./৭১২ খ্রি.) প্রণয়কাব্যকে অশ্লীলতার নানা রঙ্গে সুসজ্জিত করেন। গোপন সৌন্দর্য ও গোপন অঙ্গসমূহের বর্ণনা দেন। নারীদেহের সকল বর্ণনা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।[১০১] তিনি বলেন :

لودب ذر فوق ضاحي جلدها * لأبان من أثرهن حدور

قلن أنزلوا فتيـــمموا لـطيكم * غيبا تغيبه إلى الإمساء

إن تنظروا اليوم الثواء بأرضنا * فغد لكم رهن بحسن ثواء

---

[৯৯] সালাহ তাইয়ুব, *موسوعة التاريخ الإسلامي* ,(দারুল উসামাহ, ২০০৯) ; হাসান খামিছ আল-মালিহী, *الأدب و النصوص لغير الناطقين بالعربية*, (জামি'আ আল-মুলক আল-সাউদ, সৌদি আরব, ১৯৮৯), ৪, ১৪ ; ডক্টর শুকরী ফয়সাল, *تطور الغزل* , ২৩

[১০০] *The Cambridge History of Arabic Literature,* (ভলিউম - ১, উমাইয়্যা কবিতা, অধ্যায় - ২০), **১৯/৪২২**

[১০১] হান্না আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* (লেবানন : বৈরুত, ১৯৮৬, দারুল জীল, ১ম সংস্করণ), ৪৪১ ; হুসনা আবদেল সামী মাহমুদ, *Asian and African Studies,* (মিশর : ১১ ৫৬৬ কায়রো, ফ্যাকাল্টি অব আর্টস, আব্বাসিয়্যাহ আইন শামছ ইউনিভার্সিটি, ভলিউম-২১, নং -১, ২০১২), ৫০ ; ডক্টর ফায়েজ মাহমুদ, *ديوان عمر بن ربيعة* , (লেবানন : বৈরুত, দারুল কুতুব আল-'আরাবি " ১৯৯৬, ৮ম সংস্করণ), ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

- ঢালু জায়গায় তার পোশাকাদি বিচ্ছিন্ন করা অবস্থায় রাখতো, আর তার চামড়ার উপর দিয়ে বয়ে যেতো ছোট পিঁপড়া।
- তারা বললো যে, নেমে যাও, গোপন কোনো স্থানে তোমাদের বাহনগুলিকে বেঁধে নাও যেন সন্ধ্যা পর্যন্ত তা আড়ালেই থাকে।
- আজ যদি তোমরা আমাদের কাছে অবস্থান করো, তাহলে আগামীকালটাও উত্তমভাবে তোমাদের জন্য উৎসর্গ করবো।

এ ধরনের প্রণয়কাব্যের বৈশিষ্ট্য হলো নিম্নরূপ :

ক. ভ্রষ্টতা, ব্যভিচার, লম্পটতা ও নিষিদ্ধ দুঃসাহসিকতা।

খ. নারীদের সাথে অবাধ মেলামেশার স্বাধীনতা ও নারীদের প্রতি কামভাব নিয়ে কাব্য রচনা।

গ. একাধিক নারীর সাথে প্রেম।

গ. নতুন উদ্ভাবিত বিষয়বস্তু

ইসলামি যুগের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা উমাইয়্যা যুগে এসে উপেক্ষিত হতে থাকে। ফলে মুসলমানগণ নবী (স.)-এর দেখানো পথ হারিয়ে পরিবারতন্ত্রের দিকে ধাবিত হয়। এই প্রেক্ষিতে রচিত হয় নতুন কাব্য বিষয়, যা ইতঃপূর্বে আরবি সাহিত্যে ছিল না। এ যুগে রাজনৈতিক কবিতার উদ্ভব হয়। কামিয়্যাত ইবনু যায়েদ আল-আছাদী (মৃ. ৭৪৩ খ্রি.), রুবাইয়্যাত ইবনু ছাবিত (মৃ. ১৯৮ হি./৮১৪ খ্রি.) ও আবদুল্লাহ ইবনু কায়েছ (মৃ. ৮৫ হি.) প্রমুখ কবিগণ এ ধারার অন্যতম কবি ছিলেন। আল-ফারাজদাক্ব (৩৮-১১৪ হি./৬৪১-৭৩২ খ্রি.) উমাইয়্যা খলিফা আবদুল্লাহ ইবনু মারওয়ান (মৃ. ৮৬ হি./ ৭০৫ খ্রি.)-এর সভাকবি ছিলেন এবং তাঁর সমর্থনে কবিতা রচনা করেন। ওয়ালিদ ইবনু আব্দিল মালিক (মৃ. ৯৬ হি./৭১৫ খ্রি.), সুলায়মান ইবনু আব্দিল মালিক (মৃ. ৯৯ হি./৭১৪ খ্রি.), ইয়াজিদ ইবনু আব্দিল মালিক (মৃ. ১০৫ হি./৭২৪ খ্রি.), আল-সাক্বাফী (তা.বি.) ও জারির (মৃ. ১১০ হি./৭২৮ খ্রি.) হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (মৃ. ৯৫ হি./৭১৪ খ্রি.)-এর সভাকবি ছিলেন। আল-আখতাল (মৃ. ৭১০ খ্রি.) মুআবিয়া (মৃ. ৬০ হি./৬৮০ খ্রি.) (রা.) ও তাঁর খলিফাগণের সভাকবি ছিলেন। এ সময় কবিগণ গোত্রীয় ও বংশীয় প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেন।[১০২] উমাইয়্যা যুগে উদ্ভাবিত নতুন কাব্য বিষয়াবলি হচ্ছে নিম্নরূপ :

১. রাজনৈতিক কবিতা

উমাইয়্যা যুগে মুসলমানদের মাঝে বিভেদ চরম আকার ধারণ করলে বিবিধ দল উপদলের উদ্ভব ঘটে। রাজনৈতিক দিক থেকে তাঁরা সকল কিছুর বিশ্লেষণ করা আরম্ভ করেন। তারা বিভিন্নভাবে এই বিভেদকে সহায়তা করেন। কবিগণ বিভিন্ন দলের সাথে তাল মিলিয়ে কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন। শাসকগণও কবিদেরকে যথেষ্ট সম্মান ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। খারেজি, শি'আ ও

[১০২] সালাহ তাইয়ুব, *موسوعة التاريخ الإسلامي*, (দারুল উসামাহ, ২০০৯)

Dhaka University Institutional Repository

মু'তাযিলা দলের কবিগণ নিজ মতাদর্শের সমর্থনে কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন।[১০৩] উমাইয়্যা যুগের রাজনৈতিক কবিতাগুলি মূলত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

প্রথমত, উমাইয়্যা খেলাফত ও শাসনব্যবস্থার প্রতি সমর্থন ও সাফাই গেয়ে রচিত কবিতা। শাসকদের মতাদর্শের প্রোপাগান্ডা হিসাবেও কবিগণ ভূমিকা রাখেন। কবিগণ যে পদ্ধতি ও বিষয়াবলি অনুকরণ করেন, প্রশংসাগীতি তার অন্যতম। এতে মার্জিত শব্দ, সুচিন্তিত মতামত ও অত্যন্ত লৌকিকতার সুর এবং গোত্রীয় অহমিকার সংমিশ্রণ ঘটে। ভাষাগুলি ছিল সাবলীল, তবে ইসলামের প্রাথমিক যুগের গোত্রীয় কবিতার তুলনায় কিছুটা ভিন্নতর ছিল।[১০৪]

দ্বিতীয়ত, এ সময়ে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কবিদের উত্থান ঘটে এবং বিবিধ মতাদর্শের উদ্ভব হয়। প্রত্যেকে নিজ নিজ মতাদর্শ অনুযায়ী ধর্মীয় রীতি-নীতির ব্যাখ্যা দানে সচেষ্ট হন। তাদের মাঝে শি'আ, খারেজি, রাফেজী, মুরজি'আ ও জাবারিয়া অন্যতম। তাঁরা যে কবিতা রচনা করেন সেগুলিও মূলত মতাদর্শ কেন্দ্রিক। কবিগণ কবিতায় তাদের নৈতিকতা, আবেগ ও নিজ মতাদর্শ প্রচার ও প্রসার করেন। কাব্যের রীতি ও আদর্শে এমনকি পরিভাষা ও শব্দচয়নেও তারা নিজ মতাদর্শকে প্রধান্য দান করেন।[১০৫]

---

[১০৩] আহমাদ নাজীব, *اختلاف الشعر بين العصر الأموي و العصر العباسي الأول* (২০০৮), ৪১/৫৫

[১০৪] আর. এ নিকলসন, *A Literary History of Arabs,* (ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস), ১৪/৪১৩

[১০৫] নিকলসন, *A Literary History,* ২০৯, ২৪৪ ; *The Cambridge History of Arabic Literature,* (ভলিউম - ১, উমাইয়্যা কবিতা, অধ্যায় - ২০), **১৫/৪১৪** ; হান্না আল-ফাখুরীর মতে *الجامع في تاريخ الأدب العربي*, (লেবানন : বৈরুত, দারুল জিল, ১৯৮৬, ১ম সংস্করণ) , ৪৬২

দলিয় কবি

উমাইয়্যা যুগে শি'আ ও খারেজীসহ কতিপয় নতুন দলের উদ্ভব হয়। শি'আগণের আদর্শ ও মতাদর্শানুযায়ী কবির আবির্ভাব ঘটে। দুই গোত্রের মধ্যকার বিবাদ, সংঘাত ও দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে রচিত হয় কবিতা। বৈশিষ্ট্য ও ধারণানুপাতে এটাকে আবার কয়েকভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

ক. উমাইয়্যা সমর্থক কবিতা

উমাইয়্যা শাসকদের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন :

১. উবাইদুল্লাহ ইবনু ক্বায়েছ আল-রুক্বাইয়্যাত (মৃ. ৮৫ হি./৭০৪ খ্রি.)
২. আদী ইবনু রিক্বা'য় (৯৫ হি:/৭১৪ খ্রি:)

খ. যুবাইর ইবনুল 'আওয়ামকে সমর্থনকারী কবিতা

যুবাইর ইবনুল 'আউয়ামের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন :

১. উবাইদুল্লাহ ইবনু ক্বাইস আর রুক্বাইয়্যাত (মৃ. ৮৫ হি.)
২. ইসমাইল ইবনু ইয়াসার আন নাসায়ী (মৃ. ৭৪৮ খ্রি.)

গ. আল-খাওয়ারিজ সমর্থক কবিতা

সিফ্ফিনের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে আবির্ভাব ঘটে খারেজী সম্প্রদায়ের। খারেজীদের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন :

১. আততিরিমমাহ ইবনু হাকীম (মৃ. ৭৪৩ খ্রি.)
২. ইমরান ইবনু হাত্তান (মৃ. ৭০৩ খ্রি.) এই কবি আলি (রা.)-এর হন্তা ইবনু মুলজিমের প্রশংসা করে কবিতা রচনা করে।
৩. কুতুর ইবনু আল-ফুজাআহ (মৃ. ৬৯৮ খ্রি.)

ঘ. শি'আ সমর্থক কবিতা

সিফ্ফিনের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে আবির্ভাব ঘটে শি'আ সম্প্রদায়ের।

শি'আ মতাদর্শের প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন :

১. আল-কুমাইয়্যাত ইবনু যায়েদ (৬০-১২৬ হি./৬৭৯-৭৪৩ খ্রি.)
২. মুখতার ইবনু আল-ছাক্বাফী' (১-৬৭ হি./৬২২-৬৮৬ খ্রি.)
৩. 'জামীল ইবনু মা'মার আল-মুছান্না' (মৃ. ৮২ হি./৭০১ খ্রি.)

শি'আ কবিগণ তিন ধরনের কবিতা রচনা করেন;

ক. শোকগাথা :

Dhaka University Institutional Repository

২. দুনিয়াবিমুখ ও বৈরাগ্যবাদের কবিতা

উমাইয়্যা যুগে যেমনি الشعر التقليدي উন্নতি লাভ করে, তেমনি নতুন উদ্ভাবিত বিষয়েও কবিতা রচিত হয়। জাহেলি ও ইসলামের প্রাথমিক যুগেও স্বল্প বিস্তর দুনিয়াবিমুখী কবিতা (الشعر الزهد) রচিত হয়। উমাইয়্যা যুগে দুনিয়াবিমুখী কবিতা (الشعر الزهد) অনেক উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করে। এ ধরনের কবিতা (الشعرالزهد) তৎকালীন সময়ে আরব সাহিত্য সমাজে ব্যাপক সাড়া জাগায়। তাদের কবিতার ভাব, কল্পনা ও শৈলীতে কুরআন, হাদিসের ভাব ও শৈলীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁরা কুরআন ও হাদিসের মমার্থ তাঁদের কবিতায় ফুটিয়ে তোলেন।[১০৬] অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা তাদের কবিতায় কুরআনের আয়াতের অবতারণা করেন। নাবেগা আল-যু'দী (৫৬৮-৬৮৪ খ্রি.) আল-কুরআনের নিম্মোক্ত আয়াত অনুসরণে কবিতা রচনা করেন।[১০৭]

১. " تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۖ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ "

২". ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ "

- তুমি রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিণত করো, তুমিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করে থাকো।
- এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ রাত্রিকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাত্রির মধ্যে প্রবেশ করে দেন এবং আল্লাহ সবকিছু শোনেন, দেখেন।

'নাবেগা আল-যু'দী' (৫৬৮-৬৮৪ খ্রি.) বলেন :[১০৮]

الحـــمد لله لا شـــريك لـــه * مـــن لـم يقلها فنفسه ظلما

المولج الليل في النهار وفي * الليل نهارا يفرج الظلما

- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যার কোনো অংশীদার নেই। যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস না রাখবে, সে নিজেই নিজের উপর জুলুম করবে।
- তিনি রাতকে দিনে প্রবিষ্টকারী এবং দিনকে রাতে প্রবিষ্টকারী, তিনি নির্যাতনকে লাঘব করেন।

উমাইয়্যা যুগের যুহদিয়্যাতের আরো কিছু কবির নাম পাওয়া যায়।[১০৯] যথা :

ক. ছাবাক্ব আল-বারবারী (তা.বি.)

খ. আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়ালী (১৬-৬৯ হি./৬০৩-৬৮৮ খ্রি.)

খ. ধর্মীয় প্রশংসাগীতি :

গ. অপরাধ প্রবণতাজ্ঞাপক কবিতা :

[১০৬] আহমাদ রাদী রিওয়াজিহাহ, *شعر الزهد في العصر الأموي* , (কুল্লিয়াতুল আদাব বিজামি'আ আন-নাজাহ আল-ওয়াতীনিয়্যাহ,২০০১), ০১

[১০৭] আল-ইমরান, ২৭ ; আল-হাজ্ব, ৬১

[১০৮] *ديوان النابغة الجعدي*, ৩৫

[১০৯] আহমাদ রাদী রিওয়াজিহাহ, *شعر الزهد في العصر الأموي* , (কুল্লিয়াতুল আদাব বিজামি'আ আন-নাজাহ আল-ওয়াতীনিয়্যাহ, ২০০১), ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

৩. আল-গাযলুল উজরী আফীফ

প্রণয়কাব্য কবিতার বিষয়সমূহের মাঝে এটি একটি জনপ্রিয় বিষয় ছিল। সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ প্রণয়কাব্য উপভোগ করতেন। উমাইয়্যা যুগের প্রণয়মূলক কবিতা ছিল অতি উত্তম, উন্নত ও চমৎকার শব্দচয়নের দৃষ্টান্ত। এ যুগের প্রণয়কাব্যে প্রিয়তমা কবির কাছে আঁধার রাতে আলো হয়ে ধরা দেয়। আবির্ভাব ঘটে নতুন ধারার প্রণয়কাব্যের।[১১০] উমাইয়্যা যুগে যেমনি প্রণয়কাব্যে অশ্লীলতা চরম পর্যায়ে পৌঁছে, তেমনি অশ্লীলতামুক্ত সভ্য বিবরণের প্রণয়কাব্য তথা 'আল-গাযলুল উজরী আফীফ' (الغزل العذر العفيف)-এর আবির্ভাবও ঘটে। এটি উত্তর হিজাযের প্রত্যন্ত উপত্যকার 'বনী উযরাহ' গোত্রের উদ্ভাবিত একধরনের বিশেষ প্রণয়কাব্য। এ ধরনের প্রণয়কাব্য সংলাপ আকারে আরম্ভ হয়। এ রীতির প্রণয়কাব্য কোনো একটি বিষয়ের বিবরণ, ভ্রমণ, নিন্দা, শোকগাথা ও প্রশংসামূলক বিষয়াবলি নিয়ে রচিত হয়। তবে কখনো প্রাচীন আরবি কাব্য রীতিকেও কবিগণ তাদের এ ধরনের কবিতায় প্রয়োগ করেন। এখানে নারী বা নারী দেহের বর্ণনা ও বহু প্রেম প্রথাকে বর্জন করা হয়। নারী আসক্তি ও নারী ভোগ এ ধরনের কবিতায় বর্জন করা হয়। নারীদের রূপ-গুণের বিস্তারিত বিবরণ সহজ, সাবলীল ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়। বহু প্রেমের পরিবর্তে এক কেন্দ্রিক প্রেমের কল্পিত কাহিনি এখানে বিবৃত হয়। 'উরওয়াহ ইবনু হিযাম (মৃ. ৩০ হি./৬৫০ খ্রি.) তাঁর চাচাতো বোন 'আফরা'কে ভালোবাসেন। তিনি প্রথম 'আফরা'কে নিয়ে উজরী প্রণয়কাব্য রচনা করেন। দরিদ্রতার কারণে তাঁর চাচাতো বোনকে বিয়ে করতে না পারার ঘটনা তিনি এই কাব্যে তুলে ধরেন।[১১১] জামিল ইবনু মা'মার মুছান্না (মৃ. ৮২ হি. /৭০১ খ্রি.) এ ধারার প্রবক্তা ছিলেন। তিনি তাঁর প্রেমিকা 'বুদায়না'কে কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। 'বুদায়না'ই তাঁর একমাত্র প্রেমিকা ছিলেন। নারী ও পুরুষ কবিগণ পবিত্র, বিশুদ্ধ, সতী নারী ও কুমারীদের নিয়ে আল-গাজলুল উজরী (الغزل العذري)-এর উন্মেষ ঘটান। এই রীতিতে যেমনি বহুপত্নীক পদ্ধতিকে অনুৎসাহিত করে,

---

[১১০] আরবি সাহিত্যে এ ধরণের কবিতার উদ্ভব ঘটার পেছনে নিম্মোক্ত বিষয়াবলির প্রভাব ছিল :

- ধর্মীয় প্রভাব (أثر ديني)
  "তাত্বায়্যুর আল-গাযল বাইনা আল-জাহিলিয়্যাতি ওয়া আল-ইসলামি" (পৃষ্ঠা-২৩২,২৩৭) এর গ্রন্থকার ড. শুকরি ফায়সাল (মৃ. ১৯৮৫ খ্রি.) বলেন, এ ধরণের প্রণয় কবিতার উদ্ভব ঘটার পেছনে ধর্মীয় কারণ বিদ্যমান। তাক্বওয়া ও ইসলামি রীতি ও আদর্শকে সামনে রেখে কবিতা রচনা করার চেষ্টা থেকে এ ধরনের কবিতার উদ্ভব হয়।
- রাজনৈতিক প্রভাব (أثر سياسي)
  "হাদীস আল-আরবি'আ'ই" (খণ্ড : ১,পৃষ্ঠা : ১৮৮) এর গ্রন্থকার ত্বহা হুসাইন এর মতে এ সময় রাজনৈতিক গতিপথ পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রশাসনিক কার্যক্রম সিরিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। গোত্রীয় দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করার কারণে কবিগণ নিজ গোত্র ও সম্প্রদায়ের শাসকবর্গকে সমর্থন দান করে কবিতা রচনা করেন। শাসকগণও তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দানে সচেষ্ট হন। এতে কবিগণ উৎসাহিত হয়ে এ ধরণের কবিতা রচনা করতে আত্মনিয়োগ করেন। দরিদ্রতা ও হতাশাও এ ধরনের কবিতা রচনার জন্য কবিদেরকে প্রেরণা জোগায়।
- সাংস্কৃতিক কার্যকারণ (أثر حضاري)
  "ফী তারিখ আল-আদাব আল-'আরাবি আল-ক্বাদীম" (দার আল-ফিকর, আম্মান, জর্ডান,১৯৯০,পৃষ্ঠা-৯১) এর গ্রন্থকার ডক্টর আবু রাবি' এর মতে উমাইয়্যা যুগে আরবগণ বিভিন্ন রাজ্য জয়লাভ করার কারণে তাঁরা বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষ ও কবিদের সাক্ষাত লাভ করে এবং বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে। এভাবেই তারা নতুন আঙ্গিকে নতুন রুচিবোধের কবিতা রচনার প্রেষণা লাভ করেন।

[১১১] ডক্টর মুহাম্মদ আবু রাবি'য়, *في تاريخ الأدب العربي القديم* , (জর্ডান : আম্মান, ১৯৯০, দারুল ফিকর), ৮৬-৮৭

Dhaka University Institutional Repository

তেমনি অবিবাহিত নারী-পুরুষের সহবাস ও সহাবস্থানের ব্যাপারে ধর্মীয় মত ব্যাখ্যা করে।[১১২] এ রীতির প্রধান প্রণয়কার হলেন :

১. কুসাইয়ার আল-আয্যাহ (মৃ. ৭২৩ খ্রি.)
২. যু আল-রুম্মাহ (মৃ. ৭৩৫ খ্রি.)
৩. ক্বায়েছ লুবনা/ক্বায়েছ ইবনু যারীহ' (মৃ. ৬৮ হি./৬৮৮ খ্রি.)
৪. জামীল ইবনু মা'মার আল-মুছান্না (মৃ. ৮২ হি./ ৭০১ খ্রি.)
৫. মুরাক্কাস আল-আকবর (মৃ. ৫৫২ খ্রি.)
৬. 'আউফ ইবনু সা'দ (মৃ. ৫৫০ খ্রি.)
৭. আল-মুরাক্কাস আল-আসগর রাবি'য়া ইবনু সুফিয়ান (মৃ. ৫৭০ খ্রি.)
৮. কায়িছ ইবনু দারিহ (মৃ. ৬২৫ হি./৬৮০ খ্রি.)
৯. ক্বায়েছ ইবনু আল-মুলাওয়াহ/মাজনুন লাইলা (মৃ. ৬৮ হি./৬৮৮ খ্রি.)

জামীল ইবনু মা'মার আল-মুছান্না বলেন :

فواحسرتا إن حيل بيني و بينها * ويا حين نفسي كيف فيك تحين!

- হায়! আফসোস। আমার ও তার মাঝে থাকা বন্ধনের জন্য। আমার হৃদয়ের কী হলো? কীভাবে তোমার হৃদয়ের কাছে থাকে!

ক্বায়েছ ইবনু মালুহ বলেন :

فوا كبدا من حب من لا يحبني * و مـــن زفـــرات مـــالهن فناء
فيا كبدا أخشى عليها، و إنها * مخـــافة هضـبات اللوى لخفوق

- ওহে! আফসোস ঐ হৃদয়ের জন্য! সে যাকে ভালোবাসে তার ভালোবাসা পায় না। যার দুর্ভাগ্য তার মৃত্যুও নেই।
- আহ! আফসোস আমার হৃদয়ের জন্য। আমি তাকে নিয়ে আশঙ্কিত। সেও কম্পমান বাঁকা টিলায় ভীত আছে।

আবু যাকারিয়া আল-তাবরিযী (মৃ. ৫০২ হি.) তার দেওয়ানে নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিদ্বয় সংকলন করেন।

إني و إياك كالصادي رأى نهلا * و دونه هوة يخشى بها التلفا
رأى بـــعينيه مـــاء عز مـــورده * وليس يـــملك دون المـاء منصرفا

- তুমি যেন তৃষ্ণার্তের পানি। যা ছাড়া মানুষের জীবনাবসানের আশঙ্কা থাকে।
- তার দুচোখে পানির উৎস দেখে শক্তি ফিরে পেয়েছি। এই তৃষ্ণা নিবারণ না করে থাকা অসম্ভব।

এ ধরনের প্রণয়কাব্যের বৈশিষ্ট্যাবলি

ক. কথায়, কাজে ও চিন্তায় শুদ্ধতা;
খ. প্রেম কেবল একজনের সাথেই সীমাবদ্ধ এবং একজনের প্রতিই অবারিত ভালোবাসা;
গ. উপস্থাপনা ও ভূমিকামুক্ত;

[১১২] *The Cambridge History of Arabic Literature,* (ভলিউম - ১, উমাইয়্যা কবিতা, অধ্যায় - ২০), **২১/৪২৭**

Dhaka University Institutional Repository

জাহেলি যুগের প্রেয়সীর পরিত্যক্ত বাস্তুভিটায় স্মৃতি রোমন্থন 'উজরী প্রণয়কাব্যে প্রত্যাখ্যান করা হয়।

ঘ. আবেগঘন শব্দ ও বাক্যাবলির আধিক্যতা;

ঙ. আবেগ অনুভূতির সেতুবন্ধন;

'উজরী প্রণয়কাব্যে কেবল উভয় পক্ষের আবেগ-অনুভূতি আদান-প্রদানকারী শব্দাবলি ব্যবহার করা হয়।

৩. ইসলামি বিজয়ের কবিতা (شعر فتوح الإسلامية)

উমাইয়্যা যুগের প্রথমাবস্থায় (ইসলামি যুগে) বিভিন্ন যুদ্ধের বিজয় ঘটনা ও ইসলামের প্রতি আহ্বান করে কবিতা রচিত হয়। আল্লাহর পথে অবিচলতা, জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ ও ইসলামের ঝান্ডা ধারণের প্রতি উৎসাহিত করে কবিতা রচনা করেন। উমাইয়্যা যুগেই ইসলাম স্পেন, পশ্চিম পারস্য ও চীনের পূর্ব পর্যন্ত পৌঁছে যায়।[১১৩] রিদ্দার যুদ্ধের পর আরবগণ আরব উপদ্বীপের বাইরেও ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন। এ সময় পারস্য, রোম, মিশর ও সিরিয়া বিজয় করার জন্য সেখানে তারা অভিযান পরিচালনা করেন। কবিগণ এ যুদ্ধের সেনাপতি ও শহীদগণকে নিয়ে কবিতা রচনা করেন। মুসলমানগণকে সহায়তা ও তাদের বীরত্ব উল্লেখপূর্বক যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। কবিতার মাধ্যমে তাঁরা ইসলামকে সহায়তা করার জন্য আহ্বান করেন। শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বের দিক থেকে ইসলাম যে নিদর্শন দেখিয়েছে, তা পৃথিবীর দীর্ঘ ইতিহাস দেখাতে পারেনি। এ কারণে অল্প সময়ের ব্যবধানে ইসলাম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। সকল শ্রেণির মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে ন্যায়ের পক্ষে এবং জুলুম ও অন্যায়ের বিপক্ষে দাঁড়ানোর কারণে তাদেরকে সবাই সহায়তা করেন এবং তারা অনেকের বিপক্ষে জয় লাভ করেন। সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (মৃ. ৬৭৪ খ্রি.) (রা.) তাদের অন্যতম সেনানায়ক ছিলেন।[১১৪] পারস্য যুদ্ধকে কেন্দ্র করে আবু মিহজান আল-ছাক্বাফী (মৃ. ৬৩৭ খ্রি.) বলেন :

لقد علمت ثقيف غير فخر * بأن نحن أكرمهم سيوفا

- আমরা জেনেছি ছাক্বিফের গর্বের কিছুই নেই। কেননা, তরবারি হাতে আমরাই অধিক সম্মানী।

'কাদেসিয়্যাহ'-এর যুদ্ধকে কেন্দ্র করে 'উমর ইবনু মা'আদী কারাবু (মৃ. ৬৪২ খ্রি.) বলেন :

الضاربين بكل أبيض مخــذم * والطاعنين مجامع الأضغان

- আমরা তাদের সকলকে শুভ্র ও ধরালো তরবারি দ্বারা আক্রমণকারী। আমরা সকল শত্রুর উপর আঘাতকারী।

বিশর ইবনু রাবী'য়াহ আল-খাশ'য়ামী আল-কাদেসিয়্যাহ নিয়ে কবিতা রচনা করেন। তিনি বলেন :

تذكر – هداك الله – وقع سيوفنا * بباب قديس و المكر عسير

عشية ود القوم لــوأن بعضـــهم * يعار جناحي طائر فيطير

---

[১১৩] *الأدب العربي و تاريخه لسنة الأولى السنوية* , (জামি'আতুল ইমাম মুহাম্মদ ইবনু সাউদ আল-ইসলামি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সৌদি আরব, ১৪৩৭ হি.), ১২৭

[১১৪] *الأدب العربي و تاريخه*, ৮২-৮৫

Dhaka University Institutional Repository

إذا مـــا فـــرغنا مـــن قراع كتيبة * دلفنا لأخرى كالجبال تسير

- কাদীস যুদ্ধে আমাদের তরবারির আঘাত ও রণকৌশলে নিজ গোত্রের অবস্থাকে স্মরণ করো। (আল্লাহ তোমাদেরকে হেদায়েত দান করুন।)
- ভালোবাসায় তাদের কেউ কেউ ইতস্তত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। মনে হয় যেন তাদের ডানা থাকলে উড়ে যেতো।
- পাহাড়ের ন্যায় আনন্দে আমরা কুতাইবার ঢাল থেকে অবকাশ নিয়ে ধীরে ধীরে অন্যদিকে এগিয়ে গেলাম।

রাবি'আহ ইবনু মাক্বরুম আল-দ্বাবী (মৃ. ৬৩৭ খ্রি.) কাদেসিয়্যাহ নিয়ে কাব্য রচনা করেন।

وشهدت معركة الفيول وحولها * أبناء فارس بيضها كالأعبل

- হস্তিবাহিনীর যুদ্ধ ও তার পরিবেশ প্রত্যক্ষ করেছি। প্রত্যক্ষ করেছি পারস্য সৈনিকদের আধিক্যতা।

কা'ব আল-আশক্বারী (তা.বি.) বলে :

والترك تعلم إذ لاقى جموعهم * أن قد لقوه شهابا يفرج الظلما

- প্রস্থানকারীরা আগন্তুক দলের সাথে সাক্ষাৎ করেই বুঝতে পারে যে, তারা অত্যাচার বিদূরীতকারী অগ্নিশিখার সাথে সাক্ষাৎ করেছে।

ছুওয়াদাহ ইবনু 'আব্দিল্লাহ আল-সালূলী (তা.বি.) এ ধারার একজন কবি ছিলেন। তিনি কুতাইবাহ ইবনু মুসলিম আল-বাহেলী (মৃ. ৭১৫ খ্রি.)-এর প্রেরিত দলের বর্ণনায় বলেন :

لا عيب في الوفد الذين بعثتهم * للصين إن سلكوا طريق المنهج

- চীনে আপনার প্রেরিত দলের কোনো ভুল নেই। তারা যদি সঠিক কার্যক্রম পরিচালনা করতো!

৪. ইসলামি দাওয়াতের কবিতা (شعر الدعوة الإسلامية)

'ডক্টর আবদুল কাদির আল-কাত্ব' (মৃ. ২০০২ খ্রি.) বলেন, প্রাক ইসলামি যুগে আরবি কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো আরবি সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধারণকারী শব্দাবলি, রীতি-নীতি ও শৈলীর ব্যবহার। এ ধারাটি প্রাক ইসলামি যুগে আরম্ভ হলেও উমাইয়্যা যুগে এসে এর পূর্ণ বিকাশ ঘটে।[১১৫] ইসলামি যুগের কবিগণকে তিনটি দলে বিভক্ত করা যায়।

ক. জাহেলি ধারার পূর্ণ অনুসারী :

এই শ্রেণির কবিগণ জাহেলি ধারার পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। এদের মধ্যে আল-হাতিয়্যাহ (মৃ.) ও কা'ব বিন যুহাইর (মৃ. ৬৬২ খ্রি.) প্রমুখ অন্যতম।

খ. ইসলামি ও জাহেলি ধারার মাঝে সমন্বয় সাধনকারী :

এই দলের অনুসারীরা ইসলামি যুগের নতুন সভ্যতার সংমিশ্রণে অতীত ও বর্তমানের মাঝে সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করেন। যেমন : কা'ব বিন মালিক (মৃ. ৫১ হি.) (রা.)।

গ. নিরেট ইসলামি ধারার অনুসারী :

এই দলের অনুসারী কবিগণ ইসলামি আদর্শকে পূর্ণভাবে অনুসরণ করে কবিতা রচনা করেন। কবি হাস্‌সান ইবনু সাবিত (মৃ. ৩৫/৪০ হি.), কা'ব বিন মালিক (মৃ. ৫১ হি.) ও 'আবদুল্লাহ ইবনু

[১১৫] في الشعر الإسلامي و الأموي, ২৯

Dhaka University Institutional Repository

রাওয়াহাহ (মৃ. ৬২৯ খ্রি.) (রা.) এ দলের অনুসারী ছিলেন। হাস্‌সান ইবনু সাবিত (মৃ. ৩৫/৪০ হি.) (রা.)-এর কবিতায় আল-কুরআনের মর্মার্থ ও শৈলী ফুটে উঠেছে। তিনি আহযাব যুদ্ধের ইতিহাস নিজ কাব্যে বর্ণনা করেন।[১১৬] তিনি বলেন :

وغدوا علينا قادرين بأيدهم * ردوا بغيظهم على الأعقاب

وكفى الإله المؤمنين قتـــالهم * وأثابهم في الأجر خير ثواب

وأقر عين محمد وصـــحابـه * وأذل كـــــل مكذب مرتاب

- তারা আমাদের থেকে অধিক সম্পদশালী ছিল। তাদের ক্রোধই তাদের পরিণতি উল্টে দেয়।
- তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য মু'মিনগণের প্রভুই যথেষ্ট। আর তাদেরকে তিনি দিয়েছেন উত্তম প্রতিদান।
- তিনি মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর সাথিদের চোখকে শীতল করেন এবং মিথ্যাবাদী সন্দিহানদেরকে তিনি করেন লাঞ্ছিত।

অন্যত্র তিনি মক্কাবাসীকে ভীতিপ্রদর্শন এবং কবি আবু সুফিয়ান (মৃ. ৬৫২ খ্রি.)-কে নিন্দা করে বলেন:

عفت ذات الأصابع فالجواء * إلى عذراء منزلها خلاء

ديار من بني الحسحاس قفر * تعفيها الروامس والسماء

- আঙুলের ছাপগুলি নিশ্চিহ্ন করেছে। প্রশস্ত উপত্যকার সেই কুমারীর বসতভিটা এখন টয়লেটে পরিণত হয়েছে।
- হাছাহিছ গোত্রের বসতভিটাগুলি এখন জনশূন্য কবরে পরিণত হয়েছে। বাতাস ও রোদ তার স্মৃতিগুলিকে মুছে দিয়েছে।

উমাইয়্যা যুগে কাব্য বিকাশের কার্যকারণ

উমাইয়্যা যুগের কাব্য বিকাশে অনেক প্রভাবক কাজ করে।[১১৭] তন্মধ্য হতে প্রধান কার্যকারণসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১) রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব

২) গোত্রীয় দলাদলির পুনরুত্থান

৩) কাব্য রচনাকে উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ

৪) খলিফাগণের পুরস্কারের আশায় কবিদের প্রতিযোগিতা

৫) প্রণয়কাব্যের প্রতি মানুষের স্বভাবজাত পুনরাগমন

০১.৬.৩. উমাইয়্যা যুগের কাব্যের বৈশিষ্ট্যাবলি

১. সহজ, সুমিষ্ট ও খণ্ড খণ্ড শব্দ

২. অর্থ ও চিন্তার প্রতিফলন

৩. জাহেলি কাব্য রীতি ও বিষয়াবলির উপর নির্ভরশীলতা

---

[১১৬] ডক্টর মুহাম্মদ আবু রাবি'য়, *في تاريخ الأدب العربي القديم* , (জর্ডান : আম্মান, ১৯৯০, দারুল ফিকর), ৭৩-৭৫

[১১৭] আহমাদ নাজীব, *اختلاف الشعر بين العصر الأموي و العصر العباسي الأول* (২০০৮), ৩৯/৫৩

Dhaka University Institutional Repository

৪. ছন্দ, অন্ত্যমিল ও ওজনের বাধ্যবাধকতা

৫. কুরআন ও হাদীসের শব্দাবলির প্রভাব[১১৮]

৬. জাহেলি ও ইসলামি অর্থের মাঝে সমন্বয় সাধন,

৭. ইসলামি অর্থের সম্প্রসারণ,

৮. প্রাচীন কাব্যবিষয়াবলির বিবর্তন

ঈমান নিয়ে প্রশংসা, কুফর, শিরক ও ফিসক নিয়ে কুৎসা রচিত হয়। ইসলামকে সহায়তা ও কাফেরদের বিপক্ষে যুদ্ধ নিয়ে গর্বপ্রকাশ।

৯. নতুন ভাবধারার উন্মেষ ঘটে

রাজনীতি, ধর্মীয় দল ও 'নাক্বা'ইদ' তার দৃষ্টান্ত।

১০. কাব্যশৈলীতে শ্রেণিকরণ

জারির, আল-আখতাল, আল-ফারাজদাক্ব, যু আল-রুম্মাহ, জামীল বুসাইনাহ, কাসীর আয্যাহ, কায়েস ইবনু জারীহ ও 'উমর ইবনু রাবিয়াহ প্রমুখ কবিগণের কবিতা তার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

০১.৭. উপসংহার

যুগভেদে বিভিন্ন সময় আরবি সাহিত্যের শাখাগুলি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। এমনকি ইতিহাসবেত্তাগণ আরবি সাহিত্য যুগকেও বিভিন্নভাবে শ্রেণিবিন্যাস করেন। আরবি সাহিত্যের কাব্য বিষয়গুলি বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। আবার কখনো তাদের গুরুত্বের ক্ষেত্রগুলিও বিবর্তিত হয়েছে। জাহেলি যুগের কাব্য বিষয়গুলিতে উমাইয়্যা যুগে কাব্য রচিত হয়। তবে নতুন বিষয়েও কাব্য রচিত হয়। এ যুগে পূর্বের তুলনায় সাহিত্য কার্যক্রম ও সাহিত্য তৎপরতা অনেক বৃদ্ধি পায়। এ সময় কবি-সাহিত্যিকগণ কাব্য সাহিত্যের এক উর্বর অঞ্চল লাভ করার পাশাপাশি খলিফা ও শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। ফলে সাহিত্য তৎপরতার গতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। তৎকালীন পরিবার, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম ও অর্থনীতিসহ সকল বিষয় নিয়ে সাহিত্য রচিত হয়। অর্থলাভ ও পুরস্কারের আশায় কাব্য রচিত হতে শুরু করে। খলিফাগণ তাদের সমর্থন ও জনগণের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করতে কবি-সাহিত্যিকদের রাজদরবারে নিয়োগ দেন। ধর্মীয় জীবন, রাজনৈতিক জীবন, সামাজিক জীবন ও অর্থনৈতিক জীবনে ক্রমবিকাশ ঘটার কারণে তৎকালীন কাব্য ও সাহিত্যও ক্রমবিকাশ লাভ করে।

[১১৮] *الأدب العربي و تاريخه لسنة الأولى السنوية* , (জামি'আতুল ইমাম মুহাম্মদ ইবনু সাউদ আল-ইসলামি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সৌদি আরব, ১৪৩৭ হি.), ১২৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

‘নাক্বা’ইদ’-এর পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

০২.১. ভূমিকা
০২.২. ‘নাক্বা’ইদ’-এর পরিচয়
০২.৩. ‘নাক্বা’ইদ’ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
০২.৩.১. জাহেলি যুগে ‘নাক্বা’ইদ’
০২.৩.২. ইসলামি যুগে ‘নাক্বা’ইদ’
০২.৩.৩. উমাইয়্যা যুগে ‘নাক্বা’ইদ’
০২.৪. ‘নাক্বা’ইদ’-এর প্রকারভেদ, রুকন ও শর্তাবলি
০২.৫. উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

‘নাক্বা‘ইদ’-এর পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

০২.১. ভূমিকা

الحمد لله رب العلمين . و الصلاة والسلام على رسوله محمد و آله و أصحابه اجمعين.

উমাইয়্যা যুগের বিখ্যাত কাব্য বিষয় হলো ‘নাক্বা‘ইদ’। জাহেলি যুগে এ কাব্য বিষয়টির উৎপত্তি ঘটলেও উমাইয়্যা যুগে এসে এটি শিল্পরূপ লাভ করে। যদিও জাহেলি যুগে এই কাব্য বিষয়টি এ নামে পরিচিত ছিল না এবং কোনোরূপ বিধি-নিষেধ অনুসরণে রচিত হয়নি। কাব্য রীতি, ইসলাম শিক্ষা ও ইসলামের প্রচার-প্রসার কাজের ব্যস্ততার কারণে ইসলামি যুগের প্রথমদিকে কাব্য রচনা নিষেধ থাকলেও এই বিষয়ে কাব্য রচিত হয়েছে। এ বিষয়ে কাব্য রচনার জন্য রাসুল (স.) হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.)-কে নির্দেশ প্রদান করেন। রাসুল (স.)-এর আদেশে কাফেরদের প্রত্যুত্তর ও আক্রমণ করার জন্য কা‘ব বিন মালিক (রা.), আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহাহ (রা.) ও হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.) ‘নাক্বা‘ইদ’ কাব্য রচনা করেন। আরবি সাহিত্যের অন্যান্য কাব্য বিষয়ের তুলনায় ‘নাক্বা‘ইদ’ কাব্য বিষয়টি সর্বাধিক আনন্দদায়ক ও উপভোগ্য। কতিপয় বৈশিষ্ট্য যেমনি এ কাব্য বিষয়টিকে উপভোগ্য করে তুলেছে, তেমনি এ বিষয়টিকে দুর্বোধ্য করে তুলেছে। যথা :

১. ‘নাক্বা‘ইদ’ একটি আঘাত প্রতিঘাতমূল কাব্য বিষয়, তাই অন্য কাব্য বিষয়গুলির মতো মুক্ত হয়ে এ বিষয়ে কাব্য রচনা করা যায় না।
২. প্রতিপক্ষের কাব্য বিষয় ও উদ্দেশ্যকে অনুসরণ করা।
৩. প্রতিপক্ষের ছন্দ ও অন্ত্যমিলকে অনুসরণ করে একই ছন্দে ও অন্ত্যমিলে কাব্য রচনা করা।
৪. এ কাব্য বিষয়টি প্রতিযোগিতামূলক হওয়ায় প্রতিপক্ষের সামনে টিকে থাকা ও নিজের অবস্থান দৃঢ় করার জন্য অতি মাত্রায় চিন্তা ও কল্পনা করা।

বিভিন্ন শর্ত অনুসরণ সাপেক্ষে কাব্য রচনা একটি দূরোহ কাজ। তবে এ ধরনের কাব্য আসরের প্রতি জন মানুষের অধিক আকর্ষণ ও বিশেষ চাহিদা কবিগণকে কাব্য রচনা করতে উৎসাহিত করে। উমাইয়্যা যুগে এ কাব্য বিষয়টি রীতিমতো বিনোদনের উপাদান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। অবসর কাটানো ভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ ও হতাশা দূরীকরণে ‘নাক্বা‘ইদ’ কাব্যের ব্যাপক চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। ফলে জনগণ কবিগণের শরণাপন্ন হন, আর কবিগণ কাব্য রচনায় প্রেরণা বোধ করে এই কঠিন বিষয়ে কাব্য রচনা করেন। মনের ক্রোধ, আবেগ ও গোত্রের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে ‘নাক্বা‘ইদ’ কাব্যে। এই ‘নাক্বা‘ইদ’ কাব্য যুদ্ধ মানুষে মানুষে সংঘাত ও হানাহানি লাঘব করে গোত্রীয় কলহ হ্রাস করেছে। এমনকি দুই ‘নাক্বা‘ইদ’ কবি জারির ও

Dhaka University Institutional Repository

ফারাজদাক্বের মাঝে দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত পরস্পর বিরোধী 'নাক্বা'ইদ' রচিত হয়েছে। 'নাক্বা'ইদ' কবিতা হলো নিম্নরূপ :

কোনো কবি অপরকে কুৎসা করে কবিতা রচনা করলে প্রতিপক্ষ কবিও তার কুৎসাকে খণ্ডন করে কবিতা রচনা করা। এ ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ তার রচিত কবির ছন্দ ও অন্ত্যমিলকে পূর্ণ অনুসরণ করেন। উভয়ে স্ব স্ব মতের পক্ষে দলিল প্রমাণাদী উপস্থাপন করেন। প্রতিপক্ষের পেশকৃত দলিল ও প্রমাণাদিকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেন। এ ধরনের কাব্য প্রতিযোগিতাই হলো 'النقائض'।[১১৯] এই অধ্যায়ে 'নাক্বা'ইদ' কাব্যের পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোকপাত করা হবে ইনশাআল্লাহ।

০২.২. 'নাক্বা'ইদ'-এর পরিচয়

'النقائض' শব্দটির শব্দমূল হলো 'النقض'। আর 'النقض' শব্দটি نقض البناء হতে উৎপত্তি লাভ করে। শব্দটি বহুবচন, একবচন হলো 'النقيضة'। 'النقيضة' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বৈপরীত্য বা বিপরীত করা, (ناقض في الشيئ অথবা خالفه), বিপরীত অর্থ বোঝানো (ناقض في القول অথবা أن يتكلم بما يتناقض معناه), কবিতার লড়াই, Satire, বিদ্রুপ, ভাঙা (نقض البناء), খণ্ডন করা (نقض القول) ও বাদ-প্রতিবাদমূলক কবিতা।[১২০] কোনো কবির কুৎসার বিপরীতে প্রতিপক্ষ কবি কবিতা রচনা করেন, তাই এই ধরনের কবিতাকে 'النقائض' নামে নামকরণ করা হয়।[১২১] শব্দটি আরবি সাহিত্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথম দিকে এটি (نقض في الشعر) প্রতিপক্ষ কবিকে বিধ্বস্ত করা অর্থে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ 'ما ينقض به'। পরবর্তীতে প্রতিপক্ষ কবি যে কবিতা রচনা করেন তাঁর বিপরীত কবিতা রচনা করা অর্থে ব্যবহৃত হয় 'أن ينقض الشاعر الأخر ما قاله الأول'।[১২২] এরপর যখন কবিতা প্রতিবাদের মাধ্যমে পরিণত হয়, তখন তা 'النقائض' নামে আত্মপ্রকাশ করে।[১২৩] এ ছাড়াও ইবনু মানজুর (মৃ. ৭১১ হি.)-এর মতে 'النقض' শব্দটি 'الحبل' ও 'العهد' শব্দদ্বয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয় (' نقض

---

[১১৯] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *تاريخ الأدب العربي ، الأثر الإسلامي* , (মিশর : কায়রো, দারুল মা'আরিফ, খণ্ড-২, ৭ম সংস্করণ), ২৪২

[১২০] হাফিজ মোঃ নজরুল ইসলাম, Concept of Satire and Its Development during Umayyad Period , *International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)* , স্কলার পাবলিকেশন্স, করিমগঞ্জ, আসাম, ভারত ৩, নং ২ (নভেম্বর ২০১৫): ৩০৬ ; রাজ কিশোর সিং, Humour, Irony and Satire in Literature, *International Journal of English and Literature*, নেপাল : কাঠমুন্ডু, ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয় ৩, নং ৪ (অক্টোবর ২০১২): ৬৫

[১২১] মহান আল্লাহ শব্দটিকে আল কুরআনে (আল নাহ্‌ল, ৯০) ব্যবহার করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي **نَقَضَتْ** غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ

[১২২] মুহাম্মদ ইবনু মুকার্‌রাম আল আনসারী ইবনু আল-মানজুর (মৃ-৭১১ হি.), *لسان العرب* , (লেবানন : বৈরুত, খণ্ড-৭), ২৪২-২৪৩

[১২৩] আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي* , (মিশর : কায়রো, মাকতাবাহ আন নাহদাহ আল মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি. ৮ম সংস্করণ), ৩ ; লে বফ মেগ্যান, *The Power of Ridicule : An Analysis of Satire*, (আইসল্যান্ড : রড বিশ্ববিদ্যালয়, ২৭ এপ্রিল ২০০৭), ২

Dhaka University Institutional Repository

العهود أو نقض الحبل')। অর্থাৎ রশির গিট খোলা ও চুক্তিভঙ্গ করা বোঝাতে 'النقض' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[১২৪]

পরিভাষায় 'نقائض'

গবেষকগণ 'النقائض'-এর সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেন। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো :

১. আহমদ আল-শায়িব 'النقائض'-এর সংজ্ঞায় বলেন :[১২৫]

" أن يتوجه الشاعر بقصيدة يهجو بها شاعرا أخر، و يسخر منه ومن قبيلته، ويفخر بنفسه و قومه، و بما لهم من أمجاد و مكانة، فيجيب الشاعر الأخر بقصيدة. وغالبا ما تكون القصيدة الثانية على وزن القصيدة الأولى، و على القافية نفسها. ناقضا كثيرا مما جاء به الشاعر الأول من معان و صور مضيفا إليها فخرا أو هجاء."

('নাক্বা'ইদ' হলো অপর কবিকে কুৎসা করার জন্য নিন্দাজ্ঞাপক কবিতা রচনা করা। কবি এর মাধ্যমে প্রতিপক্ষ কবি এবং তাঁর গোত্রকে উপহাস করেন। সম্মান ও অবস্থান তুলে ধরে নিজেকে ও নিজের গোত্রকে নিয়ে গর্ব করেন। কাব্যের মাধ্যমে প্রতিপক্ষ কবির প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। দ্বিতীয় কবি আবশ্যিকভাবে প্রথম কবির মাত্রা, ছন্দ ও অন্ত্যমিলকে অনুসরণ করেন। নিন্দাজ্ঞাপক কিংবা গর্বমূলক বর্ণনা করে বা এ ধরনের চিত্রাবলি অঙ্কন করে প্রথম কবির উদ্দেশ্যকে প্রত্যাখ্যান করেন।)

২. আহমদ মাত্বলূব 'النقائض'-এর সংজ্ঞায় বলেন :[১২৬]

النقائض أنها: " مناقضة الشاعر نفسه في قصيدتين أو كلمتين، بأن يصف شيئا وصفا حسنا، ثم يذمه بعد ذلك ذما حسنا أيضا، غير منكر عليه."

('নাক্বাইদ' হলো, কাব্য বা বক্তব্যের মাধ্যমে কোনো কবি কর্তৃক অনুরূপ কবিতা বা বক্তব্যের বিরোধিতা করা। প্রতিপক্ষকে প্রত্যাখ্যান না করে উত্তম গুণাবলি দ্বারা গুণান্বিত করে পুনরায় তাকে মন্দ গুণাবলির দ্বারা অপদস্থ করা।)

৩. ডক্টর মুহাম্মদ আবু রাবি'য়-এর মতে 'النقائض' হলো :[১২৭]

والنقيضة أن يقول الشاعر قصيدة يهجو فيها أخر، و يسخر منه و من قبيلته، و يفخر بنفسه و رهطه، و بما لهم من أمجاد في الجاهلية و مكانة في الإسلام، فيجيبه الشاعر بقصيدة – على وزنها و قافيتها في الأغلب – ناقضا كثيرا مما جاء به الشاعر الأول من معان و صور، مضيفا إليها من جانبه مزيدا من الفخر والهجاء.

('নাক্বিদাহ' হলো, কাউকে নিন্দা করে কবিতা রচনা করা। এতে তিনি প্রতিপক্ষকে ও তার গোত্রকে লাঞ্ছিত করেন। জাহেলি যুগ ও ইসলামি যুগে 'নাক্বা'ইদ' এ নিজ ও নিজ গোত্রের সম্মান তুলে ধরে গর্ব প্রকাশ করেন। প্রতিপক্ষ কবিও অনুরূপ কাব্যের মাধ্যমে (অনুরূপ ছন্দ, মাত্রা ও অন্ত্যমিল) প্রথম কবির দাবি ও অবস্থানকে খণ্ডন করেন। দ্বিতীয় কবি গর্ব ও নিন্দা বর্ণনার ক্ষেত্রে কখনো অতিরঞ্জনও করেন।)

---

[১২৪] ইবনু আল-মানজুর, *لسان* , ২৪২-২৪৩ ; লু'ই মাওফিক্ব আলহাজ্ব 'আলী, *صورة الهجو في الشعر النقائض* (জামি'আ জারাশ, হাযীরান, ২০১৫), ২৮

[১২৫] আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي* , (মিশর : কায়রো, মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি. ৮ম সংস্করণ), ৩

[১২৬] আহমদ মাত্বলুব, *معجم المصطلحات البلاغية و تطورها*, (লেবানন : বৈরুত, ২০০০), ৪২৩

[১২৭] ডক্টর মুহাম্মদ আবু রাবি'য়, *في تاريخ الأدب العربي القديم* , (জর্ডান : আম্মান, ১৯৯০, দারুল ফিকর), ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

একইভাবে ইংরেজি সাহিত্যের Satire এর সংজ্ঞায় বলা হয়,[১২৮]

" Satire is a composition of salt and mercury ; and its depands upon the different mixture and preparation of those ingredients, that it comes out or noble medicine, or arank poison."

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করে 'النقائض'-এর সংজ্ঞায় আমরা বলতে পারি যে,

বিষয়, ছন্দ ও অন্ত্যমিলের ঐক্য বজায় রেখে কোনো কবি কর্তৃক অপর কোনো কবির বিপরীতে রচিত الهجاء কবিতাকে 'النقائض' বলে।

সাধারণত দুই কবির মাঝে পরস্পরের বিপক্ষে 'النقائض' রচিত হতো। তবে কখনো তিন কবির দুইজন একপক্ষ হয়ে অপরজনকে নিন্দা করতেন।[১২৯] আবার কখনো তিন কবির প্রত্যেকে একে অপরের বিপক্ষে নিন্দা বর্ণনা করতেন।[১৩০]

---

[১২৮] হাফিজ মোঃ নজরুল ইসলাম, Concept of Satire and Its Development during Umayyad Period , *International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)* , স্কলার পাবলিকেশন্স, করিমগঞ্জ, আসাম, ভারত ৩, নং ২ (নভেম্বর ২০১৫): ৩০৬

[১২৯] বনী কুরায়যার যুদ্ধের সময় হাস্‌সান ইবনু সাবিত (মৃ. ৩৫/৪০ হি.) (রা.), আবু সুফিয়ান ইবনু হারিস (মৃ. ৬৫২ খ্রি.) ও জাবাল ইবনু জাওয়াল আস সা'য়লাবীর মাঝে 'নাক্বা'ইদ'
রচিত হয়। খন্দকের যুদ্ধের সময় হাচ্ছান ইবনু ছাবিত (রা.), কা'ব ইবনু মালিক (মৃ. ৫১ হি.) (রা.) ও 'আব্দুল্লাহ ইবনু যি'বারী তিন জনের মাঝে 'নাক্বা'ইদ' রচিত হয়। খন্দকের যুদ্ধে 'আব্দুল্লাহ ইবনু যি'বারী কাফেরদের পক্ষে হাচ্ছান ইবনু ছাবিত ও কা'ব ইবনু মালিক (রা.) ইসলামের পক্ষে 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। উমাইয়্যা যুগে প্রখ্যাত তিন কবি জারির, আল-ফারাজদাক্ব ও আল-আখতালের মাঝেও ত্রিমুখী 'নাক্বা'ইদ' রচিত হর্য়। জারির বলেন:

أبلغ سليط اللؤم خبلا خابلا ◦ أبلغ أبا قيس و أبلغ باسلا

- ছলিত গোত্রের কাছে এ লাঞ্চনার সংবাদ পৌঁছে দিও। সাথে সাথে কায়েছ ও বাছিল গোত্রকেও এ সংবাদ দিও।

জারিরের প্রত্যুত্তরে গাচ্ছান আল-ছালিতি বলেন:

لعمري لئن كانت بجيلة زانها ◦ جرير لقد أخزى كليبا جريرها

- আমার জীবনের শপথ! ব্যভিচার যেমন সম্মানির সম্মানকে নষ্ট করে, তেমনি জারিরের আশ্রয় কুলায়ব গোত্রকে অপমানিত করেছে।

জারিরের প্রত্যুত্তরে আবুল ওয়ারাক্বাহ উক্বাহ ইবনু মালিছ বলেন :

أبا الخطفي و ابني معبد و معرص ◦ تسدي أمورا جمة لا تنيرها

- আবুল খাত্বাফী, মা'বাদ ও মি'রাসের পুত্রদ্বয়ের সকল কাজই মন্দ। তাদের কোনো ভালো কাজ খুঁজে পাওয়া যায় না।

হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.) বলেন :

هم أوتوا الكتاب فضيعوه ◦ وهم عمي من التوراة بور

- তারা আহলে কিতাব হওয়া সত্ত্বেও এই ধর্ম তাদেরকে ধ্বংস করেছে। তাওরাতের প্রতি তাদের ভালোবাসায় তারা মোহগ্রস্ত হয়ে আছে।

আবু সুফিয়ান উত্তরে বলেন :

ستعلم أينا منها بنزه ◦ وتعلم أي أرضينا تضير

- অচিরেই তুমি জানতে পারবে, তাদের কে কে আমাদের মাঝে আছে। এবং এটাও জানবে যে, আমাদের মাঝে কে অধিক ক্ষতিগ্রস্থ।

জাবাল ইবনু জাওয়াল আস-সা'য়লাবী প্রত্যুত্তরে বলেন :

وأقفرت البويرة من سلام ◦ وسعية وابن أخطب فهي بور

أقيموا ياسراة الأوس فيها ◦ كـــأنكم مـــن المخزاة عـــور

- বুয়াইরা উপত্যকায় আমি আপন চেষ্টায় নিরাপদে গিয়েছি। আর আখতাব পুত্র নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে।
- হে আওস পরিবার! তোমরা তথায় প্রতিষ্ঠিত হও। তোমরা তো লজ্জার কারণে নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখতে চাও।

[১৩০] আবু 'উবাইদাহ মা'মার ইবনু আল-মুছান্না, ওয়াদ্বিহ আল-হাওয়াশী, খলিল ইমরান আল-মানসূর, *كتاب النقائض* , (লেবানন : বৈরুত, দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ , ১ম সংস্করণ, খ-১, ১৪১৯ হি.) : ৩৭-৬৬
ত্রিমুখী 'النقائض' এর অন্যতম হলো আল-ফারাজদাক্ব, আল-বা'য়িস ও জারির এবং আল-ফারাজদাক্ব, আল-আখতাল ও জারির। তাদের মাঝে এ ধরনের ত্রিমুখী 'النقائض' রচিত হয় । আল-বা'য়িস জারিরের কুৎসা করে বলেন :

بني الخطفي هل تدفنن أباكم ◦ كليبا و مولاكم حراما ليكتما

Dhaka University Institutional Repository

০২.৩. 'নাক্বা'ইদ'-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

'নাক্বা'ইদ'-এর উৎপত্তি

গ্রিক নাট্যকার এ্যারিসটোফ্যান, সক্রেটিস (মৃ. ৩৯৯ খ্রিষ্টপূর্ব) এবং রোমান কবি হোরেস (মৃ. ৮ খ্রিষ্টপূর্ব) Satirical সাহিত্যের সূত্রপাত করেন। রোমানরা এ ধরনের সাহিত্যকে 'Satura' বলতো।[১৩১] খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে কবি জোভেনাল (মৃ. খ্রি. ২য় শতাব্দী) কর্তৃক এ সাহিত্য আরো উন্নতি লাভ করে।[১৩২] বিষয় ও উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে আরবি সাহিত্যের 'نقائض' স্যাটেরিক্যাল কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আরবি সাহিত্যে 'نقائض' জাহেলি যুগে উৎপত্তি লাভ করে। জাহেলি যুগ থেকেই এটি একটি কাব্যিক বিষয় ছিল।[১৩৩] তৎকালীন বিখ্যাত কবি হারিস ইবনু আব্বাদ (মৃ. ৫৭০ খ্রি.) ও আল-মুহালহিল ইবনু রাবি'য়ার (মৃ. ৫৩৫ খ্রি.) মধ্যে 'نقائض' রচিত হয় ।[১৩৪] তবে এ সময়ে

➢ হে বনী আল-খাত্বাফী! তোমরা কি তোমাদের পূর্বপুরুষ কুলায়বদের দাফন করেছিলে? তারা তোমাদের কাছে লুকানোর জন্য অনেক কিছু গোপন করেছে।

জারির আল-বা'ইসের প্রত্যুত্তরে বলেন :

أرى سوءة فخر البعيث و أمه ◦ تعارض خاليه يسارا و مقسما

➢ আমি আল-বা'ইস ও তার মাতার গর্বের মাঝে ত্রুটি দেখি। তাদের লালন-পালনের সমৃদ্ধিতেও ঘটেছে বিপত্তি।

আল-ফারাজদাক্ব জারির ও আল-বা'ইসকে কুৎসা করে বলেন :

فقلت أظن ابن الخبيثة أنني ◦ شغلت عن الرامي الكنانة بالنبل

➢ আমি বললাম, দুষ্টের পুত্র মনে করে যে, আমি তাদেরকে তীর নিক্ষেপ করা থেকে বিরত রেখেছি।

এখানে তিনি প্রতিপক্ষ জারির ও আল-বা'ইসকে ইঙ্গিত করেন।

[১৩১] লে বফ মেগ্যান, *The Power of Ridicule : An Analysis of Satire*, (আইসল্যান্ড : রড বিশ্ববিদ্যালয়, ২৭ এপ্রিল ২০০৭): ৪-৫

[১৩২] লে বফ, *The Power of Ridicule,* ৯ ; রাজ কিশোর সিং, Humour, Irony and Satire in Literature, *International Journal of English and Literature*, নেপাল : কাঠমুন্ডু, ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয় ৩, নং ৪ (অক্টোবর ২০১২): ৬৯-৭০ ; ফিলিপ গ্যামবন, *Satire in the 18th Century*, (বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাকাডেমি): ২

[১৩৩] আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي* , (মিশর : কায়রো, মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি. ৮ম সংস্করণ): ২ ; সালাহ রউক্ব, *الأدب الأموي* , (মাকাতাবাতুল ক্বাহেরা, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫খ্রি.): ৯৫ ; ছালাহুদ্দিন আল-হাদী, *اتجهات في الشعر العصر الأموي*, (দারুস সাক্বাফাতিল 'আরাবিয়্যাহ) : ২৭৩-২৭৫ ; 'আব্দুর রহমান আল-ওয়সীফি, *النقائض في الشعر الجاهلي*, (মিশর : কায়রো, মাকতাবাতুল আদাব. ১ম সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি.) : ১২; আল-ওয়সীফি, 'আব্দুর রহমান,"আল-নাক্বা'ইদ ফী আল-শি'রি আল-জাহিলী" মাকতাবা আল-আদাব. কায়রো, সংস্করণ-১, ২০০৩খ্রি. পৃষ্ঠা- ১২

ড. ইউসুফ খলিফ ও ড. শাওক্বী দায়ফ এর মতে 'نقائض' এর উৎপত্তি হয় উমাইয়্যা যুগে। তাদের মতে জাহেলী যুগের হিজা কবিতা বিবর্তিত হয়ে উমাইয়্যা যুগে 'নাক্বা'ইদ' কবিতায় রূপান্তর হয়। অথাৎ উমাইয়্যা যুগের 'নাক্বা'ইদ' কবিতা জাহেলী যুগে হিজা কবিতা ছিল। ড. ইউসুফ খলিফ বলেন:

أن " النقائض فن جديد يعد تطورا لفن الهجاء الجاهلي."

➢ 'নাক্বা'ইদ' নতুন একটি বিষয়, যেটি জাহেলী যুগের الهجاء কবিতার ক্রমবিকাশের মাধমে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ড. শাওক্বী দায়ফ বলেন :

" إن الهجاء تحول عند الشعراء الثلاثة – يريد جريرا و الفرزدق و الأخطل – إلى فن جديد أو إلى لون جديد."

➢ الهجاء কবিতা তিন কবির (জারির, আল-ফারাজদাক্ব ও আল-আখতাল) সংস্পর্শে নতুন রঙে রঞ্জিত হয়ে নতুন বিষয়ে পরিণত হয়।

তারা মনে করেন, জাহেলি যুগের 'نقائض' কবিতার কুৎসা উমাইয়্যা যুগে বিস্তৃতি লাভ করে। জাহেলী যুগে মনে করা হতো হিজার উন্নত ও বিবর্তিত সংস্করণ হচ্ছে 'نقائض'। কিন্তু উমাইয়্যা যুগে 'نقائض' ও الهجاء ভিন্ন দুটি কাব্য বিষয় হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় 'نقائض'ও যৌবন প্রাপ্ত হয়ে পরিচিতি পায়।

[১৩৪] হারিস ইবনু 'আব্বাদ বলেন :

قربا مربط النعامة مني ◦ لاعـتناق الأبـــطال بالأبطال

➢ তাবুর অশ্বশালা আমার অনেক নিকটে। নায়কের আলিঙ্গন তো নায়কের সাথেই হয়।

আল-মুহালহিল ইবনু রাবিয়াহ (মৃ. ৫৩৫খ্রি.) প্রত্যুত্তর বলেন।

قربا مربط المشهر مني ◦ لكليب فداه عـمي وخالي

Dhaka University Institutional Repository

'نقائض'-এর যে শৈশব ও বাল্যকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, তা আমাদের নিকট পূর্ণ মাত্রায় পৌঁছায়নি।[১৩৫] অধ্যাপক এন্টোনি এ্যাশলি ব্যাভান (১৮৫৯-১৯৩৩ খ্রি.) ও আন্তোন ছালিহান আল-ইউসু'য়ী (১৮৪৭-১৯৪১ খ্রি.) উভয়ে জাহেলি যুগকে 'عصر النقائض الأول' এবং আর উমাইয়্যা যুগকে ' عصر النقائض الثاني' বলে আখ্যা দেন।[১৩৬] উৎপত্তিগত দিক থেকে 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যের তিনটি পর্যায় ছিল। যথা :

১. জাহেলি ভাবধারা

এই সময়ে 'নাক্বা'ইদ' কবিতার আবির্ভাব ঘটে। এ যুগের অনুভূতি ও অভিব্যক্তিগুলোও ছিল জাহেলি ভাবধারায় পরিপূর্ণ।

২. ইসলামি ও জাহেলি ভাবধারা

এ স্তরকে 'نقائض'-এর 'فترة المخضرمين' বলে। এটি 'نقائض' সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ যুগের (عصر مستقل للنقائض) প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়। ইবনু রাশীক (মৃ. ৪৫৬ হি.) তাঁর 'عمدة' গ্রন্থে এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, জাহেলি ও মুখাদরাম যুগের 'নাক্বাইদ' সাহিত্যের মাঝে আলোচ্যবিষয়, উদ্দেশ্য ও অর্থগত অনেক বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। এই যুগকে পরিবর্তন ও স্থানান্তরের যুগ মনে করা হয়। এ সময়ে কাব্য রচনার রীতি-নীতিতেও গতি আসে। প্রথমত জাহেলি ধারা অনুকরণ করা হলেও এ যুগে চলমান আবহাওয়ার সাথে কাব্য ধারা কিছুটা আলোড়িত হয়।

৩. অনারবী ভাবধারা

এ যুগে এসে আরবি সাহিত্যে অনারব সাহিত্যের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। এ সময়ের সাহিত্যে গ্রিক দর্শন এবং পরিভাষার প্রভাব পড়ে এবং 'نقائض' কবিতায় ইয়াহুদী কবিগণের প্রবেশ ঘটে। মক্কা ও মদিনার কবিদের কাব্যিক অবস্থান পরিবর্তিত হয়। তাঁদের মাঝে চিন্তা শক্তির উদ্ভব ও প্রয়োগ ঘটে। কাব্য সাহিত্যে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাত হয় এবং নানা মতভেদের অনুপ্রবেশ ঘটে। উমাইয়্যা যুগের বিশিষ্ট কবিগণের হাতে 'نقائض' কবিতা অগ্রগতি ও উন্নতি লাভ করে। এমনকি এ যুগে এসে 'নাক্বা'ইদ' কবিতার বৈশিষ্ট্যাবলিতে এমন নতুনত্বের সংমিশ্রণ ঘটে, যা জাহেলি যুগের 'نقائض' কবিতা থেকে ভিন্ন। তাই অনেকে মনে করেন যে, 'نقائض' কবিতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ মূলত উমাইয়্যা যুগে ঘটে।[১৩৭]

➢ 'কুলায়ব' এর বিখ্যাত অশ্বশালা আমার অনেক নিকটে। তার জন্য আমার চাচা ও মামা উৎসর্গিত হোক।

[১৩৫] 'আব্দুর রহমান আল-ওয়সীফি, *النقائض في الشعر الجاهلي*, (মিশর : কায়রো, মাকতাবাতুল আদাব. ১ম সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি.) : ১২

[১৩৬] আব্দুর রহমান, *النقائض في الشعر* , ১৭৪-১৭৫ ; আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي* , (মিশর : কায়রো, মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি. ৮ম সংস্করণ): ৫-৭

[১৩৭] আল-শাইব, *تاريخ النقائض* , ১

Dhaka University Institutional Repository

হিজরী প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের পূর্ব পর্যন্ত 'نقائض' সাহিত্য গণমানুষের কাছে অপরিচিত ছিল।[১৩৮] উমাইয়্যা যুগে সর্বস্তরের মানুষ জারির, আল-আখতাল ও আল-ফারাজদাক্বের মাধ্যমে এ পরিভাষাটির সাথে পরিচিত হয়। সর্বপ্রথম জারিরের সাথে গাচ্ছান আল-সালিতী (মৃ. ১০০ হি./৭৮১ খ্রি.) ও আল-বা'য়ীছের (মৃ. ১৩৪ হি.) মধ্যকার কুৎসা রচনা ও এর প্রত্যুত্তর রচনার মাধ্যমে উমাইয়্যা যুগে 'نقائض' এর পুনঃসূচনা হয়।[১৩৯] 'النقائض'-এর উৎপত্তি সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়াবলির মতো জাহেলি যুগে হলেও উমাইয়্যা যুগে এটি শিল্পরূপ লাভ করে।[১৪০] তবে উমাইয়্যা যুগের পরে আব্বাসি ও তুর্কি যুগে 'النقائض'-এর উল্লেখযোগ্য তৎপরতা দেখা না গেলেও এ সময়ে এমনকি মধ্যযুগে ইংরেজি সাহিত্যে এ ধরনের কাব্য তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়।[১৪১] প্রখ্যাত তিন কবি জারির, আল-ফারাজদাক্ব ও আল-আখতালের মাধ্যমে উমাইয়্যা যুগ 'নাক্বা'ইদ'-এর স্বর্ণযুগে রূপান্তরিত হয়। আর সতেরো শতাব্দীর শেষাংশ এবং আঠারো শতাব্দীর প্রথমাংশ স্যাটাইয়ারের স্বর্ণযুগে ছিল।[১৪২] কবিতা ছাড়াও নাটকে, যাত্রাপালায় ও উপন্যাসে স্যাটেরিক্যাল সাহিত্য রীতির প্রয়োগ ঘটে।[১৪৩] আরবি সাহিত্যেও গদ্য ও পদ্য উভয় পদ্ধতীতে 'নাক্বা'ইদ' এর নিদর্শন পাওয়া যায়।[১৪৪] 'النقائض'

---

[১৩৮] আল-শাইব, *تاريخ النقائض* , ১

[১৩৯] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *التطور و التجديد في الشعر الأموي* , (কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৭, ৮ম সংস্করণ) : ১৬৬

[১৪০] লু'ই মাওফিক্ব আলহাজ্ব 'আলী, *صورة الهجو في الشعر النقائض* (জামি'আ জারাশ, হাযীরান, ২০১৫) : ২

[১৪১] লে বফ মেগ্যান, *The Power of Ridicule : An Analysis of Satire*, (আইসল্যান্ড : রড বিশ্ববিদ্যালয়, ২৭ এপ্রিল ২০০৭) : ৯ ; রাজ কিশোর সিং, Humour, Irony and Satire in Literature, *International Journal of English and Literature*, নেপাল: কাঠমুন্ডু, ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয় ৩, নং ৪ (অক্টোবর ২০১২) : ৬৯-৭০ ; ফিলিপ গ্যামবন, *Satire in the 18th Century*, (বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাকাডেমি): ২

- এ তৎপরতায় ভূমিকা রাখেন জন স্কেলটন (মৃ. ১৫২৯ খ্রি.), শেক্সপিয়ার (মৃ. ১৬১৬ খ্রি.), বেন জনসন (মৃ. ১৬৩৭ খ্রি.), স্যার থমাস মোর (১৬৬৭), ল্যা ফনটিন (মৃ. ১৬৯৫ খ্রি.), জন ড্রাইডেন (মৃ. ১৭০০ খ্রি.), আলেকজান্ডার পোপ (মৃ. ১৭৪৪খ্রি.), জোনাথন সুইফট (মৃ. ১৭৪৫ খ্রি.), হেনরি ফিলডিং (মৃ. ১৭৫৪ খ্রি.), উইলিয়াম হোগার্থ (মৃ. ১৭৬৪ খ্রি.) ও ইরাসমাস (মৃ. ১৮০২ খ্রি.) প্রমুখ কবিগণ। আধুনিক কালে লর্ড বায়রন (মৃ. ১৮২৪ খ্রি.), ওয়াশিনটন ইরভিন (মৃ. ১৮৫৯ খ্রি.), ডব্লিও এম থেকারী (মৃ. ১৮৬৩ খ্রি.), চার্লস ডিকেন্স (মৃ. ১৮৭০ খ্রি.), জেমস রাসেল লাওয়েল (মৃ. ১৮৯১ খ্রি.), অলিভার ওয়েনডেল হোলমেস (মৃ. ১৮৯৪ খ্রি.), অসকার ওয়াইল্ড (মৃ. ১৯০০ খ্রি.), স্যামুয়েল বাটলার (মৃ. ১৯০২ খ্রি.), মার্ক টোয়েইন/স্যামুয়েল ক্লিমেন্স (মৃ. ১৯১০ খ্রি.), ডব্লিউ এস গিলবার্ট (মৃ. ১৯১১ খ্রি.), জি.বি শ (মৃ. ১৯৫০ খি.), অ্যালডাস হাক্সলি (মৃ. ১৯৬৩ খ্রি.) ও স্টিফেন কলবার্ট (জন্ম: ১৯৬৪ খ্রি.) প্রমুখ কবিগণ স্যাটেরিক্যাল কবিতায় কৃতিত্ব প্রদর্শনে সক্ষম হন।

[১৪২] স্যাটইয়ারের শিল্পায়নে কবি সুইফট, স্যামুয়েল বাটলার, জন ড্রাইডেন, আলেকজান্ডার পোপ, রিচার্ড স্টেল, হেনরি ফিলডিং, উইলিয়াম হোগার্থ, ফ্রান্সের নিকোলাস বইলেও, লা ফনটিন, মলোরে এবং ভনতেয়ারের ভূমিকা রাখেন।

[১৪৩] উইলিয়াম এস গিলবার্ট যাত্রাপালায়, এ্যারিসটোফ্যানের (*The Clouds*), ওসকার উয়াইল্ড এবং জি.বি শো নাটকে, ডব্লিও এম থেকারী, চার্লস ডিকেন্স ও স্যামুয়েল বাটলার উপন্যাসে এ রীতির প্রয়োগ করেন। অলডাক্স হাক্সলীও এ রীতিতে উপন্যাস রচনা করেন।

[১৪৪] জাহেলী যুগে 'নাক্বা'ইদ' এর গদ্যরূপ :

আব্বাস ইবনু মিরদাস বলেন,

خفاف ما تزال تجر ذيلا ◦ إلى الأمـــر المفارق للرشاد

- সে মোজা খুলেনা। তার লেজ টেনে আনে বিচ্ছিন্ন কাজের দিকে সচেতনতার জন্য।

এতদ্শ্রবণে খুফাফ বলেন,

" إنك لتعلم أني أحمى المصاف و أطاق الأسير، وأصون السبية. وأما زعمك أنى أتقى بخيل الموت فهات من قومك رجلا اتقيت به. و أما استهانتي بسبابا العرب فإني أحدو القوم في نسائهم بفعالهم في نسائنا. و أما قتلى الأسرى فإني قتلت الزيدي بخالك إذ عجزت عن ثأرك. وأما مكالبتي الصعاليك على الأسلات فوالله ما أتيت على مسلوت قط إلا لمت ساليه، و أما تمنيت موتي فإن مت فأغنائي."

পরবর্তীতে কবি খুফাফ উপর্যুক্ত কথাগুলি আবার কবিতার মাধ্যমে পুনরাবৃতি করে বলেন,

ولم تقتل أسيرك من زبيد ◦ بخالي بل غدرت بمسقاد

فزلدك في سليم شر زند ◦ و زادك في سليم شر زاد

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যের সূত্রপাত জাহেলি যুগে ঘটলেও সে সময়ে এ ধরনের কবিতার সাথে 'النقائض' পরিভাষাটি ব্যবহৃত হতো না। প্রথমে এ ধরনের কবিতাকে 'المنافرة', এরপর 'الملاحات' বলা হতো। প্রাথমিক পর্যায়ে এ ধরনের কবিতায় পরস্পর অর্থগত বিরোধ ও অর্থগত বৈপরীত্য ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। অতঃপর এতে সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য আনা হয়, যেগুলি অনুসরণের ক্ষেত্রেও কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না।[১৪৫] কিন্তু উমাইয়্যা যুগের 'النقائض' -এ নির্দিষ্ট কিছু শর্ত অনুসরণে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়।

আধুনিক যুগে প্রাচ্যবিদ অধ্যাপক এন্টোনি এ্যাশলি ব্যাভান (১৮৫৯-১৯৩৩ খ্রি.) খ্রিষ্টীয় ১৯০৫-১৯১২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সর্বপ্রথম 'نقائض جرير و فرزدق' আবিষ্কার করেন। এরপর আন্তোন ছালিহান আল-ইউসু'য়ী (১৮৪৭-১৯৪১ খ্রি.) ১৯২২ সালে 'نقائض جرير و الأخطل' আবিষ্কার করেন। তাদের এ আবিষ্কারের ফলে অনারব সাহিত্যিকদের নিকট 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্য পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করে।[১৪৬]

আরবি সাহিত্যে 'নাক্বা'ইদ'-এর বিকাশ

০২.৩.১. জাহেলি যুগে 'নাক্বা'ইদ'

গোত্রভিত্তিক আরব সমাজে কলহ বিবাদ লেগেই থাকতো। আরব কবিগণ তা নিয়েই কবিতা রচনা করেন। কোনো কবির 'الفخر'-এর প্রতিবাদে অনুরূপ 'الفخر' কবিতা রচনা করেন। 'الهجاء' এর প্রতিবাদ 'الهجاء' এবং 'الحماسة'-এর প্রত্যুত্তর অনুরূপ 'الحماسة' রচনা করেন। এভাবেই প্রতিপক্ষের যুক্তি ও দাবিকে খণ্ডন করার যে রীতি সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করে তাই হলো 'النقائض'।[১৪৭] জাহেলি যুগ থেকেই 'নাক্বা'ইদ' কৌতুক, উপহাস ও বিদ্রুপের বিরল ও অভিনব কাব্য বিষয় হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কবিগণের মাঝে এ ধরনের কাব্য বিনিময় হতো। 'নাক্বা'ইদ' কবিতা দ্বারাও কেবল বিনোদন প্রদানের চেষ্টা করা হয়। তবে এ সময় 'নাক্বা'ইদ' কবিতা সীমিত আকারে

- তোমার পরিবার যোবাইদ বাখালী কর্তৃক নিহত হয়নি। বরং সে মিসক্বাদ কর্তৃক প্রতারিত হয়েছে।
- তোমার অবস্থান ছালিম গোত্রের অগ্নিকাঠিতে ও ক্ষতিসাধনে। ছালিম গোত্রে তোমার অবস্থান পাথেয় নষ্ট করার জন্য।

উমাইয়্যা যুগে 'নাক্বা'ইদ' এর গদ্যরূপ

জারির আল-আখতালকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

إن الذي حـرم المكارم تغلبا ◦ جعل البوة و الخلافة فينا

- তিনি সেই সত্তা। যিনি 'তাগলীব' কে সম্মান থেকে বঞ্চিত করেছেন। পক্ষান্তরে সম্মান ও খেলাফত আমাদেরকে দিয়েছেন।

জারিরের এই চরণগুলি 'আব্দুল মালেক ইবনু মারওয়ানের (মৃ. ৭০৫খ্রি.) নিকট পৌঁছালে তিনি বলেন : (এটি গদ্য)

" ما زاد ابن المراغة على أن جعلني شرطيا ! أما إنه لو قال : (لو شاء ساقكم إلى قطينا .)

- এই গোয়ালার সন্তান আমার কাছে পুলিশ পাঠিয়েছে। যদি সে বলতো, যদি সে চায় তোমাদেরকে আমাদের অনুচরবর্গের কাছে প্রেরণ করবেন।

[১৪৫] লু'ই মাওফিক্ব আলহাজ্ব 'আলী, *صورة الهجو في الشعر النقائض* (জামি'আ জারাশ, হাযীরান, ২০১৫) : ২ ; আলী আহমাদ হুসেইন, The Formatives Age of Naqa'id Poetry : Abu Ubayda`s Naqa`id Jarir wa-l-Farazdaq , *Jerusalem Studies In Arabic And Islam ৩৪*, হাইফা বিশ্ববিদ্যালয় (জানুয়ারী ২০০৮) : ৪/৪৯৯

[১৪৬] আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي*, (মিশর : কায়রো, মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি. ৮ম সংস্করণ) : ৫-৮

[১৪৭] আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي*, (মিশর: কায়রো, মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি. ৮ম সং,খ-১): ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

রচিত হয়।[১৪৮] বংশ মর্যাদার প্রতিযোগিতা ও বিবাদ الهجاء কবিতায় ফুটে ওঠে। এতে গালাগাল বা তিরস্কার ছিল না; কেবল নীরস ও প্রত্যক্ষ একধরনের কুৎসার মাধ্যমে রচিত হতো 'নাক্বা'ইদ'। পরস্পর সংঘাত ও বিবাদ শুধু যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি করেনি বরং এটা 'নাক্বা'ইদ'-এর উদ্ভবের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল। যুদ্ধের আগে ও পরে প্রত্যেক পক্ষ এ (নাক্বা'ইদ) প্রকৃতির কবিতার মাধ্যমে নিজেদের গর্ব, বীরত্ব ও কৃতিত্ব প্রকাশ করতো।[১৪৯] 'আদনানী ও কাহতানী গোত্রের বিভিন্ন শাখা ও দলের দ্বন্দ্ব ও বিবাদের প্রকাশ ঘটে 'নাক্বা'ইদ' কবিতার মাধ্যমে। ছাহবালের যুদ্ধ (يوم سحبل) ও রাহরাহানের (يوم الرحرحان) যুদ্ধ তাদের অন্যতম।[১৫০] তৎকালীন কাহতানী সকল কবিগণ 'নাক্বা'ইদ' কবিতায় অংশগ্রহণ করেন। যুহাইর ইবনু জাজীমাহ আল-আবাসী (তা.বি.), খালিদ ইবনু জা'ফর আল-কিলাবী (তা.বি.) ও আল-হারিস ইবনু জালিম আল-মুরা (মৃ. ৬০০ খ্রি. প্রায়) তাদের অন্যতম।[১৫১] খালেদ ইবনু জা'ফর আল-কিলাবীর হত্যাকারী আল-হারিস ইবনু জালিম আল-মুরাকে কেন্দ্র করে কাব্য রচিত হয়। ক্বাইছ ইবনু যুহাইর বলেন:[১৫২]

جـــزاك الله خيرا من خليل * شفى من ذي نبولته الخليلا

كسوت الجعفري أبا جزىء * ولم تحفل به سيفا صقيلا

- আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। বন্ধুত্বের মাধ্যমেই মর্যাদাবান বন্ধুদের তৃষ্ণা নিবারণ হয়ে থাকে।
- আমার স্বনামধন্য পূর্বপুরুষ জা'ফরকে বস্ত্রাবৃত করলাম। তিনিতো চকচকে তরবারি ব্যতীত এ ধরনের বস্ত্রের প্রতি যত্নবান হতেন না।

আল-হারিস ইবনু জালিম প্রত্যুত্তরে বলেন :

أتاني عن قيس بني زهير * مقالة كاذب ذكر التبولا

ولـــوكانوا هـــم قتلوا أخـــاكم * لما طردوا اللذي قتل القتيلا

- বনু যুহাইরের ক্বায়েস সম্পর্কে একটি বানোয়াট সংবাদ এসেছে, যেটিতে প্রকাশিত হয়েছে হিংসা ও বিদ্বেষ।
- আর যদি তারা তোমাদের ভাইকেও হত্যা করতো। তবুও তারা হত্যাকারীর প্রতিশোধ গ্রহণকারীদের তাড়িয়ে দিতো।

মনে করা হয় যে, ইয়েমেনী ও তাগলীব গোত্রের মধ্যকার যুদ্ধের সময় 'নাক্বা'ইদ' কবিতার উদ্ভব ঘটে। যেটি 'হারবে বাছুছ' এরও আগে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে সংঘটিত হয়। যুদ্ধের সপ্তম দিনে এসে উভয় পক্ষের হতাহতের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেলে 'ইয়েমেনী' গোত্র 'তাগলীব' ও

---

[১৪৮] নু'মান মুহাম্মদ আমিন ত্বহা, *السخرية في الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري*, (মিশর : কায়রো, দারুত তাওফীক্বিয়্যাহ, ১৯৭৮খ্রি., ১ম সংস্করণ) : ৫৮

[১৪৯] লু'ই মাওফিক্ব আলহাজ্ব 'আলী, *صورة المهجو في الشعر النقائض* (জামি'আ জারাশ, হাযীরান, ২০১৫) : ১৪

[১৫০] আল-শাইব, *تاريخ النقائض* , ৮৯

[১৫১] আল-শাইব, *تاريخ النقائض* , ৯১

[১৫২] আল-শাইব, *تاريخ النقائض* , ৯২

Dhaka University Institutional Repository

'বকর' গোত্রের কাছে পরাজয় বরণ করে। ইয়েমেনদের পরাজয়ের সংবাদ শুনার পর 'মুহাদ্দাদ' নিম্মোক্ত কবিতা রচনা করেন।[১৫৩]

يـــاذ الكـــلام كـــأنني مورود * من دار حمير فالفؤاد عميد

نادى معاهد مـن أبيت قعود * أقذاء عينك عادها أم عود

- ওহে বাচাল! গাধার ঘর ছাড়া আমিই তো তোমার আশ্রয়স্থল। এ কারণে হৃদয়ে অসুস্থতা।
- আমাদের প্রতিজ্ঞাকারী যোদ্ধা উটে আরোহণ করে কবিতার দ্বারা তোমাদেরকে আহ্বান করে। তোমার চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কি তাকে ফেরাতে পারবে? নাকি ফিরে যাবে?

ইয়েমেনদের পূর্বপুরুষ হিমইয়ারীদেরকে উল্লেখ করে যেভাবে শক্তি ও বীরত্বের পরিচয় দেওয়া হয়, ঠিক সেভাবে নিম্মোক্ত কবিতাগুলোতে বকর ও তাগলিব গোত্রের পূর্বপুরুষ কুলাইবদের উল্লেখ করে ইয়েমেনিদের মহত্ব, শক্তি ও বীরত্বের প্রতিবাদ করা হয়। আর এখানে 'নাক্বা'ইদ'-এর শর্তাবলি পুরোপুরি পাওয়া যায়। ইয়েমেনিদের জবাবে কুলাইবগণ বলেন :[১৫৪]

ياذا الكلام نسيت عقد جدودي * فلم أنفت و أنت غير حميد

لـــم أسر بالغمرات إن لم ألقكم * شهباء مثل صرائم الأخدود

- হে বক্তা! আমি আমার ভাগ্যের প্রতিজ্ঞাকে ভুলে গেছি। আমি রাগে ফাটিনা বলে তুমি কিন্তু নিরাপদ নও।
- তোমাকে গভীর জলে নিক্ষেপ না করে আমি তথায় ভ্রমণ করবো না। যেটি হবে রাতের গভীরে খাদে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো।

অনুরূপভাবে নাক্বা'ইদ কবিতার অস্তিত্ব দেখা যায় 'আমের ইবনু তুফাইল (মৃ. ৯ হি./ ৬৩০ খ্রি.) ও যায়েদ আল-খাইলের (মৃ. ১০ হি.) মধ্যকার রচিত বিরোধপূর্ণ কবিতায়। একদা 'আমের ইবন আল-তুফাইল হাওয়াযিন গোত্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব পাঠায়। এতে যায়েদ আল-খাইল ঈর্ষান্বিত হয়ে নিম্মোক্ত পঙ্‌ক্তি রচনা করে।

لا أرى أن بـــالقتيل قتـــيلا * عامريا يفي بقتل دؤاب

عـــامر ليس عـــامر بن طفيل * لكن العمر رأس حي كلاب

- আমিতো লাশের সাথে লাশের মিলন দেখিনা। 'আমেরীগন তো সবার সম্মুখেই তাদের কৃত হত্যার প্রতিজ্ঞা পূরণ করে।
- এই 'আমের' তো 'আমির ইবনু তুফাইল' নয়। এই 'আমের' হলো 'কিলাব' গোত্রের নেতা।

'আমের ইবনু তুফাইল রাগান্বিত হয়ে যায়েদের প্রত্যুত্তরে বলেন :[১৫৫]

قل لزيد قد كنت تؤثر بالحل * م إذا سفهت حلوم الرجال

ليس هذا القتيل من سلف الح * ي كـــلاع ويحصب و كلال

---

[১৫৩] 'আব্দুর রহমান আল-ওয়সীফি, *النقائض في الشعر الجاهلي*, (মিশর : কায়রো, মাকতাবাতুল আদাব. ১ম সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি.) : ১৫

[১৫৪] লু'ই মাওফিক্ব, *صورة الهجو*, ১৪ ; 'আব্দুর রহমান, *النقائض في الشعر*, ১৫-১৬

[১৫৫] আবুল ফারাজ 'আলী ইবনুল হুসাইন আল-উমাভী আল-আসফাহানী (মৃ. ৩৫৬ হি.), তাহক্বীক্ব- আব্দুল ছাত্তার আহমাদ আল-ফারাজ, *كتاب الأغاني*, (লেবানন : বৈরুত, দারুস সাক্বাফাহ, ১৯৯০খ্রি., ৮ম সংস্করণ, খণ্ড-১৭) : ১৮৫-১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

- তুমি যায়েদকে বলে দাও। দিবা স্বপ্ন তোমাকে প্রভাবিত করেছে। যখন স্বপ্ন কাউকে নির্বোধে পরিণত করে তখন সে এমনি কল্পনা করে।
- এই নিহত ব্যক্তি কিলা'য় গোত্রের পূর্বপুরুষগণের কেউ নন। নিঃসন্তান ও পিতৃহীনের ন্যায় তাকে পাথর দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়েছে।

উপর্যুক্ত পঙ্‌ক্তিগুলোতে 'নাক্বা'ইদ'-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য 'وحدة البحر' আছে কিন্তু 'وحدة القافية' নাই।

'আছিম ইবনু 'আমর (মৃ. ৭০ হি.) ও আহিয়্যাহ ইবনু জালাহ আল-আওসীর (মৃ. ৪৯৭ খ্রি.) মধ্যকার রচিত 'النقائض' কাব্য। আহীয়্যাহ ইবনু জালাহ আল-আউসি বলেন :

تبئت أنـك جئت تسي * ري بين داري والقبابه

فلقد وجدت بجانب الضح * يان شـبانا مـهابه

- আমাদের বাড়ির মধ্যবর্তী স্থানে আমার ব্যস্ততার মাঝে এতো প্রত্যুষেই তুমি চলে এসেছো।
- উৎসর্গকৃত পশুর পাশেও ভয়ংকর এক যুবককে আমি পেয়েছিলাম।

'আছিম ইবনু 'আমর প্রত্যুত্তরে বলেন :[১৫৬]

أبلغ أحيحة إن عرض * ت بداره عني جوابه

ورميته سهما فـأخ * طأه و أغلق ثم بابه

- তুমি যখন তার ঘর থেকে ফিরবে তখন আমার পক্ষ থেকে তাদের উত্তর হিসাবে উহাইয়্যা গোত্রের কাছে পৌঁছে দাও!
- আমাদের তীরের আঘাতে উপড়ে যায় তাদের রান্নার চুলা। অতঃপর তাদের সকল কৃতকর্মের দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

উপর্যুক্ত 'নাক্বা'ইদ' এ 'وحدة البحر', 'وحدة الموضوع' ও 'وحدة القافية' তিনটি বৈশিষ্ট্যই পাওয়া যায়। পঙ্‌ক্তিগুলি একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে এবং একি চিন্তাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়।[১৫৭]

০২.৩.২. ইসলামি যুগে 'নাক্বা'ইদ'

ইসলামি যুগে এসে সাহিত্য চর্চার গতি মন্থর হয়ে যায়। এ সময়ের প্রথমদিকে রাসুল (স.) 'গায্ওয়া', খুলাফায়ে রাশেদীনগণ রাজ্য বিজয়, ইসলামের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা কাজে ব্যস্ত থাকেন। তাঁরা ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তবে রাজ্য বিজয়ের সাথে সম্পর্কিত কবিতা 'হামাছাহ' ও 'আল-ফাখার' বিষয়ক কবিতা রচনা করেন। যেমন রোম ও পারস্য বিজয়ের ঘটনা তাঁরা তাদের কবিতায় ফুটিয়ে তোলেন। বিশেষত কবিগণ কবিতা ছেড়ে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও ইসলামি শিক্ষা নিশ্চিত করেন। উদ্ভূত পরিস্থিতির সমন্বয়ে তারা নিজেদেরকে এতই ব্যস্ত রাখেন যে, সাহিত্য চর্চার সুযোগ তেমনটি হয়নি। তা ছাড়া এ সময়ে জাহেলি যুগের কাব্য রচনার ক্ষেত্র, পরিধি ও রীতি-নীতিও পরিবর্তন হয়। এ কারণে 'উমর ইবনু আল-খাত্তাব (মৃ. ৬৪৪ খ্রি./ ২৩ হি.) (রা.) বনী

[১৫৬] 'আলী ইবনু মুহাম্মদ ইবনুল জারযী ইবনুল আসীর (মৃ. ৬৩০ হি.), *الكامل في التاريخ*, (লেবানন : বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৫ খ্রি., খ-১) : ৬৬০

[১৫৭] 'আব্দুর রহমান আল-ওয়াসীফি, *النقائض في الشعر الجاهلي*, (মিশর : কায়রো, মাকতাবাতুল আদাব. ১ম সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি.) : ১১৭-১১৮

Dhaka University Institutional Repository

'আজলানকে নিন্দা করে কবিতা রচনার জন্য নাজাশীকে (মৃ. ৬৩১ খ্রি.) সতর্ক করেন। আল-যাবারকান ইবনু বাদরকে (মৃ. ৬৬৫ খ্রি.) নিন্দা করার জন্য কবি হাতিয়্যাকে (মৃ. ৬৫০ খ্রি.) বন্দি করেন। 'উসমান (মৃ. ৬৫৬ খ্রি.) (রা.) আনসারী সাহাবিকে কুৎসা করার জন্য জনৈক কবিকে আমৃত্যু বন্দি করে রাখেন।[১৫৮] এতে সাহিত্য রচনার প্রতি কবিগণের মনোযোগ হ্রাস পায়। তদুপরি তাদের মাঝে একদল কবি ছিলেন, যারা জাহেলি যুগেও খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁরা ইসলামি যুগে প্রশংসা (المدح), গর্ব (الفخر) ও শোকগাথা (الرثاء) বিষয়ক কবিতা রচনা করেন। তাদের মধ্যে হাতিয়াহ, শাম্মাখ ইবনু দিরার, কা'ব ইবনু যুহাইর (মৃ. ৬৬২ খ্রি.) ও নাবিগা আল-যু'দী (মৃ. ৬৭০ খ্রি.) প্রমুখ ছিলেন অন্যতম।

এ সময় মুসলমানদের সাথে মুশরিকদের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানগণ বিজয় লাভ করেন এবং মুশরিক কবিগণ তাদের নিহত ব্যক্তিদের শোকে শোকাহত হয়ে ক্রন্দনে ব্যস্ত হয়ে যান। 'আবদুল্লাহ ইবনু আল-যি'বারী শোকগাথা রচনা করেন:[১৫৯]

ماذا على بدر و ماذا حوله * من فتية بيض الوجوه كرام

حيا الإله أبا الوليد ورهطه * رب الأنـــام وخصهم بسلام

- বদর প্রান্তরের আলোকোজ্জ্বল ও শুভ্র চেহারার কতিপয় যুবকদের আশেপাশে কী ঘটেছিল?
- আবু ওয়ালিদ ও তার গোত্রকে জ্বিন ও ইনসানের প্রতিপালকও অভিবাদন জানিয়েছেন। বিশেষত তাকে সালাম প্রদান করেছেন।

উপর্যুক্ত কবিতায় মুসলমানদের তরবারি দ্বারা নিহত ব্যক্তিদের প্রতি তার ব্যাথা ও দুঃখ ফুটে ওঠে। তাঁরা তাঁদের বংশ, বীরত্ব ও মহত্ব বর্ণনা করে তাদের সম্মানিত করার চেষ্টা করেন। হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.) প্রত্যুত্তরে বলেন:[১৬০]

ابك بكت عيناك ثم تبادرت * بدم يعل غروبها بسجام

وذكـــرت مـــنا ماجدا ذا همة * سمح الخلائق صادق الإقدام

- তুমি কাঁদো! তোমার আঁখিদ্বয়ও কাঁদে এবং আঁখিজল রক্তের ন্যায় ছুটে চলে। এমনকি তোমার চক্ষুদ্বয়ের অবারিত অশ্রু অনেক উপরে ওঠে।
- আরো উল্লেখ করেছি আমাদের মধ্যকার সর্বাধিক সম্মানিত ও উচ্চাভিলাষীদের কথা। যাকে সকল মানুষ সত্যবাদী ও সাহসী হিসাবে সম্মতি প্রদান করেছে।

ইসলামের নূর মানুষদেরকে সাম্প্রদায়িক আগুন ও সংঘাত থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁদের অন্তরকে পবিত্র করে। কিন্তু কাফের ও মুশরিকরা জাহেলি সংস্কৃতি থেকে পুরোপুরি বের হতে পারেনি; যা তাদের

---

[১৫৮] আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي* , (মিশর : কায়রো, মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি. ৮ম সংস্করণ) : ২১৩

[১৫৯] আল-শাইব, *تاريخ النقائض* , ২১৪

[১৬০] আব্দুল মালিক আল-মা'আরিফ ইবনু হিশাম (মৃ. ২১৮ হি.), *السيرة النبوية* , তাহক্বীক্ব, মুহাম্মদ কুতুব, মুহাম্মদ বালতাহ, (লেবানন : বৈরুত, মাকাতাবতুল 'আসাবিয়্যাহ, ২০০৫, খ-৩) : ৪১৭

Dhaka University Institutional Repository

'নাক্বা'ইদ' এ প্রকাশ পায়। এরই চিত্র দেখা যায় রাসুল (স.)-এর সামনে উপস্থাপিত যাবারকান ইবনু বাদর (মৃ. ৬৬৫ খ্রি.)-এর কবিতায়।

أتيناك كيما يعلم الناس فضلنا * إذا احتفلوا عند احتضار المواسم

بأنا فروع الناس في كل مــوطن * وأن ليس في أرض الحجاز كدارم

- আমরা তোমার কাছে একটি দাবি নিয়ে এসেছি। তা হলো, তুমি এমন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সেখানে উৎসবকালে সকল মানুষ সমবেত হলে যেন আমাদের সম্মান সম্পর্কে জানতে পারে।
- মানুষ বিভিন্ন দল উপদলে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে যাবে। তারা জানবে যে, হিযাজের ভূমিতে দারিমের মতো কোনো গোত্র নেই।

কবি হাস্সান ইবনু সাবিত (রা.) তার প্রত্যুত্তরে বলেন :

نصـــرنا وأوينا الـــنبي مـــحمدا * على أنف راض من معد وراغم

نصـرناه لما حـــل وسط رحالنا * بأسيافنا من كل باغ وظالم

فـــلا تجعلوا الله نـــدا وأسلموا * ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم

- আমরা মুহাম্মদ (স.)-এর সাথেই অবস্থান করি এবং তার কাছেই আশ্রয় নেই। আমাদের নষ্ট ও ভ্রষ্ট হৃদয়ে যার সঙ্গ ও নিদের্শনা পেয়ে অহংকার বোধ করি।
- আমাদের ঘর ভেঙে দেওয়ার পরও তরবারি দিয়ে অন্যায়কারী ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তার সাথেই যুদ্ধ করি।
- অতএব, এক আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করিও না। ইসলাম গ্রহণ করো। অনারব অমুসলিমদের পোশাকের ন্যায় নিজেদের পোশাক পরিবর্তন করিও না।

উপর্যুক্ত কবিতাংশে আল-যাবারক্বান বিন বাদর (মৃ. ৬৬৫ খ্রি.) স্বীয় সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব নিয়ে গর্ব করেন। মুসলমান কবি হাস্সান ইবনু সাবিত (মৃ. ৩৫/৪০ হি.) (রা.) তার কবিতার প্রত্যুত্তর দেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, আল-যাবারক্বানের বংশ নিয়ে গর্ব করার মতো কিছুই নেই। আর হাচ্ছান বিন ছাবিতের (রা.) বংশ মানুষদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দেন ও রাসুল (স.)-এর পাশে দাঁড়ান। তাই তার বংশই কেবল গর্ব করতে পারে। ইসলামি যুগে 'নাক্বা'ইদ' কেবল ইসলামি আক্বিদা-বিশ্বাস, রীতি-নীতি ও রাসুল (স.)-এর সোনালি আদর্শের উপর সীমাবদ্ধ ছিল। আনসারী সাহাবিগণ ইসলাম নিয়ে গর্ব করা আরম্ভ করেন। তারা মনে করতেন, তাঁরাই কেবল গর্ব করার যোগ্য। কেননা তাঁরা সর্বশক্তিমান এক আল্লাহর উপর ঈমান এনেছেন। যিনি এ পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি, সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন যাকে ইচ্ছা অপমান করেন। সুতরাং এমন প্রতিপালকের গোলাম হওয়া ও গোলামি করাটাই কেবল গর্বের ও সৌভাগ্যের বিষয়।[১৬১] কবি কা'ব বিন আশরাফ (মৃ. ৬২৪ খ্রি.) স্বীয় সম্প্রদায়ের মানুষকে যুদ্ধে গমনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে কবিতা রচনা করেন। এমনকি মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণা দান করেন। তিনি বদর

[১৬১] লু'ই মাওফিক্ব আলহাজ্ব 'আলী, *صورة الهجو في الشعر النقائض* (জামি'আ জারাশ, হাযীরান, ২০১৫) : ২৪-২৫

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধে কাফেরদের দুর্দশা দেখে মুসলমানদের উপর প্রতিশোধপরায়ণ হওয়ার জন্য উৎসাহমূলক কবিতা রচনা করেন। তিনি বলেন :

قتلت سراة الناس حول حياضهم * لا تبعدوا إن الملوك تصرع

طلق اليدين إذا الكواكب أخلفت * حـمال أثقال يسود ويربع

- দ্বিপ্রহরে তাদের জলাধারের পাশেই অত্যাচারী মানুষকে হত্যা করেছি। অতএব, তোমরা পিছপা হবে না। নতুবা তোমাদের সম্পদগুলি বিধ্বস্ত হবে।
- দু'হাতের আয় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। যখন নক্ষত্রগুলি বিপরীত দিকে যাবে। ক্ষতিগ্রস্তরা তাদের আপন বোঝা বহন করবে। নেতৃত্ব দিবে ও সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে।

হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.) তার প্রত্যুত্তরে বলেন :[১৬২]

أبكي لكعب ثم عل بعبرة * منه وعاش مجدعا لا يسمع؟

ولقد رأيت ببطن بدر منهم * قتلى تسح لها العيون وتدمع

ولقد شفى الرحمن منا سيدا * وأهــان قـوما قاتلوه وصرعوا

- আমি কাঁদি কা'ব এর জন্য। হয়তো সে রাসুল (স.)-এর উপদেশ গ্রহণ করবে। কেননা কাঁটার যন্ত্রণা ভোগ করেও সে কি ডাক শুনবে না?
- বদর প্রান্তরে আমি তাকে দেখেছি। তাদের নিহতদের নিয়ে সে কেঁদে কেঁদে অশ্রু বিসর্জন করেছে।
- দয়াময় আমাদের নেতা রাসুল (স.)-কে সাহায্য করেছেন। আর একটি সম্প্রদায়কে লাঞ্ছিত করেছেন; তাকে হত্যা করে ধরাশায়ী করেছেন।

কা'ব বিন আশরাফ (মৃ. ৬২৪ খ্রি.) চরণগুলিতে মানুষদেরকে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করেন। রাসুলের (স.) কবি হাস্‌সান ইবনু সাবিত (মৃ. ৩৫/৪০ হি.) (রা.) ইসলামের বিজয় নিয়ে গর্ব করে প্রত্যুত্তর দেন। এভাবেই তাদের মাঝে 'নাক্বা'ইদ' প্রতিযোগিতা চলে। মুশরিক কাব্য শিবিরে শক্ত আঘাত হানার জন্য মুশরিকদের বংশ পরিচয় জানতে রাসুল (স.) হাস্‌সান ইবনু সাবিতকে (মৃ. ৩৫/৪০ হি.) (রা.) আবু বকর (মৃ. ৬৩৪ খ্রি.) (রা.)-এর কাছে পাঠান।[১৬৩] রাসুল (স.)-এর ওফাতের পর রিদ্দার যুদ্ধ ও তৎপরবর্তী সময়েও কিছু কিছু 'নাক্বা'ইদ' রচিত হয়। উসমান (রা.)-এর শাহাদতের পূর্ব পর্যন্ত আরবে 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যের তৎপরতা কমে যায়। এ সময় ইসলামি কবিগণের অনেকে মৃত্যুবরণ করেন; আবার কেউ কেউ বার্ধক্যাবনত হয়ে যান। নব মুসলমানগণ ধর্মীয় কার্যাবলিকে প্রাধান্য দেন। তবে 'উসমান (রা.)-এর খেলাফতের সময় থেকে 'নাক্বা'ইদ' তৎপরতা আরম্ভ হয়। এ সময় ওয়ালিদ ইবনু 'উক্ববাহ (মৃ. ৬৮০ খ্রি.) ও আল-ফাদাল ইবনু আব্বাস ইবনু আবি লাহাব (মৃ. ৯৬ হি./৭১৫ খ্রি.) পরস্পর 'নাক্বা'ইদ' রচিত হয়। ওয়ালিদ ইবনু 'উক্ববাহ বলেন :

بني هاشم ردوا سلاح ابن أختكم * ولا تنهبوه، لاتـــحل مـــناهبه

---

[১৬২] 'আব্দুল মালিক আল-মা'আরিফ ইবনু হিশাম (মৃ. ২১৮ হি.), *السيرة النبوية* , তাহক্বীক্ব, মুহাম্মদ কুতুব, মুহাম্মদ বালতাহ, (লেবানন : বৈরুত, মাকাতাবতুল 'আসাবিয়্যাহ, ২০০৫, খ-৩) : ৪৪০

[১৬৩] মুহাম্মদ ইবনু সালাম আল-জুমাহী (মৃ. ২৩১ হি.), তাশরীহ-মাহমুদ মুহাম্মদ শাকির, (মিশর : কায়রো, দারুল মাদানী, খ-১) : ২১৮

Dhaka University Institutional Repository

- বনু হাশিম তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের তরবারিকে রুখে দিয়েছে। অথচ তাকে কেউ লুটও করতে পারবে না এবং লুণ্ঠন করার সুযোগও পাবে না।

উত্তরে আল-ফাদাল ইবনু আব্বাস ইবনে আবী লাহাব বলেন :

فـــــلا تسألـونا سيفكم إن سيفكم * أضيع وألقاه لدى الروع صاحبه

وكـــــان ولى العهد بعد محمد * على وفي كل المواطن صاحبه

عـــــلى ولـــي الله أظهر دينه * وأنت مع الأشقين فيما تحاربه

- তোমাদের তরবারির ব্যাপারে আমাদেরকে প্রশ্ন করিওনা। ভীত হয়ে তোমাদের তরবারি ও সৈনিকেরা বিভ্রান্ত হয়েছে।
- মুহাম্মদ (স.)-এর পর তিনি আমাদের প্রতিজ্ঞাকৃত নেতা। প্রত্যেক স্থানেই আছি ও থাকবো তার সাথে।
- আল্লাহর ওলীর দ্বারাই তার দ্বীন প্রসারিত হয়েছে। আর তুমি তো যুদ্ধে পরাজিত দুর্ভাগ্যবানদের সাথে আছো।

অনুরূপভাবে মু'আবিয়া (মৃ. ৬৮০ খ্রি.) ও 'আলী ইবন আবি তালিবের (মৃ. ৬৬১ খ্রি.) (রা.) মধ্যকার দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে কা'ব ইবনু জু'আইল ও নাজাশীর (মৃ. ৬৩২ খ্রি.) মধ্যে 'নাক্বা'ইদ' রচিত হয়।[১৬৪]

ইসলামি যুগে 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যের প্রেক্ষাপট

ইসলামি যুগে 'নাক্বা'ইদ' রচনার পেছনে অনেক কারণ ছিল। প্রথমত ইসলামের সত্যতা তুলে ধরে এর প্রচার ও প্রসার কাজে কাব্যের প্রয়োগ। অপরদিকে অমুসলিম কবিদের আঘাতের প্রতিবাদ করা। ইসলাম ও মুসলমানদের আপন যোগ্যতা ও দক্ষতায় নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করার জন্য কাব্য রচনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী পদক্ষেপ ছিল। সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়াবলি থেকে الهجاء ও 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যের চাহিদা বেশি ছিল। তাই রাসুল (স.)-এর এ বাণী ' أهجهم أنت يا حسان و جبريل معك' দ্বারা হাস্‌সান ইবনু সাবিত (মৃ. ৩৫/৪০ হি.), 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহাহ (মৃ. ৬২৯ খ্রি.) ও আনাছ ইবনু মালিক (মৃ. ৯১/ ৯৩ হি.) (রা.) 'নাক্বা'ইদ' কাব্য রচনায় উৎসাহিত হন। তারা 'নাক্বা'ইদ' এ কুর'আনের মর্মার্থ ফুটিয়ে তোলেন। এই তিন কবি ছাড়াও অন্যান্য কবিগণের মাঝেও এই প্রবণতা দেখা যায়। আল-ফারাজদাক্ব (৬৪১-৭৩২ খ্রি.) বলেন:[১৬৫]

---

[১৬৪] আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي*, (মিশর: কায়রো, মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি. ৮ম সং.) : ১৩৯-১৪০

[১৬৫] রাসুল (স.) আরো বলেন,

١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ،

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَكَيْفَ بِنَسَبِي فَقَالَ حَسَّانُ: لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ العَجِينِ.

٢. وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: «لاَ تَسُبُّهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».

٣. حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ الهَيْثَمَ بْنَ أَبِي سِنَانٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فِي قَصَصِهِ، يَذْكُرُ النَّبِيَّ ﷺيَقُولُ: إِنَّ أَخًا لَكُمْ لاَ يَقُولُ الرَّفَثَ يَعْنِي بِذَاكَ ابْنَ رَوَاحَةَ، قَالَ:

Dhaka University Institutional Repository

ولست بمأخوذ بلغو تقوله * إذا لم تعمد عاقدات العزائم

- আমি তোমার গুরুত্বহীন কথাগুলোকে গ্রহণ করবো না। যতক্ষণ না তুমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে কথা বলো।

উপরোক্ত পঙ্‌ক্তিতে কবি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতকে অনুসরণ করেন।[১৬৬]

"لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ . . ."

- আল্লাহ তোমাদেরকে অর্থহীন কসমের জন্য পাকড়াও করবেন না; কিন্তু তিনি তোমাদেরকে সেই কসমের জন্য পাকড়াও করবেন, যাতে তোমরা দৃঢ়তা অবলম্বন করেছো।

১. কুর'আনুল কারীমের ঘটনাবলি

ইসলামি ও উমাইয়্যা উভয় যুগে কুরআনুল কারীমের প্রভাব 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যে প্রতীয়মান হয়। হয়তো এ কারণেই জাহেলি যুগের নিষ্প্রভ 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্য ইসলামি যুগে সতেজতা লাভ করে উমাইয়্যা যুগে পূর্ণ যৌবন নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। আল্লাহ কুরআনে মানুষের নানা প্রশ্ন ও কৌতূহলের উত্তর প্রদান করেন। সাহিত্যিকগণ এটা অনুসরণ করে তাদের প্রতিবাদের পদ্ধতি ও ভাষা চয়ন করেন।[১৬৭] কুরআনে কখনো প্রতিপক্ষের দাবির অসারতা প্রমাণ করার জন্য তাদের দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ চাওয়া হয়েছে। অতঃপর বাস্তব তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।[১৬৮]

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ . بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ[১৬৯]

(তারা বলে, ইহুদী ও খ্রিষ্টান ব্যতীত কেউ জান্নাতে যাবে না। এটা তাদের মনের বাসনা। আপনি বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হলে, প্রমাণ উপস্থিত করো। হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও বটে, তার জন্য তার পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার। তাদের ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।)

উপর্যুক্ত আয়াতে অমুসলিমদের বিভিন্ন বিবাদের যথাযথ উত্তর প্রদান করা হয়েছে উন্নত পদ্ধতি ও সমৃদ্ধ ভাষা ব্যবহার করে। এ পদ্ধতির অনুসরণ করে রচিত হয় 'নাক্বা'ইদ'। 'খন্দক' যুদ্ধের ঘটনাকে

وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الفَجْرِ سَاطِعُ

أَرَانَا الهُدَى بَعْدَ العَمَى فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ

يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالكَافِرِينَ المَضَاجِعُ

تَابَعَهُ عُقَيْلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَالأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

٤. روى الإمام أحمد في مسنده, والبخاري ومسلم عن الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لِحَسَّانَ بْنِ ثابتٍ: اهْجُهُمْ، أَوْ هَاجِهِمْ، وَجِبْرِيلُ مَعَكَ، وفي رواية النسائي، وأحمد: وروح القدس معك، وفي رواية ابن حبان، وغيره :إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَكَ ما هاجيتهم.

٥. وروى مسلم وأبو داود عن عَائِشَةُ قالت: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ لِحَسَّانَ: إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا نَافَحْتَ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ .وحسان كان يجاهد بشعره، فأيده الله بروح القدس هو جبريل ، وروح القدس هو جبريل،

٦. حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ , أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ أَنَّهُ , سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ : " اهْجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ " , وَزَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ , عَنْ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ , عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ اهْجُ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ.((صحيح البخاري) (حديث مرفوع)، رقم: ٣٨٣٩)

[১৬৬] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *التطور و التجديد في الشعر الأموي* , (কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৭, ৮ম সংস্করণ), ২৪৬ ; আল-বাক্বারা, ২২৫

[১৬৭] আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي*, (মিশর: কায়রো, মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি., ৮ম সং, খ-১) : ১৩৫

[১৬৮] আল-শাইব, *تاريخ النقائض* , ১৩৬

[১৬৯] আল-বাক্বারা, ১১১-১১২

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্র করে দিরার ইবনুল খাত্তাব ও কা'ব ইবনু মালিকের (মৃ. ৫১ হি.) (রা.) মধ্যকার সংঘটিত 'নাক্বা'ইদ' এর দ্বিতীয়াংশ সুরা আল-আহজাবকে অনুসরণ করে রচিত। দিরার ইবনুল খাত্তাব বলেন:[১৭০]

ترى الأبدان فيها مسبغات * على الأبطال والبلب الحصينا

كَأَنَّهُمْ إِذَا صَالُوا وَصُلْنَا * بِبَابِ الْخَنْدَقَيْنِ مُصَافِحُونَا

- তুমি তার দেহে পাবে আমাদের নপুংসকতা ও সাহসিকতাপূর্ণ শিরস্ত্রাণ।
- খন্দকের যুদ্ধে যখন তারা পরস্পর মিলিত হলো, তখন যেন তারা পরস্পর মুসাফাহা করলো।

কা'ব ইবনু মালিক (রা.) প্রত্যুত্তরে বলেন :

وكان لنا النبي وزير صدق * بــه نعلو البرية أجمعينا

نقاتل معشرا ظلموا وعقوا * وكانوا بالعداوة مرصدينا

- আমাদের সাথে আছেন আল্লাহর রাসুল (স.)। যিনি সত্যের প্রতিচ্ছবি। যার মাধ্যমে আমরা সৃষ্টিজগতের সকলেই সম্মানিত হয়েছি।
- অবাধ্য ও অত্যাচারী দলের সাথে আমরা যুদ্ধ করি। পক্ষান্তরে তারা শত্রুতা নিয়ে আমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করে।

২. রাসুল (স.) ও অমুসলিমদের মধ্যকার যুক্তিতর্ক

রাসুল (স.) ছিলেন আল্লাহ প্রদত্ত অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। তাঁর মুখনিঃসৃত বাণীসমূহ সাহিত্যিকগণের নিকট কষ্টিপাথরতুল্য। তিনি কাফেরদের বিভিন্ন দাবির প্রতি সুন্দর যুক্তি ও সমাধান দান করেন। তাঁর এ কথোপকথনগুলি আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করে কুরআনে পুনরাবৃত্তি ঘটান।[১৭১]

১. **سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ**[১৭২]

২. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا.[১৭৩]

৩. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ.[১৭৪]

- অচিরেই মুশরিকরা বলবে, 'আল্লাহ যদি চাইতেন, আমরা শিরক করতাম না এবং আমাদের পিতৃপুরুষরাও করতো না এবং আমরা কোনো কিছু হারাম করতাম না।' এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে, যে পর্যন্ত না তারা আমার আযাব আস্বাদন করেছে। বল, তোমাদের কাছে কি কোনো জ্ঞান আছে, যা

---

[১৭০] আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي*,(মিশর: কায়রো, মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি., ৮ম সং,খ-২): ১৫৯-১৬০

[১৭১] আহমাদ আল-শাইব,*تاريخ النقائض في الشعر العربي*, (মিশর: কায়রো, মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি., ৮ম সং, খ-১) : ১৩৮

[১৭২] আল-আন'আম, ১৪৮

[১৭৩] আল-মারইয়াম, ৮৮-৯৫

[১৭৪] আল-বাক্বারা, ১২

Dhaka University Institutional Repository

তোমরা আমাদের জন্য প্রকাশ করবে? তোমরা তো শুধু ধারণার অনুসরণ করছো এবং তোমরা তো কেবল অনুমান করছো।

- তারা বলেঃ দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। নিশ্চয় তোমরা তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছো। হয়তো এখনই নভোমণ্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। এ কারণে যে, তারা দয়াময় আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্থ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময় আল্লাহর জন্য শোভনীয় নয়।
- আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যান্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন, তখন তারা বলে, আমরাও কি ঈমান আনবো বোকাদের মতো! মনে রেখো, প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বোঝে না।

৩. ক্ষমতার দ্বন্দ্ব

'উসমানের (মৃ. ৬৫৬ খ্রি.) (রা.) শাহাদতের পর 'আলী ইবনু আবি তালিব (মৃ. ৬৬১ খ্রি.) (রা.) ও মু'আবিয়া ইবনু আবু সুফিয়ান (মৃ. ৬৮০ খ্রি.) (রা.) এবং ইরাক ও শামের মধ্যকার দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। কবিগণও এই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। কা'ব ইবনু জু'আইল মু'আবিয়া ইবনু আবু সুফিয়ানকে (রা.) সমর্থন করে কবিতা রচনা করেন। নাজাশী আল-হারেসী (মৃ. ৬৩২ খ্রি.) 'আলী ইবনু আবি তালিবকে (রা.) সমর্থন করে কবিতা রচনা করেন।

উমাইয়্যা যুগের 'নাক্বা'ইদ'-এর ক্রমবিকাশ ও উন্নতি লাভের পেছনে এই তিনটিই ছিল প্রথম ও প্রধান কার্যকারণ।

০২.৩.৩. উমাইয়্যা যুগে 'নাক্বা'ইদ'

উমাইয়্যা যুগে 'নাক্বা'ইদ'-এর পুনরুত্থান ও ক্রমবিকাশ

উমাইয়্যা যুগে সর্বপ্রথম 'নাক্বা'ইদ' রচয়িতা সম্পর্কে বিবিধ মত পাওয়া যায়।[১৭৫] এ অংশে উমাইয়্যা যুগে 'নাক্বা'ইদ'-এর পুনরুত্থান ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হবে। যেমন;

১. কা'ব ইবনু জু'আইল এবং নাজাশী আল-হারেসীর (মৃ. ৬৩২ খ্রি.) রচিত 'নাক্বা'ইদ' উমাইয়্যা যুগে 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন।

২. আবুল ফারাজ আল-আসবাহানীর (মৃ. ৯৬৭ খ্রি.) মতে জারির ও গাচ্ছান আল-ছালীতির মাঝে সংঘটিত 'নাক্বা'ইদ' হলো উমাইয়্যা যুগের প্রথম 'নাক্বা'ইদ'। মু'আবিয়া ইবনু আবু সুফিয়ানের (মৃ. ৬৮০ খ্রি.) (রা.) শেষ পর্যায়ে এবং যুবাইর ইবনুল 'আওয়ামের (মৃ. ৬৫৬ খ্রি.) (রা) শাসনামলের পূর্বে তিনি সর্বপ্রথম এই রীতির কবিতা রচনা করেন।

৩. জারির মু'আবিয়া ইবনু আবু সুফিয়ানের (মৃ. ৬৮০ খ্রি.) (রা.) শাসনামলে 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। ইয়াযিদ ইবনু মু'আবিয়া (মৃ. ৬০ হি./৬৮০ খ্রি.) প্রথম জারিরের 'নাক্বা'ইদ'-এর উত্তর প্রদান করেন। তাই মনে করা হয় উমাইয়্যা যুগের প্রথম 'নাক্বা'ইদ' রচয়িতা হলেন জারির ও ইয়াযিদ ইবনু মু'আবিয়া।

---

[১৭৫] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ২১৪

Dhaka University Institutional Repository

৪. মালিক ইবনু যুবাইর ইবনুল 'আওয়ামের (মৃ. ৬৫৬ খ্রি.) সময় জারির প্রথম গাচ্ছান আল-ছালীতিকে নিন্দা করে কবিতা রচনা করলে গাচ্ছান প্রত্যুত্তরে 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।

৫. মনে করা হয় যে, হাদবাহ ইবনু খাশরাম ও যিয়াদাহ ইবনু যায়েদ আল-যুবইয়ানী উমাইয়্যা যুগের প্রথম 'নাক্বা'ইদ' রচয়িতা। মু'আবিয়া ইবনু আবু সুফিয়ান (মৃ. ৬৮০ খ্রি.) (রা.) সরাসরি বিভিন্ন কবিদের কণ্ঠে 'নাক্বা'ইদ' শ্রবণ করেন। বিশেষত হাদবাহ ইবনু খাশরাম (মৃ. ৫০ হি./ ৬৭০ খ্রি.) ও যিয়াদাহ ইবনু যায়েদ আল-'উযরী (মৃ. ৫৪ হি.)-এর রচিত 'নাক্বা'ইদ' তিনি শুনতেন।[১৭৬] হারিসা ইবনু বাদার আল-ইয়ারবু' ও আনাস ইবনু যানিম আল-লাইসীর, সালমান আল-'ইজলী ও আল-আবিরাদ ইবনু রিবাহ এবং আল আবিরাদ ও সুহাইম ইবনু ওয়া'ইল আল-রিয়াহীর মাঝে নাক্বা'ইদ রচিত হয়।[১৭৭]

উপরের মতগুলোর মাঝে প্রথম মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য। তবে রাজাস ছন্দের মাধ্যমে উমাইয়্যা 'নাক্বা'ইদ'-এর সূচনা ঘটে।[১৭৮]

উমাইয়্যা যুগে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রত্যেক গোত্র স্বীয় মর্যাদা, ঐতিহ্য ও কৃতিত্ব ধরে রাখা এবং পুনরুদ্ধার করা আরম্ভ করেন। অন্য গোত্রের উপর নিজেদেরকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। নিজ গোত্রকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে অপর গোত্রকে অবজ্ঞা, কখনো উমাইয়্যা শাসকগণের প্রশংসা এমনকি পক্ষপাতমূলক কবিতা রচনা করেন।[১৭৯] এ সময়ে বসরা ও খুরাসানে গোত্রপ্রথা ও সাম্প্রদায়িকতার পুনরুত্থান ঘটলে 'নাক্বা'ইদ' কাব্যের প্ল্যাটফর্ম রচিত হয়। নতুন শর্তাবলি সংযোজিত হয়ে জাহেলি ও ইসলামি যুগের 'নাক্বা'ইদ' বিবর্তন লাভ করে।[১৮০] রাজনীতি ও অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে ক্বায়েছ ও তাগলীব গোত্রের দ্বন্দ্ব আল-

---

[১৭৬] হাদবাহ ইবনু খাশরাম ও যিয়াদাহ ইবনু যায়েদ আল-যুবইয়ানী কোনো এক সময় শাম থেকে মদিনায় যাচ্ছিলেন। ঐ সময় মদিনার দায়িত্বে ছিলেন ছায়ীদ ইবনু আল-'আস (মৃ. ৬৭৯ খ্রি.) (রা.)। তাঁরা উটের উপর আরোহণ করে যাচ্ছিলেন। হাদবাহর সাথে তাঁর বোন ফাতিমাও সফরসঙ্গী ছিলেন। এমতাবস্থায় যিয়াদাহ উট থেকে অবতরণ করে চিৎকার করে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃতি করেন।

ألا ترين الدمع مني ساجما ٭ حذار دار منك لن تلائما

➢ আমার আঁখি বয়ে যাওয়া অশ্রু তুমি কি দেখ না? সাবধান! সতর্ক হও, তোমার ঘর কখনো অনুকূল হবে না।

এতদ্বশ্রবণে হাদবাহ ক্রোধান্বিত হন। তিনিও যিয়াদার বোনকে (উম্মে হাযিম ও উম্মে ক্বাসিম) ডেকে চিৎকার করে বলে ওঠেন।

متى تقول القلص الرواسما ٭ يبلغن، أم خــازم وخازما

➢ যখন সে বলে, দ্রুত চলো। তখন উম্মে খাযিম ও উম্মে ক্বাছিম এর ছাপ পৌঁছে যায়।

[১৭৭] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ২১৬

[১৭৮] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ২১৭, ২২৫

[১৭৯] আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনু মুসলিম আল-দীনুরী ইবনু কুতাইবা (মৃ. ২৭৬ হি.), *عيون الأخبار* , তাহক্বীক- ইবনু মানীর আল-যুহরী, (আল মাকতাবাতুল 'আসরিয়্যাহ, ২০০৩খ্রি., খ- ১) : ৩০; ইবনু কুতাইবা (মৃ. ৮৮৯ খ্রি.) মু'আবিয়া ইবনু আবু সুফিয়ানের (মৃ. ৬৮০খ্রি.) (রা.) সম্পর্কে বলেন,

" لا أحاول بين الناس و بين ألسنتهم ما لم يحولوا بيننا و بين سلطاننا ، ومن المستحيل كم الأفواه أو تنطق بما يراد، وترضي الناس غية لا تدرك."

[১৮০] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *تاريخ الأدب العربي ، الأثر الإسلامي* , (মিশর : কায়রো, দারুল মা'আরিফ, খণ্ড-২, ৭ম সংস্করণ) : ২৪১ ; আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ১৭৭ ; ডক্টর শাকির আল-ফাহ্হাম, *كتاب الفرزدق* , ২৭৮

যেমন;

১) উভয় কবির কবিতা রচনার প্রেক্ষাপট এক হতে হবে।

"أن تكون بين شاعرين متهاجين إذا لا يكفى أن يكون الهجاء من جانب واحد."

২) উভয় কবিতা ছন্দ ও অন্ত্যমিলের দিক থেকে এক হতে হবে।

" أن تتفق القصيدتان بحرا وراويا ."

Dhaka University Institutional Repository

আখতালকে (৬৪০-৭১০ খ্রি.) জারিরের (মৃ. ৯৯ হি./৭১৭ খ্রি.) বিরুদ্ধে 'নাক্বা'ইদ' রচনা করতে প্ররোচিত করে। ফলে কায়েছ ও তাগলীবের ইতিহাস জারির ও আল-আখতালের 'নাক্বা'ইদ'-এর মাঝে বিবৃত হয়। কবিগণ কাব্য রচনার মাধ্যমে শাসকের পক্ষাবলম্বন করে শাসকগণের সহায়তা লাভ করেন। যেমন কবি আল-আখতাল 'আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের (মৃ. ৭০৫ খ্রি.) পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন; এমনকি 'আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান আল-আখতালকে ' شاعر أمير المؤمنين' উপাধিতে ভূষিত করেন। আল-আখতালের সাথে তাগলীব ও জারিরের সাথে ক্বায়েছ গোত্রের সম্পর্ক থাকায় একে অপরের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করেন। এমনকি একপর্যায়ে খলিফা 'আবদুল মালেক ইবনু মারওয়ানের সাথে বনু ক্বায়েছ গোত্রের সখ্যতা গড়ে উঠলে আল-আখতাল খলিফার উপর রাগান্বিত হন। খলিফাকে ক্বায়েছ গোত্রের সাথে সখ্যতা ছাড়ার জন্য অনুরোধও করেন।

আল-আখতাল বনাম জারির এবং জারির বনাম আল-ফারাজদাক্বের মাঝে একই ধরনের বিরোধ চলমান ছিল। জারির ক্বায়েছ গোত্রের হওয়ায় উমাইয়্যা খলিফা 'আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের (মৃ. ৭০৫ খ্রি.) বিপক্ষে এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.)-এর পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। আল ফারাজদাক্ব তামীম গোত্রীয় হওয়ায় ক্বায়েছ ইবনু 'আইলানের বিরুদ্ধাচারণ করেন। আল ফারাজদাক্বকে সহায়তা করেন আল-আখতাল। আল-আখতাল ও আল-ফারাজদাক্ব মিলে জারিরের সাথে 'নাক্বা'ইদ' যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কুতাইবাহ ইবনু মুসলিম আল-বাহেলীর (মৃ. ৭১৫ খ্রি.) মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ক্বাইছিয়্যা ও তামীমিয়্যার মধ্যকার সংগ্রাম তীব্রতর হয়।[১৮১] প্রথম পর্যায়ে রা'ই আল-নুমাইরী (মৃ. ৯০ হি./ ৭০৮ খ্রি.) আল-ফারাজদাক্বের বিপক্ষে এবং জারিরের পক্ষাবলম্বন করেন। কিন্তু পরবর্তীতে রা'ই আল-নুমাইরী ও আল-ফারাজদাক্ব মিলে জারিরের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন।[১৮২]

কুতাইবাহ ইবনু মুসলিম আল-বাহেলীর মৃত্যুর পর তামীম ও ক্বাইছ গোত্রের মাঝে মৈত্রী চুক্তি হয়। এ মৈত্রি চুক্তি উভয় গোত্রের কবিগণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষত রা'ই আল-নুমাইরী ও আল-ফারাজদাক্ব প্রভাবিত হন। রা'ই আল-নুমাইরী ছাড়াও যু আল-রুম্মাহও (মৃ. ৭৩৫ খ্রি.) জারিরের বিপক্ষে আল-ফারাজদাক্বকে সহায়তা করেন। জারিরের সাথে তামীম গোত্রের 'উমর ইবনু

---

৩) প্রথম পক্ষ কবির কবিতাকে অর্থগতভাবে প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং অর্থগত বৈপরিত্য থাকতে হবে।

" أن يرد اللاحق على السابق معانيه و ينقضها."

[১৮১] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ১৮০

[১৮২] জারির বলেন :

أقلى اللوم عاذل والعتابا ◦ وقولى، إن أصبت، لقد أصابا

- বিব্রত হয়ে আমি নিন্দা, ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করা পরিত্যাগ করবো? আমাকে বলো। সে আঘাত করলে আমিও আঘাত করবো।

আল-ফারাজদাক্ব বলেন :

أنا ابن العاصمين بني تميم ◦ إذا ما أعظم الحدثان نابا

- আমিতো তামীম গোত্রের রক্ষকগণের প্রজন্ম। সকল বৃহৎ ঘটনায় আমাদের বিষদাঁতের ছাপ আছে।

Dhaka University Institutional Repository

লাজার মাঝে কাব্য বিরোধ চলমান ছিল। তাই যু আল-রুম্মাহ (তা.বি.) স্বীয় সম্প্রদায়কে সাহায্য করার জন্য জারিরের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন।[১৮৩]

উমাইয়্যা যুগে 'নাক্বা'ইদ'-এর পুনঃজাগরণের পশ্চাতে তৎকালীন উমাইয়্যা খলিফাগণের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শাসকগণ সকলেই স্বীয় পছন্দের জনবল নিযুক্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান। মু'আবিয়া ইবনু আবু সুফিয়ান (মৃ. ৬৮০ খ্রি.) (রা.) স্বীয় পুত্র ইয়াযিদকে ক্ষমতা দানের জন্য এবং ইয়াযিদ কর্তৃক দ্বিতীয় মু'আবিয়াকে ক্ষমতার মসনদে বসানোর জন্য চেষ্টা চালান। একইভাবে মারওয়ান ইবনু হাকাম স্বীয় পুত্র 'আবদুল মালিককে এবং 'আবদুল মালিক (মৃ. ৭০৫ খ্রি.) 'আবদুল আযীযকে (মৃ. ৮৬ হি.) ক্ষমতায় বসানোর চেষ্টা করেন। এই সমস্ত কাজে একে অপরের বিরুদ্ধে কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করেন, তাই 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যে তারা পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। প্রত্যেক শাসকের পক্ষের কবিগণ প্রতিপক্ষের নিন্দা বর্ণনা করা আরম্ভ করেন। এভাবেই উমাইয়্যা শাসনকে সম্প্রসারিত করার জন্য কবিদের পাশাপাশি জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিগণও অবদান রাখেন। এ সময় আল-মুহাল্লাব ইবনু আবি ছাফারাহ (মৃ. ৭০২ খ্রি.), কুতাইবাহ ইবনু মুসলিম আল-বাহেলী (মৃ. ৭১৫ খ্রি.) ও ওয়াকীয় ইবনু আবি ছাওদ আল-ইয়াররু' প্রমুখ কবিবর্গ 'নাক্বা'ইদ' ও রাজনৈতিক তৎপরতা চালান।

অনুরূপভাবে 'উমর ইবনুল 'আছ (মৃ. ৬৬৪ খ্রি.) মিশরে, যিয়াদ ইবনু আবি সুফিয়ান (মৃ. ৬৭৩ খ্রি.) ইরাকে ইতিবাচক তৎপরতা চালান। এ সময়ে কবিগণ শাসকদের পক্ষাবলম্বন করে নাক্বা'ইদ রচনা করেন। 'উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদ (মৃ. ৬৮৩ খি.), মুগিরা ইবনু কু'বা (মৃ. ৫০ হি.), হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (মৃ. ৭১৪) ও বিশর ইবনু মারওয়ান (মৃ. ৭৪ হি.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ উমাইয়্যা শাসকগণকে সমর্থন করেন। সমসাময়িক কবিগণ তাদের ক্ষমতা ও মতাদর্শের প্রতি সমর্থন প্রদান করে কবিতা রচনা করেন। তাদের মাঝে 'উমর ইবনু রাবি'য়ার (মৃ. ৯৩ হি./ ৭১২ খ্রি.) ভাই হারিস ইবনু আবি রাবি'য়াহ অন্যতম।

কবিগণ কখনো কখনো নাক্বা'ইদ রচনা করে শাসকদের বিরাগভাজন হয়েছেন। এমনকি শাসকদের দ্বারা নির্যাতিতও হয়েছেন। যেমনটি দেখা যায়; ইবনু যুবাইর (মৃ. ৬৯২ খ্রি.) দ্বিতীয়বারের মতো বসরায় গভর্ণর নিযুক্ত হলে অশ্লীল কুৎসামূলক 'নাক্বা'ইদ' রচনার জন্য জারির (মৃ. ৯৯ হি./৭১৭ খ্রি.) ও আল-ফারাজদাক্বের (৬৪১-৭৩২ খ্রি.) বাড়ি ভেঙে দেন। আল-ফারাজদাক্ব, হিশাম ইবনু 'আব্দিল মালিক (মৃ. ৭৪৩ খ্রি.) ও খালিদ ইবনু 'আব্দিল্লাহ আল-ক্বাসারীকে (মৃ. ৭৪৩ খ্রি.) কুৎসা করলে তাকে খালিদ ইবনু 'আব্দিল্লাহ গ্রেফতার করে। তবে জারির তাঁর মুক্তির জন্য সুপারিশ করেন।[১৮৪] এমনিভাবে উমাইয়্যা যুগে কবিগণ রাজনৈতিক কবিতার সাথে 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যের প্রতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে।[১৮৫] মূলত অন্যায় অত্যাচারকে ভুলিয়ে মানুষকে আনন্দ দানের জন্য

[১৮৩] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ১৮১

[১৮৪] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ২০২

[১৮৫] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ১৮২

Dhaka University Institutional Repository

'নাক্বা'ইদ' রচনায় শাসকগণ সাহিত্যিকগণকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। যাতে করে মানুষ অন্যায়ের প্রতি দৃষ্টি দেবার সময় না পায় এবং বিদ্রোহ না করে। তবে কবিদের এ হাস্য রসাত্মক কবিতার প্রতি শাসকগণ দৃষ্টিও রাখতেন।[১৮৬] এ সময়ে নাক্বাইদের মাধ্যমে একপক্ষ যেমন নিন্দিত হন, অনুরূপভাবে আরেকপক্ষ নন্দিত হয়েছেন। যেমন; হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আল-ফারাজদাক্বের 'নাক্বা'ইদ' এ নিন্দিত হন। পক্ষান্তরে জারির ও আল-আখতালের 'নাক্বা'ইদ' এ প্রশংসিত হন। বিশর ইবনু মারওয়ান জারিরকে কুৎসা করেন।

হিজায, শাম ও ইরাকের অধিবাসীগণের জীবন যাত্রার চিত্র তাদের 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যে ফুঁটে ওঠে।[১৮৭] কবি ও তাঁর ভক্তবৃন্দ বসরার আল-মিরবাদ মেলায় মিলিত হয়ে 'নাক্বা'ইদ' কবিতা উপভোগ করতো। এভাবে ইরাক অঞ্চলটি সাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচকদের কেন্দ্রে পরিণত হয়। হিজাযের জ্ঞান চর্চা ও ধর্মীয় কার্যাবলি আল-ফারাজদাক্বের 'নাক্বা'ইদ' -এ ফুঁটে ওঠে। তৎকালীন শাম ছিল উমাইয়্যা রাজনীতির কেন্দ্র। আর দামেশ্ক হলো শামের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক রাজধানী। অধিকন্তু প্রাকৃতিগতভাবেই দামেশ্কের পরিবেশ সাহিত্যের জন্য অনেক অনুকূল ছিল। ইরাক ও হিজায থেকে কবিগণ দামেশকে এসে কবিতা রচনা করে পুরস্কারের আশায় শাসকগণের সামনে আবৃতি করেন। এক সময় দামেশকের রাজদরবারের খলিফাগণের সাথে ইয়েমেন, তাগলীব, ক্বায়েছ ও তামীম গোত্রের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় এখানকার গোত্রগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট 'নাক্বা'ইদ'ও রচিত হয়। যেমন আল-আখতাল 'আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের (মৃ. ৭০৫ খ্রি.) প্রশংসা করেন এবং ক্বায়েছ ও কুলাইব ইবনু ইয়ারবু'য়ের নিন্দা করেন। আল-ফারাজদাক্ব কুতাইবাহ ইবনু মুসলিমের (মৃ. ৭১৫ খ্রি.) হত্যাকে কেন্দ্র করে তাঁর বিখ্যাত মিমিয়্যাহ রচনা করেন। বিশর ইবনু মালিক (মৃ. ৭৪ হি.) শাম থেকে ইরাক সফর করেন। সেখানে কবিগণকে একত্রিত করে জারিরের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করার জন্য উৎসাহিত করেন।[১৮৮] কেননা জারির তখন আল-আখতাল ও তাগলীবের বিপক্ষে কবিতা রচনা করতেন।[১৮৯] আল-আখতালও (৬৪০-৭১০ খ্রি.) অনেকবার শামে আসা যাওয়া করেন। এ অঞ্চলের ঘটনাবলিকে তিনি তার 'নাক্বা'ইদ' এ চিত্রায়িত করেন।[১৯০] মারওয়ান ইবনু হাকামের (মৃ. ৬৮৫ খ্রি.) শাসনামলে কবিগণ বিভক্ত হয়ে দল গঠন করে 'নাক্বা'ইদ'

---

[১৮৬] লু'ই মাওফিক্ব আলহাজ্ব 'আলী, *صورة الهجو في الشعر النقائض* (জামি'আ জারাশ, হাযীরান, ২০১৫) : ৩১

[১৮৭] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ১৮৪

[১৮৮] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ১৮৭

[১৮৯] জারির আল-আখতালকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

هل تملكوم من المشاعر مشعرا ٭ أو تـشهدون مع الأذان أذينا

- আমাদের নিদর্শনাবলির মতো কোনো নিদর্শন তোমাদের আছে? আমাদের আযানের মতো কোনো আযান তোমরা প্রত্যক্ষ করতে পারো কি?

জারিরের এই চরণগুলি 'আব্দুল মালেক ইবনু মারওয়ানের (মৃ. ৭০৫ খ্রি.) নিকট পৌঁছালে তিনি বলেন :

" ما زاد ابن المراغة على أن جعلني شرطيا ! أما إنه لو قال : (لو شاء ساقكم إلى قطينا .)

- এই গোয়ালার সন্তান আমার কাছে পুলিশ পাঠিয়েছে। যদি সে বলতো, যদি সে চায় তোমাদেরকে আমাদের অনুচরবর্গের কাছে প্রেরণ করবেন।

[১৯০] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

রচনা করতে থাকেন। 'উমর ইবনু মিখলাত আল-কালবী ও যুফার ইবনুল হারিস আল-কিলাবি এই দুই কবি মিলে অপর দুই কবি যাওয়াছ আল-কালবী ও মা'বাদ ইবনু আমর আল-কালবীর বিপক্ষে 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। এমনকি ক্বায়েছ ও তাগলীব গোত্রকে কেন্দ্র করে জারির ও আল-আখতালের মাঝে চলমান কাব্য যুদ্ধে তাঁরাও জড়িয়ে পড়েন। খলিফা 'আবদুল মালেক ইবনু মারওয়ান (মৃ. ৭০৫ খ্রি.)-এর শাসনামলে এ দলাদলি আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। আল-ওয়ালিদ ইবনু 'আব্দিল মালিকের (মৃ. ৭১৫ খ্রি.) শাসনামলে তামীম গোত্রের মধ্যকার 'নাক্বা'ইদ' চলমান ছিল। এছাড়াও আল-কুমাইয়াত আল-আসাদীর (মৃ. ১২৬ হি.) মতো অন্যান্য কবিদের মাঝে 'নাক্বা'ইদ' পর্যালোচনা চলতে থাকে।[১৯১]

জারির, আল-ফারাজদাক্ব ও আল-আখতালের পৃষ্ঠপোষকতায় 'নাক্বা'ইদ'-এর শিল্পায়ন

জাহেলি যুগের গোত্র প্রথা ইসলামি যুগে বিলুপ্তি ঘটার পর উমাইয়্যা যুগে পুনরায় তা জ্বলে ওঠে। 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্য সেই গোত্রপ্রথা ও কবিগণের মধ্যকার বিবাদকে উস্কে দেয়। কবিগণ জোটবদ্ধ হয়ে কবিতা রচনা করেন। ইয়েমেনি ও মুদার গোত্রের কবিগণ পরস্পর মুখোমুখি হয়ে কাব্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। প্রত্যেক কবি নিজ গোত্রের পুরোনো ঐতিহ্য এবং বীরত্বগাঁথার পুনরাবৃত্তি করেন। জাহেলি যুগ থেকেই আরবদের মাঝে যেমন যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকতো তেমনি বাক যুদ্ধও চলমান ছিল। ইসলামি যুগে এসে রাসুল (স.)-এর তত্ত্বাবধানে মদীনার সাহাবি (রা.) এবং মক্কার কাফেরদের মধ্যকার কাব্য যুদ্ধ চলমান ছিল। মুসলমানদের দলে হাস্‌সান ইবনু সাবিত (৫৬৩-৬৭৪ খ্রি.), 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহাহ (মৃ. ৬৯২ খ্রি.) ও কা'ব ইবনু মালিক (মৃ. ৫১ হি.) (রা.) এবং কাফেরদের পক্ষে 'আবদুল্লাহ ইবনু যি'বারী, আবু সুফিয়ান (মৃ. ৬৫২ খ্রি.) ও দিরার ইবনুল খাত্তাব একে অন্যকে নিন্দা করে কাব্য চর্চা করতো। বদর, ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে তরবারির যুদ্ধের পাশাপাশি কাব্য যুদ্ধও চলেছে। মূলত হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.) উপদেশ, নসীহত, প্রশংসা ও কুৎসা কবিতায় আত্মনিয়োগ করেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহাহ (রা.) ঈমান আর কুফরসংক্রান্ত কবিতায় অগ্রাধিকার দেন।[১৯২] জাহেলি যুগে অল্প সংখ্যক 'নাক্বা'ইদ' কবিতায় ছন্দ রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। সে সময়ে কবিগণ 'নাক্ব'ইদ' সাহিত্যে ছন্দবদ্ধ হিজা কবিতা তথা 'هجاء المنظمة' রচনা করেননি; বরং তাঁরা খণ্ড হিজা কবিতা 'هجاء المقطعة' রচনা করেন। উমাইয়্যা যুগে বসরা, কূফা ও মদীনাতে মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করলে ছন্দবদ্ধ হিজা তথা 'نقائض' রচনা কুরু হয়। তখন কবিগণ কাব্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। সাধারণ মানুষ কবিতা শুনতে ও প্রতিযোগিতা উপভোগ করার জন্য দূর থেকে কুনাছা ও আল-মিরবাদ মেলার কাব্য সমাবেশে মিলিত হতো। যুদ্ধ বিগ্রহ ছেড়ে এক গোত্র একপাশে, অপর গোত্র অন্য পাশে বসে বিনোদন ও অবসর সময় কাটানোর জন্য কবিতা রচনা ও শ্রবণ করা আরম্ভ করে। নিজ গোত্রের বিরুদ্ধে রচিত কাব্য সম্পর্কে জানার

[১৯১] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ২১৭

[১৯২] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *التطور و التجديد في الشعر الأموي* , (কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৭, ৮ম সংস্করণ) : ১৬২

Dhaka University Institutional Repository

জন্য সাধারণ মানুষ কবিদের কাছে ঘুরাফেরা করতো। এ সময়ে আরবদের জীবনে উন্নতির ফলে নিন্দামূলক হিজা কবিতা রচনা বৃদ্ধি পায় এবং 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্য বিকাশ লাভ করে শিল্পরূপে রূপান্তরিত হয়।[১৯৩]

উমাইয়্যা যুগে 'নাক্বা'ইদ' কবিতার প্রেক্ষাপট

উমাইয়্যা যুগে 'নাক্বা'ইদ' কবিতার উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভের পেছনে কতিপয় প্রেক্ষাপট ছিল। এ সকল প্রেক্ষাপট এ সাহিত্যের শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[১৯৪] এ ধরনের কাব্য প্রেক্ষাপটগুলি তাদের মাঝে এক ধরনের প্রেষণা ও প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে। নিম্নে এ সকল প্রেষণা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

১. সামাজিক প্রেষণা

বসরায় অবসর সময় কাটানোর জন্য বিনোদনের চাহিদা ছিল। তাই তারা আরবি কাব্য সাহিত্যের এই ধারাটিকে বিনোদন হিসেবে গ্রহণ করে এর উন্নতি সাধন করেন। এ সময় মক্কা ও মদিনায় বিভিন্ন ধরনের কমেডি নাটক উপস্থাপন করা হতো। তবে মানুষ অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতো নিন্দা বর্ণনা করে, কৌতুক ও রসবোধের মাঝে নিমজ্জিত থেকে। তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ কবির মনে লুকিয়ে থাকা ঈর্ষা, শত্রুতাকে তীব্র করে এবং তা প্রকাশ করতে উৎসাহিত করে। পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে ত্রুটি অন্বেষণ ও কলঙ্ক লেপন করে। এ সময়ে 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্য তাদের মনরঞ্জন করতে সক্ষম হয়। এটি তৎকালীন সময়ের চাহিদানুযায়ী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাব্য বিষয় ছিল।[১৯৫]

২. মানসিক প্রেষণা

'নাক্বা'ইদ' সমৃদ্ধি লাভ করে আরবদের বুদ্ধিবৃত্তিক মেধার সমৃদ্ধির কারণে। এ সময় অনুষ্ঠিত হয় সংলাপ, বিতর্কানুষ্ঠান এবং আয়োজন করা হয় বাহাস ও মুনাজারার। আলোচিত হয় রাজনীতি, আক্বিদা বিশ্বাস, ফিক্বহ ও শরীয়াতের অনেক বিষয়াবলি। বাহাস, মুবাহাসা ও মুনাজারার সাথে সাদৃশ্যতা বজায় রেখে কবিগণ এ ধরনের কাব্যের অবতারণা করার প্রয়াস পান। তর্ক বিতর্কের আদলে তাঁরা গোত্রীয় বাস্তবতা ও তাদের গর্ব প্রকাশ করে কবিতা রচনা করা আরম্ভ করেন। এমনিভাবে কবিগণ আল-মিরবাদ মেলায় গমন করে এ নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। 'নাক্বা'ইদ' এর মাধ্যমে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে যেমনি আঘাত করা হয়; তেমনি সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতিবাদ করা হয়। কখনো এর লক্ষ্য ছিল কাউকে সংশোধনের জন্য উপহাস করা। অনেকে মনে করেন এটি অপরাধকে উপহাস করলেও অপরাধীকে করেনা।[১৯৬] পেশাগত আক্রমণ ছাড়া এখানে তেমন কোনো ব্যক্তিগত আক্রমণ হয়নি। এ ধরনের কাব্য রচনার আসল প্রেক্ষাপট হলো কাব্যিক প্রতিযোগিতা,

---

[১৯৩] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *تاريخ الأدب العربي، الأثر الإسلامي* , (মিশর : কায়রো, দারুল মা'আরিফ, খণ্ড-২, ৭ম সংস্করণ) : ২৪১

[১৯৪] ড. শাওক্বী, *تاريخ الأدب العربي*, ২৪১-২৪২

[১৯৫] ডক্টর মুহাম্মদ আবু রাবি'য়, *في تاريخ الأدب العربي القديم* , (জর্ডান : আম্মান, ১৯৯০, দারুল ফিকর) : ৭৯

[১৯৬] *A Concept of Satire and its Devdopment in Umayyad Period*, ৩০৭/২

Dhaka University Institutional Repository

নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃতিত্ব প্রকাশ করা। সংলাপ, আলোচনা-পর্যালোচনা এমনকি কখনোও বিবাদে জড়িয়ে কবিগণ কাব্যিক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন।[১৯৭]

৩. রাজনৈতিক প্রেষণা

উমাইয়্যা যুগে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে 'নাক্বাইদ' কবিতা রচনা করা হয়। কবিগণ রাজনৈতিক পরিবেশের সাথে মিশে যান। এমনকি রাজনীতির দ্বারা চরমভাবে প্রভাবিত হন। এ সময়ে কবিগণ নিজ মতাদর্শকে প্রাধান্য দান করে কবিতা রচনা আরম্ভ করেন।[১৯৮] অর্থ ও রাজনৈতিক বিষয়বস্তু 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যের ভিত্তি হিসেবে স্থান লাভ করে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিয়েই রচিত হয় অধিকাংশ 'নাক্বা'ইদ'। রাজনীতির সাথে 'নাক্বা'ইদ' অনেক ঘনিষ্ঠতা লাভ করে। কুতাইবাহ ইবনু মুসলিমের (মৃ. ৭১৫ খ্রি.) পতনের পর সুলায়মান ইবনু 'আব্দিল মালিকের (মৃ. ৯৯ হি./৭১৭ খ্রি.) বাইয়াতকে কেন্দ্র করে রচিত হয় আল-ফারাজদাক্ব (৬৪১-৭৩২ খ্রি.) ও জারিরের (মৃ. ১১০ হি./৭২৮ খ্রি.) মধ্যকার 'نقائض جرير و الفرزدق'। একইভাবে 'مرج راهط'-কে কেন্দ্র করে 'উমর ইবনু মিখলাত আল-কিলাবী (তা.বি.) ও জাফর ইবনু আল-হারিস আল-কিলাবী আল-ক্বাইসীর (তা.বি.) মধ্যকার বিবাদ ফুটে উঠে 'نقائض جرير و الأخطل'-এর মাঝে।[১৯৯]

৪. ব্যক্তিগত প্রেষণা

উমাইয়্যা যুগে বিজিত রাজ্য নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাদের মন-মানসিকতায় বিবর্তন ঘটে। ফলে কবিতায় ও কবিতার বিষয়ে নতুনত্ব আসে। রুচিবোধের চাহিদা থেকে তারা প্রেষণা অনুভব করেন। প্রতিপক্ষের নীচুতা, হীনতা ও লাঞ্চনাকে কেন্দ্র করে কবিতা রচনা করেন। এতে তারা গোত্রের দুর্বলতা ও দরিদ্রতাকে তুলে ধরেন। ঔদ্ধত্য, বংশীয় ঐতিহ্য ও আত্মীয়তার দাপট তাদের কবিতায় ফুটে ওঠে।[২০০] ক্বায়ছ আ'য়লানের সাথে জারিরের সখ্যতাকে আল-ফারাজদাক্ব (৬৪১-৭৩২ খ্রি.) তীর্যকভাবে ব্যাখ্যা করে নিজেই প্রণোদিত হয়ে উপদেশ প্রদান করেন।[২০১] তিনি বলেন :

أدرسان قيس، لا أبالك، تشتري * بأعراض قوم هم بناة المكارم

فما أنت من قيس فتنيح دونها * ولا من تميم في الرءوس الأعاظم

- তুমি কি ক্বায়েছ গোত্রের জরাজীর্ণ বস্ত্র নও? তোমার তো পিতৃ বংশও নেই। তুমি এমন এক গোত্রের বস্ত্র ক্রয় করো, যাদের আছে কেবল রুপসি কন্যা।
- অতএব তুমি ক্বায়েছ গোত্রের কেউ নও। তাদেরকে ছাড়া তুমি আনন্দিত হতে পারো না। অথবা সম্মানিত তামীম গোত্রেরও কেউ নও তুমি।

---

[১৯৭] লু'ই মাওফিক্ব আলহাজ্ব 'আলী, *صورة الهجو في الشعر النقائض* (জামি'আ জারাশ, হাযীরান, ২০১৫) : ২

[১৯৮] লু'ই মাওফিক্ব , *صورة الهجو* , ৩৩

[১৯৯] আহমাদ আল শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي*, (মিশর: কায়রো, মাকতাবাহ আন নাহদাহ আল মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি., ৮ম সং, খ-১) : ২৮৭

[২০০] নু'মান ত্বহা, *جرير حياته و شعره* , (মিশর : কায়রো, দারুল মা'আরিফ, ছালছালাতু নাওয়াবিগিল ফিকর) : ৩৩১

[২০১] লু'ই মাওফিক্ব , *صورة الهجو* , ২৯

Dhaka University Institutional Repository

জারির তাঁর প্রত্যুত্তরে বলেন :

وإني وقيسا، يا ابن قين مجاشع، * كريم أصفي مدحتي للأكارم

و قيس هم الكهف الذي نستعده * لدفع الأعادي أو لحمل العظائم

- হে মুজাশির দাসের পুত্র! আমি ও ক্বায়েছ উভয়ে সম্মানিত। আমি সম্ভ্রান্তদের নির্মল প্রশংসা করি।
- আর ক্বায়েছ গোত্র এমন এক আশ্রয়স্থল, যেটি আমি প্রস্তুত করেছি শত্রুদেরকে প্রতিহত করতে এবং মহৎদেরকে যতন করতে।

৫. বাস্তব প্রেক্ষাপট

উমাইয়্যা যুগে সমাজের বাস্তবতা ও বৈষয়িক প্রকৃতি ছিল বিনোদন দানের অন্যতম একটি উপাদান। জাহেলি যুগের 'নাক্বা'ইদ' কবিতা থেকে উমাইয়্যা যুগের 'নাক্বা'ইদ' কবিতা ভিন্নরূপ ছিল। কবিগণ কবিতার মাধ্যমে বাক যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাদের হৃদয়ে জমাটবাঁধা রক্তক্ষরণ করতো।[২০২]

৬. গোত্রপ্রথা বা সাম্প্রদায়িকতা

রাসুলের (স.) হাতে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া জাহেলি সাম্প্রদায়িকতা 'উসমানের (মৃ. ৬৫৬ খ্রি.) (রা.) যুগে পুনরুত্থান লাভ করে।[২০৩] বিশেষত মু'আবিয়া ইবনু আবু সুফিয়ানের (মৃ. ৬৮০ খ্রি.) (রা.) মৃত্যুর পর সাম্প্রদায়িকতা চরম আকার ধারণ করে। 'নাক্বা'ইদ' ও হিজার ভিত্তি ছিল গোত্রপ্রথা বা সাম্প্রদায়িকাতা। গোত্রপ্রথা ও সাম্প্রদায়িকতার বিস্তৃতির কারণে 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্য শিল্পরূপ লাভ করে। অধিকন্তু উমাইয়্যা যুগে সাম্প্রদায়িকতার সাথে রাজনীতির সংমিশ্রণ ঘটে।[২০৪] ইয়ারবু'য়ের কুলাইব ও মুজাশি'-এর মধ্যকার সম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত 'নাক্বা'ইদ' প্রতিযোগিতা চলে।[২০৫]

৭. রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংঘাত

বনী কুলাইব ও ক্বাইছ গোত্রের মাঝে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করলে প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ সমর্থকগণকে ক্ষমতায় বসানোর চেষ্টা করেন। কুলাইব উমাইয়্যাকে এবং ক্বাইছ গোত্র যুবাইরিকে সমর্থণ করে। এমনকি তাদের মাঝে এই নিয়ে সংঘাতের সৃষ্টি হয়। ঘটে যায় রাহতের নিহতের (مرج رهط) ঘটনা। সে সময়কার আরবদের সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার

---

[২০২] লু'ই মাওফিক্ব, *صورة الهجو*, ৩৪

[২০৩] জাহেলী আরবে 'আসাবিয়্যাহ এর গুরুত্ব ছিল। ইসলাম আসার পর 'আসাবিয়্যাহর প্রতি মানুষের গুরুত্ব হ্রাস পায়। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ উপেক্ষিত হয়। তৈরি হয় পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। ঘোষিত হয়,

" إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ."

- নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে।

বিদায় হজের ভাষণে তিনি (স.) বলেন,

" أيها الناس إن الله تعالى أذهب عنكم نخوة الجاهلية و فخرها بالأباء ، كلكم لأدم ، وأدم من تراب ،ليس لعربي على عجمى فضل إلا بالتقوى"

- হে লোক সকল ! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা জাহেলী অহমিকা ও পূর্বপুরুষদের নিয়ে দম্ভ করাকে অপসারণ করেছেন। সবাই আদমের (আ.) সন্তান আর আদম (আ.) হলেন মাটির তৈরি। কেবল তাক্বওয়া ও পরহেজগারীতা ছাড়া অনারবদের উপর আরবদের কোনো বড়ত্ব নেই।

[২০৪] আল শাইব, *تاريخ النقائض*, ১৮৮

[২০৫] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *تاريخ الأدب العربي، الأثر الإسلامي*, (মিশর : কায়রো, দারুল মা'আরিফ, খণ্ড-২, ৭ম সংস্করণ) : ২৪২

Dhaka University Institutional Repository

অন্যতম একটি পদ্ধতি হলে 'النقائض السياسية'। তাদের রাজনৈতিক জীবন আমাদের কাছে পুরো সমাজব্যস্থা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করতে সক্ষম।[২০৬]

০২.৪. 'নাক্বা'ইদ'-এর প্রকারভেদ, রোকন ও শর্তাবলি

০১. 'নাক্বা'ইদ'-এর প্রকারভেদ

'নাক্বা'ইদ' কে তিন স্তরে সাজানো যেতে পারে। কারণ, উপহাস ও বিদ্রুপমূলক কবিতাগুলি সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে। যথা :

১. সাধারণ এ ধরনের 'নাক্বা'ইদ'-এর অর্থ ও মর্ম সর্বসাধারণ মানুষ অনুধাবনে সক্ষম।

২. ধর্মীয়, যৌবিক ও রাজনৈতিক কৌতুক।

৩. উচ্চ স্তরের ভাষা প্রয়োগ ও ব্যবহার করে উন্নত রীতিতে রচিত 'নাক্বা'ইদ'।

তবে 'নাক্বা'ইদ' কবিতাগুলিকে সাধারণত নিম্মোক্তভাবে বিভক্ত করা হয়।[২০৭] যথা :

ক. সাধারণ (عام)

জারির (মৃ. ১১০ হি./৭২৮ খ্রি.), আল-আখতাল (৬৪২-৭১৮ খ্রি.) ও আল-ফারাজদাক্ব (৬৪১-৭৩২ খ্রি.) প্রমুখ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' কবিগণ ব্যতীত অন্যান্য কবিগণ যে 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন সেগুলি হলো সাধারণ 'নাক্বা'ইদ'। যেমন ;

১) রা'ই আল-নুমাইরী (মৃ. ৯০ হি./৭০৮ খ্রি.) ও 'উবাইদ ইবনু 'উমাইর (মৃ. ৭৩ হি.)-এর মাঝে রচিত নাক্বা'ইদ।[২০৮]

---

[২০৬] জোনাথন সুইফ্ট, *A Modest in Context, The Satire as a Social Mirror,* ৩

[২০৭] ড. শাওক্বী, *تاريخ الأدب العربي* , ২১২

[২০৮] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ২৮৯-২৯২

এ ছাড়াও আরো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন;

ক. হুদবাহ ইবনু খাশরাম আল-'উযরী (মৃ. ৫০ হি./৬৭০ খ্রি.) এবং যিয়াদাহ ইবনু যায়েদ ইবনু মালিকের (মৃ. ৫০ হি./৬৭০ খ্রি.) মধ্যকার রচিত 'নাক্বা'ইদ' এ ধরণের 'নাক্বা'ইদ' এর অন্যতম দৃষ্টান্ত। এ দু-কবির মাঝে কোনো একটা বাজি খেলাকে কেন্দ্র করে পরস্পর বিরোধ ছিল। উভয়ে উটে আরোহন করে শাম থেকে মদিনায় আগমন করেন। এ সময় হুদবাহ ইবনু খাশরাম আল-'উযরীর (মৃ. ৫০ হি./৬৭০ খ্রি.) সাথে তার বোন ফাতিমা ছিল। যিয়াদাহ ইবনু যায়েদ ইবনু মালিক (মৃ. ৫০ হি./৬৭০ খ্রি.) তাকে নিন্দা করে নিম্মোক্ত চরণগুলি রচনা করেন।

ألا ترين الدمع مني ساجما ◦ حذار دار منك لن تلائما

- আমার আঁখি বয়ে যাওয়া অশ্রু তুমি কি দেখনা ? সাবধান! সতর্ক হও, তোমার ঘর কখনো অনুকূল হবে না।

এতদ্বশ্রবণে হুদবাহ ইবনু খাশরাম আল-উযরী (মৃ. ৫০ হি./৬৭০খ্রি.) অনেক রাগান্বিত হয়ে যান এবং যিয়াদাহর বোনকে নিয়ে নিম্মোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলি রচনা করেন।

لقد أراني و الغلام الحازما ◦ نزجي المطي ضمرا سواهما

- সে প্রত্যয়ী এক যুবক হিসাবে আমাকে দেখালো। তাদের দু'জনকে ছাড়া আমার বাহন আমার হৃদয়ে কষ্ট দেয়।

বর্ণিত পঙ্‌ক্তিসমূহে উভয় কবি একে অপরের বোনের ব্যাপারে নিন্দা করার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করেছেন। এরপর উভয় কবি আবার নিজ নিজ গোত্রে ফিরে আসার পর পুনরায় কবিতা রচনা আরম্ভ করেছিলেন।

খ. ইবনু আল-দুমাইনাহ উবাইদিল্লাহ আল-খাসগামী আল-কাহলানী (মৃ. ১৩০ হি.) ও 'উমাইমার মধ্যকার রচিত 'নাক্বা'ইদ' এ ধরনের 'নাক্বা'ইদ' এর আরো একটি নমুনা। 'উমাইমাহ বলেন,

وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني ◦ و أشمت بي من كان فيك يلوم

Dhaka University Institutional Repository

খ. বিশেষ (خاص)

জারির (মৃ. ১১০ হি./৭২৮ খ্রি.), আল-আখতাল (৬৪২-৭১৮ খ্রি.) ও আল-ফারাজদাক্ব (৬৪১-৭৩২ খ্রি.) প্রমুখ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' কবিগণ যে 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন সেগুলি হলো বিশেষ 'নাক্বা'ইদ'। যেমন ;

১. نقائض جرير و الفرزدق (জারির ও ফারাজদাক্বের মধ্যকার 'নাক্বা'ইদ')

২. نقائض جرير و الأخطل (জারির ও আখতালের মধ্যকার 'নাক্বা'ইদ')

০২. 'নাক্বা'ইদ' এর আলোচ্য বিষয়

আরবি সাহিত্যের 'নাক্বা'ইদ' -এ মূলত দুটি বিষয় আলোচিত হয়। যথা :

১. গর্ব ও গোত্রীয় নিন্দা

'নাক্বা'ইদ' এর মূল ভিত্তি ছিল গর্ব (الفخر) ও নিন্দা (الهجاء)। এ দুয়ের সমন্বয়ে রচিত হতো 'নাক্বা'ইদ' কবিতা। তাই 'নাক্বা'ইদ'-এর আলোচনাও এ দু বিষয়কে ঘিরেই আবৃত থাকতো।

২. অশ্লীল বাক্যাবলি, উপহাস, কৌতুক সংবলিত রসবোধ (فحش من القول و الفكاهة و السخرية)

'নাক্বা'ইদ' কবিগণ মা, বোন, স্ত্রী ও গোত্রের অন্য কোনো নারীকে নিয়ে অশ্লীল কবিতা রচনা করতো। আবার অনেক ক্ষেত্রে এগুলো তুলে ধরে কবিগণ উপহাসমূলক কবিতা রচনা করতো এবং স্বীয় কবিতায় সমাবেশ ঘটাতো কৌতুক ও রসবোধের।[২০৯]

০৩. 'নাক্বা'ইদ'-এর উপাদান

'নাক্বা'ইদ'-এর উপাদান হলো এমন কিছু বিষয়, যার উপর নির্ভর করে 'নাক্বা'ইদ' রচনা এবং এর গঠন প্রক্রিয়া ও উৎকর্ষতা সাধিত হয়। এটি হতে পারে 'নাক্বা'ইদ'-এর অভ্যন্তরীণ উপাদান (যেমন 'الحماسية' ও 'الرثائية', 'الغزلية', 'الفخرية', 'الهجائية', 'السياسية' ইত্যাদি) অথবা বাহ্যিক উপাদান (যেমন

➢ তুমিতো সেই ব্যক্তি যিনি আমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞাকে পূর্ণ করোনি। তোমার ভিতরের অবস্থা আমাকে আনন্দিত করে কিন্তু তোমাকে তিরস্কার করে।

ইবনু দুমাইনাহ (মৃ. ১৩০ হি.) প্রত্যুত্তরে বলেন :

وأنت التي قطعت قلبي حرارة ◦ و مزقت قرح القلب فهو كليم

➢ তুমি আমার হৃদয়কে অনলে জ্বালিয়েছো। আঘাতে আঘাতে হৃদয়কে খণ্ড-বিখণ্ড করেছো বলে সে এখন ক্ষত।

গ. ক্বাতাদাহ ইবনু মু'রাব ও আবু কালদাহ আল-জাশমী আল-বাকরীর মধ্যকার সংঘটিত 'নাক্বা'ইদ'। ক্বাতাদাহ ইবনু মু'রাব বলেন :

يزداد غيا و أنهما كما ولا ◦ يسمع قول الناصح العاذل

➢ তাদের ভ্রষ্টতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সঠিক ও বেঠিক তাদের কাছে একি মনে হয়। তাই তারা তিরস্কার ও উপদেশ কোনটিই শুনতে পায় না।

আবু কালদাহ উত্তরে বলেন :

قبحت لو كنت امرأ صالحا ◦ تعرف ما الحق من الباطل

➢ তুমি খারাপ হয়ে গেছো। যদি তুমি সঠিক কাজ করতে, তাহলে তুমি ন্যায় অন্যায় চিনতে পারতে।

[২০৯] ডক্টর মুহাম্মদ আবু রাবি'য়, *في تاريخ الأدب العربي القديم* , (জর্ডান : আম্মান, ১৯৯০, দারুল ফিকর) : ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

'الأيام', 'الأنساب', 'الأحساب', 'الدين', 'الحوادث الاجتماعية', 'الشمائل' 'الشعر', ও 'المواقف السياسية') । নিম্নে কতিপয় উপাদানের আলোচনা করা হলো ।[২১০]

১. বংশগৌরব (الأحساب)

'নাক্বা'ইদ'-এর অন্যতম একটি উপাদান হলো বংশগৌরব। আল-ফারাজদাক্বের বংশ যেমনি সম্ভ্রান্ত ছিল তেমনি ঐতিহ্যগতভাবে তাদের সম্মান সমাজে সর্বজনস্বীকৃত ছিল। আল-ফারাজদাক্বের পূর্বপুরুষদের অনেকেই বিখ্যাত কবি ছিলেন। তাই তিনি তাঁদেরকে নিয়ে গর্ব প্রকাশ করে তাদের ইতিহাস নিজ কবিতায় স্থান দেন। বিখ্যাত কবি ইমরুল কায়েছ (৫০১-৫৪০ খ্রি.), 'আলকামাহ (মৃ. ৬০৩ খ্রি.), মুহালহিল (মৃ. ৫৩১ খ্রি.), তরফা (৫৪৩-৫৬৯ খ্রি.), আল-আ'য়শা (৫৭০-৬২৯ খ্রি.), আল-মুরাক্কাশ (মৃ. ৫৫২ খ্রি.), বিশর ইবনু আবি খাজিম (মৃ. ৬০১/৫৯১ খ্রি.), 'উবাইদ ইবনু আহরাছ (মৃ. ৫৯৮ খ্রি.) ও যুহাইর (৫২০-৬০৯ খ্রি.) প্রমুখ কবিগণ তাঁর পূর্ব পুরুষ ছিলেন।[২১১] জারির আল-আখতাল ও আল-ফারাজদাক্বের বংশের প্রতি কলঙ্ক লেপন করার জন্য নোংরা ও অশ্লীল অপবাদ দেন। জারির আল-আখতালের উদ্দেশ্যে বলেন :

نزت أم الأخيطل وهي تشوى * على الخنزير تحته غزالا

تظل الخمر تخيج أخدشيها * وتشكو في قواتها امذلالا

- শূকরের মাংস রোস্ট করে তার উপর হরিণের মাংস রেখে আল-আখতালের মা লাফালাফি করে।
- তাদের মাঝে মদ্যপান চলতে থাকে এবং এর শক্তিতে ভর্ৎসনা করে অভিযোগ পেশ করে।

জারির আল-ফারাজদাক্বকে বলেন :

أسلمت جعثن إذ يجر برجلها * والمنقري يـــــدوسها بـالمنشل

ألا إنما مجد الفرزدق كيره * وذخر له في الجنبتين قعاقع

- যি'য়সান নিজেকে সপে দেওয়ার জন্য তাকে পা দিয়ে টেনে নেয়। পানির ট্যাংকে আঁকড়া দিয়ে যেন তাকে পদদলিত করে।
- নিশ্চয় আল-ফারাজদাক্বের মর্যাদা হাপরে এবং এটিই তার উটের চামড়ার থলিতে ঝনঝন শব্দকারী সঞ্চিত ধন।

আল-ফারাজদাক্ব জারিরকে বলেন :

مــنا الذي اختبر الرجال سماحة * وخيرا إذا هب الرياح الزعازع

أولئك أبـــــائي فجئني بمثلهم * إذا جمعتنا يا جرير المجامع

- আমাদের মধ্য হতে যে বীরত্ব, বদান্যতা ও উৎকৃষ্টতা পরখ করে, সে বায়ুর ঝাঁকুনির দিকে ধাবিত হয়।
- এরাই হলেন আমার পূর্বপুরুষ, আমি যাদের সমাবেশ ঘটিয়েছি। হে জারির! তুমিও তেমন একটি দলকে উপস্থাপন করো।

---

[২১০] আবু রাবি'য়, *في تاريخ الأدب* , ২৫৭ ; আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ২৫৭

[২১১] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *التطور و التجديد في الشعر الأموي* , (কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৭, ৮ম সংস্করণ) : ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

আক্বরা' ইবনু হাবিসকে (মৃ. ৩১ হি./৬৫১ খ্রি.) নিয়ে আল-ফারাজদাক্ব, এবং আল-বা'ইস আল-মুজাশি'য়ী (মৃ. ১৩৪ হি./৭৫১ খ্রি.) উভয়েই গর্ববোধ করেন। আক্বরা' ইবনু হাবিস তামীম গোত্রের একজন পণ্ডিত ছিলেন। আল-বা'ইস আল-মুজাশি'য়ী বলেন :

وعمي الذي اختارت فحكموا * فألقوا بأرسان إلى حكم عدل

- সকলে আমার পূর্ব পুরুষদেরকে নির্বাচিত করেছেন বলেই তারা শাসন পরিচালনা করেছেন। তোমরা তাদের নাকে দড়ি লাগিয়ে ছেড়ে দাও যেন, তারা আমাদের পূর্বপুরুষদের মতো ন্যায় শাসক উপস্থাপন করে।

আল-ফারাজদাক্ব বলেন :

إني وجدت أبي بني لي بيته * في دوحة الرؤساء والحكام

- আমার পিতা আমার জন্য যে ঘর নির্মাণ করেছেন, তা অবশ্যই আমি পেয়েছি। আমি তা পেয়েছি আমার পূর্বপুরুষগণের নেতৃত্ব ও শাসনকার্য পরিচালনার ইতিহাসের ডালপালাযুক্ত বিস্তৃত বৃক্ষ থেকে।

জারির ধর্ম নিয়ে গর্ব করে কবিতা রচনা করেন।[২১২] জারির বলেন :

إن الذي حرم المكارم تغلبا * جعل النبوة والخلافة فينا

- মহান সত্তা আল্লাহ তাগলীব গোত্রকে সম্মান থেকে বঞ্চিত করে নবুয়্যাত ও খেলাফতের মতো বড় নেয়ামত আমাদের মাঝে দান করেছেন।

ধর্ম নিয়ে গর্ব করে আল-আখতালের প্রতি ইঙ্গিত করে জারির বলেন :

تغشى الملائكة الكرام وفاتنا، * و التغلبي جنازة الشيطان

يعطى كتاب حسابه بشماله، * و كتابنا بأكفنا الأيمان

- সম্মানিত ফেরেশতা আমাদের মৃত দেহগুলিকে গোপন রাখবে। পক্ষান্তরে তাগলীবের খাটিয়াগুলিতে শয়তান থাকে।
- তাদের আমলনামা প্রদান করা হবে বাম হাতে। আর আমাদের আমলনামা প্রদান করা হবে, ঈমানদীপ্ত হাতে।

জারির আল-আখতালকে ধর্ম, মদ ও কলুষতা দ্বারা আঘাত করলে আল-আখতালও প্রত্যুত্তর দিয়ে 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[২১৩] জারির বলেন :

عبدوا الصليب وكذبوا بمحمد * وبـــــجبرئيل وكذبوا ميكالا

ولد الأخيطل أمه مخمورة * قبحا لذالك شاربا مخمورا

- তারা ত্রিত্ববাদের উপাসনা করে আর মুহাম্মদ (স.), জিবরাইল (আ.) ও মিকাইল (আ.)-কে অস্বীকার করে।
- আল-আখতালের মাতা তাকে মদ্যপ অবস্থায় জন্ম দিয়েছেন, তাই আল-আখতাল এই ঘৃণ্য মদ্য পান করে থাকেন।

আল-আখতাল জারিরের প্রতি নিন্দা করে বলেন :

---

[২১২] আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي*, (মিশর : কায়রো, মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি., ৮ম সং, খ-১): ২৭৩

[২১৩] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ২৭৭

Dhaka University Institutional Repository

. و الظاعنون على أهواء نسوتهم * و ما لهم من قديم غير أعيار

- তারা নারীদের প্রতি ক্ষণস্থায়ী প্রবৃত্তিতে নিমগ্ন। তাদের পূর্ব ইতিহাস কেবল অন্ধকার বৈ কিছুই নয়।

আল-ফারাজদাক্বও ধর্ম নিয়ে গর্ব প্রকাশ করেন।

منا النبي محمد يجلى بـــه * عنا العمى بمصدق مأمور

خير الذين وراءه و أمـــامه * بالمكرمات مبشر و نذير

- আমাদের মাঝে আছেন নবি মুহাম্মদ (স.)। তার আদেশ সত্যায়নের দ্বারা আমাদের অন্ধত্ব দূরীভূত হয়েছে।
- তার সম্মুখ ও পশ্চাতের সকলেই সম্মানিত ও সফলকাম। তারাই সুসংবাদপ্রাপ্ত ও ভীতিপ্রদর্শনকারী।

২. সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়

কবিগণ কে কার সন্তান এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাথে কার কেমন সম্পর্ক তা নিয়ে তারা নিজেরা গর্ব করতো। এক্ষেত্রে অতিরঞ্জন এমনকি অনেক সময় সীমালঙ্ঘন করা হতো। সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও তাদের নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা হতো। যুদ্ধে বিজয় ও আপন ঐতিহ্যাবলি উল্লেখ করে প্রতিপক্ষ কবির বিপরীতে কবিতা রচনা করতো। তাঁরা গ্রীক ও ইয়াহুদী সম্প্রদায় কর্তৃক প্রভাবিতও হন। গ্রিক সাহিত্য 'النقائض' সাহিত্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনেরই প্রভাব বিস্তার করে। তবে জাহেলি যুগের এই ধারার কিছুটা পরিবর্তন ইসলামি যুগের কবিদের মাঝে দেখা যায়। তাঁরা বংশ মর্যাদা নিয়ে গর্ব করার পরিবর্তে ইসলামকে তাদের গর্ব ও অহংকারের জায়গায় প্রতিস্থাপন করেন। এ সময়ে 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যে স্থান লাভ করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়াবলি।[২১৪] 'কাহতানী' ও 'আদনানী' বংশদ্বয়ের মধ্যকার সংঘাতকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই প্রেক্ষিতে 'কাহতানী' ও 'আদনানী' গোত্রদ্বয়কে সমর্থনকারী কবির আত্মপ্রকাশ ঘটে। যুদ্ধের বিবরণ ও ইতিহাস তাঁরা তাদের কবিতায় ফুটিয়ে তোলেন। তাঁরা একে অপরকে কুৎসা করে 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। ইসলামের আগমনের পর বংশবিদ্যা ইসলামি শরি'য়াতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়ায়।[২১৫]

৩. আরবদের যুদ্ধ ও তার ঘটনাবলি

যুদ্ধ ও এর ঘটনাবলি 'নাক্বা'ইদ' কবিতার অন্যতম একটি উপাদান। জাহেলি, ইসলামি ও উমাইয়্যাসহ সকল যুগেই এটি 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যের উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। আরব সমাজে সর্বদা যুদ্ধ আর সংঘাত লেগেই থাকতো। 'আল-মায়দানী' (মৃ. ৫১৮ হি.) তার গ্রন্থ 'مجمع الأمثال' -এ জাহেলি যুগের ৩২০০ (তিন হাজার দুইশত) যুদ্ধের সংখ্যা উল্লেখ করার পর বলেন,

"هذا الفن لا يتقصاه الإحصاء فاقتصرت على ما ذكرت "

(এর সংখ্যা এর থেকে কম হবে না। আমিই সংক্ষেপ করে উল্লেখ করেছি।)

---

[২১৪] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৫৪-৫৫

[২১৫] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৫৮-৬০

Dhaka University Institutional Repository

তিনি যে সংখ্যা উল্লেখ করেন তা সংক্ষিপ্ত। ইসলামি যুগ থেকে আব্বাসি যুগ পর্যন্ত আশিটি (৮০) যুদ্ধের বর্ণনা দেন। আবু 'উবাইদাহ (মৃ. ২১০ হি./৮২৫ খ্রি.) তাঁর গ্রন্থ 'مفصل' এ ১২০০ (বারোশত) যুদ্ধের বর্ণনা দেন। অন্য একটি গ্রন্থে তিনি ৫৭ (সাতান্নটি) যুদ্ধের কথা বলেন। এছাড়াও অন্য আরো একটি গ্রন্থে তিনি আটাশিটি (৮৮) যুদ্ধের বর্ণনা দেন।[২১৬]

এক পর্যায়ে এসে 'النقائض' কবিতায় الهجاء ও এর উপাদানগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। 'النقائض' কবিতা আরবদের সামাজিক চিত্র তুলে ধরে। মানুষের মাঝে যা ঘটেছে তার বিবরণ দেয় এবং তৎকালীন মানুষের মনোভাব প্রকাশ করে। তাঁদের প্রথাগত অভ্যাস তথা বদান্যতা, নেতৃত্ব, বীরত্ব, সাহায্য সহায়তা এবং ঐতিহ্য ও রীতি-নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করে। এক্ষেত্রে আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যকার চলমান যুদ্ধের প্রেক্ষিতে রচিত 'নাক্বা'ইদ' উল্লেখযোগ্য।[২১৭] ইয়াহুদী কবিদের বড় একটি অংশ 'নাক্বা'ইদ' রচয়িতা সাহিত্যিকগণের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলে। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, 'আউস ইবনু দুনাই আল-ক্বারতী, সামওয়াল ইবনু 'আদী (মৃ. ৫৬০ খ্রি.), আবু আল-যিনাদ (মৃ. ১৩০/১৩১ হি.), কা'ব ইবনু আশরাফ (মৃ. ৬২৪ খি.) প্রমুখ। তারা হাস্‌সান ইবনু সাবিত (মৃ. ৩৫/৪০ হি.) (রা.)-এর সাথে 'নাক্বা'ইদ' কাব্য রচনা করেন। ইসলামি যুগের কবি হাস্‌সান ইবনু সাবিত (মৃ. ৩৫/৪০ হি.) (রা.) যুদ্ধ কেন্দ্রিক 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[২১৮] তিনি ক্বায়েছ ইবনু হাতিমের (মৃ. ৬২০ খ্রি.) প্রত্যুত্তরে বলেন :

بلغ عني النبيت قافية * تذلهم، إنهم لـــنا حلفوا

بـــالله جـــهدا لنقتلنكم * قتلا عنيفا و الخيل تنكشف

- তাদেরকে লাঞ্ছিত করার জন্য আমার কবিতা তাদের কাছে পৌঁছেছে। তারা আমাদের জন্য হলফ করেছে।
- আল্লাহর নামেই আমরা জেহাদে অভ্যস্ত। অতএব, তোমাদের সাথে সহিংস হয়ে যুদ্ধ করবো।

ক্বায়েছ ইবনু হাতিম বলেন :

رد الخليط الجمال فانصرفوا * ماذا عليهم لو أنهم وقفوا

أبلغ بنى جحجبي و إخوتهم * زيدا بأنا وراءهم أنف

উমাইয়্যা যুগের 'নাক্বা'ইদ'-এর উপাদানাবলির মাঝে যুদ্ধ ও যুদ্ধের ঘটনাবলি সর্বাধিক ব্যবহৃত ও বিস্তৃত। জারির ও আল-ফারাজদাক্বের 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যে জাহেলি যুগের যুদ্ধের ঘটনাবলির বিবরণ এবং জারির ও আল-আখতালের 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যে ইসলামি যুগের যুদ্ধাবলির বিবরণ পাওয়া যায়। জারির তামীম, ইয়ারবু' ও ক্বায়েস ইবনু 'আইলানের যুদ্ধাবলি স্বীয় 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যে তুলে ধরেন। আল-ফারাজদাক্ব, তামীম যুদ্ধ, দারিম যুদ্ধ, তাগলিব যুদ্ধ, ক্বায়েছ ইবনু 'আইলান যুদ্ধ ও দাব্বার

[২১৬] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৬১

[২১৭] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৭৫

[২১৮] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৭৬-৭৯

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধের বর্ণনা প্রদান করেন। আর আল-আখতাল তাগলিব যুদ্ধ, দারিম যুদ্ধ ও ক্বায়েছ ইবনু 'আইলান যুদ্ধের আলোচনা করেন।[২১৯]

৪. সামাজিক জীবন

'নাক্বা'ইদ' কবিতার আরো একটি উপাদান মানুষের সামাজিক জীবন। এটি পৃথক এক প্রকারের 'নাক্বা'ইদ' কবিতা রচনা করার প্রেক্ষাপট তৈরি করে।[২২০] জাহেলি যুগে 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্য প্রথমত যুদ্ধের ছত্রছায়ায় উন্নতি লাভ করলেও সামাজিক অনুশাসনের মাধ্যমে তা আরো দৃঢ়তা লাভ করে।[২২১]

৫. কৃতিত্বপূর্ণ কাজ ও সম্মান

মানুষের মানসিক চিন্তা চেতনা ও অভ্যন্তরীণ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ হলো সাহিত্য তথা কবিতা। প্রাচীন আরব কবিগণ রাজনৈতিক সংকট, চিন্তা চেতনার বৈপরীত্য, সাম্প্রদায়িক বিভেদ, আদর্শ ও মতবাদের ভিন্নতা ইত্যাদি বিষয়াবলি কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতেন। আর তখনকার সময়ের সর্বাধিক জনপ্রিয় কাব্য বিষয় ছিল 'النقائض'। সমাজের মানুষ 'النقائض' কবিতা শ্রবণ, উপভোগ, প্রতিক্রিয়া ব্যক্তকরণ, পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রেরণা দানের জন্য একত্রিত হতো। প্রত্যেক কবি এতে নিজেদের কৃতিত্বের প্রচার প্রসার করতো।[২২২]

৬. দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান

এ ধারার কবিগণ অপর পক্ষকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কবিতা রচনা করতো। প্রতিপক্ষের কৃতিত্বকে অবমূল্যায়ন করে তাদের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করতো। কুতাইবা ইবনু মুসলিম আল-বাহেলির (মৃ. ৭১৫ খ্রি.) হত্যাকে কেন্দ্র করে আল-ফারাজদাক্ব (৬৪১-৭৩২ খ্রি.) গর্ব করে কবিতা রচনা করেন। জারির (মৃ. ৯৯ হি./৭১৭ খ্রি.) আল-ফারাজদাক্বের এ দাবিকে মিথ্যা বলে তা প্রত্যাখ্যান করেন। জারির বলেন, হত্যাকারী ওয়াকি'য় আমার গোত্রের সদস্য।[২২৩] আল-ফারাজদাক্ব বলেন :

فدي لسيوف مــن تميم وفي بها * ردائي وجلت عن وجوه الأهاتم

جزى الله قومي إذا أراد خفارتي * فتية سعــى الأفضلين الأكـــارم

- তামিম গোত্রের যুদ্ধের জন্য আমি উৎসর্গিত হয়েছি। এর মাধ্যমে আমার ও সম্ভ্রান্তদের চেহারা আলোকিত হয়েছে।
- আল্লাহ আমার গোত্রকে প্রতিদান দান করবেন। এ গোত্রের তরুণরা আমাকে পাহারা দেবার ইচ্ছা পোষণ করে এবং সম্মানীদের মাঝে শ্রেষ্ঠ হবার চেষ্টা করে।

---

[২১৯] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ২৫৮

[২২০] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৭০

[২২১] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৬৯

[২২২] *شرح نقائض جرير و الفرزدق*

[২২৩] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৩১

Dhaka University Institutional Repository

জারির (মৃ. ৯৯ হি./৭১৭ খ্রি.) প্রত্যুত্তরে বলেন :

فــغيرك أدى للخليفة عـــــهده * وغيرك جلى عن وجوه الأهاتم

لقد كنت فيها يا فرزدق تابعا * وريش أذنابي تــابع للقوادم

- তুমি ছাড়া সবাই খলিফার সাথে তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে। তার চেহারা ও উপদেশ থেকে নিজেকে আলোকিত করে।
- হে ফারাজদাক্ব! তুমি তো কেবল তাদের অনুসারী। যাদের লেজের পালকগুলি অগ্রাংশের অনুগামী হয়ে থাকে।

এ ধারার কবিগণ অপরের চরিত্র নিয়ে যত বেশি ব্যঙ্গ করতে সক্ষম হতো তাঁরা তত বেশি আক্রমণাত্মক ও প্রভাব বিস্তার করতে পারতো। এতে তারা প্রতিপক্ষের চরিত্রগত নেতিবাচক দিকসমূহ অতি নেতিবাচকভাবে চিত্রায়িত করার প্রয়াস চালাতো।

৭. নৈতিকতা

উমাইয়্যা যুগের কবিগণ 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যে মূলত নৈতিক দিকগুলি ফুটিয়ে তুলেন। নীতি নৈতিকতার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে আপন গোত্রের প্রশংসা আর প্রতিপক্ষকে আঘাত করার চেষ্টা করেন। এ ধরনের কবিতা আরবদের প্রাণনাশী প্রণয়ে উৎসাহিত করেনি এবং নির্মম মৃত্যুর দিকে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেনি। কেননা প্রণয় মানুষকে যৈবিক লালসার দিকে ধাবিত করে, আর মৃত্যু মানুষের রঙিন জীবনের ইতি ঘটায়।[২২৪] কবি আল-আখতালের (৬৪০-৭১০ খ্রি.) মৃত্যুর পর জারির (মৃ. ৯৯ হি./৭১৭ খ্রি.) তার মৃত্যুকে অমার্জিত ও স্বেচ্ছাচারিতার উল্লাস হিসেবে আখ্যা দেন।[২২৫]

৮. গালাগাল

'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যে কখনো কখনো পরস্পর গালিগালাজের প্রয়োগ ঘটে। গাচ্ছান আল-ছালীত (মৃ. ১০০ হি./৭৮১ খ্রি.) সাধারণত অশ্লীলতা ও গালাগাল বর্জন করতেন। কিন্তু কখনো জারিরের (মৃ. ৯৯ হি./৭১৭ খ্রি.) প্রত্যুত্তরে কবিতা লিখতে গিয়ে তিনি কিছুটা গালাগাল করেন। জারিরকে তিনি বেশ্যাপুত্র বলে আক্রমণ করেন। জারিরের (মৃ. ৯৯ হি./৭১৭ খ্রি.) কবিতায় সহসাই অমার্জিত ও অশোধিত শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।[২২৬]

৯. অশ্লীল শব্দাবলি

'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যে অশ্লীল শব্দ প্রয়োগে জারির (মৃ. ৯৯ হি./৭১৭ খ্রি.) ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর ব্যবহৃত শব্দাবলি ভীষণ পীড়াদায়ক ছিল। তিনি আরবদের আগুনের ন্যায় দগ্ধকারী ছিলেন। ধৃষ্ট ও লজ্জাহীনভাবে তার গাধীর গর্ভবতী হওয়ার বর্ণনা দেন। তৎকালীন সমাজের সামগ্রিক চিত্রটাই মূলত এ অমার্জিত আচরণের জন্য দায়ী। আল-বা'য়ীছ আল-মুজাশি'য়ি (মৃ. ১৩৪ হি./৭৫১ খ্রি.) এবং গাচ্ছান আল-ছালীতিও (মৃ. ১০০ হি./৭৮১ খ্রি.) স্বল্প মাত্রায় অশ্লীল শব্দের প্রয়োগ করেন। ইবনে

---

[২২৪] আলী আহমাদ হুসেইন, The Formatives Age of Naqa'id Poetry : Abu Ubayda`s Naqa`id Jarir wa-l-Farazdaq, *Jerusalem Studies In Arabic And Islam ৩৪*, হাইফা বিশ্ববিদ্যালয় (জানুয়ারী ২০০৮) : ৫/৫০০

[২২৫] *The Cambridge History of Arabic Literature,* (ভলিউম - ১, উমাইয়্যা কবিতা, অধ্যায় - ২০) : ১৩/৪১১

[২২৬] আলী আহমাদ, The Formatives Age , ১৩/৫০৮ ; *Arabic Poetry and oral formative theory*, ১৮/২০০

Dhaka University Institutional Repository

বাচ্ছাম (মৃ. ৫৪২ হি.) ও বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক আল-জাহিজ (মৃ. ২৫৫ হি.) মনে করেন যে, জারির অভদ্র হিজা কবিতার জনক।[২২৭]

১০. হুমকি ও বিদ্বেষ

প্রাচীন আরব কবিগণ প্রতিপক্ষ কবিকে আঘাত করার জন্য স্বীয় কবিতায় কখনো হুমকি ও ধমকি প্রদান করেন। প্রতিপক্ষ কবিকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করা ও কাব্যিক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়াই ছিল এ ধরনের শব্দাবলি প্রয়োগের উদ্দেশ্য। নিজ কাব্য দক্ষতার পাশাপাশি সমাজে নিজ গোত্রীয় অবস্থান দৃঢ় করার জন্যও তারা এ ধরনের শব্দের প্রয়োগ করেন। প্রতিপক্ষ কবির গোত্র ভিন্ন অন্য কোনো গোত্রের সাথে তাদের পূর্বের ঐতিহ্যকে তুলে ধরতেন। আল-ফারাজদাক্ব তাদের পূর্বপুরুষগণের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। জারিরের প্রতি আক্রমণে আল-আখতাল উমাইয়্যা খেলাফতে তাগলীব গোত্রের ভূমিকাকে তুলে ধরেন। 'উমাইয়্যা ইবনু খালফ আল-খাজায়ী (তা.বি.) হাচ্ছান বিন ছাবিতের (মৃ. ৩৫/৪০ হি.) (রা.) প্রতি বিদ্বেষাত্মক কবিতা রচনা করেন।[২২৮]

১১. আসাবিয়্যাহ ও গোত্রীয় প্রেষণা

'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যের অন্যতম একটি উপাদান হলো 'আসাবিয়্যাহ'। বিশেষত বনী 'তাগলীব' ও বনী 'তামীম' গোত্রের মধ্যকার 'আসাবিয়্যাহ' 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যের অন্যতম একটি উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। আল-আখতাল (৬৪০-৭১০ খ্রি.) ও আল-ফারাজদাক্ব (৬৪১-৭৩২ খ্রি.) মিলে ক্বায়েছ ইবনু 'আইলান, কুলাইব ইবনু ইয়ারবু' ও জারিরের নিন্দা করেন এবং বনু তামীম, দারিম ও তাগলীবের প্রশংসা করেন। অপরপক্ষে কবি জারির প্রতিপক্ষ আল-আখতাল,-আল ফারাজদাক্ব, দারিম ও তাগলীবকে নিন্দা করেন। কুলাইব ইবনু ইয়ারবু' ও ক্বায়েছ ইবনু 'আইলানের প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেন। উভয় কবি তামীম গোত্রের হওয়ায় তাঁরা উভয়ে মুদার গোত্রের প্রশংসা করেন। 'আসাবিয়্যাহ'ই মূলত 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যের প্রচার প্রসার ঘটায়।[২২৯] গোত্রীয় দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পেতে থাকলে 'নাক্বা'ইদ'-এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকে। যুদ্ধ ও এর অবস্থা তুলে ধরার জন্য 'নাক্বা'ইদ' সর্বোত্তম

---

[২২৭] আলী আহমাদ, The Formatives Age , ১১-১৪/৫০৯

[২২৮] আলী আহমাদ, The Formatives Age , ৩২

উমাইয়্যা ইবনু খালফ বলেন :

أليس أبوك فينا كان قينا ٭ لدى القينات فسلا في الحفاظ

- তোমার পিতা কি আমাদের কাছে কামারের মতো ছিল না? সে আমাদের রক্ষণাবেক্ষনের জন্য নিম্নমানের দাসী ছিল।

হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.) উত্তরে বলেন :

أتاني عـــن أمية زور قول ٭ وما هو بالغيب بذي حفاظ

سأنشر إن بقيت لكم كلاما ٭ ينشر في المجامع من عكاظ

- উমাইয়্যাদের মিথ্যা সংবাদ আমার কাছে এসেছে। অদৃশ্য সে রক্ষণাবেক্ষণকারী কে?
- তোমার যে কথা অপ্রকাশিত অচিরেই আমি তা প্রকাশ করে দিবো। 'উকায' এর সমাবেশে এটি প্রকাশিত হবে।

[২২৯] আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي*, (মিশর: কায়রো, মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি., ৮ম সং,খ-১) : ২০০

Dhaka University Institutional Repository

পথ ও পাথেয়। এর সাহিত্যিক ও সামাজিক প্রভাব একে আরবি সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান করে দেয় একটি শিল্প হিসেবে।[২৩০]

১২.গর্ব

যুদ্ধের ঘটনাবলি 'নাক্বা'ইদ' কাব্যে তুলে ধরে নিজেরা গর্ব প্রকাশ করেন। কখনো কোনো একটি গোত্র নিয়ে দুই বা ততোধিক কবি 'আল-ফাখার' কবিতায় অংশগ্রহণ করেন। এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম অনেক ঘটনাও প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন আল-ফারাজদাক্ব অপর গোত্র 'আমের আল-ক্বাইছিয়্যার 'فيف الريح' যুদ্ধ নিয়ে 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। আল-রা'ই আল-নুমাইরী (মৃ. ৯০ হি./ ৭০৮ খ্রি.) ইয়ারবু'য়ের কুশাইর গোত্রের 'المروت' যুদ্ধ নিয়ে গর্ব করেন। তেমনিভাবে ইয়ারবু'-এর ' ذو نجب' যুদ্ধকে তার 'নাক্বা'ইদ'-এ আলোচনা করেন। জারিরও আল-রা'ই আল-ক্বাইসীর 'الكلاب الثاني' যুদ্ধকে নিয়ে কাব্য রচনা করেন।[২৩১]

১৩. মানুষের উপর সাহিত্যের প্রভাব

'নাক্বা'ইদ' কাব্য সাধারণ মানুষের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। মানুষ স্বেচ্ছায় 'নাক্বা'ইদ' এর আসরে আসতেন এবং উপভোগ করতেন। অবসরের বিনোদন হিসেবে তাঁরা 'নাক্বাইদ' কে মনে প্রাণে গ্রহণ করেন। দূর অঞ্চল থেকে তারা আল-মিরবাদ মেলায় ভিড় জমান। জারির (মৃ. ৯৯ হি./৭১৭ খ্রি.) ও আল-ফারাজদাক্বের (৬৪১-৭৩২ খ্রি.) মাঝে দীর্ঘ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) বছর যাবত এবং আল-আখতাল (৬৪০-৭১০ খ্রি.) ও জারিরের মাঝে দীর্ঘ ২০ (বিশ) বছর যাবত 'নাক্বা'ইদ' যুদ্ধ চলে। জারির ও আল-ফারাজদাক্ব জাহেলি ও ইসলামি যুগের ইতিহাস ঐতিহ্যকে রপ্ত করেন। প্রতিপক্ষ কবির গোত্র ও বংশসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেন, এমনকি অপর কবিগণ যারা পরস্পর কুৎসা কবিতা রচনা করে যাচ্ছিলেন, তাদের ইতিহাসও ভালো করে রপ্ত করেন।

০৫. 'নাক্বা'ইদ'-এর রুকন ও শর্তাবলি

উমাইয়্যা যুগের 'নাক্বা'ইদ'-এর ভিত্তি অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। জাহেলি যুগ বা ইসলামি যুগের 'নাক্বা'ইদ'-এর মাঝে এ ধরনের ভিত্তি অনুপস্থিত। উমাইয়্যা যুগের 'নাক্বা'ইদ'-এর ভিত্তি দুইটি। যথা :

১. الأتحاد (ঐক্য)

এর উপর ভিত্তি করে কাব্য রচিত হয়। এটি দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা :

ক. اتحاد الموسقات (সুরের ঐক্য)

খ. اتحاد الموضوعات (বিষয়ের ঐক্য)

২. المقابلة/الاختلاف (বিরোধ)

এর উপর ভিত্তি করে রচিত হয় দুইটি বিষয় :

---

[২৩০] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ২১৫

[২৩১] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ২৫৮-২৫৯

Dhaka University Institutional Repository

ক. مقابلة المعاني (অর্থের বৈপরীত্য)

খ. مقابلة الوجوه (উপস্থাপন ও পরিবেশনের বৈপরীত্য)

'নাক্বা'ইদ' কবিতায় কবিগণ যেমনি একে অপরের প্রস্তাব ও যুক্তিকে খণ্ডন করেন তেমনি দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করেন। প্রত্যেক কবির রচিত ক্বাছিদার একটি প্রত্যুত্তরমূলক ক্বাছিদা রচিত হয়।[২৩২] এই ভিত্তিগুলি চারটি পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত হয়। যথা :

১. প্রেরক (المرسل)

প্রথম রোকন হলো প্রেরক (المرسل)। যিনি প্রথম কবিতা রচয়িতা। 'نقائض جرير و الفرزدق'-এর মাঝে আল-ফারাজদাক্ব নিজেই প্রেরক তথা 'المرسل' ছিলেন। আর এ ক্ষেত্রে কবিগণ নিজেকে তুলে ধরতে প্রথম পুরুষ তথা 'متكلم'-এর সীগাহ ব্যবহার করতেন।[২৩৩] তিনি বলেন :

أنا ابن العاصمين بني تميم * إذا ما أعظم الحدثان نابا

ونحن ضربنا هامة ابن خويلد * يزيد على إم الفراخ الجواثم

➢ আমিতো সম্ভ্রান্ত তামীম গোত্রের সন্তান। এর থেকে বড় অস্ত্র আমার আর কী হতে পারে?

---

[২৩২] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ২

তাদের সাহিত্য রসবোধে যে অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যাবলি বিদ্যমান ছিল তা নিম্নরূপ ;

- বিরোধীতা/বিপক্ষতা/ প্রতিরোধ (معارضة)

" المعارضة هي أن يقول شاعر قصيدة في موضوع مامن أي بحر و قافية فيأتي شاعر أخر فيعجب بهذه القصيدة الفني و صياغتها الممتازة ، فيقول قصيدة من بحر الأول و قافيتها ، وفي موضوعها أو مع انحراف عنه يسير أو كثير."

- প্রতিযোগিতা (مباراة)

জাহেলী যুগে কবি ইমরুল কায়েছ ও 'আলক্বামার মধ্যে কাব্যিক প্রতিযোগিতা চলমান ছিল। কবি 'আলকামাহ বলেন,

فأقبل يهوي ثانيا من عنانه * يمر كمر الرائح المتحلب

এর প্রত্যুত্তরে কবি ইমরুল ক্বায়েছ বলেন,

وللساق ألهوب ، وللسوط درة * وللرجز منه وقع أهوج منعب

নিম্মোক্ত কবিগণের মাঝেও কাব্য প্রতিযোগিতা (معارضة) সংঘটিত হয়।

১. 'আলক্বামাহ ও ইমরুল ক্বায়েছ
২. জামীল ইবনু মা'মার আল-মুছান্না ও 'উমর ইবনু রাবি'য়াহ
৩. মাহমুদ সামী আল-বারুদী ও নাবেগা আয যুবইয়ানী
৪. আহমদ শাওক্বী ও আবু তাম্মাম, আল-বুহতরী, ইবনু যাইদূন, আল-বুছীরী

- গৌরব-প্রতিযোগিতা (مفاخرة)

প্রাচীনকাল থেকেই কবিতার এ ধারাটি প্রচলিত ছিল। আরব ছাড়াও পারস্য অধিবাসী কবিগণের মাঝে এধরনের কবিতা রচিত হয়। পরবর্তীতে এটি আরবি 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যে প্রবেশ করে একীভূত হয়। এ ধরনের কবিতায় কবিগণ আত্ম-অহংকার, স্বীয় চরিত্রের প্রশংসা, আপন মর্যাদা, বড়ত্ব ও স্বীয় সম্প্রদায় নিয়ে পরস্পর অহংকারের প্রতিযোগিতা করেন। প্রতিপক্ষ কবিগণ তাঁর এহেন কবিতার যথাযথ প্রত্যুত্তর দান করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সেই ছন্দ ও অন্ত্যমিল অনুসরণ করেন যা প্রথম কবি তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন।

- সমন্বিত বিরোধ (منافرة)

দুই ব্যক্তি মিলে অপর কোনো ব্যক্তির সাথে প্রতিযোগিতা করে গর্বমূলক কবিতা রচনা করলে উক্ত দুই ব্যক্তির রচিত কবিতাকে 'منافرة' বলা হয়। যেমন 'আলক্বামাহ ইবনু 'আলাছাহ ও 'আমের ইবনু তুফাইল উভয়ে মিলে হারিম ইবনু কুত্বাহ আল-ফা'জারির বিপক্ষে গর্বমূলক কবিতা রচনা করেন।

[২৩৩] আবু 'উবাইদাহ মা'মার ইবনু আল-মুছান্না, ওয়াদ্বিহ আল হাওয়াশী, খলিল ইমরান আল-মানসূর, *كتاب النقائض*, (লেবানন : বৈরুত, দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১ম সং, খ-১, ১৪১৯ হি.) : ৩৭৪ ; মুসতাফাভী জাবারিয়াহ, *الخطاب في شعر النقائض – نقائض جرير و الفرزدق – دراسة تداولية*, (মাস্টার্স থিসিস, ২০১৫-২০১৬ খ্রি. কুল্লিয়াতুল আদাব ওয়াল লুগাত, মুহাম্মদ খাইদ্বর বিশ্ববিদ্যালয়) : ৫৯-৬০

Dhaka University Institutional Repository

- খুয়াইলিদের বংশধরদের এই কীটকে আমরা প্রহার করেছি। অলস ও মুরগি পালনকারীর জন্য এটাই অতিরিক্ত।

জারিরের কবিতাগুলিতে তিনি নিজেই প্রেরক। তিনিও প্রথম পুরুষবাচক শব্দ ব্যবহার করেন।[২৩৪] তিনি বলেন :

لما وضعت عـــلى الفـرزدق ميسمي * وضغا البعيث جدعت أنف الأخطل

ونحن اغتصبنا الحضرمي بن عامر * ومـــــروان مـــن أنفالنا في المقاسم

- যখন আমি ছ্যাঁকা দেওয়ার লোহার দণ্ড আল-ফারাজদাক্বের উপর রেখেছি, তখন আল-বা'ইস আল-আখতালের নাক কেটে ফেলে।
- ভাগের মাঝ থেকে 'মারওয়ান' ও 'খাদরামী ইবনু 'আমির' এর অতিরিক্ত অংশ আমরা কেড়ে নিয়েছি।

২. প্রাপক (المرسل إليه)

এটি 'নাক্বা'ইদ' কাব্যের দ্বিতীয় রুকন। যার উদ্দেশ্যে কবি 'নাক্বা'ইদ' কবিতা রচনা করেন তিনি হলেন المرسل إليه। উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে সাধারণত উহ্য রেখে ইঙ্গিতসূচক শব্দাবলি ব্যবহার করেন। আবার কখনো প্রত্যক্ষ আক্রমণ করার জন্য 'كاف المخاطب', নাম ও গোত্রের নাম ব্যবহার করেন। আল-ফারাজদাক্বের কবিতায় জারির আর জারিরের কবিতায় আল-ফারাজদাক্ব ছিল 'المرسل إليه'। আল-ফারাজদাক্ব বলেন :[২৩৫]

ضربت عليك العنكبوت بنسجها * وقضى عليك به الكتاب المنزل

- মাকড়সা তোমার উপর দিয়ে জাল বানিয়ে ভ্রমণ করেছে। অতএব, অবতারিত গ্রন্থই তোমার জন্য যথেষ্ট।

জারিরও তাঁর কবিতায় প্রত্যক্ষভাবে আল-ফারাজদাক্বের নাম উল্লেখ করে, কখনো বা 'كاف المخاطب', 'أنت' ও 'أنتم' সর্বনাম ব্যবহার করে কবিতা রচনা করেন।[২৩৬] জারির বলেন :

أنا البدر يعشي طرف عينيك فالتمس * بكفيك يا ابن القين هل أنت نائله

وأنـــتم تنفـــرون بظفر سوء * وتأبى أن تلين لكم صفاتي

- আমি হলাম পূর্ণিমা। যেটি তোমার চোখের কোণেই বাস করে। হে কামারপুত্র! তুমি তোমার হাত দিয়ে অনুসন্ধান করো। তুমি কি তাকে পেয়েছো?
- তোমরাতো অনিষ্টকারী নখর নিয়ে ছড়িয়ে পড়ো। আমার বিবরণ শিথিল হলেই তুমি অস্বীকার করে বসো।

৩. মাধ্যম (المرسل به)

কবিগণ যদিও সব সময় সরাসরি ও পরস্পর মুখোমুখি হয়ে কবিতা রচনা করেননি, কিন্তু সর্বাবস্থায় পরস্পর মুখোমুখি অবস্থা কল্পনা করে কবিতা রচনা করেন। পরবর্তীতে কোনো মাধ্যমে কবিতাগুলি পরস্পরের নিকট পৌঁছে যেত। যার মাধ্যমে পৌঁছে যেত তাকে বলে মাধ্যম বা 'المرسل به'।

---

[২৩৪] মুসতাফাভী, *الخطاب في شعر النقائض*, ৬০-৬৩

[২৩৫] মুসতাফাভী, *الخطاب في شعر النقائض*, ৬৩-৬৪

[২৩৬] মুসতাফাভী, *الخطاب في شعر النقائض*, ৬৪-৬৫

Dhaka University Institutional Repository

৪. কথা বলার সময় বক্তার উদ্দেশ্য (مقتضى المتكلم في الخطباب)

কবি তাঁর উদ্দিষ্ট অর্থ ব্যক্ত করার জন্য কবিতায় বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করেন। এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতেন, যা তাদের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য যথাযথভাবে ও যথাস্থানে তুলে ধরতে সক্ষম হতো। তাদের এ ধরনের পদ্ধতিগুলিকে 'الاستراتيجيات' বলে।[২৩৭]

'নাক্বা'ইদ' এর শর্ত ৪টি। যথা :

১. বিষয়ের ঐক্য (وحدة الموضوع)

কবিতা রচনার বিষয় ও কেন্দ্রবিন্দু এক হওয়া। উভয়পক্ষের কবিকে একি বিষয়ে কবিতা রচনা করতে হবে। যে বিষয়ে আঘাত ঠিক সে বিষয়েই প্রতিঘাত করতে হবে। বিষয়ের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য না।

২. ছন্দের ঐক্য (وحدة البحر)

ছন্দের সমতা থাকতে হবে। উভয় কবি একই ছন্দে কবিতা রচনা করবেন। প্রথম কবি যে ছন্দ ব্যবহার করবেন দ্বিতীয় কবিও সে ছন্দেই প্রত্যুত্তর করবেন।

" وحدة البحر: فهو الشكل الذي يجمع بين النقيضتين و يجذب أليه الشاعر الثاني بعد أن يختاره الأول ."

('وحدة البحر' হলো, এমন একটি গঠন, যা উভয় কবির 'নাক্বিদাহ' এর মাঝে পাওয়া যায়। প্রথম কবি এই গঠন নির্বাচন করার পর দ্বিতীয় কবি তার অনুসরণ করেন।)

---

[২৩৭] কবিগণ 'নাক্বা'ইদ' কবিতায় নির্দিষ্ট 'الاستراتيجيات' অনুযায়ী শব্দচয়ন করেন, যাতে করে যাকে উদ্দেশ্য করে কবিতা রচিত হয়েছে, তিনি উদ্দেশ্যটি অতি সহজেই যথাযথভাবে

বুঝতে সক্ষম হন। আরবি 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যের 'الاستراتيجيات' নিম্নরূপ।

✓ অভ্যন্তরীণ কৌশল (الاستراتيجية التضامنية)

নির্দিষ্ট ভাষাভিত্তিক নিদর্শনাবলি ব্যবহার করে কবি তার প্রতিপক্ষকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেন। প্রতিপক্ষ কবি সম্পৃক্ত আছেন এমন বিষয়ের প্রতি কবি ইঙ্গিত করেন। ভাষাভিত্তিক স্ট্রাটেজিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

ক. অব্যয় (الأدوات), খ. আসবাব পত্র (الأليات)। এ ছাড়াও কবি তাঁর বক্তব্যকে দৃঢ় করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়াবলির উপস্থাপন করেন। যেমন ;

১. উপভাষা (اللهجة), ২. বিস্ময়তা (التعجب), ৩. দুর্লভ বস্তু (الطرفة)

বাহ্যিক কৌশল (الاستراتيجية التوجيهية)

অভ্যন্তরীণ কৌশলের মাধ্যমে আল-ফারাজদাক্ব যেভাবে তার গোত্রের বড়ত্ব, বদান্যতা ও ধৈর্যশক্তি নিয়ে গর্ব করেন, তেমনি জারির এই স্ট্রাটেজি ব্যবহার করে তার প্রত্যুত্তর দেন। আল-ফারাজদাক্ব কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য ও স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন। যেমন; বিভিন্ন অব্যয়ের মাধ্যমে আদেশজ্ঞাপক ক্রিয়া (فعل الأمر، المضارع المقرون بلام الأمر ، اسم فعل الأمر ، المصدر النائب عن فعل الأمر), নিষেধজ্ঞাপক ক্রিয়া, প্রশ্নবোধক অব্যয়, অনারবি শব্দ, ভীতি, প্ররোচনা, প্রায়শ্চিত্য বর্ণনা ও যৌথ পরামর্শ ইত্যাদি হলো বাহ্যিক স্ট্রাটেজির অন্তর্গত।

প্রশ্নজ্ঞাপক অব্যয়, প্রশ্নের দ্বারা প্রতিপক্ষ কবিকে প্রকাশ্যভাবে আক্রমণ করেন।[২৩৭] আল-ফারাজদাক্ব বলেন,

أم من إلى سلفي طهية تجعل ٭ أين الذين بهم تسامي دارما

ألم تر أنا بني دارم ٭ زرارة منا أبو معبد

- তাঁরা কোথায়? যাদেরকে নিয়ে 'দারিম' গোত্রের সাথে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা করো। নাকি আমার পূর্বপুরুষগণকে নিয়ে গর্ব করো?
- তুমি কি দেখনি? 'আবু মা'বাদ' ও 'বনি দারিম' এর মধ্যকার সম্পর্ক?

নিষেধজ্ঞাপক অব্যয় , জারির বলেন :

لا تفخرن فإن دين مجاشع ٭ دين المجوس تطوف حول دوار

- মুজাশি'য়'-এর ধর্ম নিয়ে তুমি কখনোই গর্ব করিও না। কেননা, খ্রিষ্টানরাও গোলচক্কর তাওয়াফ করে থাকে।

উপর্যুক্ত পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে জারির তাঁর প্রতিপক্ষ আল-ফারাজদাক্বের পিতা ও পিতামহকে নিয়ে গোত্রকেন্দ্রিক গর্ব করাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তার মতে মূর্তিপূজাকারীদের নিয়ে আর গর্ব করার কি আছে?

Dhaka University Institutional Repository

৩. অন্ত্যমিলের ঐক্য (وحدة الراوي)

অন্ত্যমিল এক হতে হবে। অর্থাৎ কবিতার প্রত্যেক চরণের শেষে একি বর্ণ একই হরকতের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। প্রথম কবি কবিতার শেষে যে বর্ণ, যে হরকতের সাথে যেভাবে পুনরাবৃতি ঘটান, দ্বিতীয় কবিও সেভাবেই সে বর্ণে, সে হরকতের সাথে প্রথম পক্ষের প্রতিধ্বনি ঘটান। ক্ষেত্র ও উপাদানের সমতা রাখতে হবে।[২৩৮]

(" وحدة الروي : هو النهاية الموسقي المتكررة للقصيدة الأولى، وكأن الشاعر الثاني يجاري الشاعر الأول.....وبأسلحة نفسها .")

('وحدة الروي' হলো, যে বর্ণ ও হরকত প্রথম কবির কাব্যের পঙ্‌ক্তিগুলির শেষে পুনরাবৃত্তি ঘটে। দ্বিতীয় কবিও তার রচিত উত্তর কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলির শেষে একই ধরনের বর্ণ ও হরকতের পুনরাবৃত্তি ঘটান।)

'আফিরা তার ভাইকে কুৎসা করে বলেন :

لا تغـــدروا إن هذا الغــدر منقصة * وكل عيب يرى عيبا و إن صغرا

إني أخاف عليكم مثل تلك غدا * وفي الأمور تدابير لمـــن نظرا

- বিশ্বাসঘাতকতা করিও না, কেননা এটা হলো এক ধরনের অভাব। অপরাধ অপরাধই, যদিও সেটি ছোট হোক।
- তোমাকে আমি ভবিষ্যতের সেই বৃক্ষের ন্যায় আশঙ্কা করছি। যেটি থেকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা দূরে সরে যায়।

তাঁর ভাই আসওয়াদ প্রত্যুত্তরে বলেন :

إني لعمرك لا أبدى مناهضة * للقوم أخشى صروف الحين إن ظفرا

- আমি আপনার জীবনের শপথ করে বলছি, কোনো গোত্রের সাথে আমি বিরোধ পোষণ করি না। তাদের সাথে বিরোধ পোষণ করাকে আমি সময় অপচয়ের আশঙ্কা করি।

উপর্যুক্ত 'নাক্বা'ইদ'-এর মাঝে সকল রোকনের চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে। কখনো উপর্যুক্ত চার রুকনের কোনো একটি অনুপস্থিত থাকতে পারে। মা'আদী কারাবু ইবনু আল-হারিস (মৃ. ৬৪২ খ্রি.) বা ছালামা ইবনু হারিস আল-কিনদি বলেন :[২৩৯]

ألا أبلغ أبا حنش رسولا * فما لا تجى إلى الثواب؟

- আমি কি আবু হানাশের কাছে দূত প্রেরণ করিনি? তার কী হলো? সে সংশোধন হলো না।

আবু হানাস তাঁর প্রত্যুত্তরে বলেন :

أحاذر أن أجيئك ثم تحبو * حباء أبيك يوم صنيعبات

- হয়তো আমি তোমাকে নিয়ে আসবো। অতপর সানীইবাতের যুদ্ধের উপহার তুমি তোমার পিতার কাছে চাইবে।

---

[২৩৮] আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي* , (মিশর : কায়রো, মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি. ৮ম সং,খ-১): ৪৭

[২৩৯] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৪৬-৪৮, ৭১

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত 'নাক্বা'ইদ' পঙ্‌ক্তিগুলিতে 'البحر' , 'الموضوع' , ও 'تقابل المعاني' এর ঐক্য পাওয়া গেলেও 'القافية' ভিন্ন।[২৪০]

০২.৫. উপসংহার

বলা হয় الشعر ديوان العرب। অর্থাৎ কাব্য হলো আরবদের ইতিহাস ঐতিহ্যের রেজিস্ট্রার। আরবদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সকল কিছু রক্ষিত আছে তাদের কাব্য সাহিত্যে। পরিবেশ, প্রকৃতি ও স্বভাবগত দিক থেকে আরবরা প্রখর মেধা ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। মেধা ও স্মৃতি শক্তির কারণে তারা অতি সহজেই মুখস্থ করতে সক্ষম ছিলেন। প্রতিভার গুণে তারা যে কোনো কিছুকে নিয়ে অনায়াসেই কাব্য তৈরি করে নিতে পারতেন। অধিকন্তু আরবের মতো সাহিত্যের উর্বর ভূমি লাভ এবং সাহিত্যের প্রতি তাদের অগাধ ভালোবাসা ও তীব্র আকর্ষণের কারণে সাহিত্যই তাদের জীবনধারণের বাহন হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জীবনের সকল কিছু তারা খুঁজে নিত সাহিত্যের মাঝে। বিশেষত 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্য তাদের অবসর সময় অতিবাহিত করা, বিনোদন ও ক্লান্তি নিরসনের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। গোত্রীয় প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপক্ষের প্রত্যুত্তর ও প্রতিঘাত করার জন্য সকলের কাছে সমাদৃত ছিল এই সাহিত্য। উমাইয়্যা কবিগণ এ ধরনের কবিতার মাধ্যমে রাজদরবারে পরিচিতি পান এবং মোটা অঙ্কের অর্থ লাভ করতে সক্ষম হন। সাহিত্যের উদ্দেশ্যই হলো মানুষের কল্যাণ বর্ণনা করা, কষ্ট লাঘব করা ও আনন্দ দান করা। দেশ ও জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া। উদ্দেশ্যের দিক থেকে একটি সফল কাব্য বিষয় হলো 'নাক্বা'ইদ'। পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাতেই এই কাব্য বিষয়টির অস্থিত্ব ছিল। তবে এর বিভিন্ন রূপ বিদ্যমান ছিল। খ্রিষ্টপূর্বে গ্রিক নাট্যকার এ্যারিসটোফ্যান, দার্শনিক সক্রেটিস (মৃ. ৩৯৯ খ্রিষ্টপূর্ব) এবং রোমান কবি হোরেসের (মৃ. ৮ খ্রিষ্টপূর্ব) মাধমে মূলত এ সাহিত্যের (Satirical) সূত্রপাত ঘটে। রোমানরাও এ সাহিত্যের মাধ্যমে বিনোদন দান ও গ্রহণ করেছেন।

[২৪০] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৫২

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

‘নাক্বা’ইদ’ সাহিত্যের বিষয় ও বৈশিষ্ট্যাবলি

০৩.১. ভূমিকা
০৩.২. জাহেলি যুগের ‘নাক্বা’ইদ’ কাব্যের বিষয়াবলি
০৩.৩. জাহেলি যুগের ‘নাক্বা’ইদ’ কাব্যের বৈশিষ্ট্যাবলি
০৩.৪. প্রাক ইসলামি যুগের ‘নাক্বা’ইদ’ কাব্যের বিষয়াবলি
০৩.৫. প্রাক ইসলামি যুগের ‘নাক্বা’ইদ’ কাব্যের বৈশিষ্ট্যাবলি
০৩.৬. উমাইয়্যা যুগের ‘নাক্বা’ইদ’ কাব্যের বিষয়াবলি
০৩.৭. উমাইয়্যা যুগের ‘নাক্বা’ইদ’ কাব্যের বৈশিষ্ট্যাবলি
০৩.৮. সাধারণ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলি
০৩.৯. উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

‘নাক্বা’ইদ’ সাহিত্যের বিষয় ও বৈশিষ্ট্যাবলি

০৩.১. ভূমিকা

প্রাচীন আরবি সাহিত্যের বিশেষ একটি ধারা হলো ‘নাক্বাইদ’ সাহিত্য। সাহিত্যের এ ধারাটি জাহেলি যুগে সূচনা হয়ে উমাইয়্যা যুগে বিকাশ লাভ করে। তবে জাহেলি, ইসলামী ও উমাইয়্যা তিন যুগের ‘নাক্বা’ইদ’ ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ছিল। জাহেলি যুগে যে বিষয়াবলির উপর ‘নাক্বা’ইদ’ রচিত হয়, ইসলামি ও উমাইয়্যা যুগে সে বিষয়গুলির পাশাপাশি নতুন বিষয়েও ‘নাক্বা’ইদ’ রচিত হয়। উৎপত্তিকাল থেকে এ প্রকার সাহিত্য বিশেষ কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আসছে। তবে তা কালভেদে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। আবার এই বৈচিত্র্যগুলিও কালের বিবর্তণে আপন গতিতে পরিবর্তিত হয়েছে। শিশুকাল থেকে বাল্যকাল ও বাল্যকাল থেকে যৌবনে পদার্পণ করার সময় কাব্যের নানা বিষয়াবলির মাঝে বিবর্তন ঘটে। শৈশবকালের শৈলী, অনুভূতি, শব্দ চয়ন ও বাক্য বিন্যাস কৈশোর থেকে অনুন্নত ও অপর্যাপ্ত থাকে। যৌবনে এ সকল দুর্বলতা উপেক্ষা করে দৃঢ়তা লাভ করে। মানবজীবনের বিভিন্ন স্তরে কাব্যের এ শাখাটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই অধ্যায়ে ‘নাক্বা’ইদ’ সাহিত্যের বিষয়াবলি ও বৈশিষ্ট্যাবলি নিয়ে আলোকপাত করা হবে।

০৩.২. জাহেলি যুগে ‘নাক্বা’ইদ’ কবিতার বিষয়াবলি

‘الفخر’, ও ‘الهجاء’ হলো জাহেলি যুগে ‘النقائض’ সাহিত্যের প্রধান বিষয়। তাছাড়া ‘الرثاء’, ‘النسيب’, ‘السياسة’ ও ‘المديح’ ইত্যাদি বিষয়াবলিও ‘نقائض’ সাহিত্যে পাওয়া যায়। জাহেলি যুগ থেকেই এ বিষয়গুলো ‘নাক্বা’ইদ’ সাহিত্যে পাওয়া যায়।[২৪১] নিম্নে উদাহরণসহ তার একটি চিত্র উপস্থাপিত হলো:

১. গর্ব (الفخر)

জাহেলি যুগে কবি সাহিত্যিকগণ গর্ব, অহঙ্কার ও বীরত্ব প্রদর্শনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। নিজেদের গোত্র ও সম্প্রদায়কে নিয়ে গর্ব করে গর্বমূলক কবিতা রচনা করতেন। নিজেদের অবস্থানকে সমাজে পরিবেশন ও দৃঢ় করার জন্য এ ধরনের কাব্য রচনার প্রচলন শুরু হয়। নিজ গোত্রের সম্ভ্রম, বীরত্ব, সংখ্যাধিক্যতা, দানশীলতা, যুদ্ধের ময়দানে প্রদর্শিত কৃতিত্ব ও বংশগৌরব প্রকাশ করাই ছিল এ রীতির মূল উদ্দেশ্য।[২৪২] খালেদ ইবনু জা‘ফর আল-কিলাবীর হত্যাকে কেন্দ্র করে রচিত ‘নাক্বা’ইদ’-এ গোত্রকেন্দ্রিক গর্ব প্রমাণিত হয়েছে। এতে ক্বাইছ ইবনু যুহাইর (মৃ. ১০ হি./৬৩১ খ্রি.) বলেন :[২৪৩]

كسوت الجعفري أبا جزىء * ولم تحفل به، سيفا صقيلا

[২৪১] আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي*, (মিশর: কায়রো, মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি., ৮ম সং, খ-১) : ১৪

[২৪২] আল-শাইব, *تاريخ النقائض* , ৪০-৪২

[২৪৩] আল-শাইব, *تاريخ النقائض* , ৯২

Dhaka University Institutional Repository

- আমার স্বনামধন্য পূর্বপুরুষ জা'ফরকে বস্ত্রাবৃত করলাম। তিনিতো চকচকে তরবারি ব্যতীত এ ধরনের বস্ত্রের প্রতি যত্নবান হতেন না।

আল-হারিস ইবনু জালিম (মৃ. ৬০০ খ্রি.) প্রত্যুত্তরে বলেন:

أتاني عن قيس بني زهير * مقالة كاذب ذكر التبولا

- বনু যুহাইর বংশের ক্বায়েছ সম্পর্কে একটি মিথ্যা সংবাদ এসেছে, যেটিতে বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে।

ক্বাইছ ইবনু যুহাইর যে কবিতা রচনা করেন, আল-হারিস ইবনু জালিম তার প্রত্যুত্তর দিয়ে কবিতা রচনা করেন। এখানে তিনি ক্বাইসের গর্বের প্রতিবাদে নিন্দাজ্ঞাপক 'নাক্বাইদ' রচনা করেন।

২. কুৎসা (الهجاء)

তৎকালের কবিগণ ভিন্ন গোত্র বা ভিন্ন ব্যক্তির প্রতি নিজ ও নিজ গোত্রের বিদ্বেষ প্রকাশ করে কুৎসামূলক 'নাক্বা'ইদ' কাব্য রচনা করতেন। হুযর ইবনুল হারিস আল-কিনদি ও দারেমীকে কেন্দ্র করে ইমরুল ক্বায়েস (৫০১-৫৪৪ খ্রি.), 'উবাইদ ইবনু আল-আবরাছ আল-আছাদী (মৃ. ৫৯৮ খ্রি.), শিহাব ও আছেমের মাঝে কুৎসামূলক 'নাক্বা'ইদ' রচিত হয়। কবি ইমরুল কায়েছ বলেন :[২৪৪]

إنا تـــركنا منكم قتلى و جر * حي و سبايا كالسعالي

يمشين في أرحلنا معترفا * ت بجوع و هزال

- দানবের মতো তোমাদের কতো আহত, নিহত ও যুদ্ধবন্দিদেরকে ছেড়ে দিয়েছি।
- দুর্বল ও ক্ষুধার্তরা আমাদের প্রশিদ্ধ ভ্রমণস্থলের আশেপাশে চলাচল করেছে।

প্রত্যুত্তরে শিহাব বলেন:

لـــــم تسبنا خيلكم فما مـــضى * حتى استفأنا الحي من أهل و مال

- তোমাদের অশ্বারোহীগণ অতীতে আমাদেরকে গালি দেয়নি। এমনকি তারা আমাদেরকে নিয়ে বলেছে যে, "এই গোত্রের মানুষ ও সম্পদ দ্বারা আমরা উপকৃত হয়েছি।"

এখানে পরস্পরের বিপরীতে কুৎসা বর্ণনা করে 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।

৩. উপদেশ (النصح و العتاب)

সে সময়ে 'নাক্বা'ইদ'-এর মাধ্যমে কবিগণ প্রতিপক্ষ কবিগণকে বিভিন্ন উপদেশ প্রদান করেন। কখনো সংশোধনের মানসিকতা থেকে করেন, আবার কখনো বিদ্রূপের জন্যও এমনটা করেন। ভর্ৎসনা ও নিন্দা করে তারা প্রতিপক্ষকে সাবধান করেন। অনেক সময় ভালো ও সঠিক পথে চলার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। ক্বাইস ইবনু যুহাইর (মৃ. ৬০৯ খ্রি.) তাঁর ভাই মালেককে উদ্দেশ্য করে বলেন:[২৪৫]

أمالك لا تأمن فزارة وأخشها * فإنك إن تأمن فزارة هالك

أمـــالك أن تحسب مـــقامك فيهم * صوابا فقد أخطأت في الرأي مالك

---

[২৪৪] 'আবদুর রহমান আল ওয়াসীফি, *النقائض في الشعر الجاهلي*, (মিশর : কায়রো, মাকতাবাতুল আদাব. ১ম সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি.) : ১৪২-১৪৩

[২৪৫] আদিল জাছিম আল বায়াতী, *شعر قيس ابن زهير*, (মাতবা'য়ুল আদাব ফীন নাযাফীল আশরা) : ৫২

Dhaka University Institutional Repository

- হে মালেক! তুমি ফুযার গোত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করে বরং তাদেরকে ভয় করো। যদি তুমি ফুযার গোত্রকে বিশ্বাস করো তবে তোমার ধ্বংস অনিবার্য।
- হে মালেক! তুমি যদি তাদের মাঝে তোমার অবস্থানকে সঠিক মনে করে থাকো, তাহলে তুমি মালেকের অভিতম সম্পর্কে ভুল করলে।

তাঁর ভাই ক্বায়েছ ইবনু যুহাইর প্রত্যুত্তরে বলেন,[২৪৬]

يـــا قيس حسبك فخلني * وبنى فزارة إنني متماسك

- হে ক্বায়িস! থামো। আমাকে আমার মত ছেড়ে দাও। ফুযারাহ গোত্রই আমার ভরসাস্থল।

কবি এখানে তাঁর ভাইয়ের জন্য উপদেশাবলি বর্ণনা করেন। তিনি তার ভাইকে বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেছেন এবং স্বীয় ভাইয়ের নিরাপত্তা কামনা করেছেন।

৪. বংশগৌরব (النسيب)

'নাক্বা'ইদ' -এ প্রতিপক্ষ কবির নিন্দা বর্ণনা ও প্রতিপক্ষ গোত্রকে তুচ্ছ করার জন্য নিজ গোত্র ও গোত্রের বীরত্বের বিবরণ দান করে কবিতা রচনা করা হতো। নিজ বংশকে প্রাধান্য দান এবং অপর বংশকে হেয় করে এ ধরনের কবিতা রচিত হয়। আলক্বামা আল-ফাহাল (মৃ. ৬০৩ খ্রি.) বলেন,[২৪৭]

ذهبتَ في الهجران في غير مذهبِ * ولم يك حقاً كلّ هذا التجنُّبِ

- হিজরান থেকে তুমি ভিন্ন পথে প্রত্যাবর্তন করেছো। এভাবে পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া তোমার ঠিক হয়নি।

তার প্রত্যুত্তরে ইমরুল ক্বায়েস (মৃ. ৫৪৪ খ্রি.) বলেন।

وللساق لهوب، وللسوطِ درةٌ * وللزجر منه وقعُ أهوجَ، مُنعبِ

- পায়ের নলা প্রজ্বলিত হয়। চাবুক যেন মুক্তাদানা। তার তিরস্কারে বিদ্যমান ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব ও নির্বোদ্ধিতার ছাপ।

ইমরুল ক্বায়েস ও উম্মু জুনদুবের মাঝে বিয়ে হওয়ার পর একদা ইমরুল কায়েস আলক্বামার কাছে যান। সেখানে আলক্বামার সামনে কবিতা রচনা করে বলেন, "আমি উত্তম।"। প্রতিপক্ষ আলক্বামা বলেন, "আমিই উত্তম।"। এরই প্রেক্ষিতে ইমরুল ক্বায়েস তার অশ্ব ও বংশের গৌরব বর্ণনা করে কবিতা রচনা করলে প্রতিপক্ষ আলক্বামাও দীর্ঘ 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন, যেখানে তার বংশ ও অশ্বের বর্ণনা দিয়ে নিজ বংশগৌরব প্রমাণ করেন।

৫. শোকগাথা (الرثاء)

তৎকালীন আরব সমাজের অরাজকতা ও গোত্রে গোত্রে দ্বন্দ্ব প্রায়শই সংঘাতে রূপ নিলেও তাদের মাঝে মানবতাবোধ ও সহমর্মিতার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। যিনি প্রতিপক্ষ গোত্রের নানা ধরনের ত্রুটি

---

[২৪৬] 'আবদুর রহমান আল-ওয়াসীফি, *النقائض في الشعر الجاهلي*, (মিশর : কায়রো, মাকতাবাতুল আদাব. ১ম সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি.) : ১৪২-১৪৩

[২৪৭] লুইস শিখু, *شعراء النصرانية* , (খণ্ড-১) : ২৯

Dhaka University Institutional Repository

অনুসন্ধান করেন, তিনিই তাদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে কবিতা রচনা করেন। ক্বাইছ ইবনু যুহাইর নিহত খালেদ ইবনু জা'ফর আল-কিলাবীর (মৃ. ৫৯৫ খ্রি.) প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন।[২৪৮]

جـــزاك الله خيرا من خليل * شقى من ذي نبولته الخليلا

- আল্লাহ বন্ধুদের থেকে তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। কেননা তুমি তীরধারী বন্ধুত্ব থেকে কষ্ট পেয়েছো।

ক্বাইছ ইবনু যুহাইরের শোকের প্রত্যুত্তরে হারিস ইবনু জালিম (মৃ. ৬০০ খ্রি.) বলেন,

فلو كنتم كما قلتم لكنتم * لقاتل ثأركم حرزا أصيلا

ولكن قلتم جاور سوانا * فقد جللنا حدثا جليلا

- তুমি যেভাবে বলেছো সেভাবে যদি করতে তাহলে তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ করে তোমাদের আভিজাত্য রক্ষা করতে পারতে।
- কিন্তু তুমি আমাদের ছাড়া তোমাদের প্রতিবেশিদেরকে বলেছো। অথচ আমরা দুর্যোগেও অনেক সম্মান করেছি।

ক্বাইছ ইবনু যুহাইরের শোকের প্রত্যুত্তরে হারিস ইবনু জালিম 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।

৬. রাজনৈতিক 'নাক্বা'ইদ' (النقائض السياسية)

জাহেলি যুগে অনেক সময় রাজনৈতিক বিষয়াবলি নিয়েও 'নাক্বা'ইদ' কবিতা রচিত হয়েছে। যুদ্ধ, গোত্রের অবস্থান ও নেতৃত্ব ইত্যাদি বিষয়াবলি কবিদের কবিতায় আলোচিত হয়েছে।[২৪৯] আহীয়্যাহ ইবনু জালাহ আল-আউসি (মৃ. ৫২০ খ্রি.) বলেন :

فلقد وجدت بجانب ال * ضحيان شـــبانا مـهابه

فتيان حرب في الحدي * د وشامرين كأسد غابه

- জবাইকৃত পশুর পাশেও সাহসী এক যুবককে আমি পেয়েছি।
- এ যুবকগুলি যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়তায় লৌহের ন্যায়, আক্রমণে ক্ষুধার্ত সিংহের ন্যায় ও অভিজ্ঞতায় স্তন শুকিয়ে যাওয়া উষ্ট্রীর ন্যায়।

'আছিম ইবনু 'আমর প্রত্যুত্তরে বলেন :[২৫০]

أبلغ أحيحة إن عرض * ت بداره عني جوابه

ورميته سهما فـــأخ * طأه و أغلق ثم بابه

- তুমি যখন তার গৃহ থেকে ফিরবে তখন উহাইয়্যার নিকট আমার প্রত্যুত্তর পৌঁছে দিয়ো।
- আমাদের তিরের আঘাতে তাদের রান্নার চুলা উপড়ে গেছে এবং তাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

০৩.৩. জাহেলি যুগে 'নাক্বা'ইদ' কবিতার বৈশিষ্ট্যাবলি

[২৪৮] আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي* , (মিশর : কায়রো, মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি.,৮ম সং, খ-১) : ৯২

[২৪৯] আল-শাইব, *تاريخ النقائض* , ১৬

[২৫০] 'আলী ইবনু মুহাম্মদ ইবনুল জারযী ইবনুল আসীর (মৃ. ৬৩০ হি.), *الكامل في التاريخ*,(লেবানন : বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৫ খ্রি., খ-১) : ৬৬০

Dhaka University Institutional Repository

আরবি সাহিত্যের 'নাক্বা'ইদ'-এর অস্তিত্ব দেখা যায় জাহেলি যুগের কবিতায়। তবে 'নাক্বা'ইদ' কাব্য সুনির্দিষ্ট কাঠামো বা ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 'بداءة' বা 'ذاجة' নামে ভূষিত হয়। প্রাচীনকালে এটির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যাবলি ছিল নিম্নরূপ :

১. পদ্য, গদ্য ও সংলাপ

আরবি সাহিত্যের সূচনালগ্নে 'নাক্বা'ইদ' তত সমৃদ্ধ, উন্নত, ছন্দাবৃত ও অন্ত্যমিল সম্পন্ন ছিল না। কখনো গদ্যাকারে রচিত হতো 'নাক্বাইদ'। সমাজের বিবিধ সমস্যার প্রেক্ষিতে তাদের মাঝে রচিত হয় বৈরী সংলাপ।[২৫১] পদ্য ও গদ্যই ছিল তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা-চেতনা ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ফুটিয়ে তোলার অন্যতম একটি মাধ্যম। এতে যেমনিভাবে তাঁরা স্বমতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ পান, তেমনিভাবে আপন দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। পদ্য এবং গদ্য উভয় ধরনের সাহিত্যে 'নাক্বা'ইদ' কবিতার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়।[২৫২] জাহেলি যুগে হুজারের নিহত হওয়ার পর বনি আছাদের কবি ও ইমরুল ক্বায়েছ এ ধরনের 'نقائض نثرية' রচনা করেন। কখনো পদ্য ও গদ্যের সমন্বয়ে 'নাক্বা'ইদ' রচিত হতো। খুফাফ ইবনু উমাইর আস-সালেমি ও আব্বাস ইবনু মিরদাস (মৃ. ৬৩৯ খ্রি.) এ ধরনের কবিতা রচনা করেন।[২৫৩] আব্বাস ইবনু মিরদাস বলেন,

خفاف ما تزال تجر ذيلا * إلى الأمـــر المفارق للرشاد

و قد علم المعاشر من سليم * بأني فيهم حسن الأيادى

- সচেতন করার জন্য প্রস্থানকারীদেরকে খুফাফ নিম্নভাগ দিয়ে তাড়িয়ে কাজের দিকে নিয়ে যায়।
- বনু ছালিমের জনগোষ্ঠী জানে, আমি তাদের মাঝে একজন সজ্জন।

এতদ্বশ্রবণে খুফাফ গদ্য আকারে বলেন,

" إنك لتعلم أني أحمى المصاف و أطاق الأسير، وأصون السبية. وأما زعمك أنى أتقى بخيل الموت فهات من قومك رجلا اتقيت به. و أما استهانتي بسبابا العرب فإني أحدو القوم في نسائهم بفعالهم في نسائنا. و أما قتلى الأسرى فإني قتلت الزيدي بخالك إذ عجزت عن ثأرك. وأما مكالبتي الصعاليك على الأسلات فوالله ما أتيت على مسلوت قط إلا لمت ساليه، و أما تمنيت موتي فإن مت فأغنائي."

পরবর্তীতে কবি খুফাফ উপর্যুক্ত কথাগুলি আবার কবিতার মাধ্যমে পুনরাবৃত্তি করে বলেন,

ولم تقتل أسيرك من زبيد * بخالي بل غدرت بمسقاد

فزلدك في سليم شر زند * و زادك في سليم شر زاد

- তোমার যুদ্ধবন্দী যাবীদ বাখালী কর্তৃক নিহত হয়নি। বরং সে মিসক্বাদ কর্তৃক প্রতারিত হয়েছে।

---

[২৫১] আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي* , (মিশর : কায়রো, মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি.,৮ম সং, খ-১) : ১২

[২৫২] *A Concept of Satire and its Devdopment in Umayyad Period*, ৩০৭/২

[২৫৩] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ১২

Dhaka University Institutional Repository

- তোমার অবস্থান ছালিম গোত্রের অগ্নিকাঠিতে ও ক্ষতিসাধনে। ছালিম গোত্রে তোমার পাথেয়ের ক্ষতি বৃদ্ধিই হচ্ছে।

এরপর উভয়ের মাঝে অনেক কবিতা ও প্রবন্ধ রচিত হয়। এমনকি তাদের এ দ্বন্দ্ব যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দেয়।[২৫৪]

২. জাহেলি 'নাক্বা'ইদ'-এর ভিত্তি

জাহেলি যুগে 'নাক্বা'ইদ' কবিতায় অর্থের বৈপরীত্য থাকলেও ছন্দ ও অন্ত্যমিলের বৈপরীত্যকে আবশ্যক মনে করা হতো না। যুদ্ধ সংঘাত ও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বই ছিল জাহেলি 'নাক্বা'ইদ'-এর ভিত্তি। আল-হিজা ও আল-ফাখার তৎকালীন জাহেলি যুগের অন্যতম কাব্যিক বিষয় ছিল। এমনকি এ বিষয়গুলিই 'নাক্বা'ইদ' কবিতায় ব্যবহৃত হতো। যেমনটি দেখা যায় ছুবাই ইবনু 'আউফ-এর কবিতায়। তিনি বলেন:[২৫৫]

إذا ما نزلنا دار آل معزّزٍ * بليلٍ فلا يُخْلِفْ عليها الغمامُ

- যখন মু'আয্যাযের বাড়িতে রাতে গমন করি, তখন রাতগুলিও থাকে স্বচ্ছ।

প্রত্যুত্তরে ইমরুল ক্বায়েস (মৃ. ৫৪৪ খ্রি.) ছুবাই ইবনু 'আউফের নিন্দা করে বলেন:

لمن الديار غَشِيتُها بسُحَامِ * فعمايتينِ فَهَضْبِ ذي أَقدامِ

دارٌ لهندٍ والربابِ وفرتنى * وليسَ قبل حوادثِ الأيامِ

- এই ঘরটি কার? নির্বোধ কৃষ্ণতাও যাকে পরিদর্শন করতে আসে। অতঃপর সে আগতদেরকে সিক্ত করে।
- এটি হিনদের বাড়ি এবং এখানে থাকেন তার অভিভাবকগণ। তাই সে ও তার কোমলতা কতো দিনের কথা শেষ হবার আগেই আমাকে ভাগিয়ে দেয়।

ছুবাই ও ইমরুল ক্বায়েস প্রত্যেকেই উপর্যুক্ত 'নাক্বাই'দ' -এ নিজ নিজ গোত্রের প্রধান্য প্রমাণের চেষ্টা করেছেন।

৩. উপমার ব্যবহার

প্রতিপক্ষের দোষ-ত্রুটির বর্ণনাকে পূর্ণাঙ্গ করতে গিয়ে কবিগণ স্বীয় কবিতায় বিভিন্ন প্রকারের উপমার অবতারণা করেন। এমনকি তারা একে অন্যকে লবণাক্ত ও অপরিষ্কার পানি পানকারী উটের বিষ্টার সাথে তুলনা করেন। যেমন আব্বাস ইবনু মিরদাস আস সুলামী (মৃ. ৬৩৯ খ্রি.) প্রতিপক্ষ খুফাফ ইবনু নাদবা আস সুলামীর নিন্দা করে বলেন।[২৫৬]

---

[২৫৪] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ১৩,৪৫

[২৫৫] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ১২২-১২৩

[২৫৬] ডক্টর ইয়াহইয়া জাব্বুরী, *ديوان عباس بن مرداس*, (বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৯৯১ খ্রি.) ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

أَلَم تَرَ أَنّي كَرِهتُ الحُروبَ * وَأَنّي نَدِمتُ عَلى ما مَضى

نَدامَةَ زارٍ عَلى نَفسِهِ * لِتِلكَ الَّتي عارُها يُتَّقى

- তুমি কি দেখনি? আমি যুদ্ধ ও সংঘাতকে ঘৃণা করি। আর আমি আমার অতীতকে নিয়ে লজ্জাবোধ করি।
- পরিদর্শনকারী নিজেই অনুশোচনা করে ঐ সমস্ত লজ্জার জন্য, যাকে সে ভয় করে।

খুফাফ প্রত্যুত্তরে বলেন:

أَ عبّاسُ إمّا كَرِهتَ الحُروبَ * فَقَد ذُقتَ مِن عَضِّها ما كَفى

أَ أَلقَحتَ حَرباً لَها شِدَّةٌ * زَماناً تسَعُّرها باللَظى

- আব্বাস কি যুদ্ধকে অপছন্দ করে? যদি করে তাহলেতো এজন্যই করে যে, সে এমন দংশনকে পরখ করেছে, যা তার জন্য যথেষ্ট।
- তুমি কি যুদ্ধ সৃষ্টি করেছো! অথচ এতে আছে ভয়াবহতা। যা উস্কিয়ে দেয় জ্বলন্ত অগ্নিশিখাকে।

উপর্যুক্ত 'নাক্বা'ইদ' -এ আব্বাস ইবনু মিরদাস নিজের গোত্রের উপমা তুলে ধরেন। প্রতিপক্ষ খুফাফও তার নিজ গোত্রের বর্ণনা প্রদান করেন।

৪. উপহাস

উমাইয়্যা গোত্রের ইবনুল আসকার (মৃ. ৫৭১ খ্রি.) প্রতিপক্ষ আমের ইবনু তুফাইল (মৃ. ৬৩০ খ্রি.)-এর কন্যার বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পরবর্তীতে ইয়াযিদ ইবনু আব্দিল মাদান তাকে বিয়ে করেন। বিয়েকে কেন্দ্র করে তাদের মাঝে বিবাদ তৈরি হয়। একে অপরকে উপহাস করে কবিতা রচনা করেন। ইয়াযিদ বলেন:[২৫৭]

عَدَّ القَوارِسَ مِن هَوازِنَ كُلِّها * فَخراً عَلَيَّ وَجِئتُ بِالدَيّانِ

لَيسَت فَوارِسُ عامِرٍ بِمُقِرَّةٍ * لَكَ بِالفَضيلَةِ في بَني غَيلانِ

- তীব্র শীতেও হাওয়াযিন গোত্রের সকলেই আমার উপর গর্ব করে। আর আমিতো বিচারক হয়েই এসেছি।
- গায়লান গোত্রের হে সম্মানী! আমেরের অশ্ব বাহিনী তোমার জন্য নির্ধারিত না।

প্রত্যুত্তরে আমের ইবনু তুফাইল বলেন:

وافخر برهط بني الحماس ومالكٍ * وبني الضباب وزعبلٍ وقنان

فأنا المعظم وابن فارس قرزل * و أبو براءٍ زانني ونماني

- ক্বিয়ান, রা'বার, দ্বিবাব, মালেক ও হিমাস গোত্রের দলকে ভয় করে চলিও।
- আমিই সম্মানিত। ইবনু ফারিস কুরযুল ও আবু বারা আমাকে সুসজ্জিত করেছে এবং আমার বিকাশ ঘটিয়েছে।

উপরের নাক্বা'ইদে একে অপরকে উপহাস করেছেন।

৫. কৃত্রিমতা বিবর্জিত ও প্রাকৃতিক

[২৫৭] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ১২১

Dhaka University Institutional Repository

এ যুগের 'নাক্বা'ইদ' কবিতাগুলি অত্যন্ত সরল ও কৃত্রিমতা বিবর্জিত ছিল। অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় একে অপরকে নিন্দা করে 'নাক্বা'ইদ' রচনা করতেন। যেমন আহীয়্যাহ ইবনু জালাহ আল-আউসি (মৃ. ৫২০ খ্রি.) নিন্দা করে বলেন :[২৫৮]

فَأَنا الَّذي صَبّحتُكُم * بِالقَومِ إِذ دَخَلوا الرَحابَه

وَقَتَلتُ كَعباً قَبلَها * وَعَلَوتُ بِالسَيفِ الذُؤابَه

- যখন সম্মানিত ব্যক্তি এই গোত্রে আগমন করেছিল, তখন আমিই তোমাকে অভিবাদন জানিয়েছিলাম।
- তার পূর্বে আমি কা'বকে হত্যা করেছি এবং তরবারি দিয়ে সম্মুখের কেশগুচ্ছ উপড়ে তুলেছি।

'আছিম ইবনু 'আমর প্রত্যুত্তরে বলেন :

ورميته سهما فـــأخ * طأه و أغلق ثم بابه

- আমাদের তীরের আঘাতে তাদের রান্নার চুলা উপড়ে গেছে এবং তাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

৬. অশ্লীলতামুক্ত

সে সময়ের 'নাক্বা'ইদ' অশ্লীলতামুক্ত কবিতা ছিল। আক্রমণের তিব্রতা থাকলেও ছিলনা কোনো অশ্লীলতা। 'আমের ইবনু তুফাইল (মৃ. ৯ হি. /৬৩০ খ্রি.) হাওয়াযিন গোত্রের সাথে সম্পর্ক করার জন্য প্রস্তাব পাঠায়। এতে যায়েদ আল-খাইল (মৃ. ১০ হি.) ঈর্ষান্বিত হয়ে নিম্মোক্ত পঙ্‌ক্তি রচনা করে:[২৫৯]

ليس من لاعب الأسنة في النق * ع وسمى مـــلاعبا بإراب

عامر ليس عامر بن طفيل * لكن العمر رأس حي كلاب

- ভূমিতে আছিন্নার ('আমের ইবনু মালেক) সাথে লড়ার মতো কেউ নেই। ইরাবের যুদ্ধে বীরত্বের কারণে তাকে 'মুলা'ইব' উপাধি প্রদান করা হয়।
- এই আমের ইবনু তুফাইল গোত্রপতি আমের নন। এই আমের হলেন কুলাব গোত্রের নেতা।

'আমের ইবনু তুফাইল রাগান্বিত হয়ে যায়েদের প্রত্যুত্তরে বলেন:[২৬০]

قل لزيد قد كنت تؤثر بالحل * م إذا سفهت حلوم الرجال

ليس هذا القتيل من سلف الح * ي كـــلاع ويحصب و كلال

- তুমি যায়েদকে বলে দাও। দিবা স্বপ্ন তোমাকে প্রভাবিত করেছে। যখন স্বপ্ন কাউকে নির্বোধে পরিণত করে তখন সে এমনি কল্পনা করে।
- এই নিহত ব্যক্তি কিলা'য় গোত্রের পূর্বপুরুষগণের কেউ নন। নিঃসন্তান ও পিতৃহীনের ন্যায় তাকে পাথর দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়েছে।

এখানে পরস্পর একি বিষয়ে বিপরীত অর্থজ্ঞাপক পঙ্‌ক্তি রচনা করেছেন এবং উভয়ের ছন্দ ও অন্ত্যমিলের সংগতি রক্ষিত হয়েছে।

---

[২৫৮] 'আলী ইবনু মুহাম্মদ ইবনুল জারযী ইবনুল আসীর (মৃ. ৬৩০ হি.), *الكامل في التاريخ*,(লেবানন : বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৫ খ্রি., খ-১) : ৬৬০

[২৫৯] ড. নূরী হামূদী আল-ক্বাইসী, *ديوان زيد الخيل الطائي*, (মাত্ববা'আতুন নু'মান, খ-২) : ৩৯

[২৬০] আবুল ফারাজ 'আলী ইবনুল হুসাইন আল-উমাভী আল-আসফাহানী (মৃ. ৩৫৬ হি.), তাহক্বীক্ব- আবদুল ছাত্তার আহমাদ আল-ফারাজ, *كتاب الأغاني*, (লেবানন : বৈরুত, দারুস সাক্বাফাহ, ১৯৯০খ্রি., ৮ম সংস্করণ, খণ্ড-১৭) : ১৮৫-১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

৭. ছন্দ ও অন্ত্যমিলের মাঝে সাদৃশ্যতা

এ যুগের কবিতাগুলির ছন্দ ও অন্ত্যমিল রক্ষা করে রচিত হয়। আহীয়্যাহ ইবনু জালাহ আল-আউসি বলেন :

تبئت أنـك جئت تسي ﴿ ري بين داري والقبابه

فتيان حرب في الحدي ﴿ د وشامرين كأسد غابه

- আমি অবগত হয়েছি যে, তুমি ক্বিবাবা ও আমার বাড়ির মধ্যবর্তী জায়গায় রাত্রে গমন করেছিলে।
- এ যুবকগুলি যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়তায় লৌহের ন্যায়, আক্রমণে ক্ষুধার্ত সিংহের ন্যায় ও অভিজ্ঞতায় স্তন শুকিয়ে যাওয়া উষ্ট্রীর ন্যায়।

'আছিম ইবনু 'আমর প্রত্যুত্তরে বলেন :[২৬১]

أبلغ أحيحة إن عرض ﴿ ت بداره عني جوابه

- তুমি যখন তার গৃহ থেকে ফিরবে তখন উহাইয়্যার নিকট আমার প্রত্যুত্তর পৌঁছে দিও।

উপর্যুক্ত 'নাক্বা'ইদ' এ 'وحدة البحر', 'وحدة الموضوع' ও 'وحدة القافية' তিনটি বৈশিষ্ট্যই পাওয়া যায়।

৮. 'নাক্বা'ইদ'-এর প্রজ্ঞা

'নাক্বা'ইদ' হলো প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কৌশলে পরিপূর্ণ এক ধরনের কাব্য সাহিত্য। এ রীতির কাব্য রচনা করে তারা মনের ক্রোধ নিবারণ করতো। খালেদ ইবনু জা'ফর আল-কিলাবীর হত্যাকারী আল-হারিস ইবনু জালিম আল-মুরার (মৃ. ৬০০ খ্রি.) প্রতিবাদ করে 'নাক্বা'ইদ' রচিত হয়।[২৬২] ক্বাইছ ইবনু যুহাইর বলেন :

أبـأت بـه زهـير بـنـي بـغـيضٍ ﴿وكـنـت لـمثـلـها ولـها حمولا

كـشـفـتَ له القـناع وكنت ممن ﴿ يجلي العار والأمر الجليلا

- তুমি যুহাইরের বনি বাগিদকে অস্বিকার করেছো কি?। তুমি তার মতো হতে চাও অথচ তার ছিল ধৈর্য্য।
- তুমি তার মুখোশ উন্মোচন করেছো। তুমি তো অন্ধকারকে আলোকিত করো। আর এটা অনেক ভালো কাজ।

আল-হারিস ইবনু জালিম প্রত্যুত্তরে বলেন :

فـلوكنتم كـما قتلتم لكنتم ﴿ لقاتل ثأركم حرزا أصيلا

ولـوكانوا هـم قتلوا أخـاكم ﴿ لما طردوا اللذي قتل القتيلا

- তুমি যেভাবে বলেছো সেভাবে যদি করতে তাহলে তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ করে তোমাদের আভিজাত্য রক্ষা করতে পারতে।
- আর যদি তারা তোমাদের ভাইকেও হত্যা করতো। তবুও তারা হত্যাকারীর প্রতিশোধ গ্রহণকারীদের তাড়িয়ে দিতো।

৯. গর্ব

---

[২৬১] 'আলী ইবনু মুহাম্মদ ইবনুল জারযী ইবনুল আসীর (মৃ. ৬৩০ হি.), *الكامل في التاريخ*,(লেবানন : বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৫ খ্রি., খ-১) : ৬৬০

[২৬২] আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي*, (মিশর : কায়রো, মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি., ৮ম সং, খ-১) : ৯২

Dhaka University Institutional Repository

'নাক্বা'ইদ' কবিতায় প্রত্যেক গোত্র নিজেদের নিয়ে গর্ব প্রকাশ করতো। খালেদ ইবনু জা'ফর আল-কিলাবীর হত্যাকে কেন্দ্র করে রচিত 'নাক্বা'ইদ' এ গোত্র কেন্দ্রিক গর্ব বর্ণনা করা হয়।[২৬৩] ক্বাইছ ইবনু যুহাইর বলেন :

كشفتَ له القناع وكنت ممن * يجلي العار والأمر الجليلا

- তুমি তার মুখোশ উন্মোচন করেছো। তুমি তো অন্ধকারকে আলোকিত করো। আর এটা অনেক ভালো কাজ।

আল-হারিস ইবনু জালিম প্রত্যুত্তরে বলেন :

ولكن قلتم جاور سوانا * فقد جللنا حدثا جليلا

ولو كانوا همو قتلوا أخاكم * لما طردوا الذي قتل القتيلا

- কিন্তু তুমি আমাদের ছাড়া তোমাদের প্রতিবেশিদেরকে বলেছো। অথচ আমরা দুর্যোগেও অনেক সম্মান করেছি।
- তুমি যেভাবে বলেছো সেভাবে যদি করতে তাহলে তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ করে তোমাদের আভিজাত্য রক্ষা করতে পারতে।

১০. কুৎসা

একে অপরের কুৎসা বর্ণনা করাই ছিল এ ধরনের কবিতার প্রধান উদ্দেশ্য। প্রায়শই এ ধরনের কবিতায় অপর গোত্রের বা ব্যক্তির কুৎসা বর্ণনা করা হয়। কবি ইমরুল কায়েছ বলেন :[২৬৪]

أَلَمْ أُخْبِرْكَ أنّ الدّهْرَ غُولٌ * خَتُورُ العَهْدِ يَلْتَهِمُ الرّجَالا

وَسدّ بحيثُ تَرْقى الشمسُ سَدّاً * لِـــــيَأجُوجٍ وَمَأجُوجٍ الجِبَالا

- আমি তোমাকে অবগত করেছি যে, যুগ তার গণনাকারীদের সময়কে কেড়ে নেয়। যুগের প্রতারণা মানুষকে খেয়ে ফেলে।
- যেমনি ইয়া'যুয-মা'যুয সম্প্রদায় পাহাড়ের আড়ালে সূর্য থেকে নিজেদেরকে লুকিয়ে রেখেছে, তেমনি সেও (নিজেকে) লুকিয়ে রেখেছে।

প্রত্যুত্তরে শিহাব ইবনু শাদ্দাদ ইবনি ছা'লাবা বলেন :

لـــــم تسبنا خيلكم فما مـــضى * حتى استفانا الحي من أهل و مال

فـــأيقظنا يـــأكلن فينا عفرا * نطعمها قدا و محروث الخمال

- তোমাদের অশ্বারোহীগণ অতীতে আমাদেরকে গালি দেয়নি। এমনকি তারা আমাদেরকে নিয়ে বলেছে যে, "এই গোত্রের মানুষ ও সম্পদ দ্বারা আমরা উপকৃত হয়েছি।"
- তারা আমাদেরকে জাগিয়ে তুলেছে। আমাদের ঘরে আহার করে গড়াগড়ি দিয়েছে। আমরা তাদেরকে আহার করিয়েছি এবং খাঁটি বন্ধুর ন্যায় গ্রহণ করেছি।

১১. শোক প্রকাশ

[২৬৩] প্রাগুক্ত

[২৬৪] আবদুর রহমান মুছতাবী, *ديوان إمرء القيس* , (লেবানন : বৈরুত, ২য় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি., খ-১) : ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

নিজ সম্প্রদায়ের কবি, বীর ও নায়কগণের মৃত্যুতে তাঁরা শোক প্রকাশ করে কবিতা রচনা করতেন।[২৬৫] ক্বাইছ ইবনু যুহাইর নিহত খালেদ ইবনু জা'ফর আল-কিলাবী মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বলেন।[২৬৬]

جـــزاك الله خيرا من خليل * شقى من ذي نبولته الخليلا

كشفتَ له القناع وكنت ممن * يجلي العار والأمر الجليلا

- আল্লাহ বন্ধুদের থেকে তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। কেননা তুমি তীরধারী বন্ধুত্ব থেকে কষ্ট পেয়েছো।
- তুমি তার মুখোশ উন্মোচন করেছো। তুমি তো অন্ধকারকে আলোকিত করো। আর এটা অনেক ভালো কাজ।

প্রত্যুত্তরে হারিস ইবনু জালিম আল-মুরা তার দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন:

أتاني عن قـيس بني زهير * مقالة كاذب ذكر التـبولا

- আমার কাছে বনু যুহাইরের ক্বায়েছ সম্পর্কে একটি মিথ্যা বর্ণনা এসেছে। যেখানে মুত্র ত্যাগের বিষয়টিও উত্থাপিত হয়েছে।

উপরের 'নাক্বা'ইদ' -এ ক্বাইস ইবনু যুহাইর শোকপ্রকাশ করলেও হারিস তার শোকাহত হওয়াকে পরিত্যাগ করেন।

০৩.৪. প্রাক ইসলামি যুগের 'নাক্বা'ইদ' কবিতার বিষয়বস্তু

১. গর্ব (الفخر)

ইসলামি যুগেও গর্ব প্রকাশ করে 'নাক্বা'ইদ' রচিত হয়। রাসুল (স.) হাস্‌সান ইবনু সাবিতকে (৫৬৩-৬৭৪ খ্রি.) (রা.) 'আবু বকরের (মৃ. ৬৩৪ খ্রি.) (রা.) নিকট কাফের কবিদের বংশ সম্পর্কে জানার জন্য প্রেরণ করেন; যেন তিনি তাদের কবিতার সমুচিত জবাব দিতে সক্ষম হন। তবে এ যুগে এসে গর্ব প্রকাশ করার প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। মুসলিম কবিগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স.) কে নিয়ে গর্ব করা আরম্ভ করেন। 'আওছ' ও 'খাজরাজ' গোত্রের মধ্যকার যুদ্ধের প্রেক্ষিতে হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.) ও ক্বায়েছ ইবনু হুতাইমের (মৃ. ৬২০ খ্রি.) মধ্যকার কাব্যিক যুদ্ধ। ক্বায়েছ বলেন:[২৬৭]

تَروحُ مِنَ الحَسناءِ أَم أَنتَ مُغتَدي * وَكَيفَ اِنطِلاقُ عاشِقٍ لَم يُزَوَّدِ

إِذا المَرءُ لَم يُفضِل وَلَم يَلقَ نَجدَةً *مَعَ القَومِ فَليَقعُد بِصُغرٍ وَيَبعَد

- রুপসি ললনাদের থেকে তুমি সন্ধায় চলে যাও নাকি প্রত্যুষে আগমন করো? প্রেমিকের প্রফুল্লতা কেন বাড়বেনা?
- যখন কেউ সম্মানিত হন না এবং কোনো গোত্র থেকে সহায়তাও না পান, তখন স্বভাবতই সে ছোট্টদের সাথে ও দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করে থাকেন।

কবি হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.) প্রত্যুত্তরে বলেন :

---

[২৬৫] লু'ই মাওফিক্ব আলহাজ্ব 'আলী, *صورة الهجو في الشعر النقايض* (জামি'আ জারাশ, হাযীরান, ২০১৫) : ২১

[২৬৬] আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي*, (মিশর: কায়রো, মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি., ৮ম সং, খ-১) : ৯২

[২৬৭] আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي*, (মিশর: কায়রো,মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ,১৯৫৪ খ্রি.,৮ম সং, খ-১) : ৮১-৮২

Dhaka University Institutional Repository

لعمر أبيك الخير ياشعث ما نبا * على لساني في الخطوب ولا يدى

لساني وسيفي صارمان كلاهما * ويبلغ مالا يبلغ السيف مذودى

- হে শা'ছ! তোমার পিতার শপথ! আমার বক্তৃতার ভাষাকে দংশনকারী কোনো বিষদাঁত নেই। তেমনি আমার হাতেও কষ্টদায়ক কিছু নেই।
- আমার কবিতা ও তরবারি উভয়টি সমান তীক্ষ্ণ ও ধারালো। এমনকি যেখানে তরবারিও পৌঁছে না সেখানে আমার কবিতা আঘাত করে।

২. উৎসাহ ও উদ্দিপনা (التحريض)

কাফের কবিগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদেরকে উৎসাহ প্রদান করেন। তেমনি মুসলমান কবিগণও তাদের প্রত্যুত্তর দান করে কবিতা রচনা করেন। বদর যুদ্ধে কাফেরদের দুর্দশা দেখে মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ পরায়ন হওয়ার জন্য কা'ব বিন আশরাফ (মৃ. ৬২৪ খ্রি.) উৎসাহমূলক কবিতা রচনা করেন। কা'ব বলেন :[২৬৮]

قتلت سراة الناس حول حياضهم * لا تبعدوا إن الملوك تصرع

- মানুষের মাঝে নেতৃত্ব দানকারীদেরকে তাদের জলাধারের পাশেই হত্যা করেছি। তোমরা পিছপা হবে না, নিশ্চয় অত্যাচারকারীরা ধরাশায়ী হবেই।

কা'ব বিন আশরাফ (মৃ. ৬২৪ খ্রি.) চরণগুলিতে মানুষদেরকে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করেন। হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.) প্রত্যুত্তরে বলেন :[২৬৯]

أبكي لكعب ثم عل بعبرة * منه وعاش مجدعا لا يسمع؟

ولقد رأيت ببطن بدر منهم * قتلى تسح لها العيون وتدمع

ولقد شفى الرحمن منا سيدا * وأهــان قـوما قاتلوه وصرعوا

- আমি কা'ব-এর জন্য কেঁদে অশ্রু বিসর্জন দেই। হয়তো সে রাসুলের উপদেশ গ্রহণ করবে। ক্ষতের যন্ত্রনায় জীবন ধারণ করায় সে শুনতে পায় না?
- বদর প্রান্তরে তাদের মাঝে আমি তাকে দেখেছি। তাদের নিহতদের নিয়ে সে কেঁদে কেঁদে অশ্রু বিসর্জন দিয়েছে।
- দয়াময় আমাদেরকে ও আমাদের নেতা রাসুল (স.) কে সাহায্য করেছেন। প্রতিপক্ষকে করেছেন লাঞ্ছিত। হত্যা করে তাদেরকে ধরাশায়ী করেছেন।

৩. উপদেশ (النصيحة)

'নাক্বা'ইদ' কবিতার মাধ্যমে নিজ ও প্রতিপক্ষ গোত্রের কবি ও মানুষদের বিভিন্ন সৎ উপদেশ প্রদান করা হয়। ওয়ালিদ ইবনু 'উক্ববাহ বলেন :

---

[২৬৮] 'আবদুল মালিক আল-মা'আরিফ ইবনু হিশাম (মৃ. ২১৮ হি.), *السيرة النبوية* , তাহক্বীক্ব, মুহাম্মদ কুতুব, মুহাম্মদ বালতাহ, (লেবানন : বৈরুত, মাকাতাবতুল 'আসাবিয়্যাহ, ২০০৫, খ-৩) ৪৩৯

[২৬৯] ইবনু হিশাম, *السيرة النبوية*, ৪৪০

Dhaka University Institutional Repository

بني هاشم، إيه فمـــا كـــان بينا * وسيف ابن أروى عندكم و حرائبه

بني هاشم ردوا سلاح ابن إختكم * ولا تنهبوه، لاتـــحل مـــناهبه

- আমাদের মাঝে কেবল বনী হাশেমই নেই। বনী আরওয়া গোত্রের তরবারি ও তাদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আছে তোমাদের কাছে।
- বনু হাশিম তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের তরবারিকে রুখে দিবে। তাকে কেউ লুটও করতে পারবেনা এবং লুণ্ঠণ করার সুযোগও পাবেনা।

উত্তরে আল-ফাদাল ইবনু আব্বাস ইবনে আবী লাহাব বলেন,

فـــــلا تسألـونا سيفكم إن سيفكم * أضيع وألقاه لدى الروع صاحبه

وكـــــان ولى العهد بعد محمد * على وفي كل المواطن صاحبه

- তোমাদের তরবারির ব্যাপারে আমাদেরকে প্রশ্ন করিওনা। ভীত হয়ে তোমাদের তরবারি ও সৈনিকেরা বিভ্রান্ত হয়েছে।
- মুহাম্মদ (স.)-এর পর তিনি আমাদের প্রতিজ্ঞাকৃত নেতা। প্রত্যেক স্থানেই আছি ও থাকবো তার সাথী।

৪. বংশগৌরব (النسيب)

'النسيب' 'নাক্বা'ইদ' কবিতার অন্যতম একটি উপাদান।[২৭০] ইসলামি যুগের কবিগণও আপন বংশ নিয়ে গর্ব প্রকাশ করে কবিতা রচনা করেন। নিজ বংশকে প্রাধান্য দান ও অপর বংশকে হেয় করে এ ধরনের কবিতা রচনা করা হয়। ইসলামি যুগে কবি হাস্‌সান ইবনু সাবিত (৫৬৩-৬৭৪ খ্রি.) (রা.) ও কায়েছ 'ইবনু খুতাইম (মৃ. ৬২০ খ্রি.) একে অপরের বিরুদ্ধে বংশগৌরব প্রকাশ করে 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.) বলেন :[২৭১]

لقد هاج نفسك أشجانها * وعاودها اليوم أديانها

- তার দুঃখে তোমার হৃদয়ও নিন্দা বর্ণনা করে। আজ তার প্রত্যাবর্তন মূলত প্রতিদানস্বরূপ।

উপর্যুক্ত পঙ্‌ক্তিতে তিনি আপন বংশের প্রশংসা বর্ণনা করেন। নিম্নে 'আউস গোত্রের প্রশংসা করে বলেন :

ويثرب تعلم أنا بـها * إذا قحط القطر نوانها

ويثـــرب تعلم أنا بـــــها * إذا خافت الأوس، جيرانها

- দুর্ভিক্ষ কবলিত ও ঝড়ে নিক্ষিপ্ত ইয়াসরিববাসীও মনে করে আমি তাদের সাথেই আছি।
- যখন 'আউস গোত্র তার প্রতিবেশিকে ভয় করে, তখনও ইয়াসরিববাসী মনে করে আমি তাদের সাথেই আছি।

ক্বায়েছ প্রত্যুত্তরে বলেন,

و إن تمس شطت بها دارها * وباح لك اليوم هجرانها

---

[২৭০] ইবনু হিশাম, *السيرة النبوية*, ৮৬-৮৭

[২৭১] আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي*, (মিশর : কায়রো, মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি., ৮ম সং, খ-১) : ১৬

Dhaka University Institutional Repository

- তোমার স্পর্শে তার ঘর সরে যাবে। এভাবেই একদিন তার বিচ্ছেদ তোমার মাঝে প্রকাশ পাবে।

অতঃপর তিনি খাজরাজ গোত্রের প্রশংসা করে হাস্‌সান ইবনু সাবিতের (রা.) প্রত্যুত্তরে বলেন :

ونحن الفوارس يوم الربيع * قد علموا كيف فرسانها

ولاقى الشقاء لدى حربنا * دحى وعوف وإخوانها

- বৃষ্টিস্নাত দিনেও আমরা অশ্বারোহী। অথচ তারা জানে তাদের অশ্বারোহীগণ কেমন?
- যুদ্ধের সময় শুক্বা, দুহা, 'আউফ ও তার ভাইদের মতো নিঃস্বরা আমাদের সাথে সাক্ষাত করে আশ্রয় প্রার্থনা করে।

৫. রাজনৈতিক 'নাক্বা'ইদ' (النقائض السياسية)

ইসলামি যুগে অনেক সময় রাজনৈতিক বিষয়াবলি নিয়েও 'নাক্বা'ইদ' রচিত হয়। যুদ্ধ, গোত্রের অবস্থান, নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রের রীতি-নীতি ইত্যাদি বিষয়াবলি কবিদের কবিতায় আলোচিত হয়। 'আলী 'ইবনু 'আবি তালিব (মৃ. ৬৬১ খ্রি.) (রা.) ও মু'আবিয়া 'ইবনু 'আবি ছুফিয়ানের (মৃ. ৬৮০ খ্রি.) (রা.) মধ্যকার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নিয়ে কা'ব 'ইবনু জু'আইল বলেন :[২৭২]

أرى الشام تكره ملك العرا * ق، وأهل العراق له كارهونا

وكـــل لصـــاحـــبه ميغض * يرى كل ما كـــان من ذاك دينا

- শামবাসী ইরাককে অস্বীকার করে। একইভাবে ইরাকবাসীও শামকে প্রত্যাখ্যান করে।
- প্রত্যেকে তার প্রতিপক্ষের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ। প্রত্যেকেই নিজেদের মাঝে প্রকৃত দ্বীন খুঁজে।

কিন্তু নাজ্জাশী তাঁর প্রত্যুত্তরে বলেন:

أتـــاكم عـــــلي بأهل العرا * ق وأهل الحجاز ، فما تصنعونا

- হে 'ইরাক ও হিযাজের অধিবাসী! আলী (রা.) তোমাদের কাছে এসেছে। আমাদের নিয়ে তোমরা কী ভাবছো।

৬. কুৎসা (الهجاء)

ইসলামি যুগে 'নাক্বা'ইদ'মূলক হিজা কবিতা দুই পদ্ধতিতে রচিত হয়। প্রথমত প্রাচীন জাহেলি রীতি অনুসারে রচিত হয় 'আল-হিজা' কবিতা। এতে বংশগৌরব ও যুদ্ধ-সংগ্রামের উপর প্রাধান্য প্রদান করা হয়। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কা'ব বিন মালিক (মৃ. ৫১ হি.) ও হাস্‌সান ইবনু সাবিত (৫৬৩-৬৭৪ খ্রি.) (রা.) এ ধরনের কবিতা রচনা করেন। তখনও তাঁরা ইসলামি অনুশাসনের বিপরীত অবস্থানে ছিলেন। তাই তাঁরা অনায়াসেই ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে জাহেলি রীতি অনুসরণ করে কবিতা রচনা করেন। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো; (مذهب الإسلامي)। ইসলামি রীতি অনুসরণ (مذهب الإسلامي) করে আল-হিজা রচনা করা হয়। এ ধারার প্রধান কবি হলেন, 'আবদুল্লাহ 'ইবনু রাওয়াহাহ (মৃ. ৬২৯ খ্রি.) (রা.)। তিনি কাফের ও সৎপথ হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীদের প্রতি কুৎসা কবিতা রচনা

[২৭২] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ১৬-১৭

Dhaka University Institutional Repository

করেন।[২৭৩] এ সময়ে রাসুল (স.) এর সামনে আগমন করে আল-যাবারকান ইবনু বাদর (মৃ. ৬৬৫ খ্রি.) বলেন,

أتيناك كيما يعلم الناس فضلنا * إذا احتفلوا عند احتضار المواسم

بأنا فروع الناس في كل مــوطن * وأن ليس في أرض الحجاز كدارم

- আমরা আপনার কাছে একটি দাবি নিয়ে এসেছি । তা হলো, আপনি এমন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, সেখানে উৎসবকালে হজের সময় সকল মানুষ সমবেত হলে যেন আমাদের সম্মান সম্পর্কে জানতে পারে।
- মানুষ বিভিন্ন দল উপদলে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে যাবে। তারা জানবে যে, হিযাজের ভূমিতে দারিমের মতো কোনো গোত্র নেই।

হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.) তাদের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে নিন্দা বর্ননা করেন। তিনি বলেন :

بَني دارِمٍ لا تَفخَروا إنَّ فَخرَكُم * يَعودُ وَبالاً عِندَ ذِكرِ المَكارِمِ

هَبِلتُم عَلَينا تَفخَرونَ وَأَنتُمُ * لَنا خَوَلٌ ما بَينَ ظِئرٍ وَخادِمِ

- হে বনী দারিম! তোমরা গর্ব করিওনা। খ্যাতির বর্ণনায় তোমাদের দম্ভ খারাপ পরিণতি হিসাবে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে।
- আমাদের কাছে তোমরা বোকার মতো দম্ভ করো। অথচ তোমরা আমাদের নিকট পালক পুত্র ও সেবকের মতোই চাকর ছিলে।

৭. বীরত্বগাথা (الحماسة)

'الحماسة' তথা বীরত্বগাথাও 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যে আলোচিত হয়। এ ধরনের কবিতায় কার্যকরণ ও ছন্দের ঐক্য থাকলেও অন্ত্যমিলের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। স্বীয় বীরত্বের রূপরেখা ও কবিগণের মাঝে আপন সম্মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাঁরা 'الحماسة' কবিতা রচনা করেন। ইয়াহুদীগণও এ ধরনের কবিতা রচনায় অংশগ্রহণ করেন। মুসলমানদের মাঝে হাস্‌সান ইবনু সাবিত (৫৬৩-৬৭৪ খ্রি.) (রা.) এ ধরনের কবিতা রচনা করেন।[২৭৪] 'قارع' যুদ্ধে বনী নাজ্জার মু'আজ 'ইবনু নু'মান আল-আওছির গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। মু'আজ 'ইবনু নু'মান বনী নাজ্জারের গোত্রে এই মর্মে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, তারা যেন তাদের হত্যার বিনিময় তথা দিয়্যাত প্রদান করে নতুবা হন্তাকে তাদের কাছে অর্পণ করে। বনী নাজ্জার মু'আজ 'ইবনু নু'মানের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে 'আবদুল 'আশহাল গোত্রের জনৈক ব্যক্তি এই ঘোষণা দেন যে, যদি বনী নাজ্জার দিয়াত প্রদান না করে তাহলে তাদেরকেও হত্যা করা হবে, এমনকি তাদের আরো বেশি সংখ্যক লোককে হত্যা করা হবে।[২৭৫] এ সংবাদ 'আমেরের নিকট পৌঁছালে তিনি বলেন :

ألا مــــن مبلغ الأكفاء عني * وقد تهدى النصيحة للنصيح

[২৭৩] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৪৪

[২৭৪] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৮৪

[২৭৫] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৮২-৮৩

Dhaka University Institutional Repository

سيندم بعضكم عجلا عليه * وما أثـر اللسان إلى الجروح

- আমার পক্ষ থেকে উপযুক্ত দূত কে হবে? যে উপদেশ গ্রহণকারীদেরকে উপদেশ দিবে।
- তোমাদের কেউ কেউ অচিরেই অনুতপ্ত হবে। তোমরা কি জানো? কাউকে আঘাত করতে ভাষার প্রভাব কতটুকু?

ইয়াহুদী কবি রাবি' 'ইবনু 'আবি 'আল-হুকাইকি 'আমেরের কবিতার প্রত্যুত্তরে বলেন,

فلست بغايظ الأكفاء ظلما * وعندي للملامات اجتراء

وما بعض الإقامة في ديار * يهان بها الفتى إلا عناء

- আমি অন্যায়ভাবে কারো প্রতি ক্রোধান্বিত হই না। আমি স্পর্ধা প্রদর্শন ও তিরস্কার করা পছন্দ করিনা।
- কোনো কোনো ঘরে অবস্থানের কারণে অহেতুক অপমানিত হতে হয়।

উপর্যুক্ত পঙ্‌ক্তিগুলোতে বিষয় ও ছন্দের ঐক্য বজায় থাকলেও অন্ত্যমিলের ক্ষেত্রে বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়।

৮. প্রশংসা (المدح)

ইসলামি যুগে কবিগণ ভালো কাজে উৎসাহ প্রদান করার জন্য প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেন। রাসুল (স.)-এর সামনে আগমন করে আল-যাবারকান ইবনু বাদর (মৃ. ৬৬৫ খ্রি.) নিজ গোত্রের প্রশংসা করে বলেন,

وأن لنا المرباع في كل غارة * نغير بنجد أو بأرض الأعاجم

- যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রত্যেক আক্রমণে আমরাই থাকি এক চতুর্থাংশ। আমরাতো নাজ্‌দ ও অন্যান্য অনারব ভূমিকে বদলে দিতে সক্ষম।

প্রত্যুত্তরে হাস্‌সান ইবনু সাবিতও (রা.) ইসলাম ও মুসলিমদের নিয়ে প্রশংসা করে বলেন :

نَصَرنا وَآوَينا النَبِيَّ مُحَمَّدا * عَلى أَنفِ راضٍ مِن مَعَدٍّ وَراغِمِ

- আমরা সন্তুষ্টচিত্তে অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশে নবি মুহাম্মদ (স.)-এর কাছে আশ্রয় নিয়েছি এবং তাকে সহায়তা করেছি।

৯. শোকগাথা (الرثاء)

জাহেলি যুগের ন্যায় ইসলামী যুগেও ব্যক্তির মৃত্যুতে কবিগণ শোকাহত হয়ে শোকগাথা রচনা করতো। বদরের যুদ্ধে কাফেররা নিহত হলে তাদের জন্য কুরাইশ কবি 'আবদুল্লাহ 'ইবনু যি'বারী শোকগাথা রচনা করেন।[২৭৬] 'আবদুল্লাহ 'ইবনু যি'বারী বলেন :

ماذا على بدر وماذا حوله * من فتية بيض الوجوه كرام

[২৭৬] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ১৩২

Dhaka University Institutional Repository

- ‘বদর’ প্রান্তর ও তার আশেপাশে আমাদের যুবকদের সাথে যা ঘটেছে তা আমাদের অনেকের চেহারা উজ্জ্বল করেছে।

মুসলিম কবি হাস্‌সান ইবনু সাবিত (৫৬৩-৬৭৪ খ্রি.) (রা.) প্রত্যুত্তরে বলেন,

ابك، بكت عيناك ثم تبادرت * بـــــدم تعل غروبها سجام

ماذا بكيت به الذين تتايعوا * هلا ذكرت مكارم الأقوام

- তুমি কাঁদো। তোমার দু’চোখ দিয়ে প্রবাহিত অশ্রুর সাথে রক্ত নির্গত হবে।
- তুমি কি কাঁদছো তাদের জন্য? যারা নিজেরা নিজেদেরকে বিপদে ফেলেছে! সেদিন আপন গোত্রের সম্মান তুলে ধরোনি কেন?

১০.বর্ণনা (الوصف)

‘নাক্বা’ইদ’ কবিতায় বিভিন্ন ঘটনাবলি ও যুদ্ধের বর্ণনা দান করে প্রতিপক্ষ কবিকে আঘাত করেন। বিশেষ করে মুসলমান কবিগণ তাদের বিজয়ের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেন। উসমান (রা.)-এর শাহাদতকে কেন্দ্র করে ওয়ালিদ ইবনু ‘উক্ববাহ (রা.) বলেন :

هم قتلوه كي يكونوا مكانه * كما غدرت يوماً بكسرى مرازبه

- তারা তার স্থানে থাকার জন্য যুদ্ধ করেছে। এভাবেই তোমরাও কিসরা ও তার বাহিনীর সাথে প্রতারণা করেছিলে।

উত্তরে আল-ফাদাল ইবনু আব্বাস ইবনে আবী লাহাব বলেন,

ومنا علي ذاك صاحب خـيبر * وصاحب بدر يوم سالت كتائبـه

وَقَد أَنزَلَ الرَحمَنُ أَنَّكَ فاسِقٌ * فَما لَكَ في الإِسلامِ سَهمٌ تُطالِبُه

- আলি (রা.) খায়বার ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধা ছিলেন। সেদিন কাফেরদের সৈনিকরা ঝরে পড়েছিল।
- দয়াময় আল্লাহ তোমাকে ফাসেক ঘোষণা করেছেন। অতএব ইসলামে তোমার কিছুই নেই যা তুমি অন্বেষণ করবে।

১১. ভীতি প্রদর্শন (التهديد)

ইসলামি যুগে কবিতার মাধ্যমে মুসলিম কবিগণ দুনিয়ার গর্ব ও অহঙ্কারকে তুচ্ছ করে উপস্থাপন করেন। এই ক্ষণস্থায়ী জগতের অসারতা প্রমাণের চেষ্টা করেন। আখেরাত ও পরকালকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভয়াবহ সময়ের ভীতি প্রদর্শন করেন। হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.) আল-যাবারকান ইবনু বাদরকে (মৃ. ৬৬৫ খ্রি.) পরকালের কল্যাণের প্রতি আহ্বান করেন। যাবারক্বান ইবনু বাদর বলেন,

بأنا فروع الناس في كل موطن * وأن ليس في أرض الحجاز كدارم

- সর্বস্থানে মানুষের সকল দলের সাথেই আমি আছি। হিযায ভূমিতে দারিম গোত্রের মতো কেউ নেই।

হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.) তার প্রত্যুত্তরে বলেন,

وَنَحنُ ضَرَبنا الناسَ حَتّى تابَعوا * عَلى دينِهِ بِالمُرهَفاتِ الصَوارِمِ

فَإِن كُنتُمُ جِئتُم لَحِقنَ دِمائِكُم * وَأَموالِكُم أَن تُقسَموا في المَقاسِمِ

Dhaka University Institutional Repository

- আমরা মানুষের সাথে তীক্ষ্ণ ধারালো তরবারি দিয়ে ততক্ষণ যুদ্ধ করি, যতক্ষণ তারা তাদের ধর্ম ত্যাগ না করে।
- তুমি যদি সে যুদ্ধে আসো, তবে তোমার জীবনের ইতি ঘটবে আর তোমার সম্পদগুলি গনীমত হিসেবে বণ্টিত হবে।

উপরের 'নাক্বা'ইদ' -এ যাবারকান যেমনি নিজ গোত্রের শক্ত অবস্থান তুলে ধরার মাধ্যমে ভয় দেখাচ্ছেন, তেমনি হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.) ভীতিপ্রদর্শনের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দান করছেন।

০৩.৫. প্রাক ইসলামি যুগের 'নাক্বা'ইদ' কবিতার বৈশিষ্ট্যাবলি

ইসলামি যুগে 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যে বিপ্লব সাধিত হয়। 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যের সাথে সংমিশ্রণ ঘটে ধর্ম, রাজনীতি ও সমাজের। জাহেলি যুগের জাতি বিভেদ ও বর্ণ বৈষম্য এখানে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। সকলের মাঝে পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি হয়। সকলে এক মালিকের অধিনস্থ ও একি দ্বীনে মিল্লাতের উপর দৃঢ়তার সাথে সম্পৃক্ত হয়। রাসুল (স.)-এর হাতে গড়ে উঠে সুন্দর এক সমাজ ব্যবস্থা। এবার সবাই মিলে এক দ্বীনের প্রতি সকল মানুষকে আহ্বান করেন।[২৭৭] এ সময়ে 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্য ইসলাম প্রচার ও প্রসারের মাধ্যম হিসেবে উন্মোচিত হয়। কাব্য রচনার বিষয় ও প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হয়। প্রথমত তাদের কবিতার আলোচ্যবিষয় পরিবর্তিত হয়। দ্বিতীয়ত কাব্য রচনায় মনুষত্ববোধ চলে আসে।[২৭৮] ইসলামি যুগে কবিগণের রচিত কবিতা নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ছিল।

১. অশ্লীলতামুক্ত

ইসলামি যুগের কবিতা পুরোপুরি অশ্লীলতামুক্ত ছিল।[২৭৯] উহুদ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে কবিগণের মাঝে 'নাক্বা'ইদ' রচিত হয়। তবে এই 'নাক্বা'ইদ' অশ্লীলতামুক্ত ও ইসলামি ভাবধারায় রচিত হয়। হুবায়রা ইবনু আবি ওয়াহাব (তা.বি.) বলেন:

مَا بَالُ هَمّ عَمِيدٍ بَاتَ يَطْرُقُنِي * بِالْوُدّ مِنْ هِنْدَ إِذْ تَعْدُو عَوَادِيهَا

- সেনাপতির চিন্তায় কী ঘটলো? যখন লড়াইয়ের জন্য বাহিনী ছুটে চলে তখন রাতে হিনদের ভালোবাসা নিয়ে সে আমার কাছে আগমন করেন।

প্রত্যুত্তরে হাস্‌সান ইবনু সাবিত (মৃ. ৬৭৪ খ্রি.) (রা.) বলেন :

سُقْتُمْ كِنَانَةَ جَهْلًا مِنْ سَفَاهَتِكُمْ * إِلَى الرّسُولِ فَجَنّدَ اللهُ مُخْزِيهَا

أَوْرَدْتُمُوهَا حِيَاضَ الْمَوْتِ صَاحِيَةً * فَالنّارُ مَوْعِدُهَا، وَالْقَتْلُ لَاقِيهَا

- রাসুল (স.)-এর কাছে তোমাদের বোকামীর জন্য অজ্ঞতাবসত তোমরা তূণীর খেয়েছো। অথচ আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করার জন্য তার সৈন্য প্রস্তুত করেছেন।

---

[২৭৭] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ১২৬

[২৭৮] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ১৭০

[২৭৯] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৪২ ; 'আবদুল মালিক আল-মা'আরিফ ইবনু হিশাম (মৃ. ২১৮ হি.), *السيرة النبوية* , তাহক্বীক্ব, মুহাম্মদ কুতুব, মুহাম্মদ বালতাহ, (লেবানন : বৈরুত, মাকাতাবতুল 'আসাবিয়্যাহ, ২০০৫, খ-৩) : ৪১৭-৪১৮

Dhaka University Institutional Repository

- তোমরা তাকে সচেতন করে মৃত্যুকূপে নিয়ে এসো। তার গন্তব্যে পৌঁছার জন্য (জাহান্নাম) অচিরেই মৃত্যু তার সাথে আলিঙ্গন করবে।

হুবাইরার প্রত্যুত্তরে কা'ব বিন মালিক (রা.) বলেন:

أَلَا هَلْ أَتَى غَسّانَ عَنّا وَدُونَهُمْ * مِنْ الْأَرْضِ خَرْقٌ سَيْرُهُ مُتَتَعْتِعُ

- সাবধান! ক্রটিপূর্ণ যাত্রার ফাঁদে পড়ে আমাদের ভূমি হতে গাচ্ছান ও অন্যান্যরা কি এসেছে?

উপরের নাক্বাইদগুলির মতো এই যুগে কবিগণ ইসলামি অনুশাসন মেনে কবিতা রচনা করেন।

২. সহজ-সরল

ইসলামি যুগের 'নাক্বা'ইদ' কবিতা অত্যন্ত সহজ ছিল। কঠিন ও দূর্লভ শব্দাবলি পরিহার করা হতো। 'আবদুল্লাহ ইবনু আল-যি'বারী কবিতা রচনা করেন:

ماذا على بدر و ماذا حوله * من فتية بيض الوجوه كرام

والحارث الفياض يبرق وجهه * كـــالبدر جـــلى ليلة الإظـلام

- বদর প্রান্তরের আশেপাশে কী ঘটেছিল? কতিপয় যুবকদের চেহারা সম্মানে আলোকোজ্জ্বল ও শুভ্র হয়ে উঠেছিল।
- বদান্যতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন আল হারিস। আল্লাহ তার চেহারাকে সুসজ্জিত করেছেন। তার চেহারা পূর্ণিমার রাতের ন্যায় অন্ধকার রজনীকে আলোকিত করে।

হাস্সান ইবনু সাবিত (রা.) প্রত্যুত্তরে বলেন।[২৮০]

ماذا بكيت بـه الذين تتابعوا * هلا ذكرت مكارم الأقوام

وذكـــرت مـــنا ماجدا ذا همة * سمح الخلائق صادق الإقدام

- যে পতন পর্যায়ক্রমে আসে, তার জন্যও তুমি কাঁদো কেন! অথচ আমি কি তোমার কাছে সম্মানিত গোত্রের কথা উল্লেখ করিনাই?
- আরো উল্লেখ করেছি আমাদের মধ্যকার সর্বাধিক সম্মানিত ও উচ্চাভিলাষীদের কথা। যাকে সকল মানুষ সত্যবাদী ও সাহসী হিসাবে সম্মতি প্রদান করেছে।

উপর্যুক্ত পঙ্‌ক্তিগুলির মতোই এ যুগের 'নাক্বা'ইদ' কাব্যে দূর্লভ শব্দাবলি পরিহার করা হয়েছে।

৩. সম্ভ্রম রক্ষা

'নাক্বা'ইদ' কবিতায় মানুষকে আঘাত করা হতো না এবং সম্ভ্রম ও মান সম্মান নষ্ট হয় এমন বিষয়াবলি থেকে কবিগণ বিরত ছিলেন। মানুষকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত প্রদান করা হয়। কুৎসা পরিত্যাগ করা হয়। দিরার ইবনু খাত্তাব তার গোত্রকে নিয়ে গর্ব প্রকাশ করে অশ্লীলতার আশ্রয় নিলেও মুসলিম কবি কা'ব বিন মালিক (রা.) তাকে আঘাত না করে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দ্বীনের দাওয়াত দেন। দিরার ইবনুল খাত্তাব বলেন :

ومشفقة تظن بنا الظنون * وقد قد نـــاعر ندمة طحونا

ترى الأبدان فيها مسبغات * على الأبطال والبلب الخصينا

- ভীতু নারী আমাদেরকে নিয়ে সন্দেহ করে। কঠিন লাঞ্ছনা তাকে নিক্ষেপ করে।

---

[২৮০] ইবনু হিশাম, *السيرة النبوية*, ৪১৭

Dhaka University Institutional Repository

- তুমি তার সাচ্ছন্দপূর্ণ দেহে পাবে আমাদের নপুংসকতা ও সাহসীকতাপূর্ণ শিরস্ত্রাণ।

কা'ব ইবনু মালিক (রা.) প্রত্যুত্তরে বলেন :

صبرنا لانرى الله عدلا * على مانابنا متوكلينا

وكان لنا النبي وزير صدق * بــه نعلو البرية أجمعينا

- আমরা ধৈর্য্যধারণ করি। বস্তুত দৃঢ়তা ও ভরসায় আমাদের সফলতা। অথচ আমরা আল্লাহকে দেখিনি।
- আমাদের সাথে আছেন আল্লাহর রাসুল (স.)। যিনি সত্যের প্রতিচ্ছবি। যার মাধ্যমে আমরা সৃষ্টিজগতের সকলেই সম্মানিত হয়েছি।

৪. ইসলামি রীতি নীতির উপর সীমাবদ্ধতা

কবিগণ ইসলামি রীতি নীতি অনুসরণ করা আরম্ভ করেন। ইসলাম স্বীকৃত পথেই কবিতা রচনার চেষ্টা করেন। অশ্লীল শব্দাবলি প্রয়োগ, মানুষকে আঘাত করা, দুনিয়ার গর্ব পরিত্যাগ করা এবং আল্লাহ, তাঁর রাসুল (স.), ইসলাম ও আখেরাত নিয়ে গর্ব প্রকাশ করা আরম্ভ করেন।[২৮১] 'আমর ইবনুল 'আস বলেন:

لَمَا رَأَيْت الْحَرْبَ يَنْـ * زُو شَرّهَا بِالرّضْفِ نَزْرَا

أَيْقَنْت أَنّ الْمَوْتَ حَقّ * وَالْحَيَاةَ تَكُونُ لَغْوًا

- আমি দেখি যে, যুদ্ধ যখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, তখন তার বীভৎসতা স্বল্প দাগ কাটে।
- আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, মৃত্যু যেখানে সত্য জীবন সেখানে অনর্থক।

প্রত্যুত্তরে কা'ব ইবনু মালিক (রা.) বলেন :

وَيَوْمَ بَدْرٍ لَقِينَاكُمْ لَنَا مَدَدٌ * فِيهِ مَعَ النّصْرِ مِيكَالُ وَجِبْرِيلُ

إنْ تَقْتُلُونَا فَدِينُ الْحَقّ فِطْرَتُنَا * وَالْقَتْلُ فِي الْحَقّ عِنْدَ اللهِ تَفضِيلُ

- বদরের প্রান্তরে আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছি। আমাদের জন্য ছিল জিবরাঈল ও মিকাঈল (আ.)-এর সাহোয্যের মতো অনেক সহায়তা।
- যদি তোমরা আমাদেরকে হত্যাও করো তবুও আল্লাহর ধর্মই হলো আমাদের ধর্ম। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর পথে নিহত হওয়া অনেক সম্মানের।

এই 'নাক্বা'ইদ' -এ আল্লাহর সাহায্য, জিবরাঈল (আ.) ও মিকাঈল (আ.) ইত্যাদি বিষয়াবলির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

৫. ইসলামি আক্বিদা বিশ্বাস

কবিগণ ইসলামি আক্বিদা বিশ্বাস অনুসরণ করে কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (স.) ভালোবাসায় ব্যস্ত হয়ে যান। এভাবে 'আলী ইবনু আবি তালিব (মৃ. ৬৬১ খ্রি.) (রা.)-এর সময় পর্যন্ত কবিগণ সীমাবদ্ধ থাকেন। সকল মানুষ ইসলামি বিধি নিষেধ পালন করা আরম্ভ করেন। ইসলামি যুগের পর 'নাক্বা'ইদ' যেমনি আরো উন্নত হতে থাকে, তেমনি প্রাক ইসলামি যুগের

[২৮১] আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي* , (মিশর : কায়রো, মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি.,৮ম সং,খ-১) : ১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

বৈশিষ্ট্যাবলি বিলুপ্ত হতে থাকে। ইসলামি 'নাক্বা'ইদ' আরব জাতিকে একতাবদ্ধ হতে ও পরিশোধিত হতে সাহায্য করে। বিভিন্ন জাতিকে এক ছায়াতলে আনে ও সু-শৃঙ্খল রাষ্ট্র গড়ে তুলতে সহায়তা করে। যাবারক্বান বিন বাদর রাসুল (স.)-এর দরবারে এসে বলেন:

أتيناك كيما يعلم الناس فضلنا * إذا احتفلوا عند احتضار المواسم

- আমরা আপনার কাছে একটি দাবি নিয়ে এসেছি। যাতে করে হজ্বের সময়ে একত্রিত সকল মানুষ আমাদের সম্মান সম্পর্কে অবগত হতে পারে।

হাস্সান ইবনু সাবিত (রা.) তার প্রত্যুত্তর দিয়ে বলেন :

فـــلا تجعلوا الله نـــدا وأسلموا * ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم

- অতএব এক আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করিওনা। ইসলাম গ্রহণ করো। অনারব অমুসলিমদের পোশাকের ন্যায় নিজেদের পোশাক পরিবর্তন করিওনা।

হাস্সান ইবনু সাবিত (রা.) কর্তৃক রচিত 'নাক্বা'ইদ' -এ তাওহীদ ও ইসলামের অবতারণা করা হয়েছে।

৬. জাহেলি কু-সংস্কার বিলুপ্তিকরণ

জাহেলি যুগের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে ইসলামি যুগে দূরীভুত করা হয়। কবিতায় পুরনো অন্ধ বিশ্বাস ও কু-সংস্কারকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। ইসলামি যুগের কবিতাগুলি বিবিধ কারণে জাহেলি যুগের কবিতা থেকে ভিন্ন ছিল। যেমন ;

ক. জাহেলি যুগের সাম্প্রদায়িকতা ইসলামি যুগে নিষিদ্ধ করা হয়।

খ. ইসলাম ধর্মের আক্বিদা বিশ্বাস এখানে স্থান লাভ করতে থাকে।

গ. জাহেলি অহমিকাকে রাসুল (স.) প্রত্যাখ্যান করে নতুনত্ব আনয়ন করার চেষ্টা অব্যাহত রাখে।

আর এ ভাবধারাগুলি তাদের তৎকালীন কবি সাহিত্যিকদের মাঝে ফুঁটে ওঠে।[২৮২] এ প্রেক্ষাপটে জনৈক কবি বলেন :

فلا تحسبوا الإسلام غير بعدكم * رماح مواليكم وذلك بكم جهل

- এরপরও তোমরা ইসলামকে তোমাদের মিত্রদের বর্শার মতো প্রতিপক্ষ মনে করো না। এমনটি করলে তোমাদের অজ্ঞতাই প্রকাশ পাবে।

৭. ভিন্ন ধর্মাবলির তৎপরতা

তৎকালীন আরবে ইসলাম ছাড়াও ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ও অগ্নিপূজকসহ অনেক ধর্মাবলির প্রচলন ছিল। তাদের কর্ম তৎপরতাও ছিল। বিশেষত আরবের এ পরিস্থিতিতে ইসলাম সকল মানুষের ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম জাহেলি অজ্ঞতাকে দূরীভূত করে সেখানে জায়গা করে নেয়। এটি সেখানকার রাজনীতি, অর্থনীতি ও পরিশুদ্ধির ধর্ম হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। রাসুল (স.)-এর

[২৮২] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ১৭০

Dhaka University Institutional Repository

সামনে আগমন করে আল-যাবারকান ইবনু বাদর (মৃ. ৬৬৫ খ্রি.) তাদের ধর্মীয় কাজ অবাধে করার সুযোগ চেয়ে বলেন:

وَأَنَّ لَنا المِرباعَ فِي كُلِ غارَةٍ * تُغيرُ بِنَجدٍ أَو بِأَرضِ الأَعاجِمِ

- যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রত্যেক আক্রমণে আমরাই থাকি এক চতুর্থাংশ। আমরাতো নাজ্‌দ ও অন্যান্য অনারব ভূমিকে বদলে দিতে সক্ষম।

তার প্রত্যুত্তরে হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.) বলেন:

نصرنا وآوينا النبي محمدا * على أنف راض من معد وراغم

فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا * ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم

- আমরা সন্তুষ্টচিত্তে অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশে নবি মুহাম্মদ (স.)-এর কাছে আশ্রয় নিয়েছি এবং তাকে সহায়তা করেছি।
- অতএব এক আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করিওনা। ইসলাম গ্রহণ করো। অনারব অমুসলিমদের পোশাকের ন্যায় নিজেদের পোশাক পরিবর্তন করিওনা।

এখানে ভিন্ন ধর্মানুসারীদের তৎপরতাকে রুখে রাসুল (স.) ও তাওহীদের দাওয়াতের বাণী শুনিয়েছেন।

৮. আরব সমাজ ব্যবস্থার চিত্র

আরব সমাজ ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন সাধিত হয়, কবিগণ তাদের কবিতার মাধ্যমে সেসব ফুটিয়ে তুলে। ইসলামি সংস্কৃতির স্পর্শে তারা জাতিগত ভেদাভেদ ও বৈরিতা ভুলে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়। জাহেলি ভাবধারা, গর্ব ও অহংকারকে তারা পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয়। নতুন ধর্মের শিক্ষা ও দীক্ষা কবি মনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। তাদের চিন্তা ও কল্পনাতে সত্য ধর্ম ইসলাম ভাবধারা চিত্রায়িত হয় এবং অসত্য ধর্ম প্রত্যাখ্যাত হয়। তবে জাহেলি বেদুইনি জীবন ব্যবস্থা তাদের উপর কিছুটা রেখাপাত করে। কবিতায় এ দু স্তরের জীবন ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি চিত্রায়িত হয়। একদল সত্য, আলো, ন্যায় ও রাসুল (স.)-এর পক্ষালম্বন করেন, অপরদল ভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার সমর্থন করেন। কারো কবিতা ন্যায়ের, আবার কারো কবিতা অন্যায়ের। প্রাথমিক অবস্থায় মুসলমানগণ প্রত্যেকের নিকটাত্মীয়গণকে দাওয়াত দিতে থাকলে তাদের মাঝে বৈরি পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মুসলিম ও অমুসলিম পরস্পর মুখোমুখি অবস্থানে চলে আসে। এ প্রতিকূল পরিবেশের তীব্রতা বাড়তে থাকলে এক পর্যায়ে তা চরম আকার ধারণ করে। এমনকি ব্যক্তি ও পরিবারের মাঝে চরম উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়। মুসলমানগণ ধৈর্য ধারণ করেন। তাদের অন্তরে রহমত বর্ষিত হলে তারা দৃঢ়তার পরিচয় দেন। তারা আকট্য বিশ্বাস স্থাপন করেন, এমনকি এক পর্যায়ে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। মদিনায় আউস-খাজরাজ ও ইয়াহুদি কবিদের মাঝে কাব্য যুদ্ধ চলে। মক্কার কবিগণ যেমন কাব্যের মাধ্যমে মদিনাবাসী যোদ্ধাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করেন, তেমনি মদিনাবাসী কবিগণ মক্কার যোদ্ধাদের কাব্যের মাধমে প্রতিহত করেন। তাই সেখানে আরবি সাহিত্যে দুটি ধারার সৃষ্টি হয়।

ক. মক্কিরীতি (মক্কার কুরাইশ ও মদীনার ইয়াহুদী কবিগণ এ ধারার অনুসারী।)

Dhaka University Institutional Repository

খ. মাদানীরীতি (মদীনাবাসী আনসার কবিগণ এ ধারার অনুসারী।)

'উমাইয়্যা 'ইবনু 'আবি ছালাত আছ্ছাক্বাফী (মৃ. ৬২৬ খ্রি.), কা'ব 'ইবনু 'আশরাফ (মৃ. ৬২৪ খ্রি.) ও অন্যান্য ইয়াহুদি কবিগণ কাফের কুরাইশদের পক্ষাবলম্বন করেন এবং আ'শা আত্ তামীমি, মা'বাদ আল-খাজা'য়ী ও অন্যান্য কবিগণ রাসুল (স.)-এর পক্ষাবলম্বন করেন। মদিনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে থাকলে, মদিনাবাসী ইয়াহুদীগণ নিজেদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার জন্য ইসলামকে হুমকি মনে করে। তাই তারা মক্কার কুরাইশদের সাথে সখ্যতা গড়ে ইসলামের ক্ষতিসাধন করার পায়তারা করে। মদিনার ইয়াহুদি কবিগণও মক্কার কুরাইশ কবিদের সাথে সম্মিলিত হয়ে কাব্য রচনার মাধ্যমে ইসলামের উপর আঘাত হানার চেষ্টা করে।

৯. গুরুত্বের পটভূমি পরিবর্তন

ইসলামি যুগে এসে 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যের পটভূমি পরিবর্তিত হয়ে ছন্দ ও অলঙ্কারিক উপাদানাবলি উন্নতি লাভ করে। তদুপরি আরবি সাহিত্য রাসুল (স.)-এর হাদিস ও বক্তৃতাবলি দ্বারা পরিশোধিত হয়ে নিত্যনতুন এক সভ্য সাহিত্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। কুরআনের আয়াতের প্রতিটা পরতে পরতে সঞ্চিত সাহিত্যবোধ ও শৈলি থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে আরবি সাহিত্যে প্রয়োগ করে। এতে তাদের সাহিত্য আরো উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে। তবে জাহেলি যুগে সাহিত্যের অলঙ্কারিক দিকের গুরুত্ব নিশ্চিত করতে কখনো অশ্লীলতা ও অপবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, ইসলামি যুগে অশ্লীলতা থেকে পরিশুদ্ধিতার দিকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়। জাহেলি যুগে যেটা নিয়ে অহমিকা প্রকাশ করা হয়, ইসলামি যুগে এসে সেটাকে নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়। গুরুত্ব পায় মনুষত্ব, বিবেক, ন্যায় ও ভ্রাতৃত্ববোধ। এ যুগে আরবি সাহিত্যে প্রকৃতিগতভাবে ন্যায়ের জাগরণ সৃষ্টি হয়। সাহিত্য রচনার মৌলিক উপাদানাবলিতে সংস্কার ঘটে।

১০.ইসলামি 'নাক্বা'ইদ' রচনা

রাসুল (স.)-এর সমসাময়িক সময়ে মুসলমান কবিগণ 'নাক্বা'ইদ' কবিতার মাধ্যমে কাফেরদের কুকথা ও ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করেন। এ সময়ের 'নাক্বা'ইদ' কবিতার শৈল্পিক ভিত্তিতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়। হাস্সান ইবনু সাবিত (৫৬৩-৬৭৪ খ্রি.) (রা.) ছিলেন ইসলামি এমন একজন কবি যিনি জাহেলি যুগেও কবি ছিলেন। তিনি ইসলামি যুগে ইসলামের আলোয় আলোকিত হয়ে তৎকালীন কাফের, ইয়াহুদী, নারী ও পুরুষসহ সকল কবিদের মাঝে সুখ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হন।

عجبت لفخر الأوس والحَين دائر * عليهم غدا والدهر فيه بصائر

وفخر بني النجار إن كان معشر * أصيبوا ببدر كُلِّهم ثمَّ صابر

- আউস গোত্রের গর্ব দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হই। ধ্বংস যাদের উপর প্রতিনিয়ত ঘূর্ণায়মান, আর মহাকাল তাদের পর্যবেক্ষক।
- বনী নাজ্জারের এই দলটি দেখেও আমি আশ্চর্যান্বিত হই। বদরের যুদ্ধে সকলেই আক্রান্ত হওয়ার পরও ধৈর্য্য ধারণ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

কা'ব ইবনু মালিক (রা.) দিরার ইবনু খাত্তাবের প্রত্যুত্তরে বলেন :

عجبت لأمر الله والله قادر * على ما أراد ، ليس لله قاهر

- আল্লাহর হুকুম দেখে আমরা আশ্চর্যান্বিত হই। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম। তার উপর খবরদারী করার কেউ নেই।

এই যুগে ক্বা'ব বিন মালিক, আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহাহ ও হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.) এর হাতে এ ধরনের ইসলামি নাক্বাইদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১১. ধর্মীয় মূল্যবোধ

জাহেলি যুগের কবিতা সাধারণত চারণভূমি, পানির ঘাট, নেতৃত্ব, লালসা ও নির্লজ্জতাকে ঘিরে রচিত হয়। ইসলামি যুগের 'নাক্বা'ইদ' ধর্মীয় বিষয়াবলি ও এর প্রচার-প্রসার, নতুন রাষ্ট্র, হেদায়াত, মনুষত্ব ও সার্বজনীনতা কেন্দ্রিক ছিল। জাহেলি যুগের 'নাক্বা'ইদ' -এ কবি ও কবি বংশের প্রভাব প্রতিপত্তি, বংশ মর্যাদা ও যুদ্ধাবলির বিস্তারিত বিবরণ প্রাধান্য পায়। ইসলামি যুগের 'নাক্বা'ইদ' কবিতায় ইসলাম ধর্ম প্রাধান্য পায়। কুফর, ইসলাম, হেদায়াত ও ভ্রষ্টতাকে কেন্দ্র করে কবিগণ কাব্য রচনা করেন। কুরাইশগণের অন্যতম কবি হলেন 'আবদুল্লাহ ইবনু যি'বারী (মৃ. ৬৮০ খ্রি.), 'আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস (মৃ. ৬৩৬ খ্রি.) ও 'উমর ইবনুল 'আছ (মৃ. ৬৬৪ খ্রি.)। তাদের প্রতিহত করেন ইসলামি তিন প্রধান কবি হাস্‌সান ইবনু সাবিত (৫৬৩-৬৭৪ খ্রি.) (রা.), কা'ব ইবনু মালিক (রা.) (মৃ. ৫১ খ্রি.) ও 'আবদুল্লাহ 'ইবনু রাওয়াহাহ (মৃ. ৬২৯ খ্রি.) (রা.)। হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.) ও কা'ব বিন মালিক (রা.) যুদ্ধের বিবরণী স্বীয় কবিতায় উপস্থাপন করেন। 'আবদুল্লাহ 'ইবনু রাওয়াহাহ কাফেরদের প্রতিহত করেন। এ সময়কার কঠোর ভাষা প্রয়োগকারী মুসলিম কবিদ্বয় হলেন হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.) ও কা'ব বিন মালিক (রা.)। আর 'আবদুল্লাহ 'ইবনু রাওয়াহার ভাষা ছিল সহজতর। ইসলাম গ্রহণের পর 'আবদুল্লাহ 'ইবনু রাওয়াহার ভাষা হয়ে যায় অনেক কঠোর।[২৮৩] প্রথমাবস্থায় কবিগণ সমর্থনপুষ্ট ও প্রতিপক্ষ কবিদের প্রতি ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। অতঃপর তাঁরা সাহিত্য রচনায় ঈমান, ইসলামের ন্যায় নতুন উপাদানের প্রয়োগ করেন।[২৮৪] আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহাহ (রা.) রাসুল (স.)-কে নিয়ে কাব্য রচনা করেন।

وَفِـــينَا رَسُـــولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ * إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الفَجْرِ سَاطِعُ

أَرَانَا الهُدَى بَعْدَ العَمَى فَقُلُوبُنَا * بِـــهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ

- আমাদের মাঝে আছেন আল্লাহর রাসুল (স.)। তিনি প্রভাত বিদীর্ণ হয়ে আলো বিচ্ছুরিত হওয়ার সাথে সাথেই কুরআন তেলাওয়াত করেন।
- আমাদের অন্ধত্বের মাঝে তিনি আলোর পথ দেখিয়েছেন। তার সকল কথা সত্য বলে আমাদের হৃদয় সুনিশ্চিত হয়েছে।

---

[২৮৩] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ১৩১

[২৮৪] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল্লাহ ইবনু যি'বারী অহুদ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বলেন:

وليس لنا ولى على ذي حرارة * وإن طال تذراف الدموع رجوع

- এই অগ্নিস্বরূপ যুদ্ধে আমাদের কোনো অভিভাবক নেই। এই যুদ্ধ আরো প্রলম্বিত হলে আমাদের অশ্রু বিসর্জন পূনরায় প্রত্যাবর্তিত হবে।

তার প্রত্যুত্তরে হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.) বলেন:

أمام رسول الله لا يخذلونه * لهم ناصر من ربهم وشفيع

وقتلاكم في النار أفضل رزقهم * حميم معا في جوفها وضريع

- রাসুল (স.)-এর সামনে তাকে কেউ কথা বলতে পারবে না। আল্লাহ হলেন তার সাহায্যকারী এবং মধ্যস্থতাকারী।
- তোমাদের নিহতরা হলো জাহান্নামে। তাদের উদরের সর্বোত্তম খাদ্য হলো ফুটন্ত পানি ও কাঁটাযুক্ত খাবার।

উপরের 'নাক্বা'ইদ' -এ ধর্মীয় মূল্যবোধ যেভাবে ফুটে উঠেছে, তেমনি তাদের সকল কবিতাতেই তাওহীদ ও ধর্মকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

১২. রীতি ও শৈলিগত বৈশিষ্ট্য

ইসলামি যুগের প্রথমাবস্থায় প্রায় কবিগণের কাব্যগুলিতে অস্থিরতা বিরাজমান ছিল। শব্দ চয়ন, বাক্য গঠন ও শৈলিতে পরিপক্কতা থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে দুর্বলতা ছিল। হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.) ছিলেন 'ইমরুল ক্বায়েছ (মৃ. ৫৪৪ খ্রি.), যুহাইর (মৃ. ৬০৯ খ্রি.) ও নাবিগার (মৃ. ৬০৪ খ্রি.) মতো জাহেলি ঘরানার কবিদের মতো। জীবনের প্রথমাবস্থায় তিনি বসতভিটা, ভ্রমণকাহিনি, কুৎসা, প্রশংসা, নারীকেন্দ্রিক প্রেম কাব্য রচনা, বাহনের বর্ণনা, সমরাঙ্গন ও গর্বমূলক কাব্য রচনা করেন। কিন্তু ইসলামে প্রবেশ করার পর তিনি ঐ সকল প্রাচীন রীতি-নীতি পরিত্যাগ করে কাব্য রচনা করতে গেলে কিছুটা থমকে যান। তবে এ ক্ষেত্রে হাতিয়াহ (মৃ. ৬৫০ খ্রি.) ভিন্ন ছিলেন। তিনি হাস্‌সান ইবনু সাবিতের মতো ইসলামি স্রোতধারায় ততটা ডুবে যাননি।[২৮৫] সাবলীলতা, হালকা ও বিনয়ী রীতিতে নবাগত ধর্মের বর্ণনা অতি দ্রুততার সাথে রচিত হয়। অপ্রত্যাশিত ও আচমকা ভিন্ন বিষয়ের অবতারণা ঘটে। যাবারক্বান ইবনু বাদর, (মৃ. ৬৬৫ খ্রি.) হাস্‌সান ইবনু সাবিত ও কবি হাতিয়ার 'নাক্বা'ইদ'-এর মাঝে তা লক্ষ্য করা যায়। তাদের 'নাক্বা'ইদ' -এ তাঁরা জাহেলি রীতি-নীতি অনুসরণ করেন।[২৮৬]

১৩.উদ্দেশ্য

জাহেলি যুগে কবিগণ কাব্য নিয়ে নিজ প্রতিভা ও আপন গোত্রের গর্ব প্রকাশ করে উত্তেজিত হৃদয়ে প্রশান্তি লাভের উদ্দেশ্যে কাব্য রচনা করেন। ইসলামি যুগের 'নাক্বা'ইদ' কবিতা রচনা করার উদ্দেশ্য

[২৮৫] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ১৩২

[২৮৬] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

হলো ধর্মীয় বিবরণ, রাষ্ট্র ও আরবি-অনারবি সকল মানুষের প্রতি সদোপদেশ ও কল্যাণ সাধন করা। যার দ্বারা মানুষকে মনুষত্বে ফিরিয়ে আনা যায়। দিরার ইবনুল খাত্তাব বলেন:[২৮৭]

وَسَوْفَ نَزُورُكُمْ عَمّا قَرِيبٍ * كَمَا زُرْنَاكُمْ مُتَوَازِرِينَا

- যেমনিভাবে আমরা তোমাদের সাথে সাক্ষাত করেছি। অচিরেই নিকটবর্তীতে তোমাদের সাথে সাক্ষাত করবো।

কা'ব ইবনু মালিক (রা.) তার প্রত্যুত্তরে বলেন :

سَيُدْخِلُهُ جِنَانًا طَيِّبَاتٍ * تَكُونُ مُقَامَةً لِلصّالِحِينَا

كَمَا قَدْ رَدّكُمْ فَلّا شَرِيدًا * بِغَيْظِكُمْ خَزَايَا خَائِبِينَا

- অচিরেই তার হৃদয়ে প্রবেশ করবে পবিত্রতা। এবং তা সৎ লোকদের আসরে পরিণত হবে।
- যেমনিভাবে তোমাদেরকে রুখে দিয়েছে। তোমাদের ক্রোধে তারা লজ্জিত, নিরাশ ও বিতারিত হবে না।

এখানে কা'ব বিন মালিক (রা.) প্রতিপক্ষ দিরার ইবনুল খাত্তাবের প্রত্যুত্তরের উদ্দেশ্যে 'নাক্বা'ইদ' রচনা করলেও মূলত তার উদ্দেশ্য ছিল দিরারকে সদোপদেশ দান করা।

১৪. আলোচ্য বিষয়

ইসলামি যুগের 'নাক্বা'ইদ'-এর আলোচ্য বিষয় পরিবর্তিত হয়। কেবল ইসলাম, ইমান ও আক্বিদা হলো ইসলামি 'নাক্বা'ইদ'-এর আলোচ্যবিষয়। স্বগোত্রীয় পক্ষপাতিত্ব জাহেলি সাহিত্যে পূর্ব থেকেই ছিল। কিন্তু ইসলামি যুগে 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্য রাষ্ট্র, ধর্ম, সামাজিক রীতি-নীতি ও ইসলামি বিজয়কে কেন্দ্র করে রচিত হয়।[২৮৮] আল-ফাদাল ইবনু আব্বাস ইবনে আবী লাহাব বলেন,

وَقَد أَنزَلَ الرَحمَنُ أَنَّكَ فاسِقٌ * فَما لَكَ في الإِسلامِ سَهمٌ تُطالِبُه

- দয়াময় আল্লাহ তোমাকে কপট হিসেবে প্রেরণ করেছেন। অতএব ইসলামে তোমার এমন কোনো অংশ নেই যা তুমি অন্বেষণ করবে।

কবি হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.) প্রত্যুত্তরে বলেন :

لَنا المُلكُ في الإِشراكِ وَالسَبقُ في الهُدى * وَنَصرُ النَبِيِّ وَابتِناءُ المَكارِمِ

فَلا تَجعَلوا لِلَّهِ نِدّاً وَأَسلِموا * وَلا تَلبَسوا زَيّاً كَزَيِّ الأَعاجِمِ

- এ পৃথিবীর নেতৃত্বের অংশিদার আমরাই। হেদায়েতেও আমরাই অগ্রবর্তীতা। রাসুল (স.)-এর সম্মান প্রতিষ্ঠা ও তাকে সাহায্য করাতেও আমরাই অগ্রগামী।
- অতএব আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করিও না এবং ইসলাম গ্রহণ করো। অনারবদের মতো পোশাক পরিবর্তন করিও না।

০৩.৬. উমাইয়্যা যুগের 'নাক্বা'ইদ' কাব্যের বিষয়াবলি

উমাইয়্যা যুগে কাব্য সাহিত্যে নতুনত্ব আসে; বিশেষত প্রণয়কাব্যে ও কুৎসা কবিতায়। এ সময়ে 'আল-হিজা' ও 'আল-ফাখার'-এর সমন্বয়ে রচিত হয় 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্য।[২৮৯]

---

[২৮৭] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ১৩২

[২৮৮] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ১৭৪

[২৮৯] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ২০৫

Dhaka University Institutional Repository

১. গর্বমূলক 'নাক্বা'ইদ' (الفخر)

উমাইয়্যা যুগে গর্ব ও অহঙ্কার প্রকাশ করে কবিতা রচিত হয়। অহঙ্কারের বিপরীতে 'আল-হাদাম' তথা বিধ্বস্ত ও প্রত্যাখানমূলক কবিতা রচিত হয়। 'ইবনু মিয়্যাদাহ ও 'ইকাল ইবনু হিশামের মধ্যে গর্বকেন্দ্রিক 'نقائض' রচিত হয়। বীরত্বগাথা 'حماسة' কবিতায় 'الفخر' ও 'الهجاء' প্রাধান্য লাভ করে। খুরাসানে ওয়াকী'য় ইবনু ছুয়াদ ও কুতাইবা ইবনু মুসলিম আল-বাহেলীর (মৃ. ৭১৫ খ্রি.) মুত্যুতে আল-ফারাজদাক্ব (৬৪১-৭৩২ খ্রি.) বলেন :[২৯০]

فدى لسيوف من تميم وفى بها * ردني وجلت عن وجوه الأهاتم

شفين حزازات النفوس ولم تدع * عـــلينا مـــــقالا في وفاء للائم

- তামিম গোত্রীয় যুদ্ধের মুক্তিপণ আমাকে ফেরত দিয়ে তার অপদস্ত চেহারাকে আলোকিত করেছে।
- অন্তরের বিদ্বেষ ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করলেও তিরস্কারকারীর প্রতিশোধে কোনো প্রতিষেধক রেখে যাননি।

জারির (মৃ. ৯৯ হি./৭১৭ খ্রি.) প্রত্যুত্তরে বলেন :

فغيــرك أدى للخليفة عـــــهده * وغيرك جلى عن وجوه الأهاتم

ندافع عنكم كل يــوم عظيمة * وأنت قراحي بسيف الكواظم

- তোমাদেরকে ছাড়াই খলিফা খেলাফত পরিচালনা করে। সে তো তোমাদের অপদস্ত চেহারাকে আলোকিত করে।
- বড় বড় যুদ্ধেও আমরা তোমাদের রক্ষা করি। আর তুমিতো তোমার প্রহড়ির তরবারিতেই আহত হয়েছিলে।

গর্বমূলক কবিতায় আল-ফারাজদাক্ব কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তাঁর রচিত আল-ফাখার এ দৃঢ়তার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর গর্বমূলক কবিতায় বিষয় উপস্থাপনের ব্যাপকতা, বিবিধ গৌরবময় প্রতিযোগিতা, যুদ্ধ ও সংগ্রামের বর্ণনা চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়। অলংকারপূর্ণ রীতি ও শৈলিতে তাঁর আল-ফাখার কবিতা পূর্ণাঙ্গতা পায়। 'নাক্বা'ইদ'-এর মাধ্যমেই তাঁর অধিকাংশ আল-ফাখার কবিতা প্রকাশিত হয়। আল-ফারাজদাক্ব (৬৪১-৭৩২ খ্রি.) আল-ফাখার কবিতার 'لامية' তে সর্বাধিক দক্ষ ছিলেন। আল-ফারাজদাক্ব বলেন;

إن الذي سمك السماء بني لنا * بـــــيتا دعـــــايمه أعـز وأطول

سمونا لنجران اليماني وأهله * و نجران أرض لم تديث مقاوله

- নিশ্চয় আসমানের সমুন্নতকারী সত্তা আমাদের জন্য এমন গৃহ নির্মান করেছেন, যার স্তম্ভগুলি অনেক সম্মানী এবং দীর্ঘস্থায়ী।
- ইয়েমেনের নাজরান ও তাদের প্রতিবেশিদের জন্য আমরা অনেক সম্মানিত হয়েছি। 'নাজরান' এমন এক ভূমি যেখানে আমরা ছাড়া কেউ নেতৃত্ব দিতে পারেনা।

[২৯০] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ১৫

Dhaka University Institutional Repository

আল-আখতাল (৬৪০-৭১০ খ্রি.) তাগলিব, দারিম, ইয়াররু' ও ক্বায়েছ ইবনু 'আইলানের মধ্যকার সংঘটিত যুদ্ধকে নিয়ে গর্ব করেন।[২৯১]

২. কুৎসাজ্ঞাপক 'নাক্বা'ইদ' (الهجاء)

আল-ফারাজদাক্ব মৃত্যু অবধি জারিরের (মৃ. ৯৯ হি./৭১৭ খ্রি.) সাথে কাব্য যুদ্ধ চালিয়ে যান। তাদের 'নাক্বা'ইদ'-এর প্রধান বিষয় ছিল কুৎসা। তারা গোত্র ও বংশের উপর আঘাত করে কবিতা রচনা অব্যাহত রাখেন।[২৯২] আল-ফারাজদাক্ব বলেন :

ووجدت قومك فقأوا من لؤمهم * عـــينيك عـــند مكـارم الأقوام

صغرت دلائهم فما ملأوا بها * حوضن ولا شهدوا عراك زحام

- সম্মানের পরিবর্তে তোমার গোত্রের এমন লাঞ্ছনাকর অবস্থা পরিদর্শনে তোমার দু'চোখ উপড়ে যাবে।
- তাদের ছোট বালতি দ্বারা জলাধার পূর্ণ হবেনা। এমনকি যুদ্ধের ঠাসাঠাসিতেও এর অস্তিত্ব থাকবেনা।

জারির প্রত্যুত্তরে বলেন :

مهلا فرزدق إن قـومك فـــيهم * خور القلوب و خفة الأحلام

الظاعنون على العمى بجميعهم * والنـــــازلون بـــشر دار مقام

- হে ফারাজদাক্ব! তোমার গোত্রের দুর্বল হৃদয়ের মানুষগুলি তুচ্ছ স্বপ্নে বিভোর আছে।
- তাদের সবাই ক্ষণস্থায়ী অন্ধত্বে নিমজ্জিত। তারা প্রতিষ্ঠিত ঘরে অমঙ্গল আনয়নকারী।

'নাক্বা'ইদ' কবিতায় বাস্তব অনুভূতি দিয়ে প্রতিপক্ষের উপর তীব্র প্রভাব ফেলা যায়। মানুষের দোষত্রুটি অনুসন্ধান করে এতে তুলে ধরে প্রতিপক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করা হয়। কখনো প্রতিপক্ষের উপর উত্তেজিত হয়ে তাঁর ব্যাপারে হাস্য রসাত্মক বিষয়াবলির অবতারণা করে ক্রোধকে আরো তীব্রতর করার চেষ্টা করা হয়। সাবলীল শব্দাবলি ও চমৎকার কল্পনাবিলাশ 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যকে করেছে উপভোগ্য।[২৯৩] জারির আল-আখতালকে বলেন :

والتغليبي إذا تنحنح للقـــرى * حك استه و تمثل الأمثالا

- তাগলীবিরা অতিথেয়তা সানন্দে গ্রহণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

জারির আল-বা'ইসকে (মৃ. ৭৫১ খ্রি.) বলেন :

فغض الطرف إنك من نمير * فلا كعبا بلغت ولا كلابا

- হে নুমাইর! তুমি তোমার চক্ষু অবনত করো, লাঞ্ছিত না হলেও তুমি সম্মানের অধিকারী নও।

আল-হিজা প্রথম শতাব্দীতে ক্রমবিকাশ লাভ করে। বংশগৌরব, বংশমর্যাদা, যুদ্ধ-সংগ্রাম, ধর্ম, আবিষ্কার ও কবিতার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতার উপর নির্ভর করে রচিত হয় আল হিজা। আল-হিজার সাথে সংশ্লিষ্টদের অন্যতম হলেন,

---

[২৯১] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ২৩৪

[২৯২] 'আলি 'আউদাহ সালিহ আল-সাওয়া'ঈর, *شعر النقائض في عصر صدر الإسلام*, (কুল্লিয়াতুত দিরাসাতিল 'উলইয়া, জর্ডান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১খ্রি.) : ১০৯-১০১

[২৯৩] আহমাদ আল-শাইব,*تاريخ النقائض في الشعر العربي*, (মিশর : কায়রো, মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি., ৮ম সং,খ-১) : ২৩২

Dhaka University Institutional Repository

১) যুবাইর ইবনু আল-আওয়াম (মৃ. ৬৫৬ খ্রি.)

২) জারিরের দাসী (তা.বি.)

৩) আল-ফারাজদাক্বের স্ত্রী (তা.বি.)

৩. প্রশংসাজ্ঞাপক 'নাক্বা'ইদ' (المديح)

কবিগণ 'নাক্বা'ইদ' কবিতায় প্রশংসা ও স্তুতির অবতারণা করতেন। নিজ গোত্র বা কোনো খলিফার পক্ষাবলম্বন করতে গিয়ে স্তুতি বর্ণনায় অতিরঞ্জনও করতেন। এ ক্ষেত্রে আল-আখতালের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি উমাইয়্যা খেলাফতকে সমর্থন করতে গিয়ে আনসারী সাহাবিগণকে নিন্দা করেছেন। তার অধিকাংশ 'নাক্বা'ইদ' উমাইয়্যা খলিফাগণের প্রশংসাজ্ঞাপক। তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর প্রশংসা করেন। তাকে দানশীল ও অসহায়গণের ভরসাস্থল ও আশ্রয়স্থল হিসাবে উত্থাপন করেন। আল-আখতাল বলেন;

أخالد مأواكم لمن حل واسع * و كفك غيث للصعاليك مرسل

ألا أيها الساعي ليدرك خالدا * تناه و اقصر بعض ما كنت تفعل

سقى الله أرضا خالد خير أهلها * بمستفرغ باتت عز إليه تسحل

- আশ্রয়হীনদের জন্য 'খালিদ' কি উত্তম আশ্রয়স্থল নয়? (অবশ্যই) তোমার হাতের তালু নিঃস্ব মানুষদের জন্য বর্ষণের সুসংবাদ দানকারী দূত।
- ওহে খালেদের যায়গায় পৌঁছার জন্য চেষ্টাকারীগণ, তোমরা সাবধান! তোমরা তো নিজেকে শেষ করে দিবে। অতএব তোমার কৃতকর্মকে সীমিত করো।
- আল্লাহ খালিদ ও তার পরিবার কর্তৃক এই জমিকে সিক্ত করেছেন। তাঁর অনবরত ও দ্ব্যর্থহীন অনুগ্রহের বিরল বারিধারা সকলকে মসৃণ তথা সিক্ত করে।

প্রত্যুত্তরে জারির আল-আখতালের নিন্দা বর্ণনা করে নিজের গোত্রের প্রশংসা করে কাব্য রচনা করেন।

أجدك لا يصحو الفواد المعلل * و قد لاح من شيب عذار و مسحل

لنا الفضل في الدنيا و أنفك راغم * و نحن لكم يوم القيامة أفضل

- তোমার দাদার আহত হৃদয়ে হুঁশ কি ফিরেনি? অথচ তার দাঁড়ির শুভ্রতা ও কাঁচি চকচক করছে।
- এই ধরায় আমরা সম্মানিত এবং তোমরা লাঞ্ছিত। পরকালেও আমরাই সম্মানিত হবো।

আল-আখতাল আবদুল মালেক ইবনু মারওয়ান এর প্রশংসা করে তাকে বিভিন্ন তুলনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

و في كل عام منك للروم غزوة * بعيدة آثار السنابك و السرب

و قد جعل الله الخلافة منهم * لأبيض لا عاري الخوان و لا جدب

- সুদূর রোম সাম্রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত পরিসরে প্রতি বছরেই আপনার রাজ্য বিজয়াভিযান অব্যাহত আছে। তাঁর তরবারির স্মৃতি বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে, তিনি যেদিকে ইচ্ছা ছুটে যেতে পারেন।
- তাদের মধ্য থেকে আল্লাহ তাকে খেলাফত দান করেছিলেন, তাদেরকে কলঙ্কমুক্ত করার জন্য। যেখানকার দস্তরখানে থাকবেনা কোনো নগ্নতা, শূন্যতা ও দুর্ভিক্ষ।

Dhaka University Institutional Repository

৪. রাজনৈতিক 'নাক্বা'ইদ' (النقائض السياسي)

ইসলামি যুগের রাজনীতি ও উমাইয়্যা যুগের রাজনীতির মাঝে বিস্তর তফাৎ বিদ্যমান। 'মু'আবিয়া' (মৃ. ৬৮০ খ্রি.)-এর পূর্ব পর্যন্ত সময়ে শাসনক্ষমতা মূলত শুরাভিত্তিক ইসলামি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী চলমান ছিল। এ সময়ে সাধারণ জনগণের মতানুসারে খলিফা নির্বাচিত হয়। সকলের মতামতকে মূল্যায়ন করা হয়। ইবাদত ও লেনদেনসহ সকল ক্ষেত্রে তারা ইসলামকে অনুসরণ করেন। রাজনীতি হলো ইসলামের একটি উপাদান। এ কারণে খলিফাগণ তৎকালীন সাম্প্রদায়িক ত্রুটি বর্ণনা ও কুৎসা কবিতা নিষেধ করায় 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্য স্থমিত হয়। অতঃপর 'আলী (রা.) (মৃ. ৬৬১ খ্রি.) ও মু'আবিয়ার (রা.) মধ্যকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সময় 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্য পুনরায় উজ্জীবিত হয়।[২৯৪]

উমাইয়্যা যুগে রাজনীতি ধর্ম থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে যায়। ব্যক্তি, গোত্র, দল ও কবিগণ সবাই ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ লালন করা আরম্ভ করেন। কবিগণ শাসকগণের পক্ষাবলম্বন করা আরম্ভ করেন। দ্বীনকে পরিত্যাগ করে তাঁরা দুনিয়ার পেছনে ছুটতে থাকেন। ইসলামি যুগীয় রাজনীতির স্বাধীনতার পরিবর্তে তারা উৎসাহ প্রদান ও ভীতিপ্রদর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। শাসকগণও ক্ষমতা লাভের জন্য শরীয়তের উপর নির্ভরশীল ছিলেন না। একদল কবি তাদের এই ক্ষমতা লাভ ও ক্ষমতা পরিচালনা কাজকে উপহার উপঢৌকনের আশায় সমর্থন দান করতে থাকেন।[২৯৫] আল-আখতাল বলেন :

إلى إمام تغادينا نوافله * أظفره الله فليهنأ له الظفر

الخائض الغمر و الميمون طائره * خليفة الله يستسقى به المطر

لا يطعم النوم إلا ريث يبعثه * هم الملوك و جد هابه الحجر

- আমরা এমন নেতৃত্বের ছায়াতলে সমাসিত যে, সে প্রভাতেই উপহার নিয়ে আগমন করে। আল্লাহ তাকে এমন বিজয় দান করে থাকেন, যে বিজয়ে তার সাফল্য প্রতিফলিত হয়ে থাকে।
- সমালোচকগণকেও তিনি সাগরের পানি পান করাতেন তথা মুক্তহস্তে উপহার উপঢৌকন প্রদান করতেন। তাদের অশুভ কাজগুলি যেন তাদের সৌভাগ্য। তিনি হলেন আল্লাহর খলিফা, তার জন্যই বারি বর্ষণ করে মানুষের পিপাসা নিবারণ করেন।
- ঘুমন্ত ব্যক্তিকেও তিনি পরিমান মতো খাদ্য প্রদান করে থাকেন এবং রাজ্যের সকলের অভিপ্রায় ও প্রচেষ্টা হবে কঠিন শিলার ন্যায় তাকেই স্থির রাখা ও সম্মান করা।

তিনি উমাইয়্যা শাসকগণের সরাসরি প্রশংসা করেছেন। এমনকি তাদের পূর্বপুরুষগণের প্রশংসা করতেও ত্রুটি করেননি। জারির তার প্রত্যুত্তরে আল-আখতাল ও শাসকগণের কুৎসা বর্ণনা করেন। জারির বলেন:[২৯৬]

و الآكلون خبيث الزاد وحدهم * و النازلون إذا واراهم الخمر

---

[২৯৪] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ২৩৪ ; 'আলি 'আউদাহ, *شعر النقائض*, ১১৯-১৩০

[২৯৫] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ১৬, ১৭৭, ১৭৯ ; 'আলি 'আউদাহ, *شعر النقائض*, ১৩০-১৩৮

[২৯৬] আবু তাম্মাম (মৃ- ২৩১হি/৮৪৫খ্রি.), আনতুন ছালিহানী আল-ইউসুয়ি, *نقائض جرير و الأخطل*, (লেবানন : বৈরুত, ১৯২২ খ্রি.) : ১৬৬-১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

يابن الخبيثة ريحا من عدلت بنا * أمن جعلت إلى قيس إذا زخروا

- তাদের কেউ গুইসাপের মাংসও ভক্ষণকারী। আবার অনেকেই মাদকের পশ্চাতে ধাবমানকারী।
- হে দুষ্টের পুত্র! যারা আমাদের উপর ন্যায় নীতি প্রয়োগ করে তারাই তো ক্ষমতাশালী। যখন 'ক্বায়স' উত্তেজিত হবে তখন তুমি তাদের সাথেই থাকবে।

আল-আখতাল রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় কবিতা রচনা করতেন। তিনি রাজনীতির সাথে অধিক যুক্ত ছিলেন। পক্ষান্তরে জারির তার কুৎসা বর্ণনা করেন।

৫. বংশগৌরব কেন্দ্রিক 'নাক্বা'ইদ' (النسيب)

জারিরের 'নাক্বা'ইদ'-এর অন্যতম বিষয় ছিল আল-নাসীব। তাকে আল নাসীবের 'أستاذ الشعراء' বলা হয়। তাঁর রচিত আল-নাসীবে প্রাকৃতিক কোমলতা, মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতির যথাযথ পরিবেশন ও ইসলামি রীতি-নীতির সমন্বয় ঘটান। এ ধরনের কাব্য সূক্ষ্ম শৈল্পিক কারুকার্য, অতি সাধারণ ও কাব্যভূমির অতি উর্বরতায় পরিপূর্ণ ছিল। যে কেউ এতে সুর দিয়ে গাইতে পারতো। তার এ ধরনের 'নাক্বা'ইদ' এ জীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে।[২৯৭] আল-ফারাজদাক্ব বলেন:[২৯৮]

و أبناء أبي سلمى زهير و ابنه * و ابن الفريعة حين جد المقول

دفعوا ألي كتابهن وصية * فورثتهن كأنهن الجندل

- যুহাইর ইবনু আবি ছুলমা, ত্বদীয় পুত্র কা'ব ও হাস্‌সান ইবনু সাবিত (রা.) হলেন আমার কবিতার পূর্ব সনদ।
- তাদের লেখনির দায়িত্ব আমার উপর হস্তান্তর করেছেন। জলপ্রপাতের ন্যায় আমি তাদের ওয়ারিশ লাভ করেছি।

জারির প্রত্যুত্তরে বলেন :[২৯৯]

لمن الديار كأنها لـــم تـحلل * بين الكناس وبين طلح الأعزل

أقلى اللوم عـاذل و العتابا * وقولي إن أصبت لقد أصابا

- হরিণের আশ্রয়স্থলের ন্যায় ঘরের মালিক নিকৃষ্ট ও অরক্ষিত স্থান থেকে মুক্তি পায়নি।
- নিন্দাকারী ও ভর্ৎসনাকারী আমায় কি তিরস্কার কম করেছে? আমি বলি, তারা আক্রান্ত হলে আমিও আক্রান্ত হবো।

আল-ফারাজদাক্ব তার বংশের পূর্বপুরুষদের নিয়ে গর্ব প্রকাশ করলে জারির তার প্রত্যুত্তরে কুৎসা বর্ণনা করে নিজেদের কৃতিত্ব প্রকাশ করেন।

৬. শোকজ্ঞাপক 'নাক্বা'ইদ' (الرثاء)

---

[২৯৭] আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي*, (মিশর: কায়রো, মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি., ৮ম সং, খ-১) : ২৩১

[২৯৮] আবু 'উবাইদাহ মা'মার ইবনু আল-মুছান্না, ওয়াদ্বিহ আল হাওয়াশী, খলিল ইমরান আল-মানসূর, *كتاب النقائض*, (লেবানন : বৈরুত, দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ , ১ম সংস্করণ, খ-১, ১৪১৯ হি.) : ১৩৪-১৫৪

[২৯৯] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض* , ১৫৪-১৬৯

Dhaka University Institutional Repository

উমাইয়্যা যুগের 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যে শোকগাথা বর্ণনা করা হয়। জারিরের (মৃ. ৯৯ হি./৭১৭ খ্রি.) স্ত্রী খালেদা বিনতু ছা'আদ মৃত্যুবরণ করার পর জারির তাঁর জন্য শোকগাথা বর্ণনা করে 'নাক্বা'ইদ' রচনা করে। পরবর্তীতে কবি আল-ফারাজদাক্ব (৬৪১-৭৩২ খ্রি.) তাঁর রচিত শোকগাথার প্রত্যুত্তরও রচনা করেন।[৩০০] জারির বলেন :

نعم القرين و كنت علق مضنة * ولرى ينعف (بلية) الأحجار

عمرت مكرمة المساك و فارقت * مـــــا مسها صلف ولا إقتار

- তোমার মিলন কতইনা সুখকর! তুমি ছিলে আমার প্রিয় মূল্যবান নিঃশ্বাস। কঠিন দুর্যোগেও আমি তোমাকে দেখি সমুন্নত।
- তোমার মৃত্যুতে পবিত্র জলাধার দীর্ঘজীবী হয়েও বন্ধ হয়েছে। কোনো অভাব ও দাম্ভিকতা তাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

আল-ফারাজদাক্ব প্রত্যুত্তরে বলেন :

كـــانت منافقة الحياة و موتها * خزي علانية عليك وعار

فلئن بكيت على الأتان لقد بكى * جزعا غداة فراقها الأعيار

- তার জীবন ছিল হঠকারীতায় পরিপূর্ণ। তার মৃত্যু ছিল তোমার জন্য প্রকাশ্য লাঞ্ছনা।
- তুমি যদি এই গাধীর জন্য ক্রন্দন করো, তাহলে প্রত্যুষে তার বিচ্ছেদের দুঃখে গাধাও কাঁদবে।

৭. মদ কেন্দ্রিক 'নাক্বা'ইদ' (خمريات)

মদের কবিতায় আল-আখতাল (৬৪০-৭১০খ্রি.) কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে সক্ষম হন। তাঁর মতো সূক্ষ্মভাবে 'নাক্বা'ইদ' এ শরাব পানের বর্ণনা অন্য কোনো কবি প্রদান করেন নি।[৩০১] আল-আখতাল বলেন :[৩০২]

كَأَنَّني شارِبٌ يَومَ اِستُبِدَّ بِهِم * مِن قَرقَفٍ ضُمِّنَتها حِمصُ أَو جَدَرُ

جادَت بِها مِن ذَواتِ القارِ مُترَعَةٌ * كَلفاءُ يَنحَتُّ عَن خُرطومِها المَدَرُ

- যেদিন তাদের নিয়ে স্বেচ্ছাচারী ছিলাম, সেদিন আমি যেন 'হিমস' অথবা 'যাদর' এলাকার স্বচ্ছ পানীয় পান করে মদ্যপ ছিলাম।
- কানায় কানায় পূর্ণ তামাটে, আলকাতরার ন্যায় স্বচ্ছ ও কৃষ্ণবর্ণের উৎকৃষ্ট মদ যেন কাদামাটির নলাকার পাত্র থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম।

প্রত্যুত্তরে জারির বলেন:[৩০৩]

الآكلون خبيثَ الزادِ، وحدهُمُ * والسائلون بظهرِ الغيبِ ما الخبرُ

إن الأخيطل خنزير أطاف به * إحدى الدواهي التي تخشى و تنتظر

---

[৩০০] আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي*, (মিশর : কায়রো, মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি., ৮ম সং, খ-১) : ১৭

[৩০১] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ২৩১

[৩০২] আবু তাম্মাম (মৃ- ২৩১হি/৮৪৫খ্রি.), আনতুন ছালিহানী আল-ইউসুয়ি, *نقائض جرير و الأخطل*, (লেবানন : বৈরুত, ১৯২২ খ্রি.) : ১৪৮-১৬৫

[৩০৩] আবু তাম্মাম, *نقائض جرير و الأخطل*, ১৬৬-১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

- তাদের কেউ গুইসাপের মাংসও ভক্ষণকারী। আবার অনেকেই মাদকের পশ্চাতে ধাবমানকারী।
- নিশ্চয় আল-আখতাল হলো শূকর। বিপদাপদ তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে, যাকে তিনি ভয় করেন এবং যার জন্য তিনি অপেক্ষমান।

আল-আখতাল মদকে নিয়ে গর্ব প্রকাশ করলে জারির সেই মদের কারণে তাকে শূকরের সাথে তুলনা করেন।

০৩.৭. উমাইয়্যা যুগের 'নাক্বা'ইদ' কাব্যের বৈশিষ্ট্যাবলি

ভাষাবিদ ও সাহিত্য সমালোচকগণ উমাইয়্যা যুগে 'নাক্বা'ইদ'-এর রচয়িতাদের নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করে। তারা 'নাক্বা'ইদ'-এর সমালোচনা করার পাশাপাশি কবিগণকেও মূল্যায়ন করতেন। সাহিত্য সমালোচকগণ মনে করেন যে, আল-ফাখার ও 'নাক্বা'ইদ' শব্দগঠনে আল-ফারাজদাক্ব (৬৪১-৭৩২খ্রি.) অগ্রগামী আবার কুৎসা ও গালিগালাজে জারির (মৃ. ৯৯ হি./৭১৭ খ্রি.) অগ্রগামী। মুহাম্মদ ইবনু ছালাম (মৃ. ২২৫ হি.) বলেন, আল-ফারাজদাক্ব বিশেষ দিক থেকে শ্রেষ্ঠ আর জারির সাধারণভাবে শ্রেষ্ঠ। আবু উবাইদাহ মা'মার আল-মুছান্না (মৃ. ৮২৪ খ্রি.) বলেন, জারির পবিত্র ও সুন্দর উপমাদানে অগ্রগামী ছিলেন। আল-ফারাজদাক্ব ছিলেন পাপাচারী ও দুরাচারী। হুসাইন ইবনু ইয়াহইয়া হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেন। রাভী হাম্মাদকে আল-আখতাল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। উত্তরে তিনি বলেন, আমাকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করো না, যে কবিতা থেকে খ্রিষ্টান ধর্মকে বেশি পছন্দ করে। ইসহাক্ব ও আবু উবাইদাহ হতে বর্ণিত তাঁরা বলেন, আবু আমর বলেন, যদি কবি আল-আখতাল জাহেলি যুগে একদিনও পেতেন, তাহলে আমি তাঁর উপর অন্য কাউকেই স্থান দিতাম না। এভাবেই সমালোচকগণ 'নাক্বা'ইদ'-এর শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

প্রথম 'নাক্বা'ইদ' রচনাকারী কবিগণ সাধারণত দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। শৈলিগত দৃঢ়তা ও অর্থের সূক্ষ্মতায় তারা নিজেদের পাণ্ডিত্য ফুটিয়ে তুলতে প্রতিপক্ষ থেকে অগ্রগামী ছিলেন। প্রতিপক্ষ কবিদের থেকে তাঁরা অনেক বেশি স্বাধীন হয়ে বিষয়, ছন্দ ও অন্ত্যমিল নির্বাচন করেন। পক্ষান্তরে পরে কবিতা রচনাকারী কবিগণ ততটা স্বাধীন হয়ে শব্দ, বিষয়, ছন্দ ও অন্ত্যমিল নির্বাচন করতে পারতেন না। তাঁরা কেবল পূর্বের কবির কবিতায় নির্বাচিত শব্দ, বিষয়, ছন্দ ও অন্ত্যমিল রক্ষা করে কবিতা রচনা করেন।[৩০৪]

১. প্রত্যুত্তরে সমতা ও অতিরঞ্জিতা

প্রথম কবি হিজাতে যেভাবে অপর কবির কুৎসা বর্ণনা করেন, প্রতিপক্ষ কবি ঠিক সেভাবেই প্রত্যুত্তর করেন। প্রথম কবি যে ধরনের শব্দ বা অশ্লীলতার প্রয়োগ করেন, প্রতিপক্ষ কবিও একি কাজ করেন। এমনকি কখনো তিনি প্রত্যুত্তরের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করেন। আল-আখতাল প্রথমে জারিরকে নিক্ষিপ্ত মলের সাথে তুলনা করলে পরবর্তীতে জারির তাকে শূকরের সাথে তুলনা করেন। আল-আখতাল বলেন:

[৩০৪] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

إذا صَخِبَ الحادي عَلَيهِنَّ بَرَّزَت * بَعيدَةُ ما بَينَ المَشافِرِ وَالعَجبِ

- উটের চোয়াল ও ঠোঁটের মধ্যকার স্থান থেকে নিক্ষিপ্ত মলের নিচে পরে উটচালক যখন চিৎকার করে।

জারির প্রত্যুত্তরে বলেন :

لَعَلَّكَ خِنزيرَ الكُناسَةِ فاخِرٌ * إذا مُضَرٌ مِنها تَسامى بَنو الحَربِ

- হে তাগলীব গোত্রের শূকর! সম্ভবত তুমি অহঙ্কারী। অথচ 'মুদার' গোত্র 'হারব' গোত্রের সাথে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা করে।

২. অন্ত্যমিল ও ছন্দের সমতা

আঘাতকারী কবি যে ছন্দে ও অন্ত্যমিলে হিজা রচনা করেন, প্রতিপক্ষ কবিও সে ছন্দে এবং একি অন্ত্যমিল রক্ষা করে 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। এ সময় এক ধরনের অন্ত্যমিলের 'নাক্বা'ইদ' যুদ্ধ চলছিল কবিগণের মাঝে। এমনকি কবি জারির (মৃ. ৯৯ হি./৭১৭ খ্রি.) প্রায় ৮০ (আশিজন) জন কবিকে পরাস্ত করতে সক্ষম হন। আল-আখতাল (৬৪০-৭১০ খ্রি.) ও আল-ফারাজদাক্ব (৬৪১-৭৩২ খ্রি.) ছাড়া কোনো কবি তার সাথে কাব্যিক যুদ্ধে বিজয়ী হতে পারেন নি। রা'য়ী আন-নুমাইরী (মৃ. ৭০৮ খ্রি.) জারিরের গোত্র তামীম সম্পর্কে বলেন :

لَوْ أَطْلَعَ الْغُرَابُ عَلَى تَمِيْم * وَمَا فِيْهَا مِنَ السَّوْءَاتِ شَابَا

- হায়! এই কাকগুলি তামিম গোত্র সম্পর্কে যদি অবগত হতে পারতো! অথচ তাদের গোত্রের যুবকের লজ্জাও নেই।

জারির প্রত্যুত্তরে বলেন;[৩০৫]

فَغُضَّ الطَّرْفَ إنكَ مِنْ نميرٍ * فلا كَعْباً بَلَغْتَ ولا كِلابا

إذا غَضِبَتْ عليكَ بنو تميمٍ * حَسِبْتَ الناسَ كُلَّهُمُ غِضَابا

- যখন তামিম গোত্র তোমাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়, তখন সকল মানুষই তোমাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়।
- হে নুমাইর! তুমি তোমার চক্ষু অবনত করো। তুমি কোনো লাঞ্ছিত না হলেও সম্মান লাভ করোনি।

তবে কখনো এর ব্যতিক্রম ঘটনাও ঘটেছে। অর্থাৎ দুই কবির 'নাক্বা'ইদ' কবিতার বিষয় ও ছন্দের সমতায় ছেদ পড়েছে। যেমন; আল-ফারাজদাক্ব বলেন :

ضَرَبَت عَلَيكَ العَنكَبوتَ بِنَسجِها * وَقَضى عَلَيكَ بِهِ الكِتابُ المُنزَلُ

- নিশ্চয় আসমানের সমুন্নতকারী সত্তা আমাদের জন্য এমন গৃহ নির্মান করেছেন, যার স্তম্ভগুলি অনেক সম্মানী এবং দীর্ঘস্থায়ী।

এতদ্বশ্রবণে কবি জারির বলেন :

لِمَنِ الدِيارُ كَأَنَّها لَم تُحلَلِ * بَينَ الكِناسِ وَبَينَ طَلحِ الأَعزَلِ

- হরিণের আশ্রয়স্থলের ন্যায় ঘরের মালিক যেন অরক্ষিত স্থান থেকে মুক্তি পায়নি।

এখানে প্রথম পঙ্‌ক্তিতে পেশের ব্যবহার আর দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে যেরের ব্যবহার ঘটে।[৩০৬]

৩. অশ্লীলতা

---

[৩০৫] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *التطور و التجديد في الشعر الأموي* , (কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৭, ৮ম সংস্করণ) : ১৬৬

[৩০৬] ড. শাওক্বী, *التطور و التجديد* , ৪

Dhaka University Institutional Repository

উমাইয়্যা যুগের কবিগণ আবেগ তাড়িত হয়ে কখনো 'নাক্বা'ইদ' কবিতায় অশ্লীলতার প্রয়োগ দেখান। জারির (মৃ. ৯৯ হি./৭১৭ খ্রি.) আল-ফারাজদাক্বের (৬৪১-৭৩২ খ্রি.) বোনকে নিয়ে এমন অনেক অশ্লীল কথা ছড়িয়েছেন, যার কারণে 'حد القذف'-এর বিধান প্রয়োগ করার পর্যায়ে পৌঁছে। জারির পরবর্তীতে তার এই অপকর্মের জন্য তওবা করেন। জারির আল-ফারাজদাক্বের স্ত্রী আন নাওয়ার ও জি'সানকে নিয়ে অশ্লীল শব্দের প্রয়োগ করেন।

وَهَلْ كانَ الفَرَزْدَقُ غَيرَ قِرْدٍ * أصابتهُ الصواعقُ فاستدارا

تَزَوَّجتُم نَوارَ وَلَم تُريدوا * لِيُدرِكَ ثائِرٌ بِأَبي نَوارا

- আল-ফারাজদাক্ব হলো প্রকৃত বানর! বজ্রধ্বনি তাঁর চারপাশে প্রদক্ষিণ করছে।
- আন-নাওয়ারকে বিবাহ করেছ। অথচ তুমিও চাইতে না যে, আন-নাওয়ারের পিতার বিক্ষুব্ধতা তোমার পর্যন্ত পৌঁছাক।

আল-ফারাজদাক্ব জারিরের গোত্রের নারীদেরকে কুকুরের সাথে তুলনা করে তাদের বিভিন্ন মন্দ গুণাবলিকে তুলে ধরেন। এমনকি নারীদের গুপ্তাঙ্গের বর্ণনা দানেও সংকোচ করেন নি।

يرفعنَ أرجلهُنَّ عنْ مفروكةٍ * مُقِّ الرُّفُوغِ رحيبةُ الأجوالِ

- তারা দীর্ঘ ও সুপ্রসারিত নোংরা গুপ্তাঙ্গের পার্শ্ব থেকেই ঘৃণাভরে তাদের পদযুগল তুলে নিতো।

৪. প্ররোচনা দানে উৎকোচ প্রদান

কোনো কোনো কবি অপর কোনো কবিকে কারো বিরুদ্ধে কবিতা রচনার জন্য উৎকোচ প্রদান করেন। এ কারণে আল-ফারাজদাক্ব প্রভাবিত হয়ে জারিরের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করেন এবং আল-আখতালকে জারিরের উপর প্রাধান্য দেন। আখতালও ফারাজদাক্বের পক্ষাবলম্বন করে কাব্য রচনা করেন। আল-আখতাল বলেন :

أَجَــريرُ إِنَّــكَ وَالَّذي تَسمو لَهُ * كَأَسيفَةٍ فَخَرَت بِحِدِجِ حَصانِ

تاجُ المُلوكِ وَصِهرُها في دارِمٍ * أَيّــامَ يَربوعٌ مَعَ الرُعيانِ

- হে জারির! তুমি যাদেরকে নিয়ে গর্ব করে থাকো, তোমরা সকলেই আছো বিষণ্নতায়। তুমি তো অশ্বের বোঝা বহন করা নিয়ে গর্ব প্রকাশ করছো।
- এ রাজ্যের মুকুট হলো 'দারিম' গোত্রে। এ গোত্র নিয়ে তারা গর্ব করে থাকে। 'ইয়ারবু' এর যুদ্ধে তোমরা ছিলে রাখালদের সাথে।

জারির প্রত্যুত্তরে বলেন :

فَدَعوا الحُكومَةَ لَستُمُ مِن أَهلِها * إِنَّ الحُكومَةَ في بَني شَيبانِ

- তোমরা ক্ষমতা ছেড়ে দাও। নিশ্চয় তোমরা শাসন পরিচালনার যোগ্য নও। শাসন পরিচালনার যোগ্য হলো বনি শায়বান।

৫. সাম্প্রদায়িকতা ও গোত্র প্রথার পুনরুত্থান

জাহেলি যুগের গোত্রভিত্তিক দাম্ভিকতা ইসলামি যুগে এসে বিলুপ্ত হলেও উমাইয়্যা যুগে পূনরুত্থান লাভ করে। কবিগণ নিজ নিজ গোত্রের নানা কৃতিত্ব তুলে ধরে একে অপরকে হেয় করার চেষ্টা অব্যাহত

Dhaka University Institutional Repository

রাখেন। আল-ফারাজদাক্ব স্বীয় গোত্রকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য একদিকে যেমন তার শাখা গোত্রের প্রশংসা করেছেন, অপর দিকে জারিরের গোত্রকে কুৎসা বা নিন্দা করেছেন।

أبنو كليب مثل آل مجاشع * أم هل أبوك مدعدعا كعقال

- কুলায়ব গোত্র কি মুজাশি'য় গোত্রের ন্যায়? (না), নাকি তোমার পিতা (পশু তাড়িয়ে নেওয়া রাখাল) ইক্বাল ইবনু মুহাম্মদ ইবনু ছুফিয়ানের ন্যায়? (না)

জারির প্রত্যুত্তরে বলেন:

قَبَحَ الْإِلهُ بَنِيْ خضَاف وَ نِسْوَةٌ * بَاتَ الخَزِيْرُ لَهُنَّ كَالأَحْقَالِ

ولد الفرزدق و الصعاصع كلهم * علج كأن وجوههن مقال

يا ضب إني قد طبخت مجاشعا * طبخا يزيل مجامع ألأوصال

- প্রভূ খাজাফ গোত্র ও তাদের নারীদেরকে কুৎসিত করে সৃষ্টি করেছেন। তাদের এই বেহাল অবস্থাও খুজরাহ এর মতো বিভিন্ন রোগের মাধ্যমে তীব্রতর করেছেন।
- ফারাজদাক্ব, সা'সা'আ এবং তাদের সকলেই রোগাগ্রস্থই জন্ম দিয়েছেন। মনে হয় তাদের চেহারাগুলি কড়াই এর মত!
- আমি এই গুইসাপগুলি মুজাশি'য় গোত্রের জন্য রেধেছি। যেটা ভক্ষণ করলে তাদের সকলের পেট গলে যাবে।

৬. বংশগৌরব বর্ণনায় অতিরঞ্জন

আল-ফারাজদাক্বের পূর্বপুরুষদের অনেকেই বিখ্যাত কবি ছিলেন। তাই তিনি তাঁদেরকে নিয়ে গর্ব প্রকাশ করে তাদের ইতিহাস নিজ কবিতায় স্থান দেন। ইমরুল কায়েছ (৫০১-৫৪০ খ্রি.), 'আলকামাহ (মৃ. ৬০৩ খ্রি.), মুহালহিল (মৃ. ৫৩১ খ্রি.), তরফা (৫৪৩-৫৬৯ খ্রি.), আল-আ'য়শা (৫৭০-৬২৯ খ্রি.), আল-মুরাক্কাশ (মৃ. ৫৫২ খ্রি.), বিশর ইবনু আবি খাজিম (মৃ. ৬০১/৫৯১ খ্রি.), 'উবাইদ ইবনু আহরাছ (মৃ. ৫৯৮ খ্রি.) ও যুহাইর (৫২০-৬০৯ খ্রি.) প্রমুখ কবিগণ তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন।[৩০৭] জারির আল-ফারাজদাক্বের বংশের প্রতি কলঙ্ক লেপন করার জন্য নোংরা ও অশ্লীল অপবাদ দেন। আল-ফারাজদাক্ব তার প্রত্যুত্তরে বলেন:

مِنّا الَّذي اِختيرَ الرِجالَ سَماحَةً * وَخَيراً إذا هَبَّ الرياحُ الزَعازِعُ

وَمِنّا الَّذي أَعطى الرَسولُ عَطِيَّةً * أُسارى تَميمٍ وَالعُيونُ دَوامِعُ

أولَئِكَ آبائي فَجِئني بِمِثلِهِم * إذا جَمَعَتنا يا جَريرُ المَجامِعُ

- আমাদের মধ্য হতে যে বীরত্ব, বদান্যতা ও উৎকৃষ্টতা পরখ করে, সে বায়ুর ঝাঁকুনির দিকে ধাবিত হয়।
- যে আমাদের রাসুল (স.)-কে উপহার প্রদান করে, তাদেরকে আমরা তামীম গোত্রের চারণভূমিতে প্রেরণ করি, যেখানে আছে সিক্তকারী প্রবাহমান ঝরনা।
- এরাই হলেন আমার পূর্বপুরুষ, আমি যাদের সমাবেশ ঘটিয়েছি। তুমিও তেমন একটি দলকে উপস্থাপন করো।

[৩০৭] ড. শাওক্বী, *التطور و التجديد* , ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

আক্বরা' ইবনু হাবিসকে (মৃ. ৩১ হি./৬৫১ খ্রি.) নিয়ে আল-ফারাজদাক্ব, এবং আল-বা'ইস আল-মুজাশি'য়ী (মৃ. ১৩৪ হি./৭৫১ খ্রি.) উভয়ে গর্ববোধ করেন। আক্বরা' ইবনু হাবিস তামীম গোত্রের একজন পণ্ডিত ছিলেন। আল-বা'ইস আল-মুজাশি'য়ী বলেন :

وَعَمِّيْ الَّذِيْ اخْتَارَتْ فَحَكَمُوْا * فَأَلْقُوْا بِأَرْسَانٍ إِلَى حُكْمِ عَدْلِ

- আমার পিতৃব্য তাকে নির্বাচিত করেছে। তাই তারা শাসন পরিচালনা করেছেন। তোমরা তাদের নাকে দড়ি লাগিয়ে ছেড়ে দাও যেন তারা আমাদের পূর্বপুরুষদের মতো ন্যায় শাসক উপস্থাপন করে।

আল-ফারাজদাক্ব বলেন :

إِنِّيْ وَجَدَتْ أَبِيْ بَنِيْ لِيْ بَيْتَهُ * فِيْ دَوْحَةِ الرَّؤْسَاءَ وَالْحُكَامِ

- আমার পিতা আমার জন্য যে ঘর নির্মাণ করেছেন, তা অবশ্যই আমি পেয়েছি। আমি তা পেয়েছি আমার পূর্বপুরুষগণের নেতৃত্ব ও শাসনকার্য পরিচালনার ইতিহাসের ডালপালাযুক্ত বিস্তৃত বৃক্ষ থেকে।

৭. ইসলামি বিধি বহির্ভূত কুৎসা

'নাক্বা'ইদ' কাব্যে এ যুগে যে কুৎসামূলক ভাষার প্রয়োগ হয় ইসলামে তা অত্যন্ত ঘৃণিত ছিল। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষ যে নোংরা ও অশ্লীল শব্দাবলির ব্যবহার আরম্ভ হয় তার জন্য ইসলামি শরিয়তে শাস্তির বিধান পরিলক্ষিত হয়। তাই আল-ফারাজদাক্বের বোনকে অশ্লীলভাবে উপস্থাপন করার জন্য অপবাদের শাস্তির আওতায় পড়তে হয়েছিল। জারির আল-ফারাজদাক্বের স্ত্রী আন নাওয়ার ও জি'সানকে নিয়ে অশ্লীল শব্দের প্রয়োগ করেন।

وَهَلْ كانَ الفَرَزْدَقُ غيرَ قِرْدٍ * أصابتهُ الصواعقُ فاستدارا

تَزَوَّجتُم نَوارَ وَلَم تُريدوا * لِيُدرِكَ ثائِرٌ بِأَبي نَوارا

- আল-ফারাজদাক্ব হলো প্রকৃত বানর! বজ্রধ্বনি তাঁর চারপাশে প্রদক্ষিণ করছে।
- আন-নাওয়ারকে বিবাহ করেছ। অথচ তুমিও চাইতে না যে, আন নাওয়ারের পিতার বিক্ষুব্ধতা তোমার পর্যন্ত পৌঁছাক।

আল-ফারাজদাক্ব জারিরের গোত্রের নারীদেরকে কুকুরের সাথে তুলনা করে তাদের বিভিন্ন মন্দ গুণাবলিকে তুলে ধরেন। এমনকি নারীদের গুপ্তাঙ্গের বর্ণনা দানেও সংকোচ করেন নি।

يرفعنَ أرجلهُنَّ عنْ مفروكةٍ * مُقِّ الرُّفُوغِ رحيبةُ الأجوالِ

- তারা দীর্ঘ ও সুপ্রসারিত নোংরা গুপ্তাঙ্গের পার্শ্ব থেকেই ঘৃণাভরে তাদের পদযুগল তুলে নিতো।

৮. নতুন উসলূব তথা রীতি-নীতি ও সমৃদ্ধ শব্দ ভান্ডার

এ যুগে 'নাক্বা'ইদ' রচনার জন্য ছন্দ, অন্ত্যমিল ও বিষয়গত ঐক্যের মতো শর্তগুলিকে আবশ্যক করা হয়। এ সকল শর্ত অনুসরণ করেই প্রখ্যাত তিন 'নাক্বা'ইদ' কবি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত এবং কবি জারির ও আল-আখতালের মাঝে দীর্ঘ বিশ বছর পর্যন্ত 'নাক্বা'ইদ' যুদ্ধ চলমান ছিল। আবু উবাইদাহ ও আবু তাম্মাম রচিত গ্রন্থদ্বয় অনুযায়ী

১. গাচ্ছান আল-ছালিত ও জারিরের মাঝে রচিত হয় ০৪ টি 'নাক্বা'ইদ'
২. আবুল ওয়ারাক্ব ও জারিরের মাঝে রচিত হয় ০১ টি 'নাক্বা'ইদ'
৩. জারির ও নুবহানী মাঝে রচিত হয় ০১ টি 'নাক্বা'ইদ'

Dhaka University Institutional Repository

৪. জারির ও আল-বা'ইসের মাঝে রচিত হয় ০২ টি 'নাক্বা'ইদ'

৫. জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে রচিত হয় ২৮ টি 'নাক্বা'ইদ'

৬. জারির ও আল-আখতালের মাঝে রচিত হয় ১১ টি 'নাক্বা'ইদ'

আল-ফারাজদাক্ব, হাসান আল-বাসরীর (মৃ. ৭২৮ খ্রি.) সমাবেশে এবং জারির ইবনু ছীরিনের (মৃ. ৭২৯ খ্রি.) সমাবেশে বসতেন। তাঁরা এ সকল সমাবেশ থেকে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে নিজেদের কাব্যে প্রয়োগ করেন।[৩০৮] এমনকি তখনকার 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যে কতিপয় শরয়ী মৌলিক রীতি-নীতি বিদ্যমান ছিল। কবিগণ তা অনুসরণও করতেন।

৯. উমাইয়্যা যুগের 'নাক্বা'ইদ' অনেক ঐতিহ্য ও ঘটনাবলির সংরক্ষক

আল-ফারাজদাক্ব এ 'নাক্বা'ইদ'-এর মাঝে বিভিন্ন যুদ্ধের ঘটনাবলি তুলে ধরেছেন। বিস্তারিতভাবে কবিগণ এ ঘটনার উপর গবেষণা করতেন। অনুসন্ধান করতেন কীভাবে প্রতিপক্ষকে আঘাত করে ঘায়েল করা যায়। আল-ফারাজদাক্ব বলেন,

وَهُمُ الَّذينَ عَلى الأَميلِ تَدارَكوا * نَعَماً يُشَلُّ إِلى الرَئيسِ وَيُعكَلُ

- আমিলের যুদ্ধের দিনে তাদেরকে সংস্কার করা হয়েছিল, তথা তাদেরকে প্রতিকার দেওয়া হয়েছিল। তাদের চতুষ্পদ পশুগুলিকে পক্ষাঘাতগ্রস্থ করে তাদের গোত্রপতির কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল।

এই 'নাক্বা'ইদ' এ প্রসিদ্ধ যুদ্ধ ও এর ঘটনাবলি উল্লেখ করে নিজেদের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম যুদ্ধ হলো, 'يوم الأميل', 'يوم نقا الحسن' এবং 'مقتل عمارة'। এ যুদ্ধসমূহে তাদের বীরত্ব কেমন ছিল তা বর্ণনা করেছেন।

مَلِكانِ يَومَ بَزاخَةٍ قَتَلوهُما * وَكُلاهُما تاجٌ عَلَيهِ مُكَلَّلُ

وَهُمُ إِذا اِقتَسَمَ الأَكابِرُ رَدَّهُم * وافٍ لِضَبَّةَ وَالرِكابُ تُشَلَّلُ

- বুযাখার যুদ্ধে মুহার্‌রাক ও তার ভাই যিয়াদ উভয়কে হত্যা করেছে। অথচ তারা উভয়ে ছিল স্বীয় গোত্রের মুকুটসম।

---

[৩০৮] মুহাম্মদ ইবনু সালাম আল-জুমাহী, *طبقات فحول الشعراء*, তাহক্বীক্ব-মাহমুদ মুহাম্মদ শাকির, (মিশর : কায়রো, দারুল মাদানী, খ-১) : ৫৫১

" أن رجلا سأل الحسن البصري يوما، وعنده الفرزدق عن اليمين اللغو في الكلام من مثل قوله: لا والله، فقال الفرزدق له: أو سمعت ما قلت في ذلك؟ فقال الحسن: ما كل ما قلت سمعوا، فما قلت؟ فقال: قلت: "

- একদা আল-ফারাজদাক্বের উপস্থিতিতে কথাচ্ছলে কসম খাওয়ার ব্যাপারে (যেমন "لا والله" বাক্য সম্পর্কে) জনৈক ব্যক্তি হাসান আল-বসরী (র.) কে প্রশ্ন করেন। (আল-ফারাজদাক্ব তাকে বলেন, এই ব্যাপারে আমি যা বলেছি, তুমি কি তা শুনেছো?) হাসান আল-বাসরী (র.) বলেন, তুমি যা বলেছো, তার পুরোটাই শুনিনি। আচ্ছা তুমি কী বলেছো? তিনি (আল-ফারাজদাক্ব) বলেন, আমি বলেছি,

ولست بمأخوذ بلغو تقوله * إذا لم تعمد عاقدات العزائم

- অতিরিক্ত কথা হিসাবে তুমি যা বলো তার জন্য তুমি জবাবদিহি হবে না। যতক্ষন না তুমি দৃঢ়তার সাথে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছো।

একি সময়ে অন্য এক ব্যক্তি এসে হাসান আল-বাসরীকে (মৃ. ৭২৮ খ্রি.) (র.) প্রশ্ন করেন, বিবাহিতা যুদ্ধ বন্দিদের হুকুম কি? তাঁরা বিবাহিতদের জন্য কি বৈধ হবে? তার উত্তর সম্পর্কে আল-ফারাজদাক্ব বলেন :

وذات حليل أنكحتها رماحنا * حلالا لمن يبني بها لم تطلق

- আমাদের বিবাহিতা বল্লমধারীরা তাদের নারীদেরকে বৈধ পন্থায় বিবাহ দেন। যাদের মাঝে এ ধরনের মিলন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটেনি।

Dhaka University Institutional Repository

- দাব্বাহ ও রিকাব গোত্রের মধ্যকার যুদ্ধে তাদের পক্ষাঘাতগ্রস্থ হবার পর তাদের গোত্রপতিগণ পূর্ণাঙ্গভাবে সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করে।

১০.উপদেশ ও কল্যাণকামী স্তবকের অবতারণা

কতিপয় 'নাক্বা'ইদ' কবিতা রচিত হয় যেখানে না আছে কারো প্রতি হিংসা বা ঈর্ষা, আবার না আছে কোনো ধরনের বক্রতা বা শত্রুতা। সাধারণ সংলাপ আকারে উপস্থাপিত হয় তাদের রচিত 'নাক্বা'ইদ' কবিতাগুলি। প্রত্যেকে আপন সাহিত্য প্রতিভা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন প্রতিপক্ষের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখে।[৩০৯] আল-ফারাজদাক্ব বলেন:[৩১০]

كَالسامِرِيِّ يَقولُ إِن حَرَّكتَهُ * دَعني فَلَيسَ عَلَيَّ غَيرُ إِزاري

لَولا لِساني حَيثُ كُنتُ رَفَعتُهُ * لَرَمَيتُ فاقِرَةً أَبا سَيّارِ

- তারাতো সামেরীর ন্যায়। যখন সে বললো যে, যদি এটি নাড়াচাড়া করে তবে ধরে নিবো এটাই আমার রব। এটি ছাড়া আমার কোনো ইলাহ নেই।
- যদি না আমি আমার ভাষাকে অতি উচ্চস্থানে পৌঁছাতে পারতাম, তাহলে ঘূর্ণায়মান দুর্যোগে আমি তীর নিক্ষেপ করতাম।

প্রত্যুত্তরমূলক 'নাক্বা'ইদ' -এ জারির বলেন:[৩১১]

لا تَفخَرَنَّ فَإِنَّ دينَ مُجاشِعٍ * دينُ المَجوسِ تَطوفُ حَولَ دُوارِ

- তুমি কখনোই গর্ব করোনা। কারণ তোমার ধর্ম মুজাশি'য়-এর ন্যায় অগ্নি উপাসনা করা। তোমরা মাথাঘোরা রোগীর মতো শুধু ঘুরে বেড়াও।

আল-ফারাজদাক্ব বাস্তবতা বিবর্জিত সামেরীর ঘটনা তুলে ধরে উপদেশ প্রদান করেন। জারিরও প্রত্যুত্তরমূলক 'নাক্বা'ইদ' -এ অগ্নিপূজার অসারতার প্রতি ইঙ্গিত করেন।

১১. অর্থনীতি ও জীবনধারণের প্রকৃতি বর্ণনা

জারির (মৃ. ৯৯ হি./৭১৭ খ্রি.) ও আল-আখতাল (৬৪০-৭১০ খ্রি.)-এর 'নাক্বা'ইদ' -এ বিষয়ের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ক্বায়েছ ও তাগলিব গোত্রের মধ্যকার যে বিভেদ ছিল তা মূলত তাদের অর্থনীতি ও জীবন ধারনের বিষয়টি ফুটিয়ে তুলে। জারির ও আল-বা'ইসের মধ্যকার 'নাক্বা'ইদ' জলাশয় ও সমতলভূমি নিয়ে বিরোধের প্রেক্ষিতে রচিত। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বনু যুহাইশ ও বনু আল-খাতাফী যুদ্ধে লিপ্ত হন। খালেদ ইবনু 'আলক্বামাহ (মৃ. ১০৪ হি.) ও ছু'আইদ ইবনু কুরা' আল-'উকাযীর মাঝে এক খণ্ড ভূমি নিয়ে তিক্ততা ছিল। এটি নিয়ে বনু ছা'ইদ ইবনু মালিক ও বনু 'আদ্দী ইবনু 'আবদি মানাতের মাঝে রক্তপাতের ঘটনাও ঘটে। গাচ্ছান আল-ছালীতি স্বীয় গোত্রের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রমাণ করার জন্য তাদের উর্বর চাষাবাদের বর্ণনা প্রদান করেন।

أأن أمرعت معزى عطية و ارتعت * تلاع من المروت أخوى جميمها

---

[৩০৯] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ২০২ ; ড. শাওক্বী, *التطور و التجديد* , ২০২

[৩১০] আবু 'উবাইদাহ মা'মার ইবনু আল-মুছান্না, ওয়াদ্বিহ আল-হাওয়াশী, খলিল ইমরান আল-মানসূর, *كتاب النقائض*, (লেবানন : বৈরুত, দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ , ১ম সংস্করণ, খ-১, ১৪১৯ হি.) : ২৩৫-২৪১

[৩১১] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض* , ২৪১-২৪৮

Dhaka University Institutional Repository

- আমাদের উর্বর জমিতে আতিয়্যাহ গোত্রের দুগ্ধবতী ছাগল চরানো হয়নি কি? তামীম গোত্রের মারুত নগরী থেকে আসা প্রবাহমান পানিতে এরা সবুজ শ্যামল ঘন ঘাস খেয়েছে।

প্রত্যুত্তরে জারির বলেন:

أَلا حَيِّ بِالبُردَينِ داراً وَلا أَرى * كَدارٍ بِقَوٍّ لا تُحَيّا رُسومُها

- গোত্রের অস্থায়ী প্রবাহমান নালার তীরে কোনো ঘর আছে কি? সে ঘরের মতো কোনো ঘর আমি দেখিনি। তবে আজ সে ঘরের কোনো অস্থিত্বই নাই।

উপর্যুক্ত 'নাক্বা'ইদ' অংশে উভয় কবি নিজ নিজ অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আল-ফারাজদাক্ব প্রাচূর্যের অধিকারী হওয়ায় তিনি স্বীয় 'নাক্বা'ইদ' এ তার বর্ণনা দিয়েছেন।

১২. রাষ্ট্রীয় ও দলীয় রাজনীতি

তৎকালীন আরবের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে চরম অবক্ষয় নেমে আসে। ক্বায়েছ ইবনু 'আইলান ও যুবাইরীগণের সাথে এবং শাম ও উপদ্বীপাঞ্চলের অধিবাসীদের সাথে যে সম্পর্ক ছিল তাতে তাগলিব গোত্র অস্বস্থিবোধ করে। তাদের মধ্যকার এই সম্পর্ক নিয়ে জারির, আল-আখতাল ও আল-ফারাজদাক্ব 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। আল-আখতালের ব্যাপারে জারিরের অবস্থান এবং জারির ও আল-আখতালের ব্যাপারে আল-ফারাজদাক্বের অবস্থানও ছিল স্পষ্ট। আল-আখতাল রাজসভায় নিজ আসন পাকা করেন ও জারিরের উপর নিজেকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন।[৩১২] বিশর ইবনু মারওয়ান (মৃ. ৭৪ হি.) কবিগণকে জারিরের বিপক্ষে ক্ষেপিয়ে তুলেন। 'নাক্বা'ইদ'-এর উপর খলিফা ও শাসকগণ প্রশাসনিক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন।[৩১৩] আল-আখতাল উমাইয়্যা দলকে রাজনৈতিকভাবে সমর্থন দান করে নাক্বা'ইদ রচনা করেন। তিনি বলেন:[৩১৪]

وَفي كُلِّ عامٍ مِنكَ لِلرومِ غَزوَةٌ * بَعيدَةُ آثارِ السَنابِكِ وَالسَرَبِ

وَقَد جَعَلَ اللَهُ الخِلافَةَ فيكُمُ * لِأَبيَضَ لا عاري الخِوانِ وَلا جَدبِ

- সুদূর রোম সাম্রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত পরিসরে প্রতি বছরেই আপনার রাজ্য বিজয়াভিযান অব্যাহত আছে। তাঁর তরবারির স্মৃতি বিস্তির্ণ এলাকাজুড়ে, তিনি যেদিকে ইচ্ছা ছুটে যেতে পারেন।
- তোমাদের মধ্য থেকে আল্লাহ তাকে খেলাফত দান করেছিলেন, তাদেরকে কলঙ্কমুক্ত করার জন্য। যেখানকার দস্তরখানে থাকবেনা কোনো নগ্নতা, শূন্যতা ও দুর্ভিক্ষ।

জারির প্রত্যুত্তরে বলেন:[৩১৫]

---

[৩১২] মুহাম্মদ ইবনু সালাম আল-জুমাহী, *طبقات فحول الشعراء* , তাহক্বীক্ব-মাহমুদ মুহাম্মদ শাকির, (মিশর : কায়রো, দারুল মাদানী, খ-১) : ২১৮

[৩১৩] ইবনু সালাম আল-জুমাহী, *طبقات* , ২১৯

[৩১৪] আবু তাম্মাম (মৃ- ২৩১হি/৮৪৫খ্রি.), আনতুন ছালিহানী আল-ইউসুয়ি, *نقائض جرير و الأخطل*, (লেবানন : বৈরুত, ১৯২২ খ্রি.) : ৯৭-১০৯

[৩১৫] আবু তাম্মাম, *نقائض جرير و الأخطل*, ১০৯-১১৪

Dhaka University Institutional Repository

لَعَلَّكَ خِنزيرَ الكُناسَةِ فاخِرٌ * إذا مُضَرٌ مِنها تَسامى بَنو الحَربِ

تَعَذَّرتَ يا خِنزيرَ تَغلِبَ بَعدَما * عَلِقتَ بِحَبلَي ذي مُعاسَرَةٍ شَغبِ

- হে তাগলীব গোত্রের শূকর! সম্ভবত তুমি অহঙ্কারী। অথচ 'মুদার' গোত্র 'হারব' গোত্রের সাথে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা করে।
- হে তাগলীব গোত্রের শূকর! কষ্টসাধ্য ও কষ্টকর রশিতে ঝুলার পর তুমিতো কৈফিয়ত পেশ করেছিলে।

উমাইয়্যা শাসকদলকে সমর্থন দান করে রচিত আল-আখতালের কবিতার বিপরীতে জারির নাক্বা'ইদ রচনা করেন।

১৩. সামাজিক ও গোত্রীয় উপকরণ

সামাজিক ও গোত্রীয় উপকরণ 'নাক্বা'ইদ' ও এর রচয়িতা কবিগণের মাঝে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। আল-আখতাল তাগলিব ও উমাইয়্যাদের সহায়তা করেন।[৩১৬] জারির বনু তামীম ও ক্বায়েসদের সহায়তা করেন ও তাদের নিয়ে গর্ববোধ করেন।[৩১৭] আল-ফারাজদাক্ব তামীম গোত্রের পক্ষাবলম্বন করেন। প্রত্যেকেই গোত্রীয় গুণাবলি তুলে ধরে নিজ নিজ অবস্থানকে দৃঢ় করার চেষ্টা করেন। জারির অর্থনৈতিক কারণে গাচ্ছান আল-ছালীতের (মৃ. ৭৮১ খ্রি.) সাথে যোগ দেন। আল-বা'ইস (মৃ. ৭৫১ খ্রি.) বনু নাওয়ার বিনতু মুজাশি'কে যুহাইল ইবনু ইয়ারবু'র উপর প্রধান্য দিলে জারির তার বিপক্ষে কবিতা রচনা করেন। তবে আল-ফারাজদাক্ব এখানে তাঁর গোত্র মুজাশি'কে সমর্থন করেন।[৩১৮]

১৪. 'নাক্বা'ইদ'-এর দৈর্ঘ্য

উমাইয়্যা যুগের প্রথমদিকের 'নাক্বা'ইদ' কবিতাগুলি এক ধরনের খণ্ড কবিতা ছিল। দীর্ঘকায় ক্বাছীদার মতো ছিলনা।[৩১৯] তবে পরবর্তীতে 'নাক্বা'ইদ' বিস্তর বিবরণের সাথে অনেক দীর্ঘ আকারে রচিত হতে থাকে।[৩২০] কবি জারির সর্বোচ্চ ১১৫ পঙ্‌ক্তি, আল-ফারাজদাক্ব সর্বোচ্চ ১৫৫ পঙ্‌ক্তি ও আল-আখতাল সর্বোচ্চ ৮৫ পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।

১৫. কবিগণের সম্পৃক্ততা

উমাইয়্যা যুগে প্রখ্যাত কবিগণ 'নাক্বা'ইদ' কবিতায় পদচারণা করার প্রয়াস চালান।[৩২১] তাদের মাঝে অন্যতম হলেন ;

ক. আল-ফারাজদাক্ব (৬৪১-৭৩২খ্রি.)

খ. আল-আখতাল (৬৪০-৭১০খ্রি.)

গ. জারির ইবনু আতিয়্যাহ (মৃ. ৯৯ হি./৭১৭খ্রি.)

---

[৩১৬] আবু তাম্মাম, *نقائض جرير و الأخطل*, ৯৭-১০৯

[৩১৭] আবু তাম্মাম, *نقائض جرير و الأخطل*, ১০৯-১১৪

[৩১৮] আবু তাম্মাম, *نقائض جرير و الأخطل*, ২২১

[৩১৯] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *التطور و التجديد في الشعر الأموي* , (কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৭, ৮ম সংস্করণ) : ১৬৬

[৩২০] ডক্টর মুহাম্মদ আবু রাবি'য়, *في تاريخ الأدب العربي القديم* , (জর্ডান : আম্মান, ১৯৯০, দারুল ফিকর) : ৮০

[৩২১] আবু রাবি'য়, *في تاريخ الأدب* , ৭৯

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. আল-বা'ইস (মৃ. ৭৫১ খ্রি.)

ঙ. গাচ্ছান আল-ছালীত (মৃ. ৭৮১ খ্রি.)

১৫.মূল্যায়ন

একজন কবি প্রতিপক্ষ কবির কবিতাকে মূল্যায়ন করেন এবং রীতিমত তার সমালোচনা করেন। এজন্য 'নাক্বাইদ' কবিতাকে সমালোচনামুখী কবিতাও বলা যায়। অনেক ক্ষেত্রে কবিগণ নিজেরাও নিজেদেরকে মূল্যায়ণ করেছেন। ইয়া'কুব ইবনু আল-ছাকিত (মৃ. ৮৫৮ খ্রি.) এবং আল-আসমা'ঈ (মৃ. ৮৩১ খ্রি.) বলেন, একদা জারিরকে প্রশ্ন করা হলো যে, আপনি আল-আখতাল সম্পর্কে কী বলেন? প্রত্যুত্তরে জারির বলেন,

" كان أشدنا اجتراء بالقليل و أنعتنا للحمر و الخمر."

- কিছু ক্ষেত্রে তিনি অধিক সাহসী ও শক্তিশালি ছিলেন। আর মদের প্রশংসায় তিনি আমাদের থেকে উত্তম ছিলেন।

একদা আল-ফারাজদাক্ব কুফায় আসলে তাকে আরব কবিদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন:

"الأخطل أمدح العرب."

- প্রশংসাগীতিতে আল-আখতাল আরবের শ্রেষ্ঠ কবি।

হারুন ইবনু আল-যাইয়্যাত বলেন, "আমার কাছে হারুন ইবনু মুসলিম হাফস ইবনু আমর হতে বর্ণনা করেন যে, ইউনুস এর কাছে বৈঠকরত জনৈক বৃদ্ধাকে বলতে শুনলাম, জারিরকে আল-আখতাল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো।" উত্তরে জারির বলেন,

" أمدح الناس لكريم و أوصافه للخمر."

- মর্যাদার কারণে মানুষ প্রশংসা করেছে তবে মদের কবিতায় তার উত্তম বৈশিষ্ট্যাবলি প্রকাশ পেয়েছে।

আবু উবাইদাহ (মৃ. ৮২৫ খ্রি.) বলেন,

"شعراء الإسلام الأخطل ثم جرير ثم الفرزدق ."

- ইসলামী কবি হলেন আল-আখতাল, অতঃপর জারির তারপর আল-ফারাজদাক্ব।

মালিক বলেন:

" وجدت جريرا يغرق من بحر و وجدت الفرزدق ينحت من صخر."

- জারির সমুদ্রে ডুব দেয় আর আল-ফারাজদাক্ব পাথর কাটে।

এতদ্বশ্রবণে আল-আখতাল বলেন,

" الذي ينحت من صخر أشعرهما ."

- যে পাথর কেটে সাইজ করে সেই শ্রেষ্ঠ কবি।

আল-ফারাজদাক্বকে উদ্দেশ্য করে আল-আখতাল বলেন:

" والله إنك و إياي لأشعر منه ، و لكنه أوتي من سير الشعر ما لم نؤته. "

- আল্লাহর শপথ! আমাদের মাঝে আপনিই শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু তাকে যে কবিতার জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তা আর কাওকে দেওয়া হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. জাহেলি যুগের ইতিহাস

জাহেলি যুগের ইতিহাসকে তুলে ধরে তা যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করা হয়েছে 'নাক্বা'ইদ' কাব্যে।[৩২২] জাহেলি যুগের 'আউছ' ও 'খাজরাজ' গোত্রের মধ্যকার 'নাক্বা'ইদ' যেমনিভাবে অনেক গুরুত্ববহ, তেমনি সাম্প্রদায়িক ভাতৃত্ব ও কবিগণের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করে। কবিগণ একে অপরের ভীরুতা ও কৃপণতা উল্লেখ করে ব্যঙ্গ করেন।[৩২৩]

জাহেলি যুগের 'নাক্বা'ইদ' তৎকালীন সময়ের এক নিরেট প্রতিবিম্ব। বিষয়, অর্থ, উদ্দেশ্য ও রীতি অনুপাতে এটি যথাযথ ছিল। আর যেটুকু অসমাপ্ত ছিল, ইসলামি যুগে তা পুর্ণাঙ্গতা পায়। উমাইয়্যা যুগে কবিগণ 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যে এক নতুন বিপ্লব ঘটান। জাহেলি বৈশিষ্ট্য ও রীতি-নীতিগুলিকে হালনাগাদ করেন।[৩২৪] আল-ফারাজদাক্ব তার 'নাক্বা'ইদ'-এর মাঝে বিভিন্ন যুদ্ধের ঘটনাবলি তুলে ধরেছেন। বিস্তারিতভাবে এ ঘটনার উপর গবেষণা করতেন। অনুসন্ধান করতেন কীভাবে প্রতিপক্ষকে আঘাত করে ঘায়েল করা যায়। আল-ফারাজদাক্ব বলেন:[৩২৫]

وَهُمُ الَّذينَ عَلى الأَميلِ تَدارَكوا * نَعَماً يُشَلُّ إِلى الرَئيسِ وَيُعكَلُ

- আমিলের যুদ্ধের দিনে তাদেরকে সংস্কার করা হয়েছিল, তথা তাদেরকে প্রতিকার দেওয়া হয়েছিল। তাদের চতুষ্পদ পশুগুলিকে পক্ষাঘাতগ্রস্থ করে তাদের গোত্রপতির কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল।

এখানে প্রসিদ্ধ যুদ্ধ ও এর ঘটনাবলি উল্লেখ করে নিজেদের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম যুদ্ধ হলো, 'يوم الأميل' , 'يوم نقا الحسن' এবং 'مقتل عمارة'। এ যুদ্ধসমূহে তাদের বীরত্ব কেমন ছিল তা বর্ণনা করেছেন। প্রত্যুত্তরে জারির যে 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন, সেখানেও তিনি তার পূর্বপুরুষদের ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করেন।

জারির বলেন:[৩২৬]

وَامْدَحْ سَرَاةَ بَني فُقَيْمٍ، إنّهُمْ * قتلوا أباكَ وثارهُ لمْ يقتل

- ফুক্বাইম গোত্রের নেতাদের প্রশংসা করো, কেননা তারা তোমাদের পূর্বপুরুষদের হত্যা করেছে। তারা তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারেন নি এবং বদলাও নেয়নি।

১৮. ইসলামি অনুপ্রেরণা

কবিগণের মাঝে ইসলামি অনুপ্রেরণা কাজ করে। তাই তাদের সাহিত্যের সকল বিষয়ে এবং অর্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে তারা ইসলামি অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন। কাব্যে আপন বোধ ও বুদ্ধির

---

[৩২২] আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي*, (মিশর : কায়রো, মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি.,৮ম সংস্করণ, খ-১) : ১

[৩২৩] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ১২৪

[৩২৪] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ১২৫

[৩২৫] আবু 'উবাইদাহ মা'মার ইবনু আল-মুছান্না, ওয়াদ্বিহ আল-হাওয়াশী, খলিল ইমরান আল-মানসূর, *كتاب النقائض* , (লেবানন : বৈরুত, দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ , ১ম সংস্করণ, খ-১, ১৪১৯ হি.) : ১৩৪-১৫৪

[৩২৬] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض* , ১৫৪-১৬৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিফলন ঘটান। জারির ও আল-ফারাজদাক্বের সাহিত্যে ইসলামি অনুপ্রেরণা, শৈল্পিক ছোঁয়া ও আক্বিদাহ বিশ্বাসের ছাপ পরিলক্ষিত হয়।[৩২৭] আল-ফারাজদাক্ব তাঁর রচিত কবিতাগুলি 'লাগওন' বলে আখ্যায়িত করে বলেন যে, হে দয়াময় প্রভূ! আপনিতো বলেছেন এ ধরনের 'লাগওন'-এর জন্য আমাদের পাকড়াও করবেন না। তিনি স্বীয় কাব্য পঙ্‌ক্তিতে বলেন,

وَلَستَ بِمَأخوذٍ بِلَغوٍ تَقولُهُ * إِذا لَم تَعَمَّد عاقِداتِ العَزائِمِ

- আমি তোমার গুরুত্বহীন কথাগুলোর জন্য পাকড়াও করবোনা। যতক্ষণ না তুমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে কোনো কথা বলবে।

উপর্যুক্ত পঙ্‌ক্তিখানা হলো মহান আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মার্থজ্ঞাপক।

" لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِاللَّغْوِ فِى أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمانَ....."[৩২৮]

- তোমাদের নিষ্প্রয়োজন শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। কিন্তু দৃঢ়তার সাথে তোমরা যে শপথ করো, সেগুলোর জন্য তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন।

১৯. অশ্লীলতা

জারির (মৃ. ৯৯ হি./৭১৭ খ্রি.) প্রতিপক্ষ কবি আল-বা'ইস আল-মুজাশি'য়ীকে (মৃ. ১৩৪ হি./৭৫১ খ্রি.) ব্যভিচারীর সন্তান বলে অভিহিত করেন।[৩২৯] আল-আগলাব আল-'ইজলির (মৃ. ১১ হি./৭৪২ খ্রি.) হিজাতে স্বল্প বিস্তর অশ্লীলতা পাওয়া যায়। হাস্যরসের পাশাপাশি অশ্লীল ও কুৎসীত চরিত্রের রূপায়ন করা হয়। জারির ও আল-ফারাজদাক্বের (৬৪১-৭৩২ খ্রি.) অশ্লীল বিবৃতিগুলি যৌন আবেদনের পর্যায়ে পৌঁছে। তাঁদের উদ্ভট কল্পনা, অসংগত ও অর্থহীন খামখেয়ালীতে পর্নোগ্রাফীর চরিত্র রূপায়িত হয়। তবে আরবি সাহিত্যে এই অশ্লীলতা নতুন কিছু নয়। কিন্তু ইসলামি যুগে সাহিত্যে অশ্লীলতা পুরোপুরি বর্জন করা হয়। ইসলামি যুগে থেমে থাকা অশ্লীলতা উমাইয়্যা যুগে আরো শক্তি সঞ্চয় করে অতিরঞ্জিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এটি নতুন প্রেক্ষাপটের সাথে আবির্ভাব লাভ করলেও নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও নতুন শ্রোতাদের কাছে সমাদৃত হয়।[৩৩০] আল-ফারাজদাক্ব জারিরের গোত্রের নারীদেরকে কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন। এবং তাদের বিভিন্ন মন্দ গুণাবলিকে তুলে ধরেছেন। এমনকি নারীদের গুপ্তাঙ্গের বর্ণনা দানেও তারা সংকোচ করেন নি। আল-ফারাজদাক্ব বলেন:[৩৩১]

يرفعنَ أرجلهُنَّ عنْ مفروكةٍ * مُقِّ الرُّفُوغِ رحيبةُ الأجوالِ

- তারা দীর্ঘ ও সুপ্রসারিত নোংরা গুপ্তাঙ্গের পার্শ্ব থেকেই ঘৃণাভরে তাদের পদযুগল তুলে নিতো।

---

[৩২৭] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *تاريخ الأدب العربي، الأثر الإسلامي* , (মিশর : কায়রো, দারুল মা'আরিফ, খণ্ড-২, ৭ম সংস্করণ) : ২৪৬

[৩২৮] আল-মায়িদা, ৮৯

[৩২৯] আলী আহমাদ হুসেইন, The Formatives Age of Naqa'id Poetry : Abu Ubayda`s Naqa`id Jarir wa-l-Farazdaq , *Jerusalem Studies In Arabic And Islam ৩৪*, হাইফা বিশ্ববিদ্যালয় (জানুয়ারী ২০০৮) : ১৯/৫১৪

[৩৩০] *The Cambridge History of Arabic Literature,* (ভলিউম - ১, উমাইয়্যা কবিতা, অধ্যায় - ২০) : ১৪/৪১২

[৩৩১] আবু 'উবাইদাহ মা'মার ইবনু আল-মুছান্না, ওয়াদ্বিহ আল-হাওয়াশী, খলিল ইমরান আল-মানসূর, *كتاب النقائض* , (লেবানন : বৈরুত, দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ , ১ম সংস্করণ, খ-১, ১৪১৯ হি.) : ২০১-২১৪

Dhaka University Institutional Repository

জারির তার প্রত্যুত্তরে বলেন:[৩৩২]

أمْسَى الفَرَزْدَقُ للبَعيثِ جَنِيبَةً ، * كابنِ اللبونِ قرينةَ المشتال

- দুই বছর বয়সের উটের বাচ্চার ন্যায় পুচ্ছ তুলে সঙ্গিনীর সন্ধানে ফারাজদাক্ব আল-বা'ইসের সঙ্গে ঝোঁপ - ঝাঁড়ে সন্ধ্যা করে।

২০. তিরস্কার

জারির ও আল-ফারাজদাক্ব পরস্পর কবিতা রচনার সময় একে অপরকে তিরস্কার করেন। একদা জারির চিৎকার করে আল-ফারাজদাক্বকে তিরস্কার করলেও আল-ফারাজদাক্বের পক্ষ থেকে কোনো প্রত্যুত্তর পাওয়া যায়নি। জারির বলেন:[৩৩৩]

ضللتَ ضلالَ السامريّ وقومهِ * دَعَاهُمْ فظَلّوا عاكِفِين على عِجلِ

- আল-ফারাজদাক্ব ও তাঁর গোত্র গো বৎস পূজারী ছামেরীর ন্যায় ভ্রান্ত হয়ে গেছে।

আল-ফারাজদাক্ব প্রত্যুত্তরে বলেন:[৩৩৪]

وَ مَا حَمِلَتْ أُمُّ اِمْرِئٍ فِيْ ضُلُوْعِهَا * أَعَقُّ مِنْ الجَانِيْ عَلَيْهَا هِجَائِيًّا

- আমাকে কুৎসা করার মতো নিকৃষ্ট, পাপী ও অবাধ্য সন্তান কোনো নারী তাঁর গর্ভে ধারণ করেন নি।

আল-ফারাজদাক্ব অন্যত্র জারিরকে তিরস্কার করে বলেন:

أزْرَى بجَرْيكَ أنّ أُمّكَ لمْ تَكُنْ * إلاّ اللّئِيمَ مِنَ الفُحُولَةِ تُفحَلُ

- তোমার মাতার হীন পৌরুষকে তোমাদের প্রতিবেশিরা ঘৃণার চোখেই দেখে।

২১. সংঘাত ও হানাহানি

কবিতাকে কেন্দ্র করে কখনো তাদের মাঝে হানাহানি ও সংঘাত লেগে যেতো। কোনো একদিন এক রাভী তার পুত্রকে (জানদাল) নিয়ে খচ্চরে আরোহন করে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় পথিমধ্যে জারিরের সাথে তাদের সাক্ষাত হলে রাভী জারিরের সম্মুখে থেমে যান। তখন তাঁর পুত্র জানদাল তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আপনি বনু কুলায়ব গোত্রের এই কুকুরের সামনে কেন থামছেন? আপনি কি তার কাছে কিছু আশা করেন? নাকি তাকে ভয় করেন? " এ কথা বলার সাথে সাথে রাভী তাঁর হাতে থাকা চাবুক দ্বারা সজোরে বাহনে আঘাত করেন। বাহনটি তখন হিংস্র আচরণ করা আরম্ভ করে। এক পর্যায়ে জারিরকে সজোরে আঘাত করে। এতে জারিরের মাথার টুপি মাটিতে পরে যায়। জারির তখন স্বীয় টুপি উঠিয়ে মাথায় দিয়ে কবিতা রচনা করেন।[৩৩৫]

২২. অপবাদ

---

[৩৩২] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض* , ২১৪-২৩৫

[৩৩৩] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض* , ১১৮-১২৪

[৩৩৪] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض* , ১২৪-১২৮

[৩৩৫] *Arabic Poetry And The Oral-Formulaic Theory,* ১৭/১৯৯

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা নির্ধিদায় নারীদেরকে লম্পট, অসৎ, দুশ্চরিত্রা ও ব্যভিচারিনী হিসেবে উপস্থাপন করে। কখনো সমকামী বা হস্তমৈথুনের মতো ঘৃণ্য অপবাদ প্রদান করে। জারির আল-ফারাজদাক্বকে নপুংশক হবার অপবাদ দেন। জারির বলেন:[৩৩৬]

خُصِيَ الفَرَزدَقُ وَالخَصاءُ مَذَلَّةٌ * يَرجو مُخاطَرَةَ القُرومِ البُزَّلِ

- আল-ফারাজদাক্ব নপুংসক হয়েছে। তার এ নপুংসক হওয়া থেকে লাঞ্ছনাজনক আর কী হতে পারে! তাঁরা কেবল উটের নাক ছিদ্র করার মতো দুঃসাহস দেখান।

জারির আল-ফারাজদাক্বের ১১ নং 'নাক্বা'ইদ'-এর প্রত্যুত্তরে এ ধরনের অপবাদের আশ্রয় নেন।

২৩. বাক্য গঠন

উমাইয়্যা কবিগণ কবিতা রচনার ক্ষেত্রে বাক্য বিন্যাসে নতুনত্ব আনয়ন করেন। বিশেষত 'নাক্বা'ইদ' কবিতার ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে বাক্যগুলিকে বর্ণ ও শব্দের সংখ্যানুপাতে দুই ভাগে ভাগ করে লেখা হয়। উভয় অংশের মাঝে ভারসাম্য রক্ষিত হয়। বিভক্ত উভয়াংশ মিলে একটি পূর্ণ বাক্য গঠিত হয় এবং একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বা ছন্দে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়। যেমন 'তাবীল' ও 'বাছীত' যা সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনাপূর্ণ সংক্ষিপ্ত একটি চরণে রূপ নেয়। এ ধরনের কবিতা গম্ভীর ভাবপূর্ণ হয়। বিশেষ এক ছন্দের মাধ্যমে বাক্যের শেষে জোর দিয়ে গাওয়া হয়।

২৪.পরিভাষার সমন্বয়

উমাইয়্যা যুগের কবিগণ সর্বদায় 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যে গুজবের সমন্বয় ঘটান। সমসাময়িক ভাষা ও পরিভাষা ব্যবহারে তেমন নৈপুণ্যতা দেখাতে পারেন নি। তাঁরা প্রাক ইসলামি যুগে যেমনি জাহেলি যুগের পরিভাষা ব্যবহার করেন, তেমনি উমাইয়্যা যুগে এসেও ইসলামি যুগের পরিভাষাকে পুরোপুরি বর্জন করতে পারেন নি। তবে উভয়ের মাঝে সমন্বয় ঘটান।[৩৩৭] আল-আখতাল তার কবিতায় জাহেলি পরিভাষার পাশাপাশি ইসলামি যুগের পরিভাষাও ব্যবহার করেন। আল-আখতাল বলেন:[৩৩৮]

أَهَلّوا مِنَ الشَهرِ الحَرامِ فَأَصبَحوا * مَوالِيَ مُلكٍ لا طَريفٍ وَلا غَصبِ

- পবিত্র মাসসমূহে তারা তালবিয়া পাঠ করে থাকেন। আর এ কারণেই তারা কোনো গযবের মুখোমুখি হননা এবং তাদের রাজ্য পরিচালনা করাটা বিরল ও দূর্লভ কোনো বিষয় না।

জারির তার প্রত্যুত্তরে বলেন:[৩৩৯]

لَعَلَّكَ يَا خِنْزِيرَ تَغْلِبِ فاخِرٌ * إذا مُضَرٌ مِنها تَسامى بَنو الحَربِ

- হে তাগলীব গোত্রের শূকর! সম্ভবত তুমি অহঙ্কারী। অথচ 'মুদার' গোত্র 'হারব' গোত্রের সাথে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা করে।

---

[৩৩৬] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض* , ১৫৪-১৬৯

[৩৩৭] *The Cambridge History of Arabic Literature,* (ভলিউম - ১, উমাইয়্যা কবিতা, অধ্যায় - ২০) : ১৪/৪১২-৪১৩

[৩৩৮] আবু তাম্মাম (মৃ- ২৩১হি/৮৪৫খ্রি.), আনতুন ছালিহানী আল-ইউসুয়ি, *نقائض جرير و الأخطل*, (লেবানন : বৈরুত, ১৯২২ খ্রি.) : ৯৭-১০৯

[৩৩৯] আবু তাম্মাম, *نقائض جرير و الأخطل*, ১০৯-১১৪

Dhaka University Institutional Repository

এই 'নাক্বা'ইদ' -এ আল-আখতাল ইসলামি পরিভাষা ব্যবহার করেন। প্রত্যুত্তরে জারিরও তার নিন্দা বর্ণনা করে 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।

২৫. সামাজিক অবস্থান

'নাক্বা'ইদ' সামাজিকভাবে সর্বজন গৃহীত একটি সাহিত্যিক বিষয় ছিল। সমাজে পরস্পর বিরোধ ও বিরোধীতা প্রকাশ করার জন্য এটি একটি অন্যতম মাধ্যম ছিল। আর এটা ছিল তাদের মাঝে জাতিগত ঐক্যের অনুপস্থিতি এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদের কারণে। জাতিগত দ্বন্দ্ব, ক্ষমতা, নেতৃত্ব ও সমালোচকগণের একটি পাথেয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর এই সময়েই আবির্ভাব ঘটে বিখ্যাত তিন কাব্যপুরুষের। যাদের মাধ্যমে 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্য একটি শিল্প হিসেবে রূপান্তরিত হয়। তাঁরা প্রাচীন কালের 'নাক্বা'ইদ' থেকে উমাইয়্যা যুগের 'নাক্বা'ইদ' কে ভিন্ন এক সাহিত্যিক রূপ দান করেন।[৩৪০] আল-ফারাজদাক্ব বলেন:[৩৪১]

فإنا أناس نشتري بدمائنا * ديار المنايا رغبة في المكارم

- আমরা সেই জাতি যারা নিজেদের রক্তের বিনিময়ে সম্মানের আশায় স্বপ্ন ক্রয় করি।

জারির প্রত্যুত্তরে বলেন,[৩৪২]

أنا ابن فروع المجد قيس و خندف * بنوا لي عاديا رفيع الدعائم

- আমি ক্বায়েছ ও খিনদিফ গোত্রের মর্যাদাবানদের উৎকর্ষে আরোহনকারীগণের সন্তান। আর তারা তাদের মর্যাদার কারণে উচ্চ স্তম্ভ বিশিষ্ট শত্রু তৈরি করেছেন।

আল-ফারাজদাক্ব নিজ গোত্রের সামজিক অবস্থা বর্ণনা করলে প্রত্যুত্তরে জারিরও স্বীয় গোত্রের অবস্থান বর্ণনা করে 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।

২৬. অনারবি সাহিত্যের প্রভাব

আরবি সাহিত্যের কাব্য বিষয়াবলিতে ফারসি ও গ্রিক সাহিত্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে অর্থ, রীতি-নীতি, শৈলিগত ও আলোচ্যবিষয়ের দিক থেকে আরবি সাহিত্যের প্রচলিত ছাপের প্রাধান্য বিরাজমান ছিল।[৩৪৩] আরবদের উপর কুরআনের প্রভাবের কারণে যাযাবর সমাজ পরিবর্তিত হয়ে শহুরে সমাজের দিকে ধাবিত হতে থাকে। কবিগণ পারস্য সভ্যতার সংস্পর্শ লাভ করে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। উমাইয়্যা কবিগণও এ যুগের সাহিত্যকে নতুন জীবন দান করেন। বিশেষত 'নাক্বা'ইদ' রচয়িতা কবিগণ। কবিতার পাশাপাশি 'আল-খিতাবাহ' সাহিত্যও ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে

---

[৩৪০] আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي*, (মিশর : কায়রো, মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি., ৮ম সং, খ-১) : ১২৪

[৩৪১] আবু 'উবাইদাহ মা'মার ইবনু আল-মুছান্না, ওয়াদ্বিহ আল-হাওয়াশী, খলিল ইমরান আল-মানসূর, *كتاب النقائض* , (লেবানন : বৈরুত, দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ , ১ম সংস্করণ, খ-১, ১৪১৯ হি.) : ২৪৮-২৮৪

[৩৪২] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض* , ২৮৪-৩০৭

[৩৪৩] আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي*, (মিশর : কায়রো, মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি., ৮ম সং, খ-১) : ২০৪

Dhaka University Institutional Repository

রচিত হয়। নতুন বিষয়াবলিও যেমনি উদ্ভব হয়, তেমনি এদের আকার-আকৃতি ও প্রয়োগেও বৈপরীত্য আসে। প্রতিষ্ঠিত হয় 'আন নাক্দ'-এর মতো সাহিত্যের নতুন ধারা। 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যে এ পরিমাণ উৎকর্ষতা সম্পন্ন হয় যা ইতঃপূর্বে আরবি 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্য প্রত্যক্ষ করেনি।[৩৪৪]

০৩.৮. সাধারণ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলী

এছাড়াও উমাইয়্য যুগের 'নাক্বা'ইদ' কবিতার বৈশিষ্ট্যাবলি দুইভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

- ✓ সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি
- ✓ বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলি

প্রথমত সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি যা অন্যান্য যুগের বৈশিষ্ট্যাবলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। দ্বিতীয়ত বিশেষ কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে যার সাথে অন্য যুগের 'নাক্বা'ইদ'-এর বৈশিষ্ট্যাবলির ভিন্নতা পাওয়া যায়। তার অন্যতম হলো 'الجدل', 'الأدب المكشوف' ও 'تمزيق الأعراض'। এ সকল বৈশিষ্ট্যাবলি এ যুগের 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যকে শিল্পরূপে উন্নীত করে। গর্ব ও শোকগাথার মতো হিজার সাথে একিভূত হয়ে অস্তিত্ব লাভ করে বংশগৌরব। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। যথা :

সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলি

এ বৈশিষ্ট্যাবলি বিশেষ কোনো কবির সাথে নির্দিষ্ট না। সকল কবিগণের কবিতায় এ বৈশিষ্ট্যাবলি পাওয়া যেতে পারে।

১) ইসলামি নিদর্শনাবলির প্রয়োগ (ظهور السمات الإسلامية)

এ যুগের 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যে ইসলামি নিদর্শনসমূহ ব্যবহৃত হয়। উমাইয়্যা যুগের আগে আরবি সাহিত্যে বা আরবি 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যে ইসলামি নিদর্শনসমূহ ব্যবহৃত হয়নি। তবে এ ধরনের কবিতা খারেজী কবিদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। আল-ফারাজদাক্ব, জারির ও আল-আখতাল ইসলাম ও ইসলামি সংস্কৃতি দ্বারা বেশি প্রভাবিত ছিলেন না। তাদের 'নাক্বা'ইদ' কবিতায় জাহেলি বেদুইনী জীবন, গালাগাল, মদ, বংশ গৌরব ও আল-ফাখার প্রধান্য পায়। আল-আখতাল ছিলেন অমুসলিম ইয়াহুদী কবি। তবুও কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়াবলি তাঁর অনুভূতিতে প্রকাশ পায়। যেমন ইসলামি বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি, অভ্যন্তরীণ তাৎপর্য ও আল-ফাখার তাঁর কবিতায় স্থান লাভ করে। তাঁর রচিত 'নাক্বা'ইদ' এ 'আল-হিজা', 'আল-ফাখার' বিশেষত 'আল-নাছীব' ও 'আল-রাসা' প্রাধান্য লাভ করে। রাসুল মুহাম্মদ (স.)-এর আবির্ভাব, উত্থান, প্রতিষ্ঠা লাভ, সফলতা ও ভবিষ্যৎ নির্দেশনা নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে কবিগণের কবিতায় ও মুখে। তাঁরা তাদের কবিতায় এ

[৩৪৪] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ২০৫

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের ইসলামিক শব্দাবলি ও পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করতে থাকেন।[৩৪৫] আল-ফারাজদাক্ব সূরা আল-নাযি'আতের ২৭ ও ২৮ নং আয়াত অনুসরণ করে বলেন:[৩৪৬]

إن الذي سمك السماء بني لنا* بيتا دعايمه أعز وأطول

- নিশ্চয় আসমানের সমুন্নতকারী সত্তা আমাদের জন্য এমন ঘর নির্মান করেছেন, যার স্তম্ভগুলি অনেক সম্মানী এবং দীর্ঘস্থায়ী।

সূরা আল-'আনকাবূতের ৪১ নং আয়াতের অনুসরণ করে বলেন :[৩৪৭]

ضربت عليك العنكبوت بنسجها * وقضى عليك به الكتاب المنزل

- মাকড়সা তোমাদের উপর জাল বানায়। এভাবেই আল্লাহ তাকে ঘর বানানোর জন্য বিধান করে দিয়েছেন।

সূরা আল-যুমারের ৩১ নং আয়াত অনুসরনে বলেন :[৩৪৮]

فأن التي ضرتك لوذقت طعمها * عليك من الأعباء يوم التخاصم

- তাদের প্রদত্ত খাবার তোমার ক্ষতি সাধন করবে। হায়! ক্বিয়ামতের দিন তোমার উপর যে বোঝা চেপে বসবে দুনিয়াতে যদি তা অনুভব করতে পারতে।

সূরা আল-মায়িদার ৮৯ নং আয়াতের অনুসরণে বলেন :[৩৪৯]

ولست بمأخوذ بلغو تقوله * إذا لم تعمد عاقدات العزائم

- আমি তোমার গুরুত্বহীন কথাগুলোর জন্য পাকড়াও করবোনা। যতক্ষণ না তুমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে কোনো কথা বলবে।

সূরা আল-মায়িদা ১৯ নং আয়াতের অনুসরনে বলেন :[৩৫০]

كَمَا بَعَثَ اللَّهُ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا * عَلَى فِتْرَةٍ وَالنَّاسُ مِثْلَ الْبَهَائِمِ

---

[৩৪৫] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৪০৬

[৩৪৬] আল্লাহ বলেন,

" أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَآءُ بَنَاهَا* رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا* وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا...."

- তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের? যা তিনি নির্মাণ করেছেন। তিনি একে সমুন্নত করেছেন ও সুবিন্যস্থ করেছেন। তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং সূর্যের আলো প্রকাশ করেছেন।

[৩৪৭] আল্লাহ বলেন,

" مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. "

- যারা আল্লাহ ছাড়া বহু অভিভাবক গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়, যে ঘর বানায় এবং নিশ্চয় সবচাইতে দুর্বল ঘর হলো মাকড়সার ঘর, যদি তারা জানতো!

[৩৪৮] আল্লাহ বলেন,

" ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ."

- অতঃপর কেয়ামতের দিন তোমরা সবাই তোমাদের পালনকর্তার সামনে কথা কাটাকাটি করবে।

[৩৪৯] আল্লাহ বলেন,

" لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ....."

- তোমাদের বৃথা শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, কিন্তু যেসব শপথ তোমরা ইচ্ছে করে কর সেগুলোর জন্য তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন।

[৩৫০] আল্লাহ বলেন,

" يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ۖ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ."

- হে আহলে কিতাব! আমার এ রাসুল (স.) এমন এক সময় তোমাদের কাছে এসেছেন এবং তোমাদেরকে দ্বীনের সুস্পষ্ট শিক্ষা দিচ্ছেন, যখন দীর্ঘকাল থেকে রাসুলদের আগমনের ধারাবাহিকতা বন্ধ ছিল। তোমরা যেন একথা বলতে না পারো, আমাদের কাছে তো সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী আসেনি। বেশ, এই দেখো, এখন সেই সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী এসে গেছেন এবং আল্লাহ সবকিছুর উপর শক্তিশালী।

Dhaka University Institutional Repository

- নবি আগমনের এমন দীর্ঘ বিরতির পর যখন মানুষ পশুর স্তরে নেমে গিয়েছিল, তখন আল্লাহ মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরণ করেন।

আল-ফারাজদাক্ব হস্তী বাহিনীর ঘটনা, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের (মৃ. ৭১৪ খ্রি.) ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ এবং নূহ (আ.)-এর সাথে তাঁর জাতীর অবাধ্যতা ও বাড়াবাড়ির ঘটনা তাঁর 'নাক্বা'ইদ' এ সংযোজন করেন। তিনি সূরা হুদের ৪৩ নং আয়াতের মর্মার্থ তার কবিতায় ফুটিয়ে তুলেন।[৩৫১].তিনি বলেন,

فَكَأَنَّ كَمَا قَالَ ابْنُ نُوْحٍ سَأَرْتَقِيْ * إِلَـى جَبَلٍ مِنْ خَشْيَةِ الْمَاءِ عَاصِمِ

نَصَرْتَ كَنَصْرِ الْبَيْتِ إِذَا سَاقَ فِيلِه * إِلَـــيْهِ عَـــظِيْم الْمُشْرِكِيْنَ الْأَعَاجِمِ

- যেন তারা নূহ (আ.)-এর পুত্রের মতো বললো, প্লাবন থেকে বাঁচতে আমি রক্ষাকারী পর্বতে আরোহন করবো।
- দম্ভকারী মুশরিকদের বড় দল হস্তি বাহিনীর প্রতিপক্ষে তুমি যেভাবে তোমার ঘরকে রক্ষা করেছো, সেভাবে তুমি সাহায্য করো।

আল-ফারাজদাক্বের 'নাক্বা'ইদ' এ ইসলামি পরিভাষার প্রয়োগ ঘটে। কখনো কুরআনের আয়াত, কখনো বা আখেরাত, পুনরুত্থান, নামাজ ও রোজার মতো বিষয়াবলির সন্নিবেশ ঘটে। এছাড়াও ইসলামি খেলাফত, রাজনীতি, রাজত্ব, কুরাইশ ও মুদারীয়দের সম্পর্কে তাঁর 'নাক্বা'ইদ' -এ পর্যালোচনা করেন।[৩৫২] আল-ফারাজদাক্ব ও আল-আখতালের তুলনায় জারির ইসলাম ও ইসলামি ভাবধারায় বেশি প্রভাবিত ছিলেন। তিনি ইসলাম ও ধর্মের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। জারির ও আল-আখতালের কবিতার মাঝে একদিক থেকে যেমন কাব্যিক দ্বন্দ্ব বিরজমান ছিল অপরদিকে ধর্মীয় বৈপরিত্যের কারণে তাঁরা একে অপরের প্রতি তীর্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন। জারির বলেন :

لَمّا رَأوا جَمَّ العَذابِ يُصيبُهُم * صارَ القُيونُ كَساقَةِ الأَفيالِ

- যখন কঠিন শাস্তি দ্বারা পাকড়াও হতে দেখবে, তখন একজন কামারও হস্তি বাহিনীর পিছনে ধাওয়া করবে।

জারির আল-ফারাজদাক্ব ও আল-বা'ইসকে (মৃ. ৭৫১ খ্রি.) আঘাত করতে গিয়ে কুর'আনে বর্ণিত সূরার প্রসঙ্গ টানেন। তিনি বলেন :

إِنَّ البَعيثَ وَعَبدَ آلِ مُقاعِسٍ * لا يَقرَآنِ بِسورَةِ الأَحبارِ

- নিশ্চয় আল-বা'ইস ও আল-ফারাজদাক্ব কুরআনের সূরা আল-মায়িদা পড়েনি।

জারির স্বীয় স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকগাথা রচনা করেন। উক্ত শোকগাথায় ইসলামি ভাবধারা ও চিন্তা চেতনার প্রতিফলন ঘটে।

---

[৩৫১] আল্লাহ বলেন,

قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۗ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ

- সে বললো, আমি অচিরেই কোনো পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে। নূহ (আ.) বললেন, আজকের দিনে আল্লাহর হুকুম থেকে কোনো রক্ষাকারী নেই। একমাত্র তিনি যাকে দয়া করবেন। (সে-ই পরিত্রাণ লাভ করবেন।) এমন সময় উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাড়াল, ফলে সে নিমজ্জিত হল।

[৩৫২] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৪০৮

Dhaka University Institutional Repository

فَجَزاكِ رَبُّكِ في عَشيرِكِ نَظرَةً * وَسَقى صَداكِ مُجَلجِلٌ مِدرارُ

وَلَّهتِ قَلبي إِذ عَلَتني كَبرَةٌ * وَذَوُو التَمائِمِ مِن بَنيكِ صِغارُ

- তোমার সহচরদেরকে অনুগ্রহের মাধ্যমে তোমার প্রতিপালক প্রতিদান দিবেন। বিলাপকারীর অশ্রুসমেত অভিবাদন তোমায় সিক্ত করে।
- তুমি আমাকে সমুন্নত করেছো। করেছো আমার হৃদয়কে উদ্ভ্রান্ত। আজ তোমার গঠনের ক্ষুদ্র মাদুলিটাও বিবর্ণ হয়েছে।

আল-আখতালের খ্রিষ্টান ধর্মকে কেন্দ্র করে জারির তাকে নিন্দা করে 'নাক্বীদাহ' রচনা করেন।[৩৫৩] জারির বলেন :

قَبَحَ الإِلَهُ وُجوهَ تَغلِبَ كُلَّما * شَبَحَ الحَجيجُ وَكَبَّروا إِهلالا

عَبَدوا الصَليبَ وَكَذَّبوا بِمُحَمَّدٍ * وَبِجِبرَئيلَ وَكَذَّبوا ميكالا

- তাগলীবরা হজ্বে গমন করে দু'হাত বাড়িয়ে যখন তাকবীর পড়ে, তখনও আল্লাহ তাদের চেহারাকে অপদস্থ করেন।
- তারা খ্রিস্টের উপাসনা করলেও মুহাম্মদ (স.), জিবরাঈল (আ.) ও মিকাইল (আ.)-কে অস্বিকার করে।

আল-আখতাল যে কুরআন ও ইসলামি ভাবধারা মুক্ত ছিলেন তা নয়। বরং তিনিও কুরআনের ভাষা তথা আরবি সাহিত্যের সাহিত্যরস আস্বাদন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কেননা 'আল-কুরআন' আরবি সাহিত্য ও ভাষায় প্রাণ সঞ্চারকারী। এ কুর'আন আরবি ভাষাকে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয় এবং অন্য সকল ভাষার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। আল-আখতাল যদিও খ্রিষ্টান ছিলেন, তদুপরি প্রশংসায় ইসলামি অর্থ ও শব্দাবলি ব্যবহার করেন। 'আসাবিয়্যাহ ও রাজনীতি কেন্দ্রিক হিজা কবিতাগুলোতেও তিনি ইসলামি শব্দাবলি ও ইসলামি পরিভাষার ব্যবহার করেন।[৩৫৪] তিনি খলিফা 'আবদুল মালেকের (মৃ. ৭০৫ খ্রি.) প্রশংসায় বলেন :

إلى امرئٍ لا تعدّينا نوافلهُ * أظفرهُ اللّهُ، فليهنا لهُ الظفرُ

ألخائضِ الغَمْرَ، والمَيْمونِ طائِرُهُ * خَليفَةِ اللَّهِ يُسْتَسْقى بِهِ المطَرُ

- তিনি এমন ব্যক্তি, যার পুরস্কার থেকে আমরা বঞ্চিত হই না। যাকে আল্লাহ বিজয় দান করেন। আমাদের কর্তব্য হলো তাকে বিজয়ী করা।
- তার সহচর্যে গভীর পানিতে নিমগ্ন দুর্ভাগারাও হয়ে যায় সৌভাগ্যবান। তিনি হলেন আল্লাহর খলিফা। তাই তার কাছেই কেবল পানির জন্য প্রর্থনা করা যায়।

আল-আখতাল ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শ লাভ করেন। তাঁর চলাফেরা ও জীবন যাপনে ইসলামি পরিবেশের হাওয়া দোলা দেয়। এমনকি তাঁর কবিতায় নিজ ধর্ম অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। তাঁর রচিত কাব্যে ইসলামি জীবনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ কিছু বিধানাবলির জন্য তিনি ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। রমজানের রোজা ও মদ্যপান অবৈধ হওয়ায় তিনি ইসলাম

[৩৫৩] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৪০৯

[৩৫৪] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৪১০

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। ইসলামি বিধানাবলির প্রতি তার আক্ষেপ স্বীয় কবিতায় বিবৃত হয়। তিনি বলেন :

لَستُ بصائِمٍ رَمَضانَ طَوعاً * وَلَستُ بآكِلٍ لَحمَ الأَضاحي
وَلَستُ بِقائِمٍ كَالعيرِ يَدعو * لَدى الإصباحِ حَيَّ عَلى الفَلاحِ
وَلَكِنّي سَأَشرَبُها شَمولاً * وَأَسجُدُ عِندَ مُنبَلَجِ الصَباحِ

- আমি রমজানের রোজা পালনেও ইচ্ছুক নই। কুরবানীর মাংস আহারেও আমি আগ্রহী নই।
- 'حي على الفلاح'-এর মতো আহ্বানের সাড়া দিয়ে আমি অন্যদের মতো নামায আদায়কারীও নই।
- কিন্তু আমি উত্তরের বাতাসের ন্যায় সেই মদ পান করবোই। প্রত্যুষে আমি গির্জায় গিয়ে সেজদা করবোই।

২) নতুন বৈশিষ্ট্যের সংযোজন

ইসলামি যুগের পবিত্র 'নাক্বা'ইদ' এ উমাইয়্যা যুগে নতুন বৈশিষ্ট্যাবলির সংযোজন ঘটে। এতে অশ্লীলতা প্রবিষ্ট হতে থাকে এবং পরস্পর অশ্লীলভাবে একে অপরের নিন্দা বর্ণনা করা আরম্ভ করে। সংযোজিত হয় অসৎ চরিত্রের উপস্থাপন, উপেক্ষিত হয় ধর্মিয় শিক্ষা ও আচার আচরণ। অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি আরম্ভ হয়। কবিগণ 'নাক্বা'ইদ' এ এমন বিষয়াবলির অবতারণা করেন যা ইতোপূর্বে জাহেলি ও ইসলামি যুগে ঘটেনি। এই সময়ে জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে নিন্দাজ্ঞাপক 'নাক্বা'ইদ' আরম্ভ হয়। অশ্লীলতার সুত্রপাত ঘটে এবং তা চরম পর্যায়ে পৌঁছে। কাব্য সাহিত্যে অশ্লীলতার সূচনা করেন প্রণয়গুরু কবি 'উমর ইবনু রাবিয়াহ' (মৃ. ৭১১ খ্রি.)। তাঁর অশ্লীলতা 'নাক্বা'ইদ' কবিদের উপরও প্রভাব ফেলে। জারির ও আল-ফারাজদাক্ব পরস্পর একে অপরকে আঘাত করার সময় অশ্লীলতার আশ্রয় নেয়।[৩৫৫] আল-ফারাজদাক্ব জারিরের মাকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

أزرى بِجَريكَ أَنَّ أُمَّكَ لَم تَكُن * إِلّا اللَئيمَ مِنَ الفُحولَةِ تُفحَلُ
قَبَحَ الإِلَهُ مَقَرَّةً في بَطنِها * مِنها خَرَجتَ وَكُنتَ فيها تُحمَلُ

- তোমার মাকে তোমার প্রতিবেশিরা ঘৃণা করে। সে পুরুষদের কাছে নিকৃষ্ট নারী হিসেবে পরিচিত।
- তার পেটের পানিকে আল্লাহ লাঞ্ছিত করেছেন। অথচ সে গর্ভেই তুমি অস্থিত্ব লাভ করে জন্মগ্রহণ করেছো।

জারিরও 'নাক্বা'ইদ' এ অশ্লীল অর্থজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি আল-ফারাজদাক্বের তুলনায় আরো অগ্রগামী ছিলেন। খেয়াল খুশি মতো যা ইচ্ছা তাই বলতেন। আল-ফারাজদাক্বের উদ্দেশ্যে বলেন :

وأَفَاكَ غَدْرَكَ بالزُّبَيْرِ عَلَى مِنًى * وَمَجْرَ جِعْثِنِكُمْ بِذَاتِ الحَرْمَلِ
بَاتَ الْفَرَزْدَقُ يَسْتَجِيْرُ لِنَفْسِهِ * وَعِجَانُ جِعْثَنِ كَالطَّرِيْقِ الْمُعْمَلِ

- মিনায় যুবাইরকে নিয়ে কুৎসা রটনা ছিল তোমার বিশ্বাসঘাতকতা। যি'য়সানকে নিয়ে তোমাদের পিপাসা যেন মরুভূমির দূর্লভ বৃক্ষের ন্যায়।
- আল-ফারাজদাক্ব নিজের জন্য আশ্রয় চেয়ে রাত্রি যাপন করলে নির্বোধ যি'য়সান সে পথেই ব্যবহৃত হয়।

[৩৫৫] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৪১৩

Dhaka University Institutional Repository

তবে কবি আল-আখতাল এদের থেকে ভিন্ন ধারার কবি ছিলেন। তাঁর 'নাক্বা'ইদ' এ তেমন অশ্লীল শব্দের ছড়াছড়ি নেই। অমুসলিম কবি হয়েও মুসলমান নারীদেরকে আঘাত করতে অপারগ ছিলেন বা তিনি এমনটা করতে চাননি।[৩৫৬] জারিরের মাকে আক্রমণ করে বলেন :

أُمُّ لَئِيمَة نَجلِ الفَحلِ مُقرِفَةٌ * أَدَّت لِفَحلٍ لَئِيمِ النَجلِ شَخَّارِ

- বলদ, বাঁকা চোখ ও কৃপণের মা হলো সংকর (মাতা আরব পিতা অনারব)। সন্তানকেও বানিয়েছেন বলদ, কৃপণ ও গাধার ন্যায়।

৩) অনাবৃত ও নগ্নতাপূর্ণ কুৎসা

অনেক সময় কোনো বস্তু বা পরিস্থিতির প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরার জন্য কবিগণ ইঙ্গিত বা রূপক শব্দ ব্যবহার না করে সরাসরি ও যথাযথ শব্দের প্রয়োগ করেন। এতে কবিগণ সাধারণত প্রতিপক্ষকে আক্রমণ বা আক্রমণকে তিব্রতর করার জন্য অশ্লীল ও নগ্ন শব্দের প্রয়োগ করেন। আল-আখতালের কবিতায় এধরনের কুৎসিত, নোংরা ও সংবেদনশীল শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন জারির কুলাইব গোত্রের জনৈক মহিলাকে উদ্দেশ্য করে এধরনের শব্দের প্রয়োগ করেন।[৩৫৭] তিনি বলেন :

نَزَتْ أُمُّ الْأُخَيْطِلِ وَهِيَ تَشْوَى * عَلَى الْخِنْزِيْرِ تَحْتَه غَزَالًا

تَظُلُّ الْخَمْرُ تَخِيْجُ أَخْدَشَيْهَا * وَتَشْكُوْ فِيْ قُوَّاتِهَا اِمْذِلَالًا

- শূকরের মাংস রোস্ট করে তার উপর হরিণের মাংস রেখে আল-আখতালের মা লাফালাফি করে।
- তাদের মাঝে মদ্যপান চলতে থাকে এবং এর শক্তিতে ভর্ৎসনা করে অভিযোগ পেশ করে।

৪) সৃজনশীল কল্পনা

কাব্যে ঘটনাবলি দ্বারা সৃজনশীল কল্পনার জাগরণ ঘটে। এটি নতুন চরিত্র ও চিত্র তৈরি করতে সাহায্য করে এবং অর্থানুধাবনে সহায়তা করে। অনেক সময় মিথ্যা অপবাদের আশ্রয় নিয়ে বানোয়াট ঘটনা রচনা করা হতো। জারির জি'সানের প্রেক্ষিতে কুৎসিত শব্দের ব্যবহার করেন। আল-ফারাজদাক্ব বিখ্যাত কবি 'ইমরুল কায়েসের 'دارة جلجل'-এর অনুসরণে প্রেম বিষয়ক ঘটনা এবং কবিতা রচনা করেন।[৩৫৮] জারির বলেন :

نَسيتُمْ عُقْرَ جِعثِنَ وَاحتَبَيْتُمْ * ألا تَبّاً لفَخْرِكَ بالحُباتِ

وَقَدْ دَمِيتْ مَوَاقِعُ رُكْبَتَيْهَا * منَ التبراكِ ليس منَ الصلاةِ

- তুমি যি'য়সানের প্রাসাদের কথা ভুলে গিয়ে জড়িয়ে বসে গেছো। হায়! তোমার শস্যদানা পরিমান গর্বও আজ ধ্বংস হবে।
- সেজদায় গিয়ে তুমি দুই হাটুতে রক্ত ঝরালেও তোমার নামাজ হবে না।

৫) অনুসন্ধানমুখিতা

---

[৩৫৬] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৪১৩-৪১৪

[৩৫৭] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৪১৬-৪১৭

[৩৫৮] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৪১৮

Dhaka University Institutional Repository

কবিগণ 'নাক্বা'ইদ' রচনা করার ক্ষেত্রে অনুসন্ধানপ্রবণ ছিলেন। 'নাক্বা'ইদ'কে ঐতিহাসিকরূপে রূপদান করার জন্য তাঁরা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ঘটনাবলি ও যুদ্ধকে অনুসন্ধান করে এ তিনটির মাঝে সমন্বয় ঘটান। কোনোটিকে যথাযথ মর্যাদায় উপস্থাপন করেন, আবার কোনোটিকে লাঞ্ছনা ও অপমানের সহিত বিবৃত করেন। এক্ষেত্রে প্রত্যেক কবি আপন গোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান।[৩৫৯] জারির প্রতিপক্ষ কবি আল-ফারাজদাক্বের মামার গোত্র বনি দাব্বাহকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

يا ضَبُّ قَد فَرِغَت يَميني فَاِعلَموا * طُلُقاً وَما شَغَلَ القُيونُ شِمالي

يا ضَبُّ إِنّي قَد طَبَختُ مُجاشِعاً * طَبخاً يُزيلُ مَجامِعَ الأَوصالِ

- হে দ্বাব! আমার শুভাকাঙ্খীগণ প্রস্তুত। অতএব তাদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রেখো। আমার বামে কিন্তু কোনো কামার অবস্থান করেনা।
- হে দ্বাব! আমি মুজাশি'য়কে এমন পাকিয়েছি যে, তাদের জোড়াগুলি খুলে গেছে।

আল-ফারাজদাক্ব বলেন :

وَيَوْمَ جَعَلْنَا الظّلَّ فِيهِ لعَامِرٍ * مُصَمَّمَةً تَفْأى شُؤون الجَمَاجِمِ

وَنَحْنُ ضَرَبْنَا مِنْ شُتَيرِ بن خالدٍ * على حَيثُ تستَسقيهِ أُمُّ الجَماجِمِ

- যুদ্ধে আমরা আমেরের জন্য ছায়া তৈরি করেছিলাম। শত্রুর মাথার খুলি বিদীর্ণ করতে আমরা ছিলাম বদ্ধপরিকর।
- আমরা কুতাইর ইবনু খালিদকে প্রহার করেছি। এমনকি উম্মু জামাজিম পানির পিপাসায় ছটফট করেছে।

৬) সংখ্যাধিক্যতা ও দীর্ঘায়িতা

এ যুগের 'নাক্বা'ইদ' কবিতাগুলি যেমন সংখ্যাধিক্য ছিল তেমনি আকারেও অনেক দীর্ঘ ছিল। এতে কবিগণ ইচ্ছামতো অর্থের সন্নিবেশ ঘটান এবং ঘটনার অনেক গভীরে চলে যান। এতে কখনো তাঁরা ঘটনা ও বর্ণনার পুনরাবৃতি করেন। আল-আখতাল স্বীয় গোত্র ক্বাইসকে বার বার তুলে ধরেন। আল-ফারাজদাক্বও যুদ্ধের বর্ণনা ও পূর্বপুরুষদের বেলায় পুনরাবৃত্তি করেন। জারিরও তাদের থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন না।[৩৬০] জারির বলেন :

فلَوْ أيَّامَ جِعْثنِ كانَ قَوْمِي * هُمُ قَوْمٌ الفرزدقِ ما اسْتَجارا

- আল-ফারাজদাক্বের দুর্বল গোত্রের পরিবর্তে যি'সান যদি আমাদের মর্যাদা সম্পন্ন গোত্রে লালিত পালিত হতো! আল ফারাজদাক্বের গোত্রতো আমাদের কাছে সাহায্য কামনা করে।

জারির আল-আখতালকে বলেন :

عَبَدوا الصَليبَ وَكَذَّبوا بِمُحَمَّدٍ * وَبِجِبرَئيلَ وَكَذَّبوا ميكالا

- তারা খ্রিস্টের উপাসনা করলেও মুহাম্মদ (স.), জিবরাঈল (আ.) ও মিকাইল (আ.)-কে অস্বিকার করে।

---

[৩৫৯] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৪১৯-৪২০

[৩৬০] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৪২১

Dhaka University Institutional Repository

৭) 'নাক্বা'ইদ'-এর বিষয়

কুৎসা ও গর্বের সমন্বয়ে রচিত হয় 'নাক্বা'ইদ'। এমনকি পরবর্তীতে বিষয় দুটি 'নাক্বা'ইদ'-এর উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসেবেও পরিচিতি লাভ করে। বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এ যুগের 'নাক্বা'ইদ'-এর একটি চরণের মাঝে এ দুটি বিষয়ের সমন্বয় ঘটানো হয়। একটি পঙ্‌ক্তিতে একি সাথে হিজা ও আল-ফাখার এর অর্থ নিয়ে আসা হয়। আল-ফারাজদাক্ব একি সাথে তামীম গোত্রের প্রশংসা এবং কুলাইব গোত্রের নিন্দা বর্ণনা করেন। জারির ইয়ারবু' ও ক্বাইস গোত্রকে নিয়ে গর্ব করেন। একিসাথে তাগলীব ও দারীম-এর কুৎসা করেন। আল-আখতাল স্বীয় গোত্রকে প্রশংসা এবং ক্বাইসকে নিন্দা করেন।[৩৬১] জারির আল-ফারাজদাক্বকে বলেন :

فَغَيْرُكَ أدّى للخَلِيفَةِ عَهْدَهُ، * وَغَيرُكَ جَلّى عَنْ وُجُوهِ الأهاتمِ

ندافعُ عنكمْ كلَّ يومٍ عظيمة * وَأنتَ قُرَاحيٌّ بسَيْفِ الكَوَاظِمِ

- তোমাদেরকে ছাড়াই খলিফা খেলাফত পরিচালনা করে। সে তোমার অপদস্ত চেহারাকে আলোকিত করে।
- বড় বড় যুদ্ধেও আমরা তোমাদের রক্ষা করি। আর তুমিতো তোমার প্রহড়ির তরবারিতেই আহত হয়েছিলে।

প্রথমে ইয়ারবু' কে নিয়ে প্রশংসা ও মুজাশি' কে নিন্দা করেন। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে আবার প্রশংসা তারপর কুৎসা করেন। এরপর পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতে আবার প্রশংসা করেন।

৮) অলঙ্কারিতা

উমাইয়্যা যুগের 'নাক্বা'ইদ'-এর বিশেষ দিক হলো অলঙ্কারিতা। এটি কবিগণের স্বাভাবিক হিজা ও আল-ফাখার রচনাকে আরো শানিত করে। তৎকালিন কবিদের কাব্য ব্যক্তিত্বও আলোকিত হয়। তৎকালিন প্রণয়কবি, রাজনৈতিক কবি ও 'নাক্বা'ইদ' কবিগণের মাঝে তুলনা করলেই তা স্পষ্ট হয়। এ সময়ের রাজনৈতিক কবিতাগুলি ছিল অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল। জারির ও আল-ফারাজদাক্বের কবিতাগুলি এ ধরনের রসবোধে ভরপুর।[৩৬২] আল-ফারাজদাক্ব বলেন :

لا يَحتَبي بِفِناءِ بَيتِكَ مِثلُهُم * أَبَداً إِذا عُدَّ الفَعالُ الأَفضَلُ

مِن عِزِّهِم جَحَرَت كُلَيبٌ بَيتَها *زَرباً كَأَنَّهُمُ لَدَيهِ القُمَّلُ

- যখন ভালো কাজের মূল্যায়ন হবে তখন তাদের মতো তোমার ঘরও যেনো কখনো বিনাশে জড়িয়ে না বসে।
- তাদের দাপটে কুলায়ব গোত্র তাদের বাড়িতে পশুর খোঁয়াড়ে লোকায়। যেন তারা তার কাছে পিঁপড়া জাতীয় ক্ষুদ্র কীট।

জারিরের 'নাক্বা'ইদ' এ অলঙ্কারিকতা,

أَلَسنا نَحنُ قَد عَلِمَت مَعَدٌّ * غَداةَ الرَوعِ أَجدَرَ أَن نَغارا

[৩৬১] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৪২২-৪২৩

[৩৬২] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৪২৩-৪২৫

Dhaka University Institutional Repository

وَأَحمَدَ فِي القِرى وَأَعَزَّ نَصراً * وَأَمنَعَ جانِباً وَأَعَزَّ جارا

- ‘মা‘আদ’ গোত্রই আমাদের সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখে। আমাদের মর্যাদা ও সম্মানের সুবাতাস প্রত্যুষেই ছড়িয়ে পড়ে।
- আতিথেয়তায় তারা প্রশংসিত হলেও তারা সাহায্যকারীকে সম্মান করে। সুসম্পর্কের দ্বারা প্রতিবেশিদের অন্যায় থেকে বিরত রাখে।

আল-আখতাল যুহাইর ইবনু আবি ছুলমার (মৃ. ৬০৯ খ্রি.) সাথে স্বাদৃশ্যপূর্ণ ‘নাক্বা’ইদ’ রচনা করেন।

شُمسُ العَداوَةِ حَتّى يُستَقادَ لَهُم * وَأَعظَمُ الناسِ أَحلاماً إِذا قَدَروا

لا يَستَقِلُّ ذَوُو الأَضغانِ حَربَهُمُ * وَلا يُبَيِّنُ في عيدانِهِم خَوَرُ

- তীব্র শত্রুতা অবশেষে তাদের হত্যা করে। মানুষের মাঝে তাদের সম্মান নির্ধারিত হয় কেবল কল্পনায়।
- বিদ্বেষ পোষণকারীরা যুদ্ধে স্বাধীনতা লাভ করেনি এবং কোনো উপত্যকায় তাদের উৎসবও পালন করেনি।

৯) অর্থের পুনরাবৃত্তি

কবিগণ প্রত্যেকেই কখনো কখনো শব্দ, ঘটনা ও পরিবেশের পুনরাবৃত্তি ঘটান। এতে তারা নতুন কিছুর আবির্ভাব ঘটিয়ে সৃজনশীলতার প্রয়াস চালান। আল-ফারাজদাক্ব অনৈতিকভাবে জারিরকে আঘাত করেন এবং জারিরের মা’কে গালাগাল করেন। আল-আখতাল যুদ্ধ নিয়ে গর্ব প্রকাশে অতিরঞ্জন করেন।[৩৬৩]

১০) ‘নাক্বা’ইদ’-এর বিষয়াবলির মধ্যকার পরস্পর সম্পর্ক

জারিরের আল-নাছীবে স্বাভাবিকতা ও সংযম পরিলক্ষিত হয়। এতে মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতি ও নারী পুরুষের মধ্যকার ভালোবাসাকে চিত্রায়িত করা হয়। ‘আল-ফারাজদাক্ব’ (৬৪১-৭৩২ খ্রি.) এ বিষয়ে ‘জারির’ (মৃ. ৯৯ হি./৭১৭ খ্রি.) থেকে ভিন্নবোধ সম্পন্ন ছিলেন। তিনি কঠোর, নির্দয় ও রূঢ় ছিলেন। আল-আখতালও আল-ফারাজদাক্ব (৬৪১-৭৩২ খ্রি.)-এর অনুরূপ ছিলেন।[৩৬৪]

১১) বিবাদের দৃঢ়তা

বিবাদ ও বিরোধের দৃঢ়তা অর্থের সৌন্দর্যের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেকে নিজের মতকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য দলিল প্রমাণের সহায়তা নেন। এমনকি প্রতিপক্ষের ব্যবহৃত শব্দাবলিও অনুরূপ ব্যবহার করার প্রয়াস চালান।[৩৬৫] আল-ফারাজদাক্বের বলেন,

إِنَّ الَّذي سَمَكَ السَماءَ بَنى لَنا * بَيتاً دَعائِمُهُ أَعَزُّ وَأَطوَلُ

بَيتاً بَناهُ لَنا المَليكُ وَما بَنى * حَكَمُ السَماءُ فَإِنَّهُ لا يُنقَلُ

- নিশ্চয় আসমানের সমুন্নতকারী সত্তা আমাদের জন্য এমন গৃহ নির্মান করেছেন, যার স্তম্ভগুলি অনেক সম্মানী এবং দীর্ঘস্থায়ী।
- এটি এমন এক গৃহ যা আমাদের প্রতিপালক আমাদের জন্য বানিয়েছেন। আসমানের পরিচালিত হওয়ার নির্দেশনা তিনিই দিয়েছেন। আর এটি কখনো পরিবর্তন হবে না।

---

[৩৬৩] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৪২৫

[৩৬৪] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৪২৬

[৩৬৫] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৪২৭

Dhaka University Institutional Repository

জারির বলেন :

أَخزى الَّذي سَمَكَ السَماءَ مُجاشِعاً * وَبَنى بِناءَكَ في الحَضيضِ الأَسفَلِ

بَيتاً يُحَمِّمُ قَينُكُم بِفَنائِهِ * دَنِساً مَقاعِدُهُ خَبيثَ المَدخَلِ

- আসমানের অধিপতি মুজাশি'য় গোত্রকে লাঞ্ছিত করে তোমাদের ভিত্তিকে নিচু পাহাড়ের পাদদেশে নিক্ষেপ করেছেন।
- তোমাদের এই ঘরকে একজন কামার গরম করে ধ্বংস করেছে। যে দুষ্টের সহচর্যে নিজ আসনকে কলঙ্কিত করেছে।

১২)অন্যের শব্দ, চরণ ও পঙ্‌ক্তি নিজ 'নাক্বা'ইদ' -এ প্রয়োগ

কখনো কবিগণ একে অপরের ব্যবহৃত শব্দ, অর্থ ও পঙ্‌ক্তিকে নিজের 'নাক্বা'ইদ' এ ব্যবহার করেন। এটা সাধারণত অবস্থাভেদে প্রয়োজনানুপাতে মানুষের মস্তিস্কে দৃঢ়ভাবে প্রভাব বিস্তার করার জন্য নিয়ে আসা হয়।[৩৬৬] 'আল-ফারাজদাক্ব' (৬৪১-৭৩২ খ্রি.) 'খেলাফাত' ও 'নবুয়্যাত' সম্পর্কে বলেন,

إنا وأخوتنا إذا ما ضمنا * بالأخشبينِ منازلُ التجميرِ

عرفَ القبائلُ أننا أربابها * وأحقها بمناسكِ التكبيرِ

جعل الخلافة و النبوة ربنا * فينا و حرمة بيته المعمور

- নিশ্চয় আমি ও আমার ভায়েরা আখশাবান পাহাড়ের মনোরম গৃহে মিলিত হই।
- প্রতিবেশিরা জানে আমরাই তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। আমরাই সেখানে তালবিয়া পাঠ ও অন্যান্য কার্যাবলি আঞ্জাম দেওয়ার সর্বাধিক উপযোগী।
- আমাদের প্রতিপালক খেলাফত ও নবুয়্যাত আমাদের (খিনদিফ) মাঝেই দিয়েছেন। তার পবিত্র ঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও আমাদেরকে দিয়েছেন।

জারির আল-আখতালকে বলেন :

إِنَّ الَّذي حَرَمَ المَكارِمَ تَغلِباً * جَعَلَ النُبُوَّةَ وَالخِلافَةَ فينا

مُضَرٌ أَبي وَأَبو المُلوكِ فَهَل لَكُم * يا خُزرَ تَغلِبَ مِن أَبٍ كَأَبينا

- মহান সত্তা আল্লাহ তাগলীব গোত্রকে সম্মান থেকে বঞ্চিত করে নবুয়্যাত ও খেলাফতের মতো বড় নেয়ামত আমাদের মাঝে দান করেছেন।
- মুদ্বার হলেন আমার পূর্বপুরুষ, যিনি ছিলেন রাজ্যের শাসক। হে লাঞ্ছিত তাগলীব! আমাদের পূর্বপুরুষদের মতো তোমাদের কেউ আছে কি?

১৩) তুলনামূলক শৈলি

উমাইয়্যা যুগের 'নাক্বা'ইদ' রচয়িতা কবিগণ সাধারণত তুলনার উপর বেশি নির্ভর করেন। প্রায়ই প্রমাণের আশ্রয় বা প্রমাণ উপস্থাপন করেন।[৩৬৭] আল-ফারাজদাক্ব বলেন :

أَتَعْدلُ أحْسَاباً لِئاماً أدِقّةً * بأحْسابِنا؟ إني إلى الله رَاجِعُ

[৩৬৬] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৪৩০

[৩৬৭] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৪৩১

Dhaka University Institutional Repository

- আমার বংশ মর্যাদার সাথে ইতরের বংশ মর্যাদার তুলনায় তুমি কি ইনসাফ করেছো? আমি সেই আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তনকারী।

জারির বলেন :

أَتَعْدِلُ أحسَاباً كِرَاماً حُمَاتُهَا * بأحْسابِكُمْ؟ إنّي إلى الله رَاجِعُ

- আমার সম্মানিত গোত্রের সাথে তিনি তোমার গোত্রকে তুলনা করে কি সঠিক করেছেন? আমি সেই আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তনকারী।

১৪) উমাইয়্যা যুগে 'নাক্বা'ইদ'-এর অবস্থান

জাহেলি ও ইসলামি যুগের 'নাক্বা'ইদ' নতুন আঙ্গিকে আত্মপ্রকাশ করে উমাইয়্যা যুগে। এটি তৎকালীন রাজনীতির সাথে উমাইয়্যা রাষ্ট্রের সেতুবন্ধন তৈরি করে। 'আসাবিয়্যাহ'-এর মতো জাহেলি যুগের অনেক বিষয়াবলির পুনরুত্থান ঘটে। জাগিয়ে তুলে কায়েস, তাগলীব, ইয়ামানিয়্যাহ, মুদারিয়্যাহ, শাম, ইরাক ও এর মধ্যবর্তী অঞ্চলসমূহের মাঝে গোত্রভিত্তিক কার্যক্রম। জ্ঞানী, সাহিত্যিক, ভাষাবিদদের মধ্যকার তৎপরতা আবার ফিরে আসে। জাহেলি যুগে 'নাক্বা'ইদ' ছিল গোত্রে গোত্রে কলহভিত্তিক, ইসলামি যুগে 'নাক্বা'ইদ' রচিত হয় গায্ওয়াভিত্তিক আর উমাইয়্যা যুগে 'নাক্বা'ইদ' সম্পৃক্ত হয় রাজনৈতিক কার্যক্রমের সাথে।[৩৬৮]

বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলি (الخصائص الخاص)

এ ধরনের বৈশিষ্ট্যাবলি বিশেষ বিশেষ কবির সাথে নির্দিষ্ট। সকল কবিগণের কবিতায় এ বৈশিষ্ট্যাবলি পাওয়া যাবে না। এক কবির কবিতায় থাকলেও অপর কবির কবিতায় তা অনুপস্থিত থাকতে পারে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো।

জারির আল-'আতাহিয়্যাহ (মৃ. ৯৯ হি./৭১৭ খ্রি.)

১) দরিদ্রতা ও বেদুইন জীবন

আল-ফারাজদাক্বের তুলনায় কবি জারির দরিদ্র, বেদুইন ও মরু অঞ্চলে বেড়ে উঠেন। এ কারণে গর্ব বর্ণনায় তিনি আল-ফারাজদাক্ব থেকে পিছিয়ে ছিলেন। প্রতিপক্ষকে পাল্টা আক্রমণ করতে গিয়ে তিনি অশ্লীলতা ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আক্রমণের ক্ষেত্রে বংশ নয় বরং ব্যক্তিগত ত্রুটি বিচ্যুতিকে প্রাধান্য দেন। অনেকে মনে করেন, জারির ইসলামি বিধি বিধানের উপর কিছুটা নির্ভর করতেন। নিজেকে পরিশুদ্ধি ও পরিশুদ্ধতার বর্ণনা তাঁর 'নাক্বা'ইদ' -এ নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। ব্যাভিচার ও পাপাচারকে বর্জন করার কথা বলেন। নারী প্রাসঙ্গিকতা প্রয়োজনানুপাতে তাঁর

[৩৬৮] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৪৩২-৪৩৩

Dhaka University Institutional Repository

'নাক্বা'ইদ' এ আলোচিত হয়েছে। তিনি অর্থোপার্জনের জন্য 'ইবনু যুবাইর, হাজ্জাজ ও উমাইয়্যা শাসকগণের প্রশংসা করেন।[৩৬৯]

২) প্রাচীন ধারা অনুসরণ

জারির আল-ফারাজদাক্বের তুলনায় অধিক প্রাচীনপন্থী ছিলেন। তিনি জাহেলি কাব্য ধারাকে স্বীয় 'নাক্বা'ইদ' -এ যথাসম্ভব ধরে রাখার চেষ্টা করেন। অনেক সময় প্রতিপক্ষকে কুৎসা করতে মিথ্যার আশ্রয় নেন। জাহেলি কাব্য ধারায় তিনি তাঁর অধিকাংশ 'নাক্বা'ইদ' এর সূচনা করেন। তবে যু আল-রুম্মাহর মতে, তাঁর 'নাক্বা'ইদ' এ ইসলামি ভাবধারার সহানুভূতি ও সংযম পরিলক্ষিত হয়। জাহেলি ধারা অনুসরণ করলেও কখনো অশ্লীলতায় জাহেলি কবিদের ছাড়িয়ে গেছেন। তদুপরি তিনি নেককাজের প্রতি আগ্রহী ছিলেন, ভয় করতেন আল্লাহ তা'আলাকে ও পুনরুত্থান দিবসকে। আল-ফারাজদাক্বকে ব্যভিচারী, আল-আখতালকে খ্রিষ্টান, কাফের, মদ্যপানকারী, ইসলাম বিরাগী ও শুকরের মাংস ভক্ষণকারী বলে তিরস্কার করেন।[৩৭০]

৩) সহজ ও সাবলীলতা

জারিরের 'নাক্বা'ইদ' অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় রচিত হয়। স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগতভাবেই এর শব্দ, বাক্য, রীতি ও শৈলিসমূহ চয়ন করা হয়েছে। এতে তিনি তাঁর যে অনুভূতি ব্যক্ত করেন তা অতি সহজেই সমাজের মানুষেরা অনুধাবনে সক্ষম হয়। তৎকালীন মানুষের মুখে মুখে তাঁর 'নাক্বা'ইদ' এর চরণগুলি ধ্বনিত হতো। জারিরের কবিতাগুলি অধিকতর সুস্বাদু ও সহজ। পক্ষান্তরে আল-আখতালের কবিতাগুলি স্পষ্ট, দুর্বোদ্ধ ও শক্ত গাছের শাখা প্রশাখার ন্যায়।[৩৭১] সাহিত্য সমালোচকগণ 'জারির' (মৃ. ৯৯ হি./৭১৭ খ্রি.) ও আল-আখতালের কবিতার মাঝে তুলনা করতে গিয়ে বলেন,

ألستم خير من ركب المطايا * وأندى العالمين بطون راح؟

- পশুর কাফেলা অপেক্ষা আপনি কি উত্তম নন? শান্তিময় মানুষের মাঝে আপনি কি জগতের শ্রেষ্ঠ দানশীল নন?

আল-আখতালের পঙ্‌ক্তি,

شمس العداوة حتى يستقاد لهم * وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا

- শত্রুদের সাথে আমাদের যুদ্ধ তাদের জন্য কেবল লাঞ্ছনা। মানুষের মাঝে তাদের সম্মান কেবল কল্পনায়।

আল-ফারাজদাক্ব (৬৪১-৭৩২ খ্রি.)

আল-ফারাজদাক্ব আরবের অত্যন্ত প্রভাবশালী ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ও লালিত হন। পৈতৃক প্রভাব ও গোত্রের শক্তিশালী অবস্থানের কারণে তাঁর অহঙ্কার ও গর্বমূলক কবিতা রচনা করা অনায়াসে সম্ভবপর হয়। তাঁর পুর্বপুরুষগণের ঐতিহ্য তাকে এ ধরনের কবিতা রচনার প্রতি উদ্বুদ্ধ

[৩৬৯] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৪৩৩

[৩৭০] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৪৩৪

[৩৭১] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৪৩৫

Dhaka University Institutional Repository

করে। জারিরের তুলনায় তাঁর পরিবারের যেমন প্রভাব ও প্রসিদ্ধি অধিক ছিল, তেমনি যুদ্ধ ক্ষেত্রের বিজয় কথনও অধিক হারে সম্পন্ন হয়। জারিরের গোত্র থেকে তাঁর গোত্র সম্মানের দিক থেকেও অধিক অগ্রগামী ছিল। এমনকি আল-ফারাজদাক্বকে তামীম গোত্রের নেতা হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। আল-ফারাজদাক্ব বলেন :

أروني من يقوم لكم مقامي * إذا ما الأمر جل عن العتاب

إلى من تفزعون إذا حثوتم * بـــأيديكم على من التراب

- আমার মতো তোমাদের পাশে কে দাঁড়াবে? দেখাও! আমার উপস্থিতিতে ক্ষমতা হারিয়েও তোমরা মহিমান্বিত হবে।
- আপন হাতে আমার দিকে মাটি নিক্ষেপ করা থেকে বিরত থেকে তাদের দিকে তাকাও, যারা ভয় পায় ।

আরবের অধিবাসীগণ স্বভাবতই সহিংসতা ও যুদ্ধপ্রবণ ছিল। তারা সীমালঙ্ঘন, অতিরঞ্জণ, পাপাচার ও অহংকারবোধ নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকতো। আর তাদের এহেন কার্যাবলিই কবিরা তাদের কবিতায় ফুটিয়ে তুলার চেষ্টা করে। আল-ফারাজদাক্ব জারিরের সাথে কিছুটা সাদৃশ্যতা দেখান। বিশুদ্ধ ও দূর্লভ শব্দ, উন্নত মানের চরণ নির্বাচন করার সাথে সাথে তিনি প্রসিদ্ধ ব্যকরণিক রীতি নীতিকে অবজ্ঞাও করেন। এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনি প্রণয়কাব্যে কবি জারিরের উপর প্রধান্য লাভে সক্ষম হন। তিনি মু'আবিয়া (রা.)-এর প্রশংসা করলেও কতিপয় খলিফা ও অলিমগণের বিরুদ্ধাচরণ করেন। তিনি বলেন :

أبوك و عمي يا معاوي أورثا * تراثا فيحتاز التراث أقاربه

فـــلوكان هذا الأمر في جاهلية * علمت من المرء القليل حلائبه

- হে মু'আবিয়া! তোমার পিতা ও আমার চাচা যে পরিত্যক্ত সম্পদ রেখে গেছেন, সে সম্পদের কাছে গেলেই দিশেহারা হয়ে যাবে।
- জাহিলী যুগে যদি এ কাজ হয়ে থাকতো, তাহলে স্বগোত্রীয় সাহায্যকারীগণ থেকেও কম সমর্থক পেতে।

জারিরের সাথে তাঁর মূল তফাৎ হলো, তিনি শৈলিগত স্থূলতা ও দূর্বোদ্ধতাকে কবিতার জন্য আবশ্যক মনে করেন পক্ষান্তরে জারির এটাকে বর্জন করেন।[৩৭২]

আল-আখতাল (৬৪০-৭১০ খ্রি.)

১. 'নাক্বা'ইদ' -এ দক্ষতা

তিনি বিখ্যাত কবি যুহাইর ইবনু আবি ছুলমা (মৃ. ৬০৯ খ্রি.) ও কবি আল-হুতাইয়্যার (মৃ. ৬৫০ খ্রি.) কাব্যধারা অনুসরণ করে 'নাক্বা'ইদ' কাব্যে তাঁর আপন দক্ষতার প্রমাণ দান করতে সক্ষম হন। আল-আখতাল উপর্যুক্ত এ দু'কবির পদাঙ্ক অনুসরণ করেন ও তাদের শিষ্টাচারকে স্বীয় কাব্যে ফুটিয়ে তোলেন। কাব্য সংস্কারে তিনি বিভিন্নভাবে তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয় প্রদানে সফল হন। তাঁর 'নাক্বা'ইদ' যেমনি জারিরের ন্যায় তত সহজ ও সাবলীল নয়, তেমনি আল-ফারাজদাক্বের ন্যায়

[৩৭২] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৪৩৬-৪৩৮

Dhaka University Institutional Repository

অধিক দুর্বোদ্ধও নয়। বরং তিনি এতদুভয়ের মাঝামাঝি সমন্বিত এক ধরনের 'নাক্বা'ইদ' রচনায় নিপুণতার স্বাক্ষর রাখেন।[৩৭৩]

২. 'নাক্বা'ইদ' কাব্যে ধর্মিয় দৃষ্টিভঙ্গি

আল-আখতাল খ্রিষ্ট ধর্মের অনুসারী ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ না করলেও ইসলামি রাষ্ট্রেই বাস করেন। তাই তাকে ইসলামি রাষ্ট্রে কর প্রদান করতে হয়। এ সময়ে ইসলামি রাষ্ট্রে কাইস ও 'আইলানের মাঝে রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে বিস্তর প্রতিযোগিতা বিরাজমান ছিল। এ প্রতিযোগিতায় আল-আখতাল কবিতার দ্বারা উমাইয়্যা খলিফাগণের প্রশংসা করেন এবং তাদের পক্ষাবলম্বন করে 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। আল-আখতাল উমাইয়্যা খলিফা 'আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের (মৃ. ৭০৫ খ্রি.) সভাকবির মর্যাদা লাভ করেন।

৩. গর্ব-প্রতিযোগিতা ও ব্যঙ্গ কবিতায় ধর্মমত

আল-আখতালকে সঙ্কটময় অবস্থায় কবিতা রচনা করতে হয়। জারির (মৃ. ৯৯ হি./৭১৭ খ্রি.) ছিল মুদার গোত্রের একজন সদস্য। আর মুদার গোত্র হলো কুরাইশ গোত্রের পূর্ব গোত্র। যারা নবুয়্যাত ও খেলাফাত লাভ করেন। যখন মুদার গোত্র নিয়ে জারির গর্ববোধ করেন তখন মুদারের বিপক্ষে গিয়ে আল-আখতাল জারিরকে কুৎসা করতে পারেন না। পক্ষান্তরে জারির তাকে খ্রিষ্টান ও ইসলাম থেকে বঞ্চিত বলে উপহাস করেন। আবার অশ্লীল শব্দাবলি বা বাক্য ব্যবহারেও আল-আখতালকে জটিলতায় পড়তে হয়। যেহেতু আমির ও খলিফাগণের প্রশংসা করে থাকেন তাই এই আমির ও খলিফাগণের বংশকে নিয়ে অশ্লীলতার আশ্রয় নিতে পারেন না। তিনি খ্রিষ্টান হয়ে মুসলিম ইয়ারবু ও ক্বায়েছ গোত্রের নারীদের নিয়ে অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ বা বাজে মন্তব্য করতে পারেন না। এ কারণে তিনি তাঁর 'নাক্বা'ইদ' এ গালাগাল ও অশ্লীলতার আশ্রয় নিতে পারেন নি। আল-আখতাল জারিরের সাথে কুৎসা বর্ণনায় টিকে থাকতেন মূলত গোত্রীয় বিবাদে। এ ক্ষেত্রে তিনি যুদ্ধ, কৃপণতা ও জারিরের কাপুরুষতার সাহায্য নিতেন।[৩৭৪]

০৩.৯. উপসংহার

প্রত্যেক বিষয়ই পরিপক্ক ও পূর্ণাঙ্গতা পেতে সময় নিয়ে থাকে। নাক্বা'ইদ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমনটি ঘটেছে। জাহেলি যুগ নাক্বা'ইদের সূচনা যুগ ছিল বিধায় তৎকালিন সময়ে এ সাহিত্যের তত বেশি তৎপরতা পরিলক্ষিত হয় না। তবে ইসলামি যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে এ বিষয়টি উন্নতি লাভ করে। উমাইয়্যা যুগে এসে পূর্ণাঙ্গ শিল্পরূপে আত্মপ্রকাশ করে। যুগ পরিক্রমায় যেমনি এটি বিবর্তিত হয়ে উন্নতি লাভ করেছে, একিভাবে নানা বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণে নতুন ধারা ও ভিন্নরূপে পরিচিতি লাভ করেছে। জাহেলি যুগের মুনাফারা বিবর্তিত হয়ে নতুন ভাবে নাক্বা'ইদ নামে প্রশিদ্ধি লাভ করে।

---

[৩৭৩] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৪৪০

[৩৭৪] আল-শাইব, *تاريخ النقائض*, ৪৪১

Dhaka University Institutional Repository

নানা বৈশিষ্ট্যের সমারোহে এটি সর্বাধিক জনপ্রিয় কাব্য সাহিত্য হিসাবে খ্যাতি অর্জন করে। সকল পেশার মানুষের অবসর ও বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে গৃহীত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

উমাইয়্যা যুগের 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি

০৪.১. ভূমিকা

০৪.২. আল-আখতাল

০৪.২.১. আখ-আখতালের পরিচিতি

০৪.২.২. আখ-আখতালের কাব্য প্রতিভা

০৪.২.৩. আখ-আখতালের কাব্য বিষয়

০৪.২.৪. আখতালের কাব্য বৈশিষ্ট্য

০৪.২.৫. উমাইয়্যা খেলাফতে আখতালের অবদান

০৪.২.৬. সাহিত্য সমালোচকগণের দৃষ্টিতে আখতাল

০৪.৩. আল-ফারাজদাক্ব

০৪.৩.১. আল-ফারাজদাক্বের পরিচিতি

০৪.৩.২. আল-ফারাজদাক্বের কাব্য প্রতিভা

০৪.৩.৩. আল-ফারাজদাক্বের কাব্য বিষয়

০৪.৩.৪. আল-ফারাজদাক্বের কাব্য বৈশিষ্ট্য

০৪.৪. জারির ইবনু 'আতিয়্যাহ

০৪.৪.১. জারিরের পরিচিতি

০৪.৪.২. জারিরের কাব্য প্রতিভা

০৪.৪.৩. জারিরের কাব্য বিষয়

০৪.৪.৪. জারিরের কাব্য বৈশিষ্ট্য

০৪.৫. প্রখ্যাত তিন 'নাক্বা'ইদ' কবির মাঝে তুলনামূলক আলোচনা

০৪.৬. উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উমাইয়্যা যুগের 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি

০৪.১. ভূমিকা

জারির (মৃ. ১১০ হি./৭২৮ খ্রি.), আল-ফারাজদাক্ব (৬৪১-৭৩২ খ্রি.) ও আল-আখতাল (৬৪০-৭১০ খ্রি.) উমাইয়্যা যুগের প্রখ্যাত তিন 'নাক্বাইদ' কবি। এ তিন কবি ছাড়াও গাচ্ছান আল-ছালীতি, আবু আল-ওয়ারাক্বা উক্ববাহ ইবনু মালিছ আল-মুক্বাল্লাদী ও আল-বা'ইসের মতো কবিগণও 'নাক্ব'ইদ' রচনা করেন।[৩৭৫] 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যকে পূর্ণাঙ্গ একটি শিল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে আল-ফারাজদাক্ব, আল-আখতাল ও জারিরের অবদান উল্লেখযোগ্য। উমাইয়্যা যুগের এ তিন কাব্য পুরুষকে 'المثلث الأموي' বলে। জারির কুলাইব ইবনু ইয়াববু গোত্রভুক্ত এবং আল-ফারাজদাক্ব মুজাশি' আল-দারেমী গোত্রভুক্ত। উভয়ে তামীমের অন্তর্গত হলেও শাখাগোত্রের ভিত্তিতে একে অপরের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করে দীর্ঘ ৪০ (চল্লিশ) বছর নাগাদ কাব্য যুদ্ধ চালিয়ে যান। উমাইয়্যা খেলাফত ও খলিফাগণের সাথে সখ্যতার কারণে আল-আখতাল, আল-ফারাজদাক্ব ও জারিরকে রাজদরবারের কবি বলা হয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও অর্থের লোভে কবিতা রচনা করার জন্য তাদেরকে উপার্জনের কবিও বলা হয়।[৩৭৬] এ অধ্যায়ে ধারাবাহিকভাবে আখতাল, ফারাজদাক্ব ও জারিরের সংক্ষিপ্ত জীবনী, কাব্য প্রতিভা ও কাব্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হবে।

০৪.২. আবু মালিক আল-আখতাল গিয়াস ইবনু গাউস আত্ তাগলীবি (২০-৯২ হি./৬৪০-৭১৮ খ্রি.)

ভূমিকা

তিনি ছিলেন একাধারে 'شاعر الأموية' ও 'أديب النصرانية', 'لسان التغلبية', 'صوت الجزيرة'। বাল্যকালেই তিনি তাঁর সৎ-মাকে কুৎসা করে কবিতা রচনা করেন। বোকাটে স্বভাবের হওয়ায় বাল্যকাল হতেই তাকে আল-আখতাল উপাধি দেওয়া হয়। তিনি জাহেলী যুগের বিখ্যাত কবি আল-আ'শা (মৃ. ৫৭০ খ্রি.), ইমরুল ক্বায়েছ (মৃ. ৫৪৪ খ্রি.), ইসলামি যুগের হাচ্ছান বিন ছাবিত (মৃ. ৬৭৪ খ্রি.) ও 'আদী বিন যায়েদের (মৃ. ৫৮৭ খ্রি.) ধারা অনুসরণ করেন। উমাইয়্যা খলিফাগণ কবিদেরকে রাজদরবারে অবস্থান করে তাদের মত-মতাদর্শের গুণকীর্তন প্রচার প্রসার করতে উৎসাহিত করেন। কবিগণ শাসকগণের অনুকূলে প্রোপাগাণ্ডা চালিয়েছেন। বিরোধী মত পোষণকারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য আনন্দ বিনোদন দান ও সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জণের জন্য খলিফাগণ রাজদরবারে কবি নিয়োগ করেন। কবিগণ খ্যাতি ও অর্থ লাভের আশায় কবিতা রচনা করেন।[৩৭৭]

---

[৩৭৫] *The Cambridge History of Arabic Literature,* (ভলিউম - ১, উমাইয়্যা কবিতা, অধ্যায় - ২০) : ৮/৪০১

[৩৭৬] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *تاريخ الأدب العربي، الأثر الإسلامي* , (মিশর : কায়রো, দারুল মা'আরিফ, খণ্ড-২, ৭ম সংস্করণ) : ২৪২ ; ঈলিয়া হাবী, *الأخطل (٦٤٠-٧١٠م) في سيرته و نفسيته و شعره*, (লেবানন : বৈরুত, দারুস সাক্বাফা, ২য় সংস্করণ, ১৯৮১ খ্রি.) : ৮ ; আর. এ নিকলসন, *Literary History of Arabs,* (ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৩ খ্রি.) : ২৩৮, ২৭৩ ; হান্না আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* (লেবানন : বৈরুত, ১৯৮৬, দারুল জীল, ১ম সংস্করণ) : ৪৬৪

[৩৭৭] *The Cambridge History of Arabic Literature,* (ভলিউম - ১, উমাইয়্যা কবিতা, অধ্যায় - ২০) : ০৬/৩৯৬-৩৯৭, ০৮/৪০১ ;

আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* , ৪৬৪

Dhaka University Institutional Repository

০৪.২.১. আখতালের পরিচিতি

তাঁর নাম 'আবু মালিক আল-আখতাল গিয়াস ইবনু গাওস আত্ তাগলীবি। আল-আখতাল হলো তাঁর 'লাক্বাব' এবং কুনিয়্যাত হলো আবু মালিক। ২০ হি. মোতাবেক ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি হেরাতে তাগলীব গোত্রে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম লায়লা। যিনি উম্মু কা'ব নামে বেশি পরিচিত ছিলেন। তার মাতা একজন সম্ভ্রান্ত খ্রিষ্টান নারী ছিলেন। আল-আখতাল শারীরিক গঠনে একটু বেঁটে ছিলেন। এমনকি তাঁর শরীরে অনেক অবাঞ্চিত লোম ও ক্ষতচিহ্ন ছিল।[৩৭৮] তাঁর বংশধারা হলো **গিয়াস ইবনু গাউস ইবনি ছালাত ইবনি আত তারিক্বা।** অন্যত্র বলা হয় **ইবনি ছাইহান ইবনি আমর ইবনি আল-ফাদুক্স ইবনি আমর ইবনি মালিক ইবনি জাশাম ইবনি বাকার ইবনি হাবীব ইবনি উমর ইবনি গানাম ইবনি তাগলীব।** আল-আখতাল তাঁর লাক্বাব। তিনি লাক্বাব দ্বারাই বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আল-আখতাল একদা তাঁর গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে কুৎসা করে কবিতা রচনা করেন। প্রত্যুত্তরে তাকে বলা হয়, 'يا غلام! إنك لأخطل'। তারপর তিনি এই নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 'نقائض' এ তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হন। তবে উমাইয়্যা রাজদরবারের কবি হলেও তিনি সেখানে স্বীয় গোত্র তাগলীবকেই তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা চালান।[৩৭৯] আল-আখতালের বংশ ধারা নিয়ে সমালোচকগণ একমত হলেও তার নাম নিয়ে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। আসবাহানী (মৃ. ৯৬৭ খ্রি.), আমাদী (মৃ. ৬৩১ খ্রি.), ইবনু সালাম (মৃ. ৬৬৩ খ্রি.) ও ইবনু কুতাইবাহ (মৃ. ৮৮৯ খ্রি.)-এর মতে তাঁর নাম হলো 'غياث بن غوث'। বাগদাদী ও ছাহিবুল খাযায়িনের মতে 'غويث' এখানে 'غياث' শব্দটি নেই। তাঁর পিতার নামের বর্ণনায় মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কেহ 'غويث' আবার কেহ 'مغيث' বলেন। এ কারণে আল-আখতাল এর নিম্মোক্ত নাম পাওয়া যায়।[৩৮০]

" غياث بن غوث أو مغيث أو غويث "

তাঁর বংশ ধারার বর্ণনায় কতিপয় বর্ণনাকারী তাঁর দাদা পর্যন্ত থেমে গেছেন। কেউ আবার তাঁর দাদার নামে এসে ভিন্ন নাম উল্লেখ করেন। ইস্পাহানী ও আমাদী প্রায় পনেরোটি বংশ ধারা উল্লেখ করেন। তবে তাঁরা দুইজন নিন্মোক্ত বংশ ধারায় একমত পোষণ করেন।

غياث بن غوث بن الصلت بن الطارقة/ابن سيحان بن عمرو بن الفدوكس بن عمرو بن مالك ابن جشم بن بكر بن حبيب بن غنم بن تغلب.

আবু তাম্মামসহ কতিপয় ভাষাবিদগণ দুই বা তিনটি বংশ ধারা উল্লেখ করেন। তার অন্যতম হলো;

---

[৩৭৮] ঈলিয়া হাবী, *الأخطل(٦٤٠-٧١٠م) في سيرته و نفسيته و شعره*, (লেবানন : বৈরুত, দারুস সাক্বাফা, ২য় সংস্করণ, ১৯৮১ খ্রি.) : ১৯

[৩৭৯] হান্না আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* (লেবানন : বৈরুত, ১৯৮৬, দারুল জীল, ১ম সংস্করণ) : ৪৬৪ ; আহমাদ হাছান আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* (মিশর: কায়রো, দারুন নাহদাহ) : ১১২ ; আবুল ফারাজ 'আলী ইবনুল হুসাইন আল-উমাভী আল-আসফাহানী (মৃ. ৩৫৬ হি.), *كتاب الأغاني ، الأخطل و ديوانه*, (খণ্ড-১৭) : 8 ; ঈলিয়া হাবী, *الأخطل(٦٤٠-٧١٠م) في سيرته و نفسيته و شعره*, ০৭

[৩৮০] ঈলিয়া হাবী, *الأخطل(٦٤٠-٧١٠م) في سيرته و نفسيته و شعره*, ১১

Dhaka University Institutional Repository

" غياث بن غوث ابن الصلت بن الطارقة التغليبي."

ইবনু কুতাইবা তাঁর পিতার নাম ও গোত্রের নামের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

" غياث بن غوث من بني تغلب بن فدوكس. "

আল-আখতাল তাঁর কুনিয়্যাত। আবার কেউ বলেন যে, আল-আখতাল তাঁর উপাধি। তিনি এ নামেই সুপ্রসিদ্ধি লাভ করেন।[৩৮১]

তবে তাকে কে আখতাল উপাধি প্রদান করেন, তা নিয়ে সমালোচকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কেউ বলেন, তাঁর প্রতিদ্বন্দী কা'ব ইবনু জু'আইল তাকে এই উপাধি প্রদান করেন।[৩৮২] কা'ব ইবনু জু'আইলের দুই পুত্র ও মাতার মাঝে বিরোধকে কেন্দ্র করে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়, আল-আখতাল এই সুযোগ গ্রহণ করে প্রথম হিজা কবিতায় পদার্পন করেন। তিনি বলেন :

لعمري إنني و ابني جعيل * و إمهما لأستار لئيم

- আমার জীবনের শপথ! জু'আইল-এর দুই পুত্র ও তাদের মাতার মধ্যকার দুষ্টামির মাঝে আমি হলাম পর্দা।

এতদ্বশ্রবণে কা'ব ইবনু যু'আইল (তা.বি.) বলেন :

" يا غلام ، إن هذا لخطل من رأيك "

(হে চাকর! তোমার মতানুযায়ীই তুমি একটা বাচাল।)

কারো মতে 'আল-আখতাল' হলো তাঁর পিতা কর্তৃক প্রদত্ত লকব বা উপাধি। কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, 'উতবাহ ইবনু যা'ল (তা.বি) সর্ব প্রথম তাকে 'আল-আখতাল' উপাধি প্রদান করেন। এটা ছাড়াও জারির তাকে 'دوبل' উপাধিও দিয়েছিল।

আল-আখতাল বনু তাগলীব গোত্রে খ্রিষ্টান ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে লালিত হন। তিনি মাতার একমাত্র সন্তান হওয়ায় অনুকূল পরিবেশে আদর স্নেহে বড় হন। মাতার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তার মায়ের একমাত্র অবলম্বন ছিলেন। পিতা পুনরায় বিবাহ করলে তার লালন পালনের দায়িত্ব পায় সৎ-মা। এতে তার শিষ্টাচারে ঘাটতি দেখা দেয়। তিনি খিটখিটে ও কর্কশ মেজাজ, অশ্লীল ভাষী ও মাদকাশক্ত হয়ে পড়েন।[৩৮৩] সৎ-মায়ের আচরণ তাকে অনেক ব্যথিত করে। সকল কাজে তিনি তাঁর জন্ম দেওয়া সন্তানদেরকে প্রাধান্য দেন। তাদেরকেই তিনি অধিক ভালোবাসতেন ও যত্ন করতেন। এতেকরে যুবক আল-আখতালের হৃদয় ভেঙে যায়। তিনি হতাসাগ্রস্থ হন এবং এক পর্যায়ে সৎ-মায়ের বিপক্ষে কবিতা রচনা করেন। সৎ-মা তার সন্তানদের বিশেষ খাবারের আয়োজন করলেও আখতালকে বঞ্চিত করতেন। একদিন আল-আখতাল সৎ ভাইদের আঙুর ও কিশমিশ খেয়ে ফেলেন। এ সংবাদ পাওয়ার পর সৎ-মা প্রহার করার জন্য একটি কাঠখণ্ড আনেন। এটা দেখে আল-আখতাল পালিয়ে যান। এবং নিন্মোক্ত পঙ্‌ক্তি রচনা করেন।[৩৮৪]

---

[৩৮১] ঈলিয়া হাবী, *الأخطل(٦٤٠-٧١٠م) في سيرته و نفسيته و شعره*, ১১-১২

[৩৮২] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* , ৪৬৫

[৩৮৩] আহমাদ হাছান আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* (মিশর: কায়রো, দারুন নাহদ্বাহ) : ১৬১

[৩৮৪] ঈলিয়া হাবী, *الأخطل(٦٤٠-٧١٠م) في سيرته و نفسيته و شعره*, ১৯-২০ ; আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* , ৪৬৪

Dhaka University Institutional Repository

ألم على عنبات العجوز * وشكوتها من غياث لم

فظلت تنادي، أيا ويللها * وتلغن ، واللعن منها أمم

- বৃদ্ধের আঙুর আমায় ব্যথা দিয়েছে। তাই আমি গিয়াসের কাছে সৎ-মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছি।
- সে আমাকে ডাকে। ওহে! তার উপর ধ্বংস আসুক, এ ধরনের মায়ের উপর অভিসম্পাত!

খলিফা মু'আবিয়ার (মৃ. ৬৮০ খ্রি.) শাসনামলে তিনি টগবগে যুবক ছিলেন। খলিফা মু'আবিয়ার পর চার বছর ইয়াযিদ ইবনু মু'আবিয়া (মৃ. ৬৮৩ খ্রি.) শাসন করেন। এই শাসনামলেই তিনি প্রৌঢ়ত্ব অর্জন করেন। 'আবদুল মালিকের (মৃ. ৭০৫ খ্রি.) শাসনামলের শেষ দিকে এবং আল-ওয়ালিদের (মৃ. ৭১৫ খ্রি.) শাসনামলের তিনি পূর্ণ যুবক ছিলেন। এ সময়ে আখতাল খলিফা হিশাম ইবনু 'আব্দিল মালিকের (মৃ. ৭৪৩ খ্রি.) প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেন। যদিও তাঁর দেওয়ানে এমন কোনো লক্ষণ পাওয়া যায়নি।[৩৮৫] তিনি যৌবনকালে বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি প্রখর মেধা ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাই তাঁর কবিতায় প্রাচীন কবিতার শুভ্রতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।[৩৮৬] তিনি যৌবনকাল অতি রঙ্গ তামাশায় কাটান এবং উমাইয়্যা শাসকগণের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলেন। বার্ধক্যে পৌঁছলে তিনি 'নাক্ব'ইদ' কবিতায় সিদ্ধতা অর্জন করতে সক্ষম হন। ইয়াযিদের (মৃ. ৬৮৩ খ্রি.) প্রশংসায় রচিত কবিতায় তাঁর কাব্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

إعرضن من شمط في الرأس لاح به * فهن منه إذا أبصرنه ، حيد

- তারা তার মাথার উপর মিশ্রিত করা থেকে বিরত থেকে তার দিকে তাকিয়ে উদ্ভাসিত হয়। অথচ তারা তার নিকট থেকে প্রস্থান করেছিল।

৭৩ হিজরিতে 'আবদুল মালেক ইবনু মারওয়ানের (মৃ. ৭০৫ খ্রি.) শাসনামলে তিনি বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। জারির (মৃ. ১১০ হি./৭২৮ খ্রি.) তাঁর কবিতায় আল-আখতাল সম্পর্কে এ ধরনের ইঙ্গিত প্রদান করেন।[৩৮৭]

" أدركت الأخطل و له ناب واحد ، و لو أدركته و له ناب أخر لأكلني به ."

- আমি এক দাঁত বিশিষ্ট আল-আখতালকে পেয়েছি। যদি দুই দাঁত থাকা অবস্থায় পেতাম, তবে সে আমাকে খেয়ে ফেলতো।

আখতাল দুই বিবাহ করে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। প্রথম স্ত্রী হলেন 'المكناة ابن مالك'। এ স্ত্রীর মাধ্যমে তিনি ইয়াযিদের (মৃ. ৬৮৩ খ্রি.) কাছে সহানুভূতী ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভের সুযোগ পান।

و إني غداة استعبرت أم مالك * لراض من السلطان أن يتهددا

- ভীত হয়ে খলিফার সন্তুষ্টির জন্য প্রত্যুষে উম্মু মালিক অশ্রুপাত করে।

---

[৩৮৫] ঈলিয়া হাবী, *الأخطل(٦٤٠-٧١٠م) في سيرته و نفسيته و شعره*, ১৮

[৩৮৬] ঈলিয়া হাবী, *الأخطل(٦٤٠-٧١٠م) في سيرته و نفسيته و شعره*, ২৩

[৩৮৭] ঈলিয়া হাবী, *الأخطل(٦٤٠-٧١٠م) في سيرته و نفسيته و شعره*, ১৭ ; আল-আসফাহানী (মৃ. ৩৫৬ হি.), *كتاب الأغاني*, (খণ্ড- ৮) : ২৮০

Dhaka University Institutional Repository

এ স্ত্রীর গর্ভে একটি ছেলে সন্তান জন্মলাভ করে। 'বাশার' যুদ্ধে সে নিহত হয়। এ স্ত্রীর সাথে তিনি বেশি দিন সংসার করতে পারেন নি। এরপর তিনি অন্য একটি স্বামী পরিত্যক্তা মেয়েকে বিবাহ করেন। তাঁর পরিবারের সদস্যগণ হস্তশিল্প বা কুটিরশিল্পের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি তার কাব্যে কেবল এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, সম্মানের দিক থেকে আনসারীগণ থেকে উমাইয়্যাগণ উত্তম। তাঁর কাব্য বিষয় হলো প্রশংসা, গর্ব ও কুৎসা। উমাইয়্যাগণের সম্মানের বৃদ্ধি ঘটাতে গিয়ে এমনকি তিনি অনেক নিচে নেমে আসেন। জাহেলী কাব্যধারা এবং গ্রাম্য ও বিদুইনি রীতি-নীতি কাব্য শৈলীতে প্রয়োগ করলেও সংক্ষিপ্ত ও নাতিদীর্ঘ আলোচনার চমকপ্রদ অবতারণা করেন।[৩৮৮] ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি শিথিলতা প্রদর্শন করেন।[৩৮৯] আল-আখতাল স্বীয় গোত্রের একজন সম্মানিত নেতা এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ত্বের অধিকারী ছিলেন। তাই তিনি তেমন অশ্লীলতার পর্যায়ে নেমে আসেন নি এবং লজ্জাজনক কোনো বিষয়ের অবতারণাও করেননি। তবে জারিরের গোত্রের বিপক্ষে তিনি তাঁর রচিত কবিতায় অশ্লীলতার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।[৩৯০] তিনি যেহেতু খ্রিষ্টান ছিলেন তাই তাঁর গর্বমূলক কবিতায় ইসলামকে নিয়ে কোনো ধরনের গর্ব প্রকাশ করেন নি। আপন গোত্রের গর্ব ও প্রতিপক্ষের নিন্দাজ্ঞাপনের মাধ্যমেই তিনি কুৎসা কবিতা রচনা করেন। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে ইসলাম যেটা করা থেকে বারণ করে, তার প্রতি তিনি ঝুঁকে পড়েছেন।[৩৯১] যেমন তিনি আনসারীদের প্রেক্ষিতে বলেন,

قوم إذا هدر العصير رأيتهم ٭ حمرا عيونهم من المطار

- একটি গোত্র যখন মদ নষ্ট করে তখন তুমি তাদের চোখগুলোকে নতুন মদের নেশায় রক্তিম অবস্থায় দেখবে।

কুলাইব ইবনু ইয়ারবু'কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

بئس الصحاب وبئس الشرب شربهم٭ إذا جرت فيهم المزاء و السكر

- তাদের সঙ্গ ও পানকৃত পানীয় কতইনা মন্দ! তাদের মাঝে যখন এটির নেশা ও প্রভাব কাজ করতে আরম্ভ করে।

তিনি উমাইয়্যা শাসকগণের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলেন। খলিফাগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের আশায় নিজ কাব্যে ইসলামি ভাবধারা অনুসরণ করেন। খলিফাগণ তাকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আদেশ করলেও মদ্য পানের দোহাই দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করা হতে বিরত থাকেন। মদের প্রতি তাঁর অসম্ভব আশক্তি ছিল। তাই তিনি ভাবতেন ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে মদ ত্যাগ করতে হবে আর এটা তাঁর

---

[৩৮৮] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* , ৪৬৯

[৩৮৯] আহমাদ হাছান আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* (মিশর: কায়রো, দারুন নাহদ্বাহ) : ১১১, ১১৩

[৩৯০] আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* , ১১৪

قـــوم إذا استنبح الضيفان كلهم ٭ قالوا لأمهم بولى على النار

فتمنع البول شحا أن تجود به ٭ و لا تجود به إلا بمقدار

و الخـــبز كـــالعنبر الهند عـندهم ٭ و القمح خمسون أردبا بدينار

[৩৯১] আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* , ১১৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বারা সম্ভব নয়। একদা খলিফা 'আবদুল মালেক (মৃ. ৭০৫ খ্রি.) তাকে প্রশ্ন করেন যে, তুমি ইসলাম গ্রহণ করোনা কেন? তুমি ইসলাম গ্রহণ করলে তোমাকে বিনা যুদ্ধলব্দ মালের একটি অংশ প্রদান করা হবে। আরো প্রস্তাব করলেন যে, তোমাকে দশ হাজার দেরহাম প্রদান করা হবে। উত্তরে তিনি বললেন, এটা কীভাবে সম্ভব! আমিতো এখনো মদ পান করি। অন্যত্র পাওয়া যায় যে, খলিফা 'আবদুল মালেক তাকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করে বলেন,

" لم لا تسلم، يا أخطل ؟ "

(হে আখতাল! তুমি ইসলাম গ্রহণ করো না কেন?)

প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন :

" إن أنت أحللت لي الخمر و وضعت عني صوم رمضان أسلمت."

(আপনি যদি আমার জন্য মদকে বৈধ করতে করে দিতে পারেন ও রমজানের রোজাকে রহিত করতে পারেন, তাহলে আমি ইসলাম গ্রহণ করবো।)

এ কথা শুনে খলিফা 'আবদুল মালেক বলেন।[৩৯২]

" إن أنت أسلمت ، ثم قصرت في شيء من الإسلام ، ضربت الذي فيه عنقك ."

(ইসলাম গ্রহণ করার পর তুমি যদি এর কিঞ্চিত বিধানও অস্বীকার করো আমি তোমার গর্দানে প্রহার করবো।)

খলিফার এ কথার উত্তরে আল-আখতাল পঙ্‌ক্তি রচনা করেন :

ولست بصائم رمضان ، يوما * و لست بأكل لحم الأضاحي

ولست بقـائم كـــالعير يـــــدعو * قبيل الصبح : " حي على الفلاح "

ولكـــــــني بـــــأشـــربها شمولا * و أسجد عند منبلج الصباح

- আমি কখনো রোজা রাখবো না এবং কুরবানীর মাংশও ভক্ষণ করবো না।
- প্রভাতের পূর্বেই 'حي على الفلاح ' বলে যে দিকে আহ্বান করে, আমি সে নামায পড়তেও রাজি নই।
- আমি তার ঠান্ডা মদ পান করবোই। গির্জায় প্রভাতে উপাসনা আমি করবোই।

দ্বীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে মতভেদ হলে উমাইয়্যা খলিফাদের ন্যায় তিনি দুনিয়াকেই প্রাধান্য দেন। এর মাঝে তিনি কখনো সহজ পথ খুঁজে পেতেন না। 'الجحاف' কে কেন্দ্র করে আল-আখতাল উমাইয়্যা শাসকগণকে দোষারোপ করে কবিতা রচনা করেন।[৩৯৩] এতে উমাইয়্যা শাসকগণ তাঁর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। এতদ্বশ্রবণে খলিফা 'আবদুল মালেক গর্জে উঠেন এবং বলেন :

" إلى أين يا ابن النصرانية ؟ "

(খ্রিষ্টানের পুত্রটি কোথায়?)

---

[৩৯২] আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* , ২৭

[৩৯৩] তিনি বলেন :

لقد أوقع الجحاف بالبشر وقعة * إلى الله منها المشتكي و المعول

فإن لم تغيرها قريش بملكها * يكن عن قريش مستماز و مرحل

ونعرر أناسا عرة يكرهونها * و نحيا كراما ، أو نموت فنقتل

و إن تحملوا عنهم ، فما من حماله * و إن ثقلت ، الا دم القوم أثقل

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরে আল-আখতাল বলেন :

"الى النار."

(জাহান্নামে।)

আল-আখতালের উত্তর শুনে খলিফা হেসে উঠেন এবং বলেন, যদি তুমি এই উত্তর না দিয়ে অন্য কোনো উত্তর দিতে তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করতাম। ক্রীতদাস ও পাপাচারীদের সাথে তাঁর অত্যাধিক সখ্যতা ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি বিভিন্ন সত্বী নারীদেরকে অপবাদ প্রদান করেন।[৩৯৪] তিনি তাঁর বংশগত ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্যই খ্রিষ্টান ধর্ম অনুসরণ করেন। স্বীয় গোত্রের ধর্মকে সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ থেকেই তিনি তাঁর এ ধর্মের উপর অবিচল থাকার চেষ্টা করেন।[৩৯৫] ইয়াযিদ ইবনু মু'আবিয়া (মৃ. ৬৮৩ খ্রি.) কর্তৃক আনসারী সাহাবিগণের বিপক্ষে কবিতা রচনার আহ্বান পাওয়ার পর নতুন জীবন শুরু করেন। বিষয়টি তাকে উমাইয়্যা রাজদরবারে গমন ও শাসকগণের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলার অপার সুযোগ হাতে এনে দেয়। পূর্বে সিফফিনের যুদ্ধের সময়ও তিনি উমাইয়্যা শাসকগণের পক্ষাবলম্বন করেন। কিন্তু আনসারী সাহাবিগণের বিপক্ষে কবিতা রচনা থেকে তিনি প্রকাশ্যে উমাইয়্যাগণের পক্ষাবলম্বন ও কঠোরভাবে আনসারী সাহাবিগণের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁর হাতে ইসলামি যুগে নিষিদ্ধ আসাবিয়্যাতের পূনরুত্থান ঘটে। তিনি সম্মান ও কৃতিত্ত্বের সাথে রাজদরবারে সুখি ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন-যাপন করেন। ইয়াযিদ ইবনু মু'আবিয়াকে তিনি মদ পানে আহ্বান করেন। এমনকি হজে গমনকালীন ও বাইতুল হারামে অবস্থান করা অবস্থায়ও তিনি তাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেন। প্রথম উমাইয়্যা খলিফা মু'আবিয়ার (মৃ. ৬৮০ খ্রি.) মৃত্যুর পর শাসনক্ষমতা নিয়ে মানুষের মাঝে বিভক্তি দেখা দেয়। ইবনু যুবাইর (মৃ. ৬৯২ খ্রি.) তাঁর হাতে বায়াত হওয়ার জন্য প্রস্তাব করে। যুফার ইবনু হারিস ও নু'মান ইবনু বাশির (মৃ. ৬৫ হি.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তাকে সমর্থন করেন। অপরদিকে মারওয়ান ইবনু হাকাম (মৃ. ৬৮৫ খ্রি.) তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব দেন। এভাবে উমাইয়্যা শাসনক্ষমতার টানাপোড়েন আরম্ভ হলে আল-আখতালের গোত্র বনু তাগলীব উমাইয়্যাগণের দিকে সাহায্য সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন। এ সময়েও আল-আখতাল তাঁর গোত্র ও বনু উমাইয়্যাগণকে প্রাণপণে সহায়তা দান করেন। এ কারণে উমাইয়্যা সিংহাসনে বনু তাগলীব গোত্রের বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃত ছিল। আল-আখতাল উমাইয়্যা রাজদরবারের কার্যাবলি লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। 'আবদুল মালেক ইবনু মারওয়ান (মৃ. ৭০৫ খ্রি.) তাকে ৬৮৫-৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে দূতাবাসে চাকুরি দেন। খলিফা 'আবদুল মালেক তাকে ' شاعر بني أمية / شاعر الخليفة ' ও ' شاعر أمير المؤمنين ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ওয়ালিদ ইবনু মালিক (মৃ. ৭১৫ খ্রি.) ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে 'আবদুল মালেক ইবনু মারওয়ানের পর শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনামলে (৭০৫-৭১৫ খ্রিষ্টাব্দে) রাজদরবারের সভাকবি আল-আখতালের পরিবর্তে

[৩৯৪] আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* , ২৮

[৩৯৫] আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* , ২৯

Dhaka University Institutional Repository

'আদী ইবনু রিক্বায়'কে (মৃ. ৭১৪ খ্রি.) নিয়োগ দান করেন। অতঃপর তিনি স্বীয় গোত্রে চলে আসেন এবং সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।[৩৯৬]

কবি আল-আখতাল (৬৪০-৭১০খ্রি.) 'উমর ইবনু 'আব্দিল 'আযিযের (র.) (মৃ. ৭২০ খ্রি.) শাসনামল পর্যন্ত স্বীয় প্রতিভার ঝলক প্রদর্শন করতে সক্ষম হন। উমাইয়্যা খলিফা আল-ওয়ালিদের (মৃ. ৭১৫ খ্রি.) শাসনামলে সত্তর বছর বয়সে ৯৫ হি. মোতাবেক ৭১৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন।[৩৯৭] ইবনু কাছিরের মতে তিনি আল-ওয়ালিদ ইবনু মালেকের শাসনামলে হিজরি ৯২ সালে (৭১০ খ্রিষ্টাব্দে[৩৯৮]) ইন্তিকাল করেন।[৩৯৯]

০৪.২.২. আখতালের কাব্য প্রতিভা

আল-আখতাল (৬৪০-৭১০ খ্রি.) ছিলেন উমাইয়্যা যুগের একজন বিখ্যাত খ্রিষ্টান কবি। প্রশংসার ক্ষেত্রে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এ কারণে তাঁকে 'شاعر أمير المؤمنين' উপাধি দেওয়া হয়। প্রশংসামূলক কবিতায় মূলত তিনি যথেষ্ট সুনাম, সুখ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হন। আল-আখতাল 'নাক্বা'ইদ' কবিতায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ ছিলেন। জারিরের সাথে তিনি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নাক্ব'ইদ কাব্য রচনা করেন। আবার অনেক সময় জারির ও ফারাজদাক্বের মধ্যকার 'নাক্বা'ইদ' -এ অনুপ্রবেশ করে ফারাজদাক্বকে সমর্থন করে জারিরের কুৎসা করেছেন।[৪০০] কাব্য রচনায় দক্ষতা, অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও তথ্যের বাহুল্যতায় তিনি ছিলেন অগ্রগামী। কুৎসা কবিতায় নতুনত্ব আনয়নে তিনি পূর্ণভাবে সক্ষমতা দেখান।[৪০১] আনন্দ বিনোদন, ভোগ-উপভোগ ও মদ্যপান করলেও তিনি তেমন অশ্লীলতাপূর্ণ শব্দ প্রয়োগ করেন নি। তাঁর স্বভাব চরিত্রে 'উমর ইবনু কুলছুমের (মৃ. ৫৮৪ খ্রি.) দাম্ভিকতা ও ঔদ্ধতা প্রকাশ পায়। অশ্লীলতায় তিনি ইমরুল ক্বায়েছ (মৃ. ৫৪৪ খ্রি.) ও আল-আ'শার (মৃ. ৫৭০ খ্রি.) ন্যায় ছিলেন।[৪০২]

তার কিছু কাব্য মদকেন্দ্রিক ও আবেগঘন ছিল। শব্দ নির্বাচন, কল্পনা ও কবিতার গাঠনিক অবকাঠামোতে প্রাক ইসলামি যুগের কবিদের উপর নির্ভর করেন। কাব্য শৈলিতে বিখ্যাত মু'আল্লাক্বা রচয়িতা কা'ব বিন যুহাইর (মৃ. ৬৬২ খ্রি.), নাবেগা যুবইয়ানী (মৃ. ৬০৪ খ্রি.) ও আল-আ'শা (মৃ. ৫৭০ খ্রি.) -কে অনুকরণ করেন। কুরআনের শব্দ ও রীতি দ্বারা তেমন প্রভাবিত না হলেও নব্য মুসলিম সমাজের প্রচলিত শব্দ ও পরিভাষাসমুহ নিজ কবিতায় ব্যবহার করেন। কবিতায় প্রাক ইসলামি যুগের শব্দ ও বাগধারা ব্যবহৃত হয়। রাজ্য ও রাজনীতি তাঁর কাব্যের একটি অবিচ্ছেদ্য

---

[৩৯৬] হান্না আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* (লেবানন : বৈরুত, ১৯৮৬, দারুল জীল, ১ম সংস্করণ) : ৪৬৫-৪৬৬ ; আল-যাইয়াত, *تاريخ العربي الأدب* , ১১১, ১৬২

[৩৯৭] আহমাদ হাছান আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* (মিশর: কায়রো, দারুন নাহদ্বাহ) : ১৬২

[৩৯৮] হান্না আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* (লেবানন : বৈরুত, ১৯৮৬, দারুল জীল, ১ম সংস্করণ) : ৪৬৬

[৩৯৯] ঈলিয়া হাবী, *الأخطل(٦٤٠-٧١٠م) في سيرته و نفسيته و شعره*, (লেবানন : বৈরুত, দারুস সাক্বাফা, ২য় সংস্করণ, ১৯৮১ খ্রি.) : ১৮

[৪০০] *The Cambridge History of Arabic Literature,* (ভলিউম - ১, উমাইয়্যা কবিতা, অধ্যায় - ২০) : ০৬/ ৩৯৬-৩৯৭

[৪০১] ঈলিয়া হাবী, *الأخطل(٦٤٠-٧١٠م) في سيرته و نفسيته و شعره*, (লেবানন : বৈরুত, দারুস সাক্বাফা, ২য় সংস্করণ, ১৯৮১ খ্রি.) : ২৩

[৪০২] ঈলিয়া হাবী, *الأخطل(٦٤٠-٧١٠م) في سيرته و نفسيته و شعره*, ২৫

Dhaka University Institutional Repository

উপাদান। গোত্রীয় অবস্থা এবং সমৃদ্ধ মুসলিম আরবি পরিভাষা তাঁর কাব্য সাহিত্যকে আরো উন্নত, সমৃদ্ধ ও মোহনীয় করে তুলে। জাহেলী ধাঁচ অনুসরণ করলেও অনেক ক্ষেত্রে তা থেকে মুক্ত থাকেন। তার কাব্যে যুহদিয়্যাতের উপাদান পাওয়া যায়। কিছু কাব্যে যথেচ্ছাভাবে হাস্যরস ও আনন্দের অবতারণা করেন। কাব্যে কখনো মদের প্রতি, কখনো নারী বা তারুণ্যের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করেন। তিনিই মূলত কুমন্ত্রণা, রাজনৈতিক কুটকৌশলের গান ও বাদ্য বাজিয়ে প্রশংসাগীতি গাওয়ার ধারা প্রচলন করেন। কুৎসাগীতির প্রচলন করেন, যা উমাইয়্যা যুগের গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য শিল্প।[৪০৩] কুৎসা বর্ণনা করলেও কারো বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করেননি। তিনি নিজেই এ ব্যাপারে বর্ণনা দেন:

" ما هجوت أحدا ، قط ، بما تستحيي العذراء أن تنشدني إياه . "

(আমি কখনো কারো নিন্দা বর্ণনা করিনাই। যদি করতাম তবে লজ্জায় কুমারীরাও আমার সন্ধান করতো।)

কাব্যে তিনি বিখ্যাত কবি আল-আ'শা (মৃ. ৫৭০ খ্রি.) ও নাবিগা আল-যুবইয়ানীর (মৃ. ৬০৫ খ্রি.) দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি তাঁর আপন ধর্মের বিধানাবলির প্রতিও তেমন গুরুত্বারোপ করেন নি। রাজনৈতিক কবিতাবলিতে ইসলামি ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়।[৪০৪] উমাইয়্যা যুগে তৎকালীন পরিবেশের যে পরিবর্তন ও বিবর্তণ পরিলক্ষিত হয়, তা মূলত আল-আখতালের কবিতায় ফুটে ওঠে। তিনি কাব্যে জাহেলী যুগের ধারা ও রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালান। সংক্ষিপ্ত ও নাতিদীর্ঘ আলোচনার চমকপ্রদ অবতারণা করেন।[৪০৫] চমৎকার দৃশ্যাবলি, অর্থ ও অন্যান্য গুণাবলির সমন্বয় ঘটান। তিনি তাঁর কবিতায় সাধ্যানুযায়ী জাহেলী ও ইসলামি উভয় ধারার সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেন। [৪০৬]

কাব্য জগতে আগমনের পূর্বে তিনি মূলত একজন ইহুদী কৃষক ছিলেন। মদ্যপান তাঁর অন্যতম নেশায় পরিণত হয়। কুরাইশ না হয়েও তিনি অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। মদিনার আনসারী সাহাবিগণের বিপক্ষে কবিতা রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন এবং উমাইয়্যা রাজদরবারে নিজের আসন নিশ্চিত করেন। তিনি মদীনাবাসী আনসারী সাহাবিগণের বিপক্ষে নিম্নরূপ কবিতা রচনা করেন।

ذهبت قريش بالمكارم والعلا * واللوم تحت عمائم الأنصار

فذرو المعالـــي لستم من أهلها * و خذوا مساحيكم بني النجار

- সম্মান ও মর্যাদায় কুরাইশগণ শ্রেষ্ঠ। আনসারীদের পাগড়ীর নিচে কেবল হীনতা।
- সম্মানের যোগ্য তোমরা নও। তাই তা পরিত্যাগ করে বনি নাজ্জারের সাথে কোদাল নিয়ে মাঠে নেমে যাও।

---

[৪০৩] ঈলিয়া হাবী, *الأخطل(٦٤٠–٧١٠م) في سيرته و نفسيته و شعره*, ০৮/৪০০-৪০১

[৪০৪] ঈলিয়া হাবী, *الأخطل(٦٤٠–٧١٠م) في سيرته و نفسيته و شعره*, ২২-২৪, ২২৬

[৪০৫] হান্না আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* (লেবানন : বৈরুত, ১৯৮৬, দারুল জীল, ১ম সংস্করণ) : ৪৬৭,৪৬৯

[৪০৬] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* , ৪৭২-৪৭৩

Dhaka University Institutional Repository

এভাবেই তিনি উমাইয়্যা শাসকগণের বিশেষত 'আবদুল মালেক ইবনু মারওয়ানের (মৃ. ৭০৫ খ্রি.) পৃষ্ঠপোষকতা অর্জনে সক্ষম হন। তাদের রাজকবি হিসাবে নিয়োজিত হন। তাদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদকারী ও রাজনৈতিক মুখপাত্র হিসাবে ভূমিকা পালন করেন। বাল্যকাল থেকেই কুৎসা কবিতার প্রতি তার ঝোঁক ছিল। এ কারণে ইয়াজিদ (মৃ. ৬৮৩ খ্রি.) তার সাথে মিলে কুৎসা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁর নিজের পিতা ও বোনকে নিয়ে রচিত কুৎসার বিরুদ্ধে প্রত্যুত্তরমূলক কুৎসা রচনা করেন। এক পর্যায়ে আল-আখতালকে আনসারী কবিদের বিরুদ্ধে কুৎসামূলক কবিতা রচনার জন্য প্রস্তাব করলে তিনি তা সাদরে গ্রহণ করেন এবং আনসারী কবিদের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করেন। তবে তাঁর এ দিকে ধাবিত হওয়ার পেছনে নিম্নবর্ণিত কারণ চিহ্নিত করা হয়।

১. উমাইয়্যাদের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা
২. খ্যাতি অর্জন
৩. সম্পদ লাভ

তিনি এ কাজের মাধ্যমে উমাইয়্যাদের মুখাপাত্রে পরিণত হন। উমাইয়্যাদের রাজনৈতিক পৃষ্টপোষক ও প্রতিপক্ষ দমনকারী কবি হিসাবে সাদরে গৃহীত হন। সাহিত্যে তাঁর অন্যতম অবদান হলো 'নাক্বা'ইদ'। এটি যুগ পরিক্রমায় বিভিন্ন সাহিত্যিক, গবেষক ও রাবী কর্তৃক প্রচার ও প্রসার লাভ করে। তাঁর দেওয়ান বর্ণনাকারীদের অন্যতম হলেন,

১. ইবনু আল-আ'রাবী (মৃ. ১২৪০ খ্রি.)
২. মুহাম্মদ ইবনু হাবীব (মৃ. ৮৬০ খ্রি.)
৩. আবু ছায়ীদ আল-হাসান আল-সুকরী (মৃ. ৮৮৮ খ্রি.)

তিনি আখতালের দেওয়ানকে সুবিন্যস্ত ও ছন্দোবদ্ধ করেন।

৪. আনতুন ছালিহিন আল-ইয়ুসুয়ী (তা.বি)

তিনি রাশিয়ার রাজধানী সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে আল-আখতালের দেওয়ানের একটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। অতঃপর এর উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণান্তে কিছু পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা সংযোজন করেন। পরবর্তীতে ১৮৯১ খ্রিষ্টব্দে এটি প্রকাশ করা হয়। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে আরো একটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করা হয়। এটিতে কতিপয় চিত্র অঙ্কিত ছিল এবং সূচী ও টিকা সংযোজিত ছিল। ইয়েমেনে তৃতীয় আরো একটি কপি পাওয়া যায় যেখানে কতিপয় প্রাচ্যবিদগণের পর্যবেক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। তখন পূর্বের দুই কপির সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে এবং পূর্ণাঙ্গসূচী, পর্যালোচনা, টিকা ও ভূমিকাসহ প্রকাশ করা হয়। অতঃপর ইস্তাম্বুল থেকে 'نقائض جرير و الأخطل' নামক অনেক প্রাচীন কপি আবিষ্কার করা হয়। যেটি ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দ সালে প্রকাশ করা হয়। সর্বশেষ ইরানের তেহরান থেকে ১১০৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত একটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করা হয়। এটিও ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে 'التكملة لشعر الأخطل'

Dhaka University Institutional Repository

নামে প্রকাশ করা হয়। এভাবেই আমাদের কাছে আল-আখতাল রচিত দেওয়ান পূর্ণাঙ্গভাবে পৌঁছে।[৪০৭]

আল-আখতালের দেওয়ান প্রধানত তিন ধরনের। যথা ;

১. উমাইয়্যা রাজনৈতিক কবিতা (شعر سياسة أموية)

২. গোত্রীয় পক্ষপাতিত্বমূলক কবিতা (شعر عصبية قبلية)

৩. মদ ও বিবরণমূলক কবিতা (شعر خمر و وصف)

আল-আখতাল উমাইয়্যা রাজদরবারের সভাকবি ছিলেন। তাই একদিক থেকে উমাইয়্যা শাসনক্ষমতাকে দৃঢ়করার জন্য শাসকগণের নির্দেশ মতে এবং অপরদিক থেকে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নিজের মেধাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের কবিতা রচনা করেন। নিম্নে তাঁর কবিতার ধরণ বর্ণনা করা হলো।

১. আনসারী সাহাবিগণের প্রতি কুৎসা রচনা

খেলাফত উমাইয়্যা বংশের মাঝে সীমাবদ্ধ করার জন্য খলিফাগণ নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কখনো হয়তো উৎসাহ উদ্দিপনার মাধ্যমে জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। আবার কখনো ভীতি প্রদর্শন ও আতঙ্কিত করার মাধ্যমে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। এমনকি হাশেমী বংশের মানুষকেও ছাড়েন নি। আনসারী সাহাবিগণকে সন্তুষ্ট করতে খেলাফত কেন্দ্রিক চিন্তা থেকে দূরে রাখার জন্য উপহার উপঢৌকন ও আর্থিক সাহায্য সহায়তা করেন। তদুপরি কতিপয় সাহাবি () তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। তাদের মাঝে অন্যতম হলেন ;

১) ‘আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রা.) (মৃ. ৬৯২ খ্রি.)

২) হুসাইন ইবনু ‘আলী (রা.) (মৃ. ৬৮০ খ্রি.)

৩) ‘আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) (মৃ. ৬৯৩ খ্রি.)

৪) ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রা.) (মৃ. ৬৮৭ খ্রি.)

এই সুযোগে আল-আখতাল কতিপয় গোত্রিয় কবির বংশানুক্রমিক জীবন ধারাকে উপলক্ষ করে রচিত কাব্যের মাধ্যমে উমাইয়্যাগণের সাথে রাজনৈতিকভাবে সখ্যতা গড়ে তোলেন। তাদের মাঝে অন্যতম হলেন,

ক. ‘আবদুর রহমান ইবনু আল-হাছান আল-আনসারী (তা.বি.)

খ. ‘আরজী (তা.বি.)

গ. ‘উবাইদুল্লাহ ইবনু ক্বাইছ আল-রুক্বাইয়্যাত (মৃ. ৮৫ হি.)

ইয়াযিদের (মৃ. ৬৮৩ খ্রি.) আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে এবং তাঁর গোত্র তাগলীবের সাথে উমাইয়্যাগণের সম্পর্কের কারণে তিনি অনেক সাহসী হয়ে উঠেন। একদিকে যেমন খ্রিষ্টান ছিলেন অপরদিকে তিনি

[৪০৭] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* , ৪৬৭

Dhaka University Institutional Repository

আনসারী সাহাবিগণের কুৎসা করে ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাব চরমভাবে প্রকাশ করেন। তাছাড়া মদ্যপানসহ নানা ধরনের পাপাচার তাকে বেপরোয়া করে তুলে। তৎকালীন ইসলামকে প্রকৃত ইসলাম হিসেবে তুলে ধরে উমাইয়্যা শাসন ব্যবস্থাকে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা হিসাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন।[৪০৮]

২. উমাইয়্যাগণের প্রশংসা

তৎকালীন সময়কার এ প্রশংসাগাথা স্বেচ্ছায়ও নয় বরং এটি ছিল এক ধরনের জবরদস্তিমূলক। যেমন অনেকটা জোর করেই উমাইয়্যাগণের সমর্থন আদায় করা হয়। কবিগণ উমাইয়্যাগণের সহচর্য চাইতেন অপরদিকে উমাইয়্যাগণও তাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাই তারা কবিগণকে নিজেদের মুখপাত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতেও কবিগণ এ ধরনের কবিতা রচনা করেন। উমাইয়্যাগণ নিজেদের অন্যায়, দুরাচার, জুলুম ও অত্যাচারকে লোকচক্ষুর আড়াল করতে এবং জনদৃষ্টিকে ভিন্ন দিকে রাখতেই এ ধরনের কবিগণকে রাজদরবারে নিয়োগ দেন। কবিগনও তাদের অন্যায় ও জনবিরোধী কার্যক্রমকে সুন্দর করে উপস্থাপন করেন এবং সমর্থন দান করেন এবং জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। এ ক্ষেত্রে অন্যায়কেও ন্যায় বলে প্রতিয়মান করানোর আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালান। পুরস্কার ও অর্থের লোভে তাদের রচিত প্রশংসা অত্যাচারী শাসকগণদের অত্যাচার আরো বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। তবে উমাইয়্যা যুগে রাজদরবারে কবিগণের প্রধান যে দায়িত্ব ছিল তা নিম্নরূপ ;

ক. ক্ষমতাশীন রাজনৈতিক দলের প্রোপাগান্ডা চালানো।

খ. বিভিন্ন পদক্ষেপের পর জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করা।

গ. খলিফা ও আমিরদের ত্রুটিগুলিকে লোকচক্ষুর আড়াল করা।

তবে তারা এ কাজগুলি করতেন বিবিধ উদ্দেশ্যে। যেমন;

ক. উপহার ও অর্থের লোভে।

খ. খলিফা ও আমিরদের সখ্যতা লাভের আশায়।

গ. নিজের ও নিজ গোত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য।

প্রাচীন আরবি কবিতার ধারাকে অনুসরণ করে তিনি প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি খলিফা, তার কাজকর্ম, গোত্র, বংশগৌরব, পেশা ও নেতৃত্বকে তুলে ধরে গর্ব প্রকাশ করে প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেন।[৪০৯] উমাইয়্যা খলিফা 'আবদুল মালেক ইবনু মারওয়ান ও অন্যান্য খলিফাগণের প্রশংসামূলক কবিতা রচনার মাধ্যমে তিনি তাদের আস্থা অর্জনে সক্ষম হন। খলিফা 'আবদুল মালেক ইবনু মারওয়ানকে (মৃ. ৭০৫ খ্রি.) উপলক্ষ করে তাঁর রচিত বিখ্যাত ক্বাছিদাটি হলো 'خف القطين'। ৮০ (আশি) চরণ বিশিষ্ট এই 'ক্বাছিদাহ' টি অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজানো হয়।

[৪০৮] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* , ৪৬৯

[৪০৯] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* , ৪৭০

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত প্রণয়ের অবতারণা করা হয়। দ্বিতীয়ত খলিফা 'আবদুল মালেক ও তাঁর গোত্রের প্রশংসা করা হয়। তৃতীয়ত নিজ গোত্র কর্তৃক উমাইয়্যা শাসকগণকে সমর্থন দানের কারণ বর্ণনা করা হয়। অবশেষে তিনি উমাইয়্যাগণের প্রতিপক্ষ গোত্র ক্বাইস ইবনু 'আইলান ও কুলাইব ইবনু ইয়ারবু' এর কুৎসা রচনা করেন।

তাঁর অধিকাংশ কবিতা উমাইয়্যা খেলাফত কেন্দ্রিক। 'আবদুল মালিকের শাসনকালকে কবি আল-আখতালের স্বর্ণযুগ বলে বিবেচনা করা হয়। এ সময়েই তিনি রাষ্ট্রীয় কবির খেতাবে ভূষিত হন, 'উমাইয়্যা কবি' ও 'আমিরুল মুমিনিনের কবি' উপাধি লাভ করেন ।[৪১০]

০৪.২.৩. আল-আখতালের কাব্য বিষয়

আল-আখতাল 'নাক্বা'ইদ'-এর পাশাপাশি আরো কিছু উল্লেখযোগ্য কাব্য বিষয়ে অবদান রাখেন। আর তা হলো নিম্নরূপ;

১. প্রশংসা (المدح)

প্রশংসামূলক কবিতার ক্ষেত্রে তিনি কেবল বনু উমাইয়্যাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেন। এ কারণে খ্রিষ্টান হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম শাসক এবং 'আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান কর্তৃক সমাদৃত হন। তাকে 'شاعر بني أمية' ও 'شاعر أمير المؤمنين' কখনো 'شاعر الخليفة'ও বলা হয়। তিনি খলিফা 'আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের প্রশংসায় বলেন :

أعطاهم الله جدا ، ينصرون به ، * لا جد إلا صغير ، بعد ، محتقر

شمس العداوة حتى يستقاد لهم * وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا

- আল্লাহ তাদেরকে আনুগ্রহ দিয়েছেন বলে তারা তার দ্বারা সাহায্য করে। ঘৃণীতের সহায়তা সর্বদা ছোটই থাকে।
- শত্রুদের সাথে আমাদের যুদ্ধ তাদের জন্য কেবল লাঞ্ছনা। মূল্যায়নে মানুষের মাঝে তাদের সম্মান কেবল কল্পনায়।

তিনি প্রশংসাসূচক গুরুত্বপূর্ণ ও অতিরঞ্জিত শব্দাবলি চয়ন করে তা দিয়ে কাব্য রচনা করেন। তাঁর প্রশংসামূলক কবিতায় 'هجاء' ও 'الفخر'-এর সমন্বয় ঘটান। তাঁর প্রশংসামূলক কাব্যগুলো মূলত রাজনৈতিক এজেন্ডা ভিত্তিক ছিল। উমাইয়্যা খেলাফতের যথার্থতা প্রমাণ ও এর প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য তিনি প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেন। তার মতে উমাইয়্যা খলিফাগণ হলেন 'خليفة الله' এবং 'إمام المسلمين'। কেননা খলিফা হওয়ার জন্য যে গুণাবলি দরকার তাঁর সবগুলি আল্লাহ উমাইয়্যা শাসকগণের মাঝে দান করেছেন। আল্লাহ তাদেরকে সকল শত্রুদের উপর বিজয় দান করেছেন।

---

[৪১০] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* , ৪৭০-৪৭১ ; আহমাদ হাছান আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* (মিশর: কায়রো, দারুন নাহদ্বাহ) : ২৬২

Dhaka University Institutional Repository

তার দেওয়ানে ইয়াযিদ (মৃ. ৬৮৩ খ্রি.), 'আবদুল্লাহ (মৃ. ৭৪৭ খ্রি.) ও পুত্র খালিদের প্রশংসা করেন।[৪১১] প্রশংসার ক্ষেত্রে তিনি অপর দুই প্রতিপক্ষ জারির (মৃ. ১১০ হি./৭২৮ খ্রি.) ও আল-ফারাজদাক্বের (৬৪১-৭৩২ খ্রি.) সমপর্যায়ের ছিলেন। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি তাদের দুজনকেও অতিক্রম করতে সক্ষম হন। আল-ফারাজদাক্বের ন্যায় তিনিও পিতা ও পূর্বপুরুষগণকে নিজ কবিতায় নিয়ে এসেছেন। আল-আখতালের প্রশংসামূলক কবিতার শব্দাবলি অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ, জাঁকজমকপূর্ণ ও আলঙ্কারিকতাপূর্ণ ছিল। খলিফা আবদুল মালিকের প্রশংসায় রচিত কবিতার মাধ্যমে তাঁর কাব্যিক মতাদর্শ ফুটে ওঠে। তিনি মনে করেন যে, জাতির সেবা করার জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা খলিফা 'আবদুল মালিককে (মৃ. ৭০৫ খ্রি.) মনোনীত করেন। তার শানে তিনি নিম্মোক্ত চরণদ্বয় রচনা করেন।[৪১২]

و قد جعل الله الخلافة فيكم * بأبيض لا عارى الخوان و لا جدب

و لكن رآه الله موضع حقها * علـــى رغم أعداءٍ و صدّادة كذب

- আল্লাহ তোমাদেরকে স্বচ্ছ খেলাফত দান করেছেন। তথায় নেই কোনো অন্যায়, বিশ্বাসঘাতকতা ও দুর্ভিক্ষ।
- শত্রুদের অনিচ্ছা ও মিথ্যা চক্রান্তের পরেও তিনি খেলাফত দানের জন্য তাদেরকে যথাস্থানে সমাসিন করেছেন।

এ সময়ে তিনি কূফা ও বসরায় অবস্থান করেন। এখানকার অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেন।[৪১৩] তাদের অন্যতম হলো ;

কূফা

১. খালিদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি আসইয়াদ আল-উমাভী (তা.বি.)
২. বিশর ইবনু মারওয়ান (মৃ. ৭৪ হি.)
৩. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (মৃ. ৭১৪ খ্রি.)
৪. ছামাক আল-আসাদী (তা.বি.)

বসরা

১. মিসক্বালাহ ইবনু হুবাইরাহ আল-শায়বানী (তা.বি.)
২. ইকরামাহ ইবনু রাব'ঈ আল-ফায়াদ (তা.বি.)[৪১৪]
৩. জারির (মৃ. ১১০ হি./৭২৮ খ্রি.) ইবনু 'আব্দিল্লাহ আল-বিযালী (তা.বি.)
৪. জিদার ইবনু 'ইতাব আল-তাগলীবি (তা.বি.)

---

[৪১১] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *تاريخ الأدب العربي، الأثر الإسلامي* , (মিশর : কায়রো, দারুল মা'আরিফ, খণ্ড-২, ৭ম সংস্করণ) : ২৬০

[৪১২] শাওক্বী দ্বায়ফ, *تاريخ الأدب العربي* , ২৬৩

[৪১৩] শাওক্বী দ্বায়ফ, *تاريخ الأدب العربي* , ২৬৪

[৪১৪] ইকরামার প্রশংসায় কবি আল-আখতাল বলেন :

إن ابن ربعي كفاني سيبه * ضغن العدو و عذرة المحتال

و إذا عدلت به رجالا لم تجد * فيض الفرات كـــراشح الأوشال

Dhaka University Institutional Repository

৫. হাম্মাম ইবনু মুতরিফ (তা.বি.)

২. কুৎসা (الهجاء)

তিনি বাল্যকাল থেকেই কুৎসা কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। বাল্যকালে তিনি স্বীয় পিতার বিপক্ষে কবিতা রচনা করেন। সৎমা কর্তৃক অন্যায় অবিচারের স্বীকার হয়ে তিনি অতি অল্প বয়সেই সৎমাতার প্রতি কুৎসা রচনা করেন।[৪১৫] একদা 'আবদুর রহমান ইবনু হাচ্ছান বিন ছাবিত (রা.) উমাইয়্যা গোত্রভুক্ত 'আবদুর রহমান ইবনু হাকামকে কুৎসা করে কবিতা রচনা করেন। তিনি তাঁর কবিতায় উমাইয়্যা নারী রামলা বিনতে মু'আবিয়াকে আক্রমণ করলে মু'আবিয়া (রা.) আনসারী সাহাবিগণের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে যান। তাছাড়া সিফফিন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে আনসারী সাহাবিগণ মু'আবিয়ার (রা.) বিপক্ষে ছিলেন। এটি মু'আবিয়া (রা.) পুত্র ইয়াযিদ (মৃ. ৬৮৩ খ্রি.) পছন্দ করতেন না বিধায় তিনি আনসারীগণকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। এক পর্যায়ে তিনি কবি কা'ব ইবনু জু'আইলকে আনসারী কবিগণকে কুৎসা করতে আদেশ দিলে কা'ব অপারগতা প্রকাশ করে আল-আখতালের সন্ধান দান করেন। তিনি বলেন,

" أ رادِّي أنت إلى الاشتراك بعد الإيمان. لا أهجو قوما نصروا رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و لكني أدلك على غلام منا نصراني ، كأن لسان ثور ، يعنى الأخطل. "

(আপনি কি আমাকে ঈমান গ্রহণের পর কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তণ করতে বলেন? যে জাতি রাসুল (স.) এর পাশে ছিল, সে জাতীকে আমি কুৎসা করতে পারবোনা। কিন্তু খ্রিষ্টানদের এমন এক কবির সন্ধান দিবো, যার জিহ্বা ষাঁড়ের ন্যায় (আল-আখতাল)।)

ইয়াযিদের পরামর্শ ও আস্কারায় তিনি আনসারী সাহাবিগণের বিপক্ষে কুৎসা রচনা করেন। গবেষকগণ এর পেছনে তিনটি কারণ অনুসন্ধান করেন।

১. তিনি কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করেন। তাই তিনি অনায়াসেই সাহাবিগণের বিপক্ষে কবিতা রচনায় সম্মত হন।

২. সম্পদের লোভ ;

৩. সুনাম-সুখ্যাতি ও প্রভাব প্রতিপত্তির লোভ ;

সাহিত্যে আল-আখতালের অবদানের সিংহভাগই হলো কুৎসামূলক 'নাক্ব'ইদ' কাব্যে। হিজরি ৯২ সালে মৃত্যুবরণ করার আগ পর্যন্ত জারিরের সাথে কুৎসামূলক 'নাক্ব'ইদ' কাব্য রচনা করেন। তিনি বলেন :

وكنت إذا لقيت عبيد تيم * و تيما قلت أيــهم العبيد

- তুমি যদি তিম ও তিমের গোলামের সাথে সাক্ষাত করো, তাহলে আমি বলি, কে আসলে গোলাম?

[৪১৫] হান্না আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* (লেবানন : বৈরুত, ১৯৮৬, দারুল জীল, ১ম সংস্করণ) : ৪৬৫ ; আহমাদ হাছান আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* (মিশর: কায়রো, দারুন নাহদ্বাহ) : ১১১

Dhaka University Institutional Repository

৩. বর্ণনামূলক (الوصف)

উমাইয়্যা যুগের সকল কবি জাহেলী যুগের কাব্য ধারাকে অনুসরণ ও অনুকরণ করেন। জাহেলী যুগের মরুভূমির মরুময় পরিবেশের বিবরণ, প্রিয়ার বাস্তুভিটার ধ্বংসাবশেষ-এর বিবরণ, উটের পাশে অবস্থান ও তার সাথে কথোপকথন, বন্যপশু ও তার আচরণের বিবরণ ইত্যাদির বর্ণনা দেন। তিনি জাহেলী যুগের কবিগণের কবিতা থেকে এ বৈশিষ্ট্যাবলি ধার করে স্বীয় কবিতায় স্থান দেন।[৪১৬]

৪. আল-ফাখর (الفخر)

আল-আখতাল গর্বমূলক কাব্য রচনার মাধ্যমে উমাইয়্যা খলিফাগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি উমাইয়্যা খলিফাগণকে বনু তাগলীবের সঙ্গ লাভের পরামর্শ দান করেন এবং ক্বায়ছ গোত্র হতে দূরে থাকার উপদেশ প্রদান করেন। তিনি মনে করেন যে, বনু তাগলীবই কেবল খলিফাগণের সান্নিধ্য পাওয়ার যোগ্য।

৫. আল-নাসীব (النسيب)

আল-নাসীব তথা বংশ বৃত্তান্ত নিয়ে কবিতা রচনা করেন।[৪১৭] তিনি বলেন :

ألا يا اسلمي يا هند هند بني بدر * وإن كان حيانا عدى أخر الدهر

وَإِن كُنتِ قَد أَصمَيتِنِي إِذ رَمَيتِنِي * بِسَهمِكِ فَالرامي يَصيدُ وَلا يَدري

- সাবধান! ওহে হিনদ ও হিনদ গোত্রের সদস্যরা নিরাপদে থাকো। যদিও তোমরা পরবর্তী যুগ বেঁচে থাকো।
- আর তুমি যদি তোমার তীর দ্বারা আঘাত করে সাথে সাথে আমাকে মেরে ফেলো, তবে তীর নিক্ষেপকারীকেও শিকার করা হবে সে বুঝবেও না।

৬. রাজনৈতিক কবিতা (شعر سياسي)

তাঁর কবিতার অন্যতম বিষয় হলো রাজনীতি। তিনি স্বীয় সময়কার উমাইয়্যা খলিফাগণের রাজনৈতিক তৎপরতাকে কবিতায় সুন্দর করে তুলে ধরেন। উমাইয়্যা খলিফাগণকে খলিফাতুল্লাহ, আমীরুল মু'মিনিন হিসাবে তুলে ধরেন। তাদের খেলাফতের পক্ষে রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা চালিয়েছেন তাঁর রাজনৈতিক কাব্যগুলিতে।

৭. প্রণয়কাব্য (الغزل)

চাচাতো বোনের উদ্দেশ্যে প্রণয়কাব্য রচনা করেন। সূচনাতে অনুসরণমূলক শৈলির মাধ্যমে তিনি প্রণয়কাব্য রচনা করেন। চমৎকার দৃশ্যাবলি, অর্থ ও অন্যান্য গুণাবলির বিবরণ দেন। প্রাচীন যুগের কবিদের ন্যায় বিশেষত মু'আল্লাকার কবি আল-আ'শা (মৃ. ৫৭০ খ্রি.)-এর অনুকরণে তিনিও

---

[৪১৬] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* , ৪৭৬

[৪১৭] ঈলিয়া হাবী, *الأخطل(٦٤٠-٧١٠م) في سيرته و نفسيته و شعره*, (লেবানন : বৈরুত, দারুস সাক্বাফা, ২য় সংস্করণ, ১৯৮১ খ্রি.) : ৫৪-৫৫

Dhaka University Institutional Repository

মদ্যপানের বিবরণ দ্বারা প্রণয়কাব্য আরম্ভ করেন। কবি যুহাইরের (মৃ. ৬৬২ খ্রি.) ন্যায় তিনি প্রণয়কাব্যের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের বিবরণ প্রদান করেন। নারীদের সৌন্দর্য বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি 'উবাইদুল্লাহ ইবনু আল-আহরাছের ধারা অনুসরণ করেন। বিখ্যাত কবি নাবেগা আল-যুবইয়ানির (মৃ. ৬০৪ খ্রি.) মতো উপমার প্রতি তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিল। তবে তিনি স্বীয় কবিতায় আপন ব্যক্তিত্ব ও রুচিবোধের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটান। উচ্চাভিলাষী জীবন ধারণ ও সৌখিন পোশাকাদির সমন্বয়ে যে জৌলুসপূর্ণ জীবন যাপন করেন, তা আপন কবিতার চরণে ফুটিয়ে তোলেন। তিনি সদা স্পষ্টভাষী ছিলেন বিধায় তাঁর কবিতার মাঝে তিনি স্বীয় মতাদর্শকে প্রমাণ করার জন্য প্রতিপক্ষের তফাৎসমূহের ব্যাখ্যা দান করেন। প্রতিটা কাব্য ও বিতর্কান্তে তাঁর উদ্দেশ্যাবলি সর্বসাধারণের কাছে পরিষ্কার হয়ে যেতো।[৪১৮]

৮. মদ (الخمر)

আল-আখতাল সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হন মদবিষয়ক কাব্যে।[৪১৯] তবে তিনি পরিপূর্ণভাবে মদের বর্ণনাজ্ঞাপক কবিতা রচনা করতে সক্ষম হননি, বরং তিনি প্রশংসাজ্ঞাপক ও কুৎসা কবিতার মাঝে এর অনুপ্রবেশ ঘটান। মদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রদর্শন করে এটিকে তাঁর জীবনের সঙ্গি হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি সর্বাবস্থায় সব জায়গায় মদ্য পানে ব্যস্ত থাকতেন। একাকী, গোত্রীয় প্রতিবেশিদের সাথে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তিনি মদ পান করেন। তিনি মনে করতেন, যেমনিভাবে তিনি মদের কথা, চিন্তা চেতনা ও আবেগ অনুভূতি অনুধাবন করতে সক্ষম তেমনি মদও তাঁর সকল দুঃখ-বেদনা অনুধাবন করতে পারে এবং তাঁর জীবনের সকল ঘটনা প্রবাহ মদের জানা ছিল।[৪২০]

---

[৪১৮] হান্না আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* (লেবানন : বৈরুত, ১৯৮৬, দারুল জীল, ১ম সংস্করণ) : ৪৭২

[৪১৯] শাওক্বী দ্বায়ফ, *تاريخ الأدب العربي* , ২৬৪

ড.শাওক্বী দ্বায়ফ,("তারিখ আল-আদাব আল-'আরাবি" দারুল মা'আরিফ,মিশর,৭ম সংস্করণ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৬৪) বলেন, কবি আল-আখতাল প্রশংসামূলক কবিতার ক্ষেত্রে যেমন খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তেমনি মদের প্রশংসা বর্ণনায়ও আপন খ্যাতির প্রমাণ রাখেন। মদের বর্ণনায় তিনি বলেন,

فـــي مـخدع بين جنات و أنهار ◦ صبهاء قد كلفت من طول ما حبست

حتى اجتلاها عبادي بدينار ◦ عذراء لم يجتل الخطاب بهجتها

স্বীয় দেওয়ানের প্রথমাংশে মদের অলংঙ্কারপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর অনুভূতি এবং এর পানশালার সরু পথের সূক্ষ্ম বর্ণনা প্রদান করেন।

رجال من السودان لم يتسربلوا ◦ أناخوا فجروا شاصيات كأنها

মদ পানকারীর দেহের বিভিন্ন অঙ্গ - প্রতঙ্গ, রক্ত, হাড় ও মাংসের সাথে কীভাবে মিশে তার বর্ণনা দান করেন। আল-আখতাল (৬৪০-৭১০খ্রি.) বলেন,

دبيب نمال في نقا يتهيل ◦ تدب دبيبا في العظام كأنه

আল-আখতাল (৬৪০-৭১০খ্রি.) মদের প্রতি অনেক নেশাগ্রস্থ ছিলেন। এমনকি তিনি নিজেও স্বীকার করেন যে, যদি তার জন্য মদ্য পান হালাল করা হয়, তাহলে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হবেন। একদা খলিফা 'আব্দুল মালিককে এই মর্মে অবগত করেন যে, তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিচ্ছে কেবল মদ্য পান।

[৪২০] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* , ৪৭৭

Dhaka University Institutional Repository

০৪.২.৪. আল-আখতালের কাব্যের বৈশিষ্ট্য

১. আল-আখতালের কবিতা মদকেন্দ্রিক ও আবেগঘন ছিল। তবে তিনি আবু নু'আসের পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেন নি।[৪২১]

২. শব্দ নির্বাচন, কল্পনা ও কবিতার গাঠনিক অবকাঠামোতে প্রাক ইসলামি যুগের কবিদের উপর নির্ভর করেছেন।

৩. কাব্য শৈলিতে বিখ্যাত মু'আল্লাক্বা রচয়িতা কা'ব বিন যুহাইর (মৃ. ৬৬২ খ্রি.), নাবেগা যুবইয়ানী (মৃ. ৬০৫ খ্রি.) ও আল-আ'শা (মৃ. ৫৭০ খ্রি.) -কে অনুকরণ করেছেন।[৪২২]

৪. কুরআনের শব্দ ও রীতি দ্বারা তেমন প্রভাবিত হননি।

৫. তিনি নব্য মুসলিম সমাজের প্রচলিত শব্দ ও পরিভাষাসমুহ স্বীয় কবিতায় ব্যবহার করেছেন।

৬. রচিত কাব্যকে সমৃদ্ধ করার জন্য এবং স্বীয় ধারণা ও জ্ঞানকে দৃঢ় তথা প্রচার প্রসার করার জন্য ইসলামকে রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

৭. কবিতায় প্রাক ইসলামি যুগের শব্দ ও বাগধারা ব্যবহৃত হয়েছে।

৮. রাজ্য ও রাজনীতি তাঁর কবিতার একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান।

৯. গোত্রীয় অবস্থা এবং সমৃদ্ধ মুসলিম আরবি পরিভাষা তাঁর কাব্য সাহিত্যকে আরো উন্নত, সমৃদ্ধ ও মোহনীয় করে তুলেছে।

১০. তাঁর সাহিত্য সামাজিক কাব্যাঙ্গনে নতুন এক ধারার সূচনা করে।

১১. প্রাক ইসলামি যুগের ঐতিহ্য ধরে রাখলেও এর দ্বারা কবির জীবন বেশি প্রভাবিত হয়নি।

১২. জাহেলী স্টাইল ধরে রাখলেও অনেক ক্ষেত্রে তা থেকে মুক্ত থেকেছেন।

১৩. গুণবাচকতা পরিহার করে তিনি বর্ণনামূলক কবিতার প্রতি ধাবিত হয়েছেন।[৪২৩]

১৪. জারির ও আল-ফারাজদাক্ব এর ন্যায় আল-আখতালের কবিতার মাঝে প্রাক ইসলামি যুগের ছোঁয়া বিদ্যমান থাকলেও তাদের কবিতার সাথে প্রাক ইসলামি যুগের কবিতার সাথে তেমন সাদৃশ্য ছিলনা।

১৫. আল-আখতালের কবিতায় যুহদিয়্যাতের যে উচ্চ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন উপাদান পাওয়া যায় তা আর কোনো কবির কবিতায় পাওয়া যায় না।

১৬. কিছু কবিতায় যথেচ্ছাভাবে হাস্যরস ও আনন্দের অবতারণা করেছেন। কখনো ক্ষতিকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

১৭. মদের প্রতি কখনো তাঁর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কখনো নারী বা তারুণ্যের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন।

১৮. তাঁর 'নাক্বা'ইদ'গুলোতে হাস্যরসাত্বক ভাব ফুটে উঠেছে।[৪২৪]

---

[৪২১] *The Cambridge History of Arabic Literature,* (ভলিউম - ১, উমাইয়্যা কবিতা, অধ্যায় - ২০) : **০৭/৩৯৮**

[৪২২] *The Cambridge,* ০৬/৩৯৭

[৪২৩] *The Cambridge,* ০৭/৩৯৮

Dhaka University Institutional Repository

১৯.জাহেলী যুগের কাব্যের প্রাণ, শক্তি ও উন্নত বৈশিষ্ট্য তার কাব্যে পরিলক্ষিত হয়।[৪২৫]

২০. তিনিই মূলত কুমন্ত্রণা, রাজনৈতিক কুটকৌশল-এর গান ও বাদ্য বাজিয়ে প্রশংসাগীতি গাওয়ার রেওয়াজ প্রচলন করেন।

২১.কুৎসাগীতির প্রচলন করেন, যা উমাইয়্যা যুগের গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য শিল্প।

২২. তাঁর কবিতার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো, অপছন্দনীয় ও অশ্লীলতাময় 'নাক্বা'ইদ' কবিতায় তিনি কুৎসা বর্ণনা করলেও কারো বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করেন নি এবং পরনিন্দামুক্ত ছিলেন।তিনি নিজেই এ ব্যপারে বর্ণনা দিয়েছেন,

" ما هجوت أحدا ، قط ، بما تستحيي العذراء أن تنشدني إياه . "

২৩. কঠোরতা, অভিশাপ ও অপবাদ থেকে তাঁর কবিতাগুলিকে মুক্ত রেখেছেন।[৪২৬]

২৪.তাঁর কবিতায় বিখ্যাত কবি আল-আ'শা ও নাবিগা আল-যুবইয়ানীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[৪২৭]

২৫. তিনি তাঁর আপন ধর্মের বিধানাবলির প্রতি তেমন গুরুত্বারোপ করেন নি, একিভাবে তাঁর কবিতায় ইসলামি ভাবধারা ফুটে উঠেছে। বিশেষত রাজনৈতিক কবিতাবলিতে।[৪২৮] তাঁর এই ইসলামি ভাবধারা মূলত রাজনৈতিক কারণে। সত্তাগত কারণে হলে তাঁর ভিতরে ইসলামি প্রভাব এমনভাবে কাজ করতো যাতে তিনি তাঁর স্বীয় ধর্ম খ্রিষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠতেন। কিন্তু তাঁর মাঝে এ ধরনের কোনো পরিবর্তন বা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। তিনি কেবল মুসলিম শাসকগণের সান্নিধ্য লাভের আশায় ইসলামি ভাবধারাকে অনুস্বরণ করেছেন।[৪২৯]

২৬. উমাইয়্যা যুগে তৎকালীন পরিবেশের যে পরিবর্তন ও বিবর্তণ পরিলক্ষিত হয়েছিল, তাই মূলত আল-আখতালের কবিতায় ফুটে উঠেছে।

২৭.তিনি তাঁর কবিতায় জাহেলী যুগের ধারা ও রীতি পূণঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালিয়েছেন। বিশেষত জাহেলী যুগের বিখ্যাত কবি নাবিগা আল-যুবইয়ানীর ধারাকে অনুসরণ করেছেন।

২৮.শেষ দিকে তিনি মদভিত্তিক কবিতা রচনা করেছেন এবং দীর্ঘদিন এর প্রতি লেগে ছিলেন।[৪৩০]

২৯. সাধারণ অর্থ প্রকাশের প্রতি জোর প্রদান করেছেন। সংক্ষিপ্ত ও নাতিদীর্ঘ আলোচনার চমকপ্রদ অবতারণা করেছেন।[৪৩১]

---

[৪২৪] *The Cambridge,* ০৮/৪০০

[৪২৫] The Cambridge, ০৮/৪০১

[৪২৬] ঈলিয়া হাবী, *الأخطل(٦٤٠-٧١٠م) في سيرته و نفسيته و شعره*, (লেবানন : বৈরুত, দারুস সাক্বাফা, ২য় সংস্করণ, ১৯৮১ খ্রি.) : ২২

[৪২৭] ঈলিয়া হাবী, *الأخطل(٦٤٠-٧١٠م) في سيرته و نفسيته و شعره*, ২৩

[৪২৮] ঈলিয়া হাবী, *الأخطل(٦٤٠-٧١٠م) في سيرته و نفسيته و شعره*, ২৪

[৪২৯] ঈলিয়া হাবী, *الأخطل(٦٤٠-٧١٠م) في سيرته و نفسيته و شعره*, ২৬

[৪৩০] হান্না আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* (লেবানন : বৈরুত, ১৯৮৬, দারুল জীল, ১ম সংস্করণ) : ৪৬৭

Dhaka University Institutional Repository

৩০. চমৎকার দৃশ্যাবলি, অর্থ ও অনন্য গুণাবলির সমন্বয় ঘটিয়েছেন। প্রাচীন ধারায় পরিবর্তন এনেছেন। প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাবার্তা ও উন্নত শৈলি দ্বারা তিনি এ পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছেন। প্রাচীন যুগের কবিদের ন্যায়, বিশেষত মু'আল্লাকার কবি আল-আ'শা এর অনুকরণে তিনিও মদ্যপানের বিবরণ দ্বারা প্রণয়কাব্য আরম্ভ করেছেন। কবি যুহাইরের ন্যায় তিনি বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের বিবরণ প্রদান করেছেন তাঁর প্রণয়কাব্যে। নারীদের সৌন্দর্য বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনু আল-আহরাছের ধারা অনুসরণ করেছেন। অর্থাৎ তিনি নারী সৌন্দর্য্য বর্ণনাকে পরিত্যাগ করেছেন। বিখ্যাত কবি নাবেগা আল-যুবইয়ানির মতো উপমার প্রতি তাঁর ঝোঁক প্রবণ ছিল।[৪৩২]

৩১. তিনি তাঁর কবিতায় সাধ্যানুযায়ী জাহেলী ও ইসলামি উভয় ধারার সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেছেন। [৪৩৩]

০৪.২.৫. উমাইয়্যা খেলাফতে আখতালের অবদান

কবি আল-আখতাল (৬৪০-৭১০খ্রি.) উমাইয়্যা খেলাফতকে সমর্থন করে কবিতা রচনা করেন। উমাইয়্যা খেলাফতকে শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য প্রচারণা চালান। খলিফাগণকে কখনো অন্যায্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্ররোচিত করার পাশাপাশি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে পরামর্শও প্রদান করেন। বিশেষত আল-আখতালের পরামর্শে খলিফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান (মৃ. ৭০৫ খ্রি.) তাগলীব ও বনু ক্বাইস গোত্রদ্বয়ের মাঝে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন। বনু তাগলীব গোড়া থেকেই উমাইয়্যাগণকে সমর্থন দিয়ে আসছিল। অপরদিকে ক্বায়েছ গোত্র মুস'আব ইবনু যুবাইরকে (মৃ. ৬৯১ খ্রি.) সমর্থন করে। এ নিয়ে দুই গোত্রের মধ্যকার দাঙ্গা চরম আকার ধারণ করলে উমাইয়্যা খলিফা আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান বিভিন্ন রাজনৈতিক কলা-কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে যুবাইরীগণকে পরাস্ত করতে সক্ষম হন। তাগলীব গোত্রের নেতা ও ক্বায়েস গোত্রের নেতা 'الجحاف السلمي' কে দামেশকে ডেকে এনে চুক্তিবদ্ধ হবার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। অনেকে আবদুল মালেক ইবনু মারওয়ানের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, আবার কেউ বায়াত গ্রহণ করেন। এক পর্যায়ে এই দুই গোত্রের বাড়াবাড়ি রোধ করার জন্য আল-আখতালের পরামর্শে উভয় গোত্রের মাঝে হিজরী ৭৩ সালে সন্ধি সম্পাদিত হয়।

এ সংঘাতকে কেন্দ্র করে যে যুদ্ধ 'بشر' বেঁধেছিল তাতে আল-আখতালের পুত্রও নিহত হয়। কাব্যের মাধ্যমে সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে বিশেষত মাস'আব ইবনু যুবাইরকে (মৃ. ৬৯১ খ্রি.) উমাইয়্যা খেলাফতের প্রতি দাওয়াত প্রদান করেন। বনু ক্বায়েছ ও তাঁর সমর্থনকারী কবি জারিরকেও (মৃ. ১১০ হি./৭২৮ খ্রি.) দাওয়াত প্রদান করে কবিতা রচনা করেন। 'خف القطين' ক্বাছিদাটি হলো তার এ

---

[৪৩১] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* , ৪৬৯

[৪৩২] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* , ৪৭২

[৪৩৩] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* , ৪৭৩

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের কবিতার অন্যতম দৃষ্টান্ত। তিনি একজন খ্রিষ্টান কবি হয়েও অত্যন্ত যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে উমাইয়্যাগণের মুসলিম খলিফা ও তাদের রাজদরবারে নিজ অবস্থানকে দৃঢ় করেন। বলা হয় উমাইয়্যা খেলাফতকাল ছিল আল-আখতালের কাব্যাঙ্গণের সোনালী যুগ। এ যুগে তিনি উমাইয়্যা রাজদরবারের রাষ্ট্রীয় কবির খেতাব লাভ করেন। লোকসমাজে 'شاعر بني أمية' ও 'شاعر أمير المؤمنين' নামে পরিচিতি লাভ করেন।[৪৩৪]

খ্রিষ্টান কবি হয়েও মুসলিম রাজ দরবারের সভাকবি নিযুক্ত হয়েছিলেন। সাহাবাগণের কুৎসা করে কাব্য রচনার করেন। ইসলামি পরিভাষা তার কাব্যে প্রয়োগ করলেও ইসলামি বিধি বিধান নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেন এবং উমাইয়্যা খলিফাদের প্রোপাগান্ডা চালান। তবে অশ্লীল শব্দের প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট সাবধানতা ও সচেতনতা অবলম্বন করেন। জারিরকে কুৎসা করে 'নাক্ব'ইদ' রচনা করেছেন। কখনো জারিরের বিপরীতে আল-ফারাজদাক্বকে সহায়তা করেছেন।

০৪.২.৬. সাহিত্য সমালোচকগণের দৃষ্টিতে আখতাল

সাহিত্য সমালোচকগণ প্রখ্যাত তিন কবির মাঝে তুলনা করে বলেন, আল-আখতাল অপর দুই শ্রেষ্ঠ কবি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের সমপর্যায়ের। এমনকি অনেকে বলেন, তিন জনই একই স্তরের কবি। তবে প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভে সক্ষম হন। আল-আখতাল রাজদরবারে নিয়োজিত থেকে তাদের প্রশংসা বর্ণনা ও মদের বিশ্লেষণ করেন। আল-আখতাল জারিরকে উদ্দেশ্য করে রচিত হিজাগুলোতে অনেক কঠোরতা প্রদর্শন করেন। জারির ও আল-ফারাজদাক্ব মুসলিম ছিলেন কিন্তু আল-আখতাল খ্রিষ্টান ছিলেন। এ তিন কবির মাঝে কাউকে অগ্রাধিকার প্রদান করে কোনো ঐক্যমত পাওয়া যায়না। আল-আখতালের শ্রেষ্ঠত্ব হলো তিনি কোনো অশ্লীলতা ও ক্রোধের বশবর্তী না হয়েও দীর্ঘ কবিতা রচনা করতে সক্ষম। আল-ফারাজদাক্ব প্রশংসামূলক কবিতায় আল-আখতালকে আরবদের মাঝে শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে স্বীকৃতি দান করেন। আবু আমর বলেন,

"لو أدرك الأخطل يوما واحدا من الجاهلية ، ما قدمت عليه أحدا ، "

- জাহেলী যুগে একদিনও যদি আল-আখতালকে পেতাম, তাহলে তাকেই সর্বোচ্চ স্থানে রাখতাম।

উপসংহার

আবু উবাইদাহ তাকে জাহেলী কবিদের সাথে তুলনা করেন। তিনি কাব্য কাঠামোতে অনেক দৃঢ় ছিলেন। তাঁর সাবলীলতা ও নৈকট্যের কারণে তাকে নাবেগা আল-যুবইয়ানীর (মৃ. ৬০৪ খ্রি.) সাথে তুলনা করা হয়। আল-আখতাল তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেন, আমি কবিগণের মাঝে প্রশংসামূলক, হিজা ও বংশগৌরবগাথা কবিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছি।[৪৩৫]

---

[৪৩৪] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *تاريخ الأدب العربي، الأثر الإسلامي* , (মিশর : কায়রো, দারুল মা'আরিফ, খণ্ড-২, ৭ম সংস্করণ) : ২৬১-২৬২

[৪৩৫] ঈলিয়া হাবী, *الأخطل(٦٤٠-٧١٠م) في سيرته و نفسيته و شعره*, ৫৩-৫৫

Dhaka University Institutional Repository

০৪.৩. আল-ফারাজদাক্ব (২০-১১৪ হি./৬৪১-৭৩২ খ্রি.)

ভূমিকা

দারিমের শাখাগোত্র মুজাশি'য়ের তামীম গোত্রেই জন্মগ্রহণ করেন আল-ফারাজদাক্ব।[৪৩৬] তিনি ক্ল্যাসিক্যাল আরবীয় শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। উমাইয়্যা যুগের অন্যান্য কবিদের মতো তিনিও ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হন। জীবনের সিংহভাগ বসরা নগরীতে বনি তামীমে অতিবাহিত হলেও তাঁর বিনয় ও উন্নত রুচিবোধে শহুরে প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। জীবনের প্রথম দিকে কুরআন দ্বারা প্রভাবিত হন। তাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে 'নাক্বা'ইদ' রচনায় অনেক সচেতন ছিলেন।[৪৩৭] ঐতিহাসিক ও বংশানুক্রমিক তথ্যাদি স্বীয় কবিতায় স্থান দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ ছিলেন। সকলেই তার প্রদত্ত তথ্যাদি সাদরে গ্রহণ করেন।[৪৩৮]

০৪.৩.১. আল-ফারাজদাক্বের পরিচিতি

দ্বিতীয় খলিফা 'উমর (রা.)-এর খেলাফতকালে ২০ হি. মোতাবেক ৫৪২ খ্রিষ্টাব্দে বসরা শহরের কাজিমাহ গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম আবু আল-ফিরাছ হাম্মাম বিন গালিব বিন সা'সা'। তিনি আল-ফারাজদাক্ব নামে পরিচিতি লাভ করেন। 'الفرزدق'-এর অর্থ রুটি বা রুটির টুকরো। তাঁর চেহারা বা মুখাবয়বের কারণে তাকে এ নামে ডাকা হয়।[৪৩৯] অনেকে মনে করেন তাঁর পিতার সম্মান ও উচ্চ বংশানুক্রমের কারণে তাকে এ নাম দেওয়া হয়। তাঁর পিতা অনেক সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত লোক ছিলেন। স্বীয় গোত্রে ও সমাজে তাদের সম্মান ছিল।[৪৪০] তাঁর দাদা সা'সা' ছিলেন সম্পদশালী, দানশীল ও উদার মনের মানুষ। আরবদের কুসীদপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর পূর্ব-পুরুষদের অবস্থান ছিল অনেক দুঃসাহসীক ও প্রশংসনীয়। তাঁর দাদা সম্পদের বিনিময়ে কন্যা সন্তানদের প্রাণ রক্ষা করেন। আরব সমাজে লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান ছিল অত্যন্ত মানবীয়। তাঁর পিতা গালিব অনেক সম্পদশালী ছিলেন। তাঁর মাতা লিনাহ বিনতে ক্বারাজাহ একজন সম্ভ্রান্ত নারী। তাঁর দাদী

---

[৪৩৬] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ* , ৪৭৯ ; ডক্টর উমর ফারুখ, *تاريخ الأدب العربي*, (লেবানন : বৈরুত, দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ৪র্থ সংস্করণ, খ-১) : ৬৪৯ ; আহমাদ হাছান আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* (মিশর: কায়রো, দারুন নাহদ্বাহ) : ১৬৪

(আল-ফারাজদাক্বের দাদাকে 'সা'সা'আ' বলা হয়া। 'صعصعة' শব্দের অর্থ হলো পুনর্জীবন দানকারী। তিনি জাহেলী যুগে এমন অনেক লোকের জীবন বাঁচিয়েছেন যাদের প্রাণদণ্ড ও জীবননাশের আদেশ ছিল। অর্থ ও সম্পদের বিনিময়ে তিনি এদের জীবন বাঁচান, তাই তাকে পুনর্জীবন দানকারী বা 'صعصعة' বলে অভিহিত করা হয়।)

[৪৩৭] আলী আহমাদ হুসেইন, The Formatives Age of Naqa'id Poetry : Abu Ubayda`s Naqa`id Jarir wa-l-Farazdaq , *Jerusalem Studies In Arabic And Islam ৩৪*, হাইফা বিশ্ববিদ্যালয় (জানুয়ারী ২০০৮) : ২৪/৫১৯

[৪৩৮] *Arabic Poetry And The Oral-Formulaic Theory,* ২০/২০২

[৪৩৯] R. Blachere, *Al-Farazdaq, The Encyclopaedia of Islam,* (New Edition, ed./B. Lewis, V.L. Menage Ch, Pellat,and J. Schacht, Vo. 2, London Luzae and Co. ১৯৬৫ খ্রি.) : ৭৮৮

[৪৪০] ফু'আদ ইফরাম আল-বুস্তানী, *Al-Farazdaq: Mada'il MuntakhabahAr-Rawai* 37, (লেবানন : বৈরুত, আল-মাকতাবাতুল খাতুলিকিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৫৩, p.ii. 6. *Ibid)* : ১ ; আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ* , ৪৭৯

Dhaka University Institutional Repository

লায়লা বিনতে হাবিস ছিলেন আক্বরা' বিনতে হাবিসের বোন।[৪৪১] বসরা নগরীর এক সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য পরিবারে তিনি লালিত হন।[৪৪২] জারিরের ন্যায় আল-ফারাজদাক্বও ছিলেন তামীম গোত্রের কবি। দারিম, ইয়ারবু'য়, মাযিন, মিনক্বার, বনু হুযাইম ও বনু আনফ আল-নাক্বাহ প্রভৃতি হলো এ গোত্রের শাখা গোত্র। দারিম গোত্রেরও অনেক শাখা গোত্র আছে। তার অন্যতম হলো বনু ফুক্বাইম, বনু নাহশাল ও বনু মুজাশি'। মুজাশি' গোত্রেই আল-ফারাজদাক্বের জন্ম। এই তামিম গোত্র মক্কা বিজয়ের পর ইসলামের ছায়াতলে আসে। কিন্তু কিছু দিন পরেই এরা পুনরায় মুরতাদ হয়ে যায়। আবু বকর (রা.) খালিদ বিন ওয়ালিদের (মৃ. ৬৪২ খ্রি.) নেতৃত্বে সৈনিক প্রেরণ করলে তামীম গোত্র পুনরায় ইসলামের ছায়াতলে ফিরে আসে। পরবর্তীতে তারা ইরান ও খুরাসান যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করে। এ গোত্রের কতিপয় যুবক সিফ্ফিনের যুদ্ধে ভূমিকা পালন করেন। স্বীয় গোত্রের বর্ণনা প্রদান করে আল-ফারাজদাক্ব বলেন,

أبي أحد الغيثين صعصعة الذي * متى تخلف الجوزاء و النجم يمطر

أجار بنات الوائدين و من يجر * على القبر يعلم أنه غير مخفر

- আমার পিতা হলেন একজন গিয়াস (সাহায্যাকারী) যিনি সা'সা'আর বংশের। যাদের ঐতিহ্যের গণনায় মতানৈক্য আছে। তারকা নক্ষত্রের ন্যায় তারা সম্পদ ঢেলে দেন।
- উপত্যকার কন্যা শিশুরা নির্ঘাত প্রোথিত হওয়া থেকে তাদের কারণে রক্ষা পেতেন।

তামীম গোত্রের যে প্রতিনিধি দল রাসুল (স.)-এর কাছে এসেছিল ইসলাম গ্রহণ করার জন্য, সেখানে তাঁর দাদা সা'সা'আও ছিলেন। তাঁর পিতা গালিব ইসলাম গ্রহণ করেন। বিশুদ্ধ ও খাঁটি ভাষাকেন্দ্র বসরায় তাঁর শৈশব কাটে। পিতা কর্তৃক ৩৬ হি. মোতাবেক ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে তাকে আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা.)-এর নিকটে নিয়ে যাওয়া হয়।[৪৪৩] এ সময় তাঁর বয়স ছিল ২৫ (পঁচিশ) বছর। 'আলী (রা.) তার কাব্য প্রতিভা দেখে সন্তুষ্ট হন। খালিফা তাঁর পিতাকে এই মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন যে, তুমি তোমার ছেলেকে কুর'আন শিক্ষা দাও। কারণ কুর'আন কাব্য অপেক্ষা অনেক উত্তম।[৪৪৪] খলিফার (রা.) উপদেশানুযায়ী আল-ফারাজদাক্ব কুর'আন মুখস্থ করার জন্য মনোনিবেশ করেন। তিনি এই মর্মে শপথ করেন যে, "কুর'আন মুখস্থ না হওয়া পর্যন্ত কুর'আন থেকে বিচ্ছিন্ন হবো না।"

---

[৪৪১] 'উমর ফারুখ, *تاريخ الأدب العرب القديم*, (লেবানন : বৈরুত, দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ২য় সংস্করণ, খ-১) : ৬৪৯ ; হান্না আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* (লেবানন : বৈরুত, ১৯৮৬, দারুল জীল, ১ম সংস্করণ) : ৪৭৯ ; ডক্টর উমর ফারুখ, *تاريخ الأدب العربي*, (লেবানন : বৈরুত, দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ৪র্থ সংস্করণ, খ-১) : ৬৪৯

[৪৪২] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ* , ৪৭৯ ; আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* , ১১১

[৪৪৩] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *تاريخ الأدب العربي، الأثر الإسلامي* , (মিশর : কায়রো, দারুল মা'আরিফ, খণ্ড-২, ৭ম সংস্করণ) : ২৬৬

[৪৪৪] উমর ফারুখ, *تاريخ الأدب العربي*, ৬৪৯

আলি (রা.) এর এই পরামর্শের দুইটা উদ্দেশ্য হতে পারে।

১. যেহেতু আল-ফারাজদাক্বের কাব্য প্রতিভা অনেক তীক্ষ্ণ ছিল। তাই যদি তিনি কুরআন অনুধাবন করেন এবং কুরআন মুখস্ত করতে পারেন তাহলে তার কবিতাসমূহ আরো উন্নত ও সমৃদ্ধশালী হতে পারে। কবিতায় তিনি কুরআনে বর্ণিত শৈলি ও রীতি-নীতির প্রয়োগ ঘটাবেন ও এর দ্বারা প্রভাবিত হবেন।

২. আল-ফারাজদাক্বের কবিতাগুলি অত্যন্ত কুৎসীত বিধায় তাকে কবিতা থেকে নিরোৎসাহিত করেন। যখন তিনি কুর'আন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন তখন তাঁর আর কবিতা রচনার প্রতি আর্কষণ কাজ করবে না।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি মিশরের শাসকগণের প্রশংসার মাধ্যমে তাদের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলতে সক্ষম হন। শামে নিয়োজিত উমাইয়্যা খলিফা বিশেষত 'আবদুল মালিকের (মৃ. ৭০৫ খ্রি.) প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেন। জারির ও আল-বা'ইসের মাঝে কুৎসা কবিতা চলতে থাকলে আল-ফারাজদাক্ব আল-বা'ইসকে সমর্থন করেন এবং জারিরের বিরোধিতা করে কবিতা রচনা করেন। তাই জারিরও আল-ফারাজদাক্বকে কুৎসা করে কবিতা রচনা করেন। আল-ফারাজদাক্ব আবারও পাল্টা কুৎসা রচনা করলে তাদের মাঝে 'নাক্বা'ইদ' রচনার সূচণা ঘটে। তাদের মধ্যকার এ 'নাক্বা'ইদ' রচনা দীর্ঘ দশ বছর চলমান ছিল। তৎকালীন প্রত্যেক মানুষ স্বীয় মতাদর্শের অনুসারী কবিকে সকল ধরনের সহায়তা প্রদান করেন। এমনকি আল-ফারাজদাক্বের পক্ষাবলম্বনকারী গোত্রের কোনো এক ধনাঢ্য ব্যক্তি জারিরের উপর বিজয় লাভকারীর জন্য ৪০০০ (চার হাজার) দিরহাম ও ঘোড়া উপহার ঘোষণা করেন। আহলে বাইতের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা পরিলক্ষিত হয়। ৬১ হি. মোতাবেক ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে হুসাইনের (রা.) শাহাদৎ এবং হি. ৭৩ মোতাবেক ৬৯২ খ্রিষ্টাব্দে 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (মৃ. ৬৯২ খ্রি.) নিহত হওয়ার পরে তিনি উমাইয়্যা মতের অনুসরণ করা আরম্ভ করেন। তবে তাঁর উমাইয়্যা মতাদর্শের অনুসরণের কারণ ছিল কেবল অর্থ উপার্জন।[৪৪৫] 'আলী ইবনু হুসাইনকে (মৃ. ৭১৩ খ্রি.) নিয়ে কোনো এক প্রশ্নকারীর প্রশ্নের প্রেক্ষিতে তিনি বলেন,

هذا الذي تعرفه البطحاء وطأته * و البيت يعرفه والحل و الحرام

- তিনি সেই ব্যক্তি যাকে চেনে উপত্যকা ও এর সকল বাসিন্দা চেনে। বাইতুল্লাহ, হিল্ল ও হারাম শরীফের সকলেই তাকে জানে।

খলিফা মু'আবিয়া (রা.)-এর শাসনামলে তিনি বসরার গভর্ণর যিয়াদ ইবনু আবীহির (মৃ. ৬৭৩ খ্রি.) সাথে সখ্যতা গড়ে তুলতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে এক পর্যায়ে যিয়াদ ইবনু আবীহি তার উপর ক্ষিপ্ত হলে তিনি বসরা ছেড়ে মদীনায় চলে আসেন। এরপর মদীনা থেকে মক্কায়, মক্কা থেকে ইয়েমেন, ইয়েমেন থেকে বাহরাইন, বাহরাইন থেকে ফিলিস্থিন অবশেষে দামেশ্‌কে পাড়ি জমান। পরবর্তীতে তিনি যিয়াদ ইবনু আবীহির কুৎসা করেন। এমনকি যারা যিয়াদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে তাদেরকেও কুৎসা করেন। তিনি যুবাইরীগণের প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেন এবং যুবাইরীগণকে খলিফা বলে আখ্যায়িত করেন। তবে উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবার পর তাদের কুৎসা করা আরম্ভ করেন। তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের (মৃ. ৭১৪ খ্রি.) কুৎসা করেন। এক পর্যায়ে ভীত হয়ে স্বীয় কর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং উমাইয়্যা বংশের গুণকীর্তণ করা আরম্ভ করেন। হাজ্জাজের মৃত্যুর পর শোক প্রকাশ করলেও সুলায়মান ইবনু 'আব্দিল মালিকের (মৃ. ৭১৭ খ্রি.) পক্ষাবলম্বন করে হাজ্জাজকে কুৎসা করেন। আল-ওয়ালিদের (মৃ. ৭১৫ খ্রি.) শাসনামলে তিনি হজ্জব্রত পালন করার জন্য মক্কায় গমন করেন। সেখানে আলী (রা.)-এর নাতি যায়নুল আবেদীনের (মৃ. ৭১৩ খ্রি.) শানে কাব্য রচনা করেন। উমাইয়্যা খলিফাগণের বিরুদ্ধে অন্যায়ের অভিযোগ উত্থাপন করে উমাইয়্যা কর্তৃক গ্রেফতার

[৪৪৫] আহমাদ হাছান আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* (মিশর: কায়রো, দারুন নাহদ্বাহ) : ১৬৪ ; উমর ফারুখ, *تاريخ الأدب العربي*, ৬৫০

Dhaka University Institutional Repository

হন। সুলায়মান ইবনু 'আব্দিল মালিকের (মৃ. ৭১৭ খ্রি.) প্রশংসা করে তাকে আল-মাহদী উপাধিতে ভূষিত করেন। প্রথমাবস্থায় আল-মুহাল্লাবীদের কুৎসা করলেও পরে তাদের প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেন। এরপর স্বীয় অবস্থান পরিবর্তন করে তাদের কুৎসা করেন। হিশাম ইবনু আব্দিল মালিকের (মৃ. ৭৪৩ খ্রি.) বাইয়াত গ্রহনের পর তাঁর প্রশংসা করে কাব্য রচনা করেন।[৪৪৬] উমাইয়্যা রাজদরবার ও খলিফাদের সহচর্যের কারণে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তবে তিনি কর্কশ আচরণের জন্য বেশ পরিচিত হলেও তাঁর মাঝে বদান্যতা, উদারতা, বীরত্ব ও আতিথেয়তার মতো উত্তম গুণাবলি ছিল। তিনিই প্রথম বনু নাহশালের বিরুদ্ধে 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। উমাইয়্যা খলিফা মু'আবিয়া (মৃ. ৭৩৭ খ্রি.) থেকে হিশাম ইবনু 'আব্দিল মালিক পর্যন্ত সকলের সাথে সখ্যতা গড়ে ছিলেন। উমাইয়্যা খলিফাগণের পৃষ্ঠপোষকতা পেলেও ইমাম জয়নুল আবেদীনের জন্য আবেগঘন কবিতা রচনা করেন।[৪৪৭] জীবনের সিংহভাগ সময় তিনি অধার্মিক ক্রিয়া কর্মের সাথে জড়িত ছিলেন। এতদসত্ত্বেও কবি আল-ফারাজদাক্ব বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হাসান বাসরী (মৃ. ৭২৮ খ্রি.)-এর সাথে সখ্যতা গড়তে সক্ষম হন। তিনি মদীনার বিখ্যাত শায়েখ আল-আহওয়াছ এবং বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ আবু আমর বিন আল-আ'লা (মৃ. ৭৭০ খ্রি.) ও আবুল আসওয়াদ আদ-দুআইলির (মৃ. ৬৮৮ খ্রি.) সাথেও সম্পর্ক গড়ে ছিলেন।[৪৪৮]

পাপাচারীতা ও মদ্য পানকারী হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। আর এ কারণেই তিনি দীর্ঘ সময় দামেশকে উমাইয়্যা রাজ প্রাসাদে বিচরণ করতে সক্ষম হন।[৪৪৯] জীবনের শেষ লগ্নে এসে আপন ভুল বুঝতে সক্ষম হন। তবে এ অনাচারের জন্য শয়তানকে দায়ী করে বলেন:

أعطيتك يا إبليس سبعين حجة * فلما انتهى شيبى و تم تمامي

فررت إلى ربي وأيقنت أنني * ملاق لأيام المنون حمامي

- হে ইবলিশ! জীবনের সত্তরটি বছর তোমাকে দিয়েছি। নিঃশেষ করেছি আমার যৌবনকে। আমার সবই সাঙ্গ হয়েছে।
- এখন আমি আমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার মৃত্যুর পায়রার সাথে তাঁর দেখা হবে।

হিশাম ইবনু 'আব্দিল মালিকের শাসনামলে খালিদ কর্তৃক গির্জা নির্মান করলে তার নিন্দা করেন।[৪৫০] তিনি বলেন :

بنى بيعة فيها الصليب لأمه * و هدم من كفر منار المساجد

---

[৪৪৬] হান্না আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* (লেবানন : বৈরুত, ১৯৮৬, দারুল জীল, ১ম সংস্করণ) : ৪৮০

[৪৪৭] হান্না আল-ফাখুরী, تاريخ الأدب العربي, (লেবানন : বৈরুত, ১৯৫৩, মাতবা'আতুল বুলিস, ২য় সংস্করণ) : ২৮৭

[৪৪৮] R. Blachere, *Al-Farazdaq, The Encyclopaedia of Islam,* (New Edition, ed./B. Lewis, V.L. Menage Ch, Pellat,and J. Schacht, Vo. 2, London Luzae and Co. ১৯৬৫ খ্রি.) : ৭৮৮

[৪৪৯] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *تاريخ الأدب العربي، الأثر الإسلامي* , (মিশর : কায়রো, দারুল মা'আরিফ, খণ্ড-২, ৭ম সংস্করণ) : ২৬৬

[৪৫০] ড. শাওক্বী, *تاريخ الأدب العربي، الأثر الإسلامي* , ২৭৪

Dhaka University Institutional Repository

أهلكت مال الله في غير حقه * على نهرك المشئوم غير المبارك

- তিনি গির্জা নির্মাণ করে তার মাতার ক্রুশ ঝুলিয়ে দিলেন। কুফরীর কারণে মসজিদের মিনারকে ভেঙে দিলেন।
- অন্যায়ভাবে ঘৃণিত কাজে অহেতুক আল্লাহর সম্পদকে নষ্ট করলেন।

তাঁর বৈবাহিক জীবন ছিল অনেক দুর্বিষহ। প্রায় বারোটির উপর নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর প্রিয় সহধর্মীনি ছিল চাচাতো বোন আন নাওয়ার। তিনি দশ জন সন্তানের জনক ছিলেন। চারপুত্র ও ছয়কন্যা বা পাঁচপুত্র ও পাঁচকন্যার মধ্যে সবই ছিলেন আন নাওয়ারের গর্ভে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলো লেবাতাহ, সাহাতাহ, খাবাতাহ ও রাকাডাহ।[৪৫১] কাব্যে আল-নাওয়ারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।[৪৫২] 'হাদরা বিনতে যিক্ব ইবনি বাছতামের সাথে বিবাহকে কেন্দ করে জারির তাকে কুৎসা করেন।[৪৫৩]

ভালোবাসা ও হৃদ্যতা তাঁর মাঝে অনুপস্থিত ছিল। এমনকি ধর্মীয় আক্বিদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্বহীন ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে অনুতপ্ত হন। আপন মতাদর্শের অনুসারীগণকে প্রশংসা ও বিরোধীদের নিন্দা করার ক্ষেত্রে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।[৪৫৪] আল-ফারাজদাক্ব ৯০ বছর বয়সে ১১০/১১৪ হি. মোতাবেক ৭২২/৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে বসরায় মৃত্যু বরণকরেন।[৪৫৫]

০৪.৩.২. আল-ফারাজদাক্বের কাব্য প্রতিভা

কাব্যে আবেগ ও অনুভুতির সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তবে তাঁর কাব্যে কোনো বৈশিষ্ট্য স্থায়িত্ব লাভ করেনি। কুৎসা কবিতায় প্রতিপক্ষের নাম প্রকাশ্যে তুলে ধরেন এবং অশ্লীল শব্দ দ্বারা তার দুর্বল দিক ফুটিয়ে তোলেন। অশ্লীলতায় অতিরঞ্জনের কারণে অন্যরা এটি আবৃত্তি করতেও লজ্জাবোধ করতো।[৪৫৬] জারির ও আল-ফারাজদাক্ব উভয়েই ইতিহাসভিত্তিক এবং বংশানুক্রমিক ত্রুটি বিচ্যুতি খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।[৪৫৭] কোনো বিষয়ে কাব্য রচনার পূর্বে সেই বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করতেন। একদা 'উমর (রা) তাকে (আল-ফারাজদাক্বকে) কোনো এক গোত্রের বিপক্ষে কবিতা রচনা করতে বললে তিনি বলেন যে, যে গোত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনা, সে গোত্র সম্পর্কে আমি কি লিখবো? উত্তরে উমর (রা.) বলেন যে, আমি ঐ গোত্রের সাথে কিছুদিন

---

[৪৫১] *Al-Mubarrad, (op.cit,* Vo 1*)* : ১১৯, *(op.cit,* Vo 25*)* : ৮৬৭২

[৪৫২] *The Cambridge History of Arabic Literature,* (ভলিউম - ১, উমাইয়্যা কবিতা, অধ্যায় - ২০) : ৯/৪০৩

[৪৫৩] আহমাদ হাছান আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* (মিশর: কায়রো, দারুন নাহদ্বাহ) : ১২২ ; আবু আল-ফারাজ আল-আসবাহানী, *كتاب الأغاني*, (ed) ইবরাহিম আল-আবিয়ারী, (মিশর : কায়রো, দারুশ শাক্বব, ভলিউম-৯ম, ১৯৬৯-৭০) : ৩৪৫২-২

[৪৫৪] হান্না আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* (লেবানন : বৈরুত, ১৯৮৬, দারুল জীল, ১ম সংস্করণ) : ৪৭৯, ৪৮১

[৪৫৫] 'উমর ফারুখ, *تاريخ الأدب العرب القديم*, (লেবানন : বৈরুত, দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ২য় সংস্করণ, খ-১) : ৬৫০ ; আবুল ফারাজ 'আলী ইবনুল হুসাইন আল-উমাভী আল-আসফাহানী (মৃ. ৩৫৬ হি.), *كتاب الأغاني*, (ed) ইবরাহিম আল-আবিয়ারী, (মিশর : কায়রো, দারুশ শাক্বব, ১৯৬৯-৭০, খ-২৫) : ৮৫২৯, ৮৬৬৭ ; আর. এ নিকলসন, *A Literary History of Arabs,* (ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৩ খ্রি.) : ২৪৩ ; আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* , ৪৭৯-৪৮০ ; আহমাদ হাছান আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* (মিশর: কায়রো, দারুন নাহদ্বাহ) : ১৬৫

[৪৫৬] আহমাদ হাছান আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* (মিশর: কায়রো, দারুন নাহদ্বাহ) : ১১৬ ; ডক্টর উমর ফারুখ, *تاريخ الأدب العربي*, (লেবানন : বৈরুত, দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ৪র্থ সংস্করণ, খ-১) : ৬৪৯

[৪৫৭] *Arabic Poetry And The Oral-Formulaic Theory,* ২০/২০২

Dhaka University Institutional Repository

কাটিয়েছি। তাদের কিছু বিষয় আমি জানি। তখন তিনি কাগজ নিয়ে এসে তার কাছে ঐ গোত্র সম্পর্কে তথ্যাদি লিখে রাখেন এবং পরে তা নিজ কবিতায় ব্যবহার করেন। সমসাময়িক দৃশ্যাবলি তাঁর কাব্যে সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। কাব্য প্রতিভা ও আরবি সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা সাহিত্য সমালোচকদের কাছে সমাদৃত।[৪৫৮]

তৎকালীন সমাজের দুর্বৃত্তায়নের প্রতিবাদ করায় পিতা কর্তৃক প্রহারিত হলেও নিজ আদর্শের উপর অবিচল ছিলেন। তাঁর এহেন ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের জন্য প্রতিবেশীরা জিয়াদের কাছে অভিযোগ করলে তিনি বসরা থেকে ইরাকে গমন করেন। সেখানেও মু'আবিয়া (রা.)-এর কাছে অভিযুক্ত হন। খলিফার দরবার হতে তাকে তলব করা হলে তিনি ইরাক থেকে মদীনায় পালিয়ে যান। যিয়াদের (মৃ. ৬৭৩ খ্রি.) মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন। জারিরের সাথে তার কাব্য যুদ্ধ দীর্ঘ চল্লিশ মতান্তরে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।[৪৫৯] উমাইয়্যা যুগের কাব্য সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় তাঁর বিচরণ ছিল। জাহেলী ও প্রাক ইসলামি যুগে প্রাচীন ঐতিহ্যকে ভাঙ্গার জন্য আল-ফারাজদাক্ব সংগ্রাম করেন। তাঁর এই সংগ্রাম তাঁর কবিতার চরণে ফুটে উঠলেও সাহিত্য সমালোচকগণ তাকে ঐতিহ্যের অনুসারী গতানুগতিক কবি হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন।[৪৬০] সাহিত্যে তার এই অসাধারণ প্রতিভা তিনি পৈতৃকসূত্রে লাভ করেন। তাঁর পিতাও একজন সাহিত্যিক ছিলেন। তাই বলা হয় যে,

لولا الفرزدق لذهب ثلث اللغة ، وقيل لذهب ثلثها.

- যদি আল-ফারাজদাক্ব না থাকতো, তবে ভাষার এক তৃতীয়াংশ হারিয়ে যেত। অন্যত্র বলা হয়, তার একতৃতীয়াংশ বিলুপ্ত হতো।

তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর রচিত সাহিত্যের সংকলন তৈরি হয়। খালিদ বিন কুলসুম তাঁর রচিত সাহিত্য নিয়ে একটি সংকলন গ্রন্থ তৈরি করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য সংকলন হলো 'দেওয়ান'। এটি আবু আল-শাফকাহ, ইবনু আল-আ'রাবী (মৃ. ১২৪০ খ্রি.), মুহাম্মদ ইবনু আল-হাবিব আন নাহওয়াই এবং আল-বাসরী (মৃ. ৭২৮ খ্রি.) সংকলন করেন।[৪৬১] এ দেওয়ানের এক তৃতীয়াংশ কায়রো থেকে ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। আল-নাবিগাহ (মৃ. ৬০৫ খ্রি.), 'উরওয়াহ বিন আল-ওয়ার্দ (মৃ. ৬০৭ খ্রি.), হাতিম আত-তায়ী (মৃ. ৫৭৮ খ্রি.) ও 'আলক্বামাহ আল-ফাহলীর (মৃ. ৬০৩ খ্রি.) সাথেও তাঁর দেওয়ানের অংশবিশেষ প্রকাশিত হয়। তখন এর নাম দেওয়া হয় ' خمسة دواوين من شعراء العرب '।[৪৬২] আংশিক সংস্কারসহ জার্মান স্কলার জে. হেল-এর সম্পাদনায় ১৯০০-১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে আবার প্রকাশিত হয়। ১৯০৫-১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে 'ديوان الفرزدق'-এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

---

[৪৫৮] *Dawan al-Farazdaq,* (*ed*) করম আল-বুসতান, (লেবানন : বৈরুত, দারুস সাদীর, দারুল বৈরুত, ১৯৬০, ভলিউম-১) : ১১৭-১১৮,৩০৮, ৪১৪

[৪৫৯] আহমাদ হাছান আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* (মিশর: কায়রো, দারুন নাহদ্বাহ) : ১১১

[৪৬০] *The Cambridge History of Arabic Literature,* (ভলিউম - ১, উমাইয়্যা কবিতা, অধ্যায় - ২০) : ১০/৪০৫

[৪৬১] F.I.al-Bustani, *AI-Farazdaq Ahaji wa Mafakhir: Ar-RawaT,* (Beirut, Vol. 38. 2nd Blition. AI-Matba'at al-Kathulikiyyah, 1955) : iv

[৪৬২] F.I.al-Bustani, *AI-Farazdaq Ahaji wa Mafakhir: Ar-RawaT,* ৮

Dhaka University Institutional Repository

এটি তিন খন্ডে আবু 'উবাইদাহ মা'মার আল-মুছান্না (মৃ. ৮২৫ খ্রি.)-এর সংকলনের উপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা ও মন্তব্যসহ প্রকাশিত হয়।[৪৬৩] আল-ফারাজদাক্বের দেওয়ানের একটি অংশ ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয় এবং অপর অংশ ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানীর মিউনিখ থেকে প্রকাশিত হয়। এরপর আল-ফারাজদাক্বের দেওয়ান সংকলন মিশর ও লেবানন থেকে আরো কয়েকবার প্রকাশিত হয়। ১৯০৫-১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে লাইডেন নগরী থেকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তৃতীয় খণ্ডটি সূচী সম্বলিত ছিল।[৪৬৪] ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে লেবানন প্রেস কর্তৃপক্ষ আল-ফারাজদাক্বের কবিতাগুলিকে পুনঃপ্রিন্ট করেন। উপর্যুক্ত সকল সংস্করণ একত্র করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণান্তে আল-ফারাজদাক্বের অন্যান্য কাব্যের সাথে তুলনা করে আবদুল্লাহ ইসমাইল আল-সা'য়ী ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে নতুন সংস্করণ বের করেন। এ সংস্করণে তিনি অনেক সংস্কার ও সংশোধন নিয়ে আসেন।[৪৬৫] ইস্তাম্বুলের আয়া সোফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭০, ১৯৭১ এবং ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ সালে Boucher-এর সম্পাদনায় সর্বপ্রথম তাঁর এ দেওয়ানের প্রিন্ট ভার্সন প্রকাশিত হয়।

০৪.৩.৩. আল-ফারাজদাক্বের কাব্য বিষয়

আল-ফারাজদাক্বের কাব্য বিষয়াবলি জাহেলী কাব্য বিষয়াবলির অনুরূপ। তবে তিনি صلواة، تقوى، قيامة ইত্যাদির মতো ইসলামি শব্দাবলি কবিতায় প্রয়োগ করেন। তাঁর প্রশংসা ও কুৎসা কবিতাগুলিতে নবিগণের (আ.) ঘটনাবলি আলোচিত হয়। চমৎকার শৈলিতে সুবিন্যস্থ গঠন ও দৃঢ় শাব্দিক বন্ধন তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[৪৬৬] নিম্নে তাঁর রচিত কবিতার বিষয়াবলির বিবরণ প্রদান করা হলো।

১. রাজনীতি (السياسة)

ফারাজদাক্বের অধিকাংশ কবিতাই রাজনীতি বিষয়ক। তিনি নিজ গোত্রের বা উমাইয়্যাদের মুখপাত্র হিসাবে ভূমিকা রাখেন। নিজ গোত্রের সাথে সংঘাত ও মুদার গোত্রের সাথে বিরোধ এমনকি তিনি অর্থ উপার্জনের জন্য উমাইয়্যা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর কাব্যগুলিকে রাজনীতি ও সাহিত্যিক বিবাদে রাঙ্গানো ছিল বলে সেগুলিকে 'شعر نضال سياسي' ও 'شعر نضال أدبي' বলা হয়। উমাইয়্যাগণের সাথে তাঁর গোত্রের দ্বন্দের কারণে উমাইয়্যা খলিফা মু'আবিয়া (রা.), ইয়াযিদ ইবনু মু'আবিয়া (মৃ. ৬৮৩ খ্রি.) ও 'আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের (মৃ. ৭০৫ খ্রি.) আগ পর্যন্ত কোনো খলিফার দরবারে তিনি গমনাগমনের সুযোগ পাননি। গোত্রিয় সমন্বয়ের মাধ্যমে খলিফা 'আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান ও তদ্বীয় পুত্র আল-ওয়ালিদ ইবনু 'আব্দিল মালিকের (মৃ. ৭১৫ খ্রি.) সময়ে তিনি রাজদরবারে প্রবেশের সুযোগ লাভ করেন। ক্ষমতা স্থায়ীকরণ ও তাদের সাহায্য সম্মানের

---

[৪৬৩] F.I.al-Bustani, *AI-Farazdaq Ahaji wa Mafakhir: Ar-RawaT,* vi

[৪৬৪] হান্না আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* (লেবানন : বৈরুত, ১৯৮৬, দারুল জীল, ১ম সংস্করণ) : ৪৮১

[৪৬৫] F.I.al-Bustani, *AI-Farazdaq Ahaji wa Mafakhir: Ar-RawaT,* v-vi.s

[৪৬৬] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *تاريخ الأدب العربي، الأثر الإسلامي* , (মিশর : কায়রো, দারুল মা'আরিফ, খণ্ড-২, ৭ম সংস্করণ) : ২৭৬

Dhaka University Institutional Repository

স্থায়ীত্ব কামনা করে মারওয়ান বংশের প্রশংসা আরম্ভ করেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের (মৃ. ৭১৪ খ্রি.) শাসনে ভীত হয়ে তার গোত্রের জন্য সাহায্যের আবেদন করে বলেন।[৪৬৭]

أخاف من الحجاج سورة مخدر * ضوارب بالأعناق منه خوادره

- আমি হাজ্জাজকে ভীষণ ভয় করি। আমার গর্দানে প্রহারের ভয়ে আমি আত্মগোপনে লুকিয়ে থাকি।

সুলায়মান ইবনু আব্দিল মালিকের শাসনামলে তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। তিনি প্রমাণের চেষ্টা করেন যে, শাসন ক্ষমতার যোগ্য ব্যক্তি হলেন সুলায়মান ইবনু আব্দিল মালিক (মৃ. ৭১৭ খ্রি.)। হিশাম ইবনু 'আব্দিল মালিকের শাসনামলে তিনি খুরাসান ও ইরাক অঞ্চলের রাজনীতি নিয়ে তৎপর হয়ে উঠেন। এরপর পুনরায় তিনি উমাইয়্যা শাসনের পক্ষাবলম্বন করে এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করেন যে, খেলাফতের জন্য অধিকতর যোগ্য হলেন উমায়্যাগণ।

أما الوليد فإن الله أورثه * بعلمه فيه ملكا ثابت الدعم

خلافة لم تكن غصبا مشهورتها * أرسى قواعدها الرحمان ذو النعم

- আল-ওয়ালিদকে আল্লাহ এমন জ্ঞানের উত্তরাধিকারী করেছেন, যাতে রয়েছে শাসন পরিচালনার দক্ষতা ও সহায়তার মানসিকতা।
- তাঁর খেলাফতের খ্যাতিতে নেই কোনো জবরদস্তি। দয়াময় তার ভিত্তিগুলিকে অনুগ্রহ দ্বারা করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত।

তিনি সর্বাবস্থায় রাজনৈতিক সুবিধা বিবেচনায় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রশংসা ও শোকগাথা রচনা করলেও পরবর্তীতে তাদের কুৎসাও করেছেন।[৪৬৮]

২. প্রশংসামূলক কবিতা (المدح)

উমাইয়্যা খলিফাগণের প্রশংসা করে তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করেন। প্রশংসামূলক কবিতার মাধ্যমে তাদের খেলাফতের যথার্থতা প্রমাণের চেষ্টা করেন। কখনো তাদেরকে চাঁদের সাথে তুলনা করেন আবার কখনো 'سيف من سيوف الله' ও ولي الله বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি যায়নুল আবেদীন আলী ইবনু আল-হুসাইন ইবনি আলীর প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন।[৪৬৯] তিনি বলেন :

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته * والبيت يعرفه، الحل و الحرام

هــذا ابـــــن خير عباد الله كلهم * هذا التقي، النقي، الطاهر، العلم

- তিনি সেই ব্যক্তি যাকে, উপত্যকা ও এর সকল বাসিন্দা চেনে। বাইতুল্লাহ, হিল্ল ও হারাম শরীফের সকলেই তাকে জানে।
- তিনি হলেন আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দার পুত্র। তিনি হলেন দ্বীনদার, ন্যায়পরায়ণ পবিত্র ও জ্ঞানী।

ইয়াযিদ ইবনু মু'আবিয়া (মৃ. ৬৮৩ খ্রি.) কর্তৃক ভীত হয়ে পলায়ন করে মদীনায় অবস্থানকালে তিনি মদীনার গভর্ণর ছা'ইদ ইবনু আল-'আছের (মৃ. ৫৯ হি.) প্রশংসা করে বলেন,

---

[৪৬৭] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* , ৪৭৯-৪৮২

[৪৬৮] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* , ৪৮৩

[৪৬৯] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* , ৪৮৪

Dhaka University Institutional Repository

ترى الغر الجحاجح من قريش * إذا ما الأمر في الحدثان غالا

قياما ينظرون إلى سعيد * كأنهم يرون به هلالا

- কুরাইশগনের তরবারির ঝলক দেখে তাদের মুখে কুলুপ এটে রাখা ব্যতীত কিছুই ছিলনা।
- সা'ঈদ-এর দিকে তাকিয়ে দাড়ালে মনে হয় যেন, চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে।

সা'ইদ ইবনুল 'আছ (মৃ. ৫৯ হি.) তার কাব্য শুনে অভিভূত হয়ে বলে উঠেন যে, আল্লাহর শপথ! আজ অবধি আমি কখনো এমন কবিতা শুনিনি। যিয়াদ তাঁর এমন প্রতিভা জানতে পেরে তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাঁর নিরাপত্তা ঘোষণা করেন।[৪৭০] হাজ্জাজ বিন ইউসুফের প্রশংসায় বলেন,

إن ابن يوسف محمود خلائقه * سيان معروفه في الناس و المطر

هو الشهاب الذي يرمى العدو به * و المشرفى الذي تعصى به مضر

- নিশ্চয় ইবনু ইউসুফ খলিফাদের মধ্যে প্রশংসিত। একইভাবে মানুষের মাঝে ও দানশীলতায় পরিচিত ছিলেন।
- তিনি এমন উল্কার ন্যায়, যার দ্বারা শত্রুদেরকে আক্রমণ করা হয়। এমন উচ্চ স্থান যেটাতে মুদার গোত্র একত্রিত হয়েছিল।

খুরাসান ও পারস্যের শাসকগণের কুৎসা ও প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেন।[৪৭১] এ অঞ্চলের আরো অনেককে নিয়ে কবিতা রচনা করেন। যেমন;

১) 'উবাইদুল্লাহ ইবনু আবি বাকরা (মৃ. ৭৯ হি.)
২) আল-জারাহা আল-হাক্বামী (মৃ. ৭৩০ খ্রি.)
৩) 'উমর ইবনু 'উবাইদুল্লাহ ইবনি মা'মার (মৃ. ৭০১ খ্রি.)
৪) আল-জুনাইদ ইবনু আব্দির রহমান আল-মুর্‌রা (মৃ. ৭২৬ খ্রি.)
৫) আছাদ ইবনু 'উবাইদুল্লাহ আল-ক্বাছারী (মৃ. ৭৩৮ খ্রি.)
৬) হিলাল ইবনু আহওয়ায আল-মাযেনী (তা.বি)

৩. শোকগাথা (الرثاء)

শোকগাথা ফারাজদাক্বের অন্যতম একটি কাব্য বিষয়। তবে তার রচিত শোকগাথা তুলনামূলক কম। তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মৃত্যুর পর তাঁর জন্য শোকগাথা রচনা করেন।[৪৭২]

و مات الذي يرعى على الناس دينهم * و يضرب بالهندي رأس المخالف

- মানুষের দ্বীনদারীত্ব পরিচালনাকারী মৃত্যুবরণ করেন। এ কারণে তার বিরোধীদের চিন্তা চেতনাতেও দুঃখবোধ জাগ্রত হয়েছে।

৪. গর্বমূলক কবিতা (الفخر)

---

[৪৭০] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *تاريخ الأدب العربي، الأثر الإسلامي*, (মিশর : কায়রো, দারুল মা'আরিফ, খণ্ড-২, ৭ম সংস্করণ) : ২৬৮

[৪৭১] ড. শাওক্বী, *تاريخ الأدب العربي*, ২৭০-২৭১

[৪৭২] ড. শাওক্বী, *تاريخ الأدب العربي*, ২৭৫

Dhaka University Institutional Repository

গর্বমূলক 'الفخر' কবিতায় আল-ফারাজদাক্ব (৬৪১-৭৩২ খ্রি.) বিস্তৃত এক দিগন্তের অধিকারী ছিলেন। তার এ ধরনের কাব্যে আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষার প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। তার মতে, তাঁর গোত্র সমুদ্রের ন্যায় দানশীল, সিংহের ন্যায় সাহসী, পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল ও সাপের ন্যায় দংশনকারী। তিনি কাব্য জগতে বিখ্যাত কবি ইমরুল ক্বায়েস, মুহালহিল, তারফাহ ও আল-আ'শার মতো বিখ্যাত কবিগণের উত্তরাধিকারী।[৪৭৩]

وهب القصائد لي النوابغ إذ مضوا * و أبو يزيد، و ذو القروح، و جرول

- শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের কবিতা আমাকে দেওয়া হয়েছে। আবু ইয়াযিদ, আহত ও জারওয়াল তারাতো অতীত হয়েছে।

আল-ফারাজদাক্ব 'الفخر' বর্ণনায় উচ্চ পরিভাষা ও শক্তিশালী শব্দ প্রয়োগ করেন।[৪৭৪] কাব্যের অন্যান্য বিষয়ের মাঝে তিনি গর্বমূলক কবিতাকেই অগ্রাধিকার প্রদান করেন। তিনি উমাইয়্যা যুগের শ্রেষ্ঠ গর্বমূলক কবিদের অন্যতম একজন। এ ধরনের কাব্য রচনার মাধ্যমে তিনি অন্যান্য সকল কবিতা থেকে অধিক সফলতা অর্জন করেন এবং অধিক অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হন। তিনি প্রশংসা ও নিন্দা কবিতাতেও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। তবে প্রণয় ও শোকগাথায় তিনি তেমন দক্ষতা দেখাতে পারেন নি।[৪৭৫] নিজের ও নিজ গোত্রের গর্ব করে বলেন :

إن الذي سمك السماء بنى لنا * بيتا دعائمه أعز و أطول

بيتا زرارة محتب بفناءه * و مجاشع و أبو الفوارس نهشل

- নিশ্চয় আসমানের সমন্নতকারী সত্তা আমাদের জন্য এমন গৃহ নির্মান করেছেন, যার স্তম্ভগুলি অনেক সম্মানী এবং দীর্ঘস্থায়ী।
- তিনি সেই অধিপতি! যিনি আমাদের জন্য নির্মাণ করেছেন গৃহ। তিনি আসমানের অধিপতি, তার ক্ষমতায় কোনো রদবদল নেই।

জারির তাঁর প্রত্যুত্তরে বলেন,

أخزى الذي سمك السماء مجاشعا * و بنى بناءك في الحضيض الأسفل

بيتا يحمم قينكم بفنائه * دنسا مقاعده خبيث المدخل

- আসমানের সমুন্নতকারী মুজাশি' গোত্রকে লাঞ্ছিত করেছেন। নিম্নভূমির অতল গভীরে তাদের জন্য গৃহ নির্মাণ করেছেন।
- সে গৃহের ফাঁকা স্থানগুলি তোমাদের কামার তাঁর নাপাকি অবস্থান ও ঘৃণিত প্রবেশ দ্বারা পূর্ণ করেছে।

৫. 'নাক্বা'ইদ' (نقائض)

দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জারিরের সাথে তাঁর 'নাক্বা'ইদ' প্রতিযোগিতা চলে। প্রতিপক্ষকে অপদস্থ এবং লজ্জাজনক বর্ণনার মাধ্যমে সমাজে তুচ্ছাকারে তুলে ধরেন। কখনো অশ্লীল শব্দাবলির প্রয়োগ

---

[৪৭৩] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* , ৪৭৯, ৪৮১

[৪৭৪] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* , ৪৮৫

[৪৭৫] ডক্টর উমর ফারুখ, *تاريخ الأدب العربي*, (লেবানন : বৈরুত, দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ৪র্থ সংস্করণ, খ-১) : ৬৫১

Dhaka University Institutional Repository

করেন। প্রতিপক্ষের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলির প্রচার প্রসার করেন। তিনি জারিরের প্রত্যুত্তরে রচিত 'নাক্বা'ইদ' -এ যে অশ্লীলতা প্রদর্শন করেন, অন্য কারো বিপরীতে রচিত 'নাক্বা'ইদ' -এ তেমনটা করেন নি। তিনি আল-আখতালের পক্ষাবলম্বন করে জারিরের বিপরীতে 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৪৭৬]

৬. নিন্দা (الهجاء)

নিন্দা কাব্যে নিচু শ্রেণির মানুষের মতো ভাষার প্রয়োগ করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। কখনো প্রতিপক্ষকে বিদ্রূপ করেছেন আবার কখনো মিথ্যা অপবাদও দিয়েছেন। তিনি ইবলিশের প্রতিও কুৎসামূলক 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। প্রতিবেশি, নিজ সম্প্রদায় ও অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকেও কুৎসা করেছেন।[৪৭৭] যিয়াদের অনুসারী কাকাতো ভাই মিছকীনকে কুৎসা করে বলেন,

أ مسكين! أبكى الله عينك إنما * جرى في ضلال دمعها فتحدّرا

- হে মিসকিন! আল্লাহ তোমাকে কাঁদিয়েছে। তার যে ভ্রান্ত অশ্রুতে চলছো তা নেমে আসছে।

তিনি 'উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদের (মৃ. ৬৮৬ খ্রি.) প্রশংসা করেন। মিনকার গোত্রের কুৎসা করেন। রাবী'য় গোত্রের কবি ও নেতা মুর্‌রা ইবনু মাহক্বানের কুৎসা করে বলেন[৪৭৮],

ترجى ربيع أن يجيء صغارها * بخير و قد أعيا ربيعا كبارها

- রাবী'য় তার সুখকর শিশুকালের প্রত্যাশায়। রাবী'য় ও তার বড়ত্বকে অক্ষম করা হয়েছে।

তিনি কুৎসা কবিতা আরম্ভ করতেন 'الفخر' দিয়ে। তিনি যার কুৎসা করেন তাকে 'الفخر' বর্ণনা করে উচ্চ আসনে সমাসিন করেন। তারপর সেখান থেকে তাকে নিচে নামিয়ে আনেন। তাই বলা হয়,

" الفرزدق إذا هجا ارتفع "

- আল-ফারাজদাক্ব যখন নিন্দা বর্ণনা করেন তখন তাকে প্রথমে উপরে উঠিয়ে নেন।

জারিরের ক্ষেত্রে তিনি এ কাজ অধিক মাত্রায় করেছেন। জারির নিচু বংশের হওয়ায় তিনি সম্ভ্রান্ত ও নিচু বংশের মাঝে তুলনা করে এর মধ্যকার তফাৎ তুলে ধরে তারপর জারিরকে নিচে নামিয়ে আনেন। আর নিজের ও নিজের গোত্রের গর্ব করে নিজেকে আরো উপরে উঠানোর চেষ্টা করেন। তাঁর দৃষ্টিতে তার গোত্র মর্যাদায় সবার উপরে এবং কল্যাণ ও বদান্যতায় শীর্ষে থাকা আরবের শ্রেষ্ঠ গোত্র।

إن الذي سمك السماء بنى لنا * بيتا دعائمه أعز و اطول

بيتا بناه لنا المليك ، و ما بنى * حكم السماء فإنه لا ينقل

- নিশ্চয় আসমানের সমন্নতকারী সত্তা আমাদের জন্য এমন গৃহ নির্মান করেছেন, যার স্তম্ভগুলি অনেক সম্মানী এবং দীর্ঘস্থায়ী।
- তিনি সেই অধিপতি! যিনি আমাদের জন্য নির্মাণ করেছেন গৃহ। তিনি আসমানের অধিপতি তার ক্ষমতায় কোনো রদবদল নেই।

---

[৪৭৬] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* , ৪৮৬ ; ড. শাওক্বী, *تاريخ الأدب العربي* , ২৭০

[৪৭৭] ড. শাওক্বী, *تاريخ الأدب العربي* , ২৬৮

[৪৭৮] ড. শাওক্বী, *تاريخ الأدب العربي* , ২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

তার সহধর্মীনির মৃত্যুতে জারিরের লেখা শোকগাথার বিপরীতে তিনি কুৎসামূলক 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৪৭৯]

৭. বর্ণনামূলক কবিতা (الوصف)

তিনি উমাইয়্যা যুগের ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে বর্ণনামূলক কবিতা রচনা করেন। সূক্ষ্ম বিবরণ, দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যাঙ্কণ ও স্বরের স্ফীতি তাঁর বর্ণনামূলক কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[৪৮০] আল-ফারাজদাক্ব (৬৪১-৭৩২ খ্রি.) প্রখর কল্পনা শক্তির অধিকারী ছিলেন বলে বর্ণনামূলক কবিতা রচনায় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটান। তার মাঝে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো; বাঘ, সিংহ, বন্য ঘোড়া. জাহাজ ও সৈনিক ইত্যাদি শব্দাবলির প্রয়োগ।[৪৮১]

و أطلس عسال و ما كان صاحبا * دعوت بناري موهنا فأتاني

فلما دنا قلت أدن دونك إنني * و إياك ، في زادي ، لمستركان

- অধিবাসী না হয়েও তিনি মৌমাছি দ্বারা আক্রান্ত হলো, অতঃপর আমার কাছে থাকা মৌমাছি অক্ষমকারী অগ্নি মশাল নিয়ে তাকে ডাকলে সে আমার কাছে চলে আসে।
- আমার কাছে আসলে বললাম, এই নাও! ধরো! গুনগুন করো। এই পাথরের মাঝেই তোমার ও আমার অংশিদারিত্ব।

৮. দুনিয়া বিমুখতা (الزهد)

তিনি জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তার ভুল বুঝতে পারেন। এই দুনিয়ার প্রকৃত রূপ তার চোখে ধরা পড়ে। অভিশপ্ত ইবলিশের প্রতি কুৎসা রচনা করেন। জীবনের সকল মন্দ কৃতকর্মের জন্য ইবলিশকে দায়ী করেন। দুনিয়াকে প্রত্যাখ্যান করার অভিপ্রায় পাওয়া যায় তার এই পঙ্‌ক্তিগুলো থেকে।

أعطيتك يا إبليسُ سبعينَ حجّـــــةً * فلمّا انتهى شيبي وتمّ تمامي

فررتُ إلى ربّي وأيقنتُ أنّنـــــي * مُلاقٍ لأيّامِ المنونِ حمامـــي

- হে ইবলিশ! জীবনের সত্তরটি বছর তোমাকে দিয়েছি। নিঃশেষ করেছি আমার যৌবনকে, তোমার সবই পরিপূর্ণ হয়েছে।
- এখন আমি আমার প্রতিপালকের দিকে যাত্রা করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি আমার মৃত্যুর পায়রার সাথে তোমার দেখা হবে।

তবে তাঁর এ অবস্থা বেশি সময় স্থায়ী হয়নি। বরং অল্প কিছু সময় পর তিনি পুনরায় পূর্বের ন্যায় অশ্লীলতা ও পাপাচারিতা আরম্ভ করেন।

৯. প্রণয়কাব্য (الغزل)

---

[৪৭৯] আহমাদ হাছান আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* (মিশর: কায়রো, দারুন নাহদ্বাহ) : ১১৭

[৪৮০] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* , ৪৭৯-৪৮১

[৪৮১] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* , ৪৮৬

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর প্রণয়কাব্যগুলি চরম পর্যায়ের কামুক, কুৎসিত ও কদর্য বৈশিষ্ট্যের। তাঁর মতে প্রণয় হলো জড়। এটাকে ইন্দ্রিয়প্রবণ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলতে হয়। অর্থ হোক বা শব্দ হোক এতে থাকবে রূঢ়তা, রঙ্গ-তামাশা ও নির্লজ্জতা। এ ধরনের প্রণয় কাব্যে আবেগও অমসৃণ ও কর্কশ হয়ে থাকবে। তিনি প্রণয়কাব্যে ইমরুল ক্বায়েস ও 'উমর ইবনু আবি রাবি'আকে অনুকরণ করেন।[৪৮২]

০৪.৩.৪. আল-ফারাজদাক্বের কাব্য বৈশিষ্ট্য

আল-ফারাজদাক্বের কবিতার বৈশিষ্ট্যাবলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :

ক. জাহেলী বিবাদের চিত্র অনুসরণ ও অনুকরণ (صورة لنزعته الجاهلية)

জাহেলী কবিগণের কাব্য শৈলি ও তাদের ব্যবহৃত শব্দের রূঢ়তা ইত্যাদি গুণাবলিকে স্বীয় কাব্যের মাঝে এনেছেন।

খ. উমাইয়্যা পরিবেশ পরিবেশন (بيئته الأموية)

প্রশংসামূলক কবিতার ক্ষেত্রে নিজেকে অস্থিতিশীল রূপে প্রকাশ করেছেন। প্রশংসা করার ক্ষেত্রে তিনি কখনোও স্বীয় কাব্যাবলিতে ইসলামি রং লাগানোর ক্ষেত্রেও কার্পণ্য করেন নি। কুরআনের অর্থ ও ঘটনাবলিকেও অনুকরণ করে তিনি কবিতা রচনা করেন।

গ. নিজস্ব রীতি অনুসরণ

তাঁর এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের অন্যতম দৃষ্টান্ত হলো তাঁর 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্য। এর মাধ্যমে তিনি রাজনৈতিক কবিগণের দৃষ্টিতে আসতে সক্ষম হন। এতেও তাঁর অর্থ, চরিত্র, আবেগ ও নিষ্ঠার বিবর্তণ লক্ষ্য করা যায়।[৪৮৩] এছাড়াও তার কাব্যে আরো বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো নিম্নরূপ;

১. কাব্যে নতুন ধারা অনুসরন; যদিও এটি তাঁর কাব্যে অপ্রতিভ ও নীরস দেখা যায়।[৪৮৪]
২. দূর্লভ শব্দাবলির ব্যবহার; ফলশ্রুতিতে প্রাক ইসলামি যুগের রীতির সাথে তাঁর ব্যবহৃত রীতির অমিল, অপ্রাসঙ্গিকতা, অমসৃণতা ও অসম্পৃক্ততা পরিলক্ষিত হয়।
৩. কাব্য স্টাইল; তাঁর কাব্য শক্তি ও স্টাইল অত্যন্ত চমৎকার ছিল। বড় পাথর যেমন একটি অপরটির সাথে মিলে থাকে, তেমনি তাঁর কবিতার শব্দাবলির পরস্পর মিলে যেতো।
৪. বাক্য গঠনে পরিবর্তিত গঠন বিন্যাস।
৫. সৃজনশীল চিন্তা-চেতনা ও সৃজনশীলতা।
৬. শব্দানুধাবনে দুর্বলতা, শব্দের বাহুল্যতা ও তুচ্ছতা।[৪৮৫]
৭. স্নেহ ও আবেগপ্রবণতামুক্ত: তাঁর কবিতায় ইমোশন ও আবেগ ততোটা গভীরভাবে ফুটে উঠেনি। আল-ফারাজদাক্বের এই আবেগহীনতা ও অমানবিকতা মূলত তৎকালীন বসরার জনজীবনের প্রতিচ্ছবি। কেননা এখানেই কবি তাঁর জীবনের সিংহভাগ সময় অতিবাহিত

---

[৪৮২] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* , ৪৭৯, ৪৮১, ৪৮৭

[৪৮৩] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* , ৪৮৪

[৪৮৪] *The Cambridge History of Arabic Literature,* (ভলিউম - ১, উমাইয়্যা কবিতা, অধ্যায় - ২০) : ০৮/৪০১

[৪৮৫] *The Cambridge,* ০৯-১০/৪০২-৪০৫

Dhaka University Institutional Repository

করেন। স্বীয় গোত্রের ব্যাপারে আড়ম্বরপূর্ণ ও জাঁকজমকপূর্ণ শব্দেই তিনি প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেন।

৮. সাবলীলতা: তাঁর কবিতায় সাবলিলভাবে নিজ অপরাধ স্বীকার করা হতো। যা সমসাময়িক সকল কবিদের তুলনায় অগ্রগামী ছিল। তিনি এ ধারার প্রবর্তন করেন।

৯. নতুনত্ব: আল-ফারাজদাক্বের কবিতায় ঘোড়া ও উটনীর বর্ণনার প্রাসঙ্গিকতা পরিত্যাগ করা হয়।[৪৮৬]

১০. অমসৃণতা: কাব্যে আলোচ্য ঘটনার বাস্তব চিত্রাবলি হিংস্র বন্য প্রাণীর মতো প্রকাশ করেন।[৪৮৭]

১১. সমন্বয় সাধন: প্রশংসার ক্ষেত্রে তিনি জাহেলী প্রতিচ্ছবি, উমাইয়্যা পরিবেশ ও নিজের বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটান।

১২. ধার্মিকতা: তিনি প্রশংসামূলক কবিতার ক্ষেত্রে ইসলামি প্রভাব হতে মুক্ত হতে পারেন নি। যেমন কখনো তিনি কুরআনের শব্দ ও অর্থ, কখনো বা কুরআনের ঘটনা বর্ণনার ধারাকে অনুকরণ করে কাব্য রচনা করেন।[৪৮৮]

১৩. শব্দ চয়ন ও বিন্যাস: কাব্যে আল-ফারাজদাক্বের শব্দ বিন্যাস অনেক দৃঢ়। এ কারণে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর কাব্যগুলিতে দুর্বোধ্যতা পরিলক্ষিত হয়।

১৪. তাঁর কাব্যগুলি সাধারণত অনেক দীর্ঘ। তবে কখনো তা বিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত ও ছন্দ-বিশ্লেষিত হয়েছে।[৪৮৯]

১৫. পুনরাবৃত্তি। প্রত্যেক 'নাক্বা'ইদ' ও ক্বাছিদায় এমন কিছু গুণাবলি পাওয়া যায়, যার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তবে এটি হয়েছে ভিন্ন পদ্ধতি ও ভিন্ন ধরনের অন্ত্যমিল ও ছন্দমিলের মাধ্যমে। কখনো জারির, ফারাজদাক্ব ও আখতাল তিন জনই একই আলোচ্যবিষয়, দৃষ্টান্ত ও উদাহরণের সমাবেশও ঘটান।[৪৯০]

উপসংহার

আল-ফারাজদাক্ব কাব্য জগতে এক উজ্জল নক্ষত্র। অভিজাত ও ধনাঢ্য পরিবারে বেড়ে উঠায় বাল্যকাল থেকেই তার মাঝে কাব্য প্রতিভা পরিস্ফুটিত হতে থাকে। পূর্বপুরুষগণ থেকে প্রাপ্ত পারিবারিক ঐতিহ্য তাকে কাব্য রচনায় সফল হতে সহায়তা করে। কাব্যের সকল শাখায় তার অবদানের পাশাপাশি 'নাক্ব'ইদ' সাহিত্যে তার অসামান্য অবদান আরবি সাহিত্যকে আরো আলোকিত করেছে।

---

[৪৮৬] *The Cambridge,*০৭/৩৯৮;*Dawan al-Farazdaq,*(*ed*) করম আল-বুসতান, (লেবানন : বৈরুত, দারুস সাদীর, দারুল বৈরুত,১৯৬০,ভলিউম ১) : ৪৫

[৪৮৭] *Dawan al-Farazdaq,* করম আল-বুসতান, ১১৭-১১৮, ৩০৮, ৪১৪

[৪৮৮] হান্না আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* (লেবানন : বৈরুত, ১৯৮৬, দারুল জীল, ১ম সংস্করণ) : ৪৮৪

[৪৮৯] ডক্টর উমর ফারুখ, *تاريخ الأدب العربي*, (লেবানন : বৈরুত, দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ৪র্থ সংস্করণ, খ-১) : ৬৫১

[৪৯০] আহমাদ হাছান আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* (মিশর: কায়রো, দারুন নাহদ্বাহ) : ১২৫

Dhaka University Institutional Repository

০৪.৪. জারির ইবনু আতিয়্যাহ (৩৩-১১৪ হি. মোতাবেক ৬৫৩-৭৩২/৭৩৩ খ্রি.)[৪৯১]

ভূমিকা

প্রখ্যাত তিন 'নাক্বা'ইদ' কবির মাঝে কাব্য যুদ্ধ চললেও ত্রিমুখী কাব্য স্বল্প পরিমাণ রচিত হয়েছে। তবে তিন কবির মাঝে দ্বিমুখী কাব্য রচিত হয়েছে অনেক। এ ক্ষেত্রে আখতাল ও ফারাজদাক্ব উভয়ে একসাথে কখনো বা পৃথকভাবে জারিরকে আক্রমণ করেন। আখতাল ও ফারাজদাক্ব পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে জারিরের বিরুদ্ধে একে অপরকে সহায়তা দান করেন। অপরপক্ষে জারির একাই দুই শক্ত প্রতিপক্ষের (আখতাল ও ফারাজদাক্ব) বিপরীতে কাব্য রচনায় দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হন। এ কারণে আমার কাছে তিন কবির মাঝে জারির বেশি অগ্রাধিকার লাভ করে।

০৪.৪.১. জারিরের পরিচিতি

নাম **জারির ইবনু 'আতিয়্যাহ ইবনি আল-খাতাফী ইবনি কুলাইব ইবনি ইয়ারবু' আত্ তামীমী**। তিনি হিজরি ৩০ বা ৩৩ মোতাবেক ৬৫০ বা ৬৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ইয়ামামাহ উপত্যকায় এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাতৃগর্ভে ছিলেন মাত্র সাত মাস। মাতৃগর্ভের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই মাত্র সাত মাসের সময় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 'আবু হাযরাহ' তাঁর কুনিয়্যাত। তাঁর অপর নাম 'হুযায়ফা' এবং লাক্বাব 'আল-খাত্বাফী'। তাঁর বংশ ধারা হলো **আবু হাযরাহ হুযায়ফাহ জারির ইবনু আতিয়্যাহ ইবনি আল-খাত্বাফী ইবনি বাদর ইবনি ছালামাহ ইবনি আউফ ইবনি কুলায়ব ইবনি ইয়ারবু' ইবনি হানযালাহ ইবনি মালিক ইবনি যায়িদ মানাত ইবনি তামীম ইবনি মুর্‌রা।** জারির (মৃ. ১১০ হি. /৭২৮ খ্রি.) ও আল-ফারাজদাক্ব উভয়ের বংশ উপরে এসে এক পর্যায়ে পরস্পর মিলিত হয়।[৪৯২]

জারির অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সম্পদ ও বংশ কোনো দিক দিয়েই তাঁর পিতার খ্যাতি ছিল না। তাঁর বংশ কুলায়ব তামিম গোত্রের অন্যান্য শাখা থেকে কম মর্যাদাবান ছিল। তিনি একাধিক নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এদের তিন জনের নাম স্বীয় কবিতায় উল্লেখ করেন। তিনি অনেক সন্তানের জনকও ছিলেন। তার বড় সন্তানের নাম ছিল 'হাযরাহ'।[৪৯৩] বাস্তব জীবনে জারির ছিলেন খিটখিটে ও রুক্ষস্বভাবের মানুষ। তবে তিনি ধার্মিক ছিলেন। ফজরের নামাজের পূর্বে ও পরে কারো সাথে কথা বলতেন না। ফজরের নামাজের পর সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত কুরআন তেলাওয়াত করতেন। খলিফা ও আমিরদের সাক্ষাৎ লাভের আশায় তিনি রাজদরবারে যাতায়াত করতে আরম্ভ করেন। প্রশাসনিক পদস্থ কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ লাভ, মদিনায় কারাবন্দি স্ত্রী ও সন্তানদের মৃত্যুর কারণে সর্বদায় ভ্রমণে তিনি সময় অতিবাহিত করেন। আর তার এ ধরনের ভ্রমণ প্রসিদ্ধি লাভ ও অর্থ উপার্জনের জন্য সুযোগ তৈরি করে। আল-ফারাজদাক্বের সাথে 'নাক্বা'ইদ'

---

[৪৯১] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ* , ৪৮৯ ; আহমাদ হাছান আয যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* (মিশর: কায়রো, দারুন নাহদ্বাহ) : ১৬৭ ; ডক্টর উমর ফারুখ, *تاريخ الأدب العربي*, (লেবানন : বৈরুত, দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ৪র্থ সংস্করণ, খ-১) : ৬৬৪

[৪৯২] ইবনু খাল্লিকান, *الوفيات الأعيان*, ; আহমাদ হাছান, *تاريخ الأدب*, ১৬৭-১৬৮ ; আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ* , ৪৮৯ ; 'উমর ফারুখ, *تاريخ الأدب*, ৬৬৪

[৪৯৩] *The Cambridge History of Arabic Literature,* (ভলিউম - ১, উমাইয়্যা কবিতা, অধ্যায় - ২০) **: ১০-১১/৪০৫-৪০৬**

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিযোগীতা আরম্ভ হলে তিনি বসরা শহরে চলে আসেন। ইরাক থেকে হিজাযে গমন করে পুনরায় তিনি ইরাকে ফিরে আসেন। অতঃপর বাহরাইন, ইয়েমেন ও দামেশকে ভ্রমণ করেন। ইয়াযিদ ইবনু মু'আবিয়া, হাজ্জাজ ও বিশর ইবনু মারওয়ানের (মৃ. ৭৪ হি.) দূত হিসাবে কাজ করেন।[৪৯৪] ইয়াযিদ ইবনু মু'আবিয়ার (মৃ. ৬৮৩ খ্রি.) শাসনামলে ১১০ মতান্তরে ১১৪ বা ১১৫ হি. মোতাবেক ৭৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ফারাজদাক্বের মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর তিনি মৃত্যু বরণ করেন। ইয়েমেনে তাঁকে দাফন করা হয়।[৪৯৫]

০৪.৪.২. জারিরের কাব্য প্রতিভা

পারিবারিক কারণে জারির মূলত 'নাক্বা'ইদ' কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। বনু কুলায়ব এবং বনু সালিত গোত্রদ্বয়ের মধ্যকার পতী পত্নীকে কেন্দ্র করে চলমান বিবাদ তাকে কবিতা রচনা করতে অনুপ্রাণিত করে। কুলায়ব এবং সালিত উভয় গোত্র ইয়ারবু'য়ের শাখা গোত্র। স্বামী (সালিত গোত্র) তাঁর স্ত্রী (কুলায়ব গোত্র) ও শ্যালককে প্রহার করে। একি গোত্রের এই দুই শাখা গোত্রের মধ্যকার বিবাদের এটিই প্রধান কারণ। জারিরের পিতা আতিয়া বিন আল-খাত্বাফা একজন কবি ছিলেন। তিনি কনের পক্ষের সমর্থন করে কবিতা রচনা করেন।[৪৯৬] 'আতিয়া বিন আল-খাত্বাফা ছাড়াও মেয়ের পক্ষ আল-খাত্বাফা বিন আল-কুলায়ব নিজেদেরকে সমর্থন করে কবিতা রচনার জন্য কবি নিয়োগ দেন। যার কাজই হলো ছেলে পক্ষ যুহায়িশ বিন সাইফ আল-সালিতের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করা। ছেলে পক্ষ তথা যুহায়িশ বিন সাইফ আল-সালিতও তাদের পক্ষে কবিতা রচনার জন্য কবি নিয়োগ দানের প্রয়োজন অনুভব করেন। ফলে তারা যুহায়িশ বিন সাইফের ভ্রাতা গোত্র সুমামা বিন সাইফের কবি গাস্সান বিন যুহাইলকে (মৃ. ৭৮১ খ্রি.) উক্ত কাজের জন্য নিয়োগ দেন। জারির (মৃ. ১১০ হি. /৭২৮ খ্রি.) তখনও কবিতা রচনা করা আরম্ভ করেননি। তিনি কেবল পিতার সহযোগী মেষ পালক রাখাল ছিলেন। জীবনের প্রথমে তিনি অভিজ্ঞ কবি গাস্সানের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করার মনস্থ করেন। তাঁর বয়স ও অভিজ্ঞতার স্বল্পতার কারণে স্বীয় গোত্রের লোকেরা তাকে কাব্য যুদ্ধে নামতে বারণ করেন। এই দুই কবির মাঝে বয়স ও অভিজ্ঞতার বিস্তর ব্যবধান থাকায় জারিরের গোত্র সন্দিহান ছিল যে, জারির অভিজ্ঞ ও বয়োজ্যেষ্ঠ কবি গাস্সানের সাথে পরাজিত হয়ে নিজের জন্য ও নিজ গোত্রের জন্য লজ্জা বয়ে আনবে। তখন জারিরের বয়স ছিল ৩৬ বছর।[৪৯৭] কিন্তু জারির গাচ্ছানের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করে নিজ কৃতিত্ব ও দক্ষতার পরিচয় দেন।

বাল্যকাল থেকেই তিনি অতি স্পষ্টভাষী ছিলেন। কাব্যের প্রতি তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিল। বেদুইন মরুভূমিতে তিনি কবি পরিবারে লালিত হন। সুভাষী বক্তা, বিশুদ্ধ আবেগ ও অনুভূতিশীল কবি

---

[৪৯৪] হান্না আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* (লেবানন : বৈরুত, ১৯৮৬, দারুল জীল, ১ম সংস্করণ) : ৪৮৯

[৪৯৫] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ* , ৪৮৯-৪৯১ ; আহমাদ হাছান আয যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* (মিশর: কায়রো, দারুন নাহদাহ) : ১৬৯ ; ডক্টর উমর ফারুখ, *تاريخ الأدب العربي*, (লেবানন : বৈরুত, দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ৪র্থ সংস্করণ, খ-১) : ৬৬৪

[৪৯৬] আলী আহমাদ হুসেইন, The Formatives Age of Naqa'id Poetry : Abu Ubayda`s Naqa`id Jarir wa-l-Farazdaq , *Jerusalem Studies In Arabic And Islam ৩৪*, হাইফা বিশ্ববিদ্যালয় (জানুয়ারী ২০০৮) : ৬/৫০১

[৪৯৭] আলী আহমাদ, The Formatives Age, ৭-৮/৫০২-৫০৩

Dhaka University Institutional Repository

হিসাবে সর্বত্র তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। জন্মলগ্ন থেকেই তাঁর মাঝে কাব্য প্রতিভার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। যখন কাব্য রচনার সাহস ও তা প্রদর্শনের সামর্থ্য খুঁজে পান, তখন তিনি গ্রাম্য পরিবেশ পরিত্যাগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। যৌবনে পদার্পণ করলে যখন তিনি আল-ফারাজদাক্বের সাথে 'নাক্বা'ইদ' প্রতিযোগীতা আরম্ভ করেন তখন তিনি বসরা শহরে চলে আসেন।[৪৯৮] তার অপর দুই ভাই আমর ও আবু ওয়ার্‌দও কবি ছিলেন। কাব্য প্রতিভার মতো মূল্যবান সম্পদ তারা উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করেন।[৪৯৯] তিনি কোনো রকম পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই কবিতা রচনা করতে সক্ষম ছিলেন। তৎকালীন অভিজ্ঞ কবি গাস্‌সান ও পরবর্তীতে হাকামকেও পরাস্ত করতে সক্ষম হন। এছাড়াও উক্বৃবা বিন মুলাইস আল-মুকাল্লাদী (তা.বি), আবু আল-ওয়ারাক্বা (তা.বি) ও নুয়াইম বিন শারিক আন্নাব (তা.বি)-এর সাথে কাব্য রচনা করেন।[৫০০] তিনি আল-বা'ইছের সাথেও কাব্য রচনা করেন। জারির ও আল-ফারাজদাক্ব (৬৪১-৭৩২ খ্রি.) উভয়েই ইতিহাসভিত্তিক এবং বংশানুক্রমিক ত্রুটি বিচ্যুতি খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।[৫০১] তাঁর কুৎসা থেকে নারী-পুরুষ কেউ রক্ষা পায়নি। তিনি নারী রসবোধের কবি হলেও স্বীয় কবিতায় তা এড়িয়ে গেছেন। তিনি জাহেলী রীতি ও সমসাময়িক রীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। কখনো বাক্য বিন্যাসে জাহেলী রীতির ব্যবহার করেন, আবার কখনো সমসাময়িক শহুরে রীতির প্রয়োগ দেখিয়েছেন। তার বাক্য বিন্যাসে বিশেষ এক ধরনের নির্বাচিত শব্দ সম্বলিত সংলাপ ছিল, যা ছিল জাহেলী ধারা থেকে ভিন্নতর।[৫০২]

তিনি ইয়াযিদ ইবনু মু'আবিয়া (রা.) (মৃ. ৬৮৩ খ্রি.)-এর প্রশংসা করে তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করেন। খলিফা হতে পুরস্কার প্রাপ্তির ঘটনা এটাই প্রথম ছিল। পরবর্তীতে যখন 'উমাইয়্যা' ও 'ইবনু যুবাইর' দুই দলের বিরোধ চরম পর্যায়ে পৌঁছে, তখন তিনি ইবনু যুবাইরের পক্ষাবলম্বন করেন।[৫০৩] গর্বমূলক (الفخر) কবিতা রচনায় গোত্রীয় মুখপাত্র হিসাবে ভূমিকা রাখেন। নিজ গোত্রকে (বনু কুলায়ব বা মুদার ও তামীম) নিয়ে গর্ব করেননি বরং তিনি মুদারের আ'য়লান ও ক্বায়েছ গোত্রকে নিয়ে গর্ব করেন। তাঁর প্রণয়মূলক কবিতা উমাইয়্যা যুগের শ্রেষ্ঠ কবিতার মর্যাদা লাভ করে। সমসাময়িক কবি 'উমর ইবনু রাবিয়াহসহ (মৃ. ৭১১ খ্রি.) অন্যান্য কবিগণ প্রাক ইসলামি যুগের ধারা, রীতি, কল্পনা ও অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর নির্ভর করেন। পক্ষান্তরে কবি জারির অধিকাংশ প্রশংসামূলক কবিতা ও কিছু কুৎসামূলক কবিতায় নতুন শব্দ ও নতুন রীতির প্রচলন করেন। প্রণয়কাব্যে সুস্পষ্টভাবে কোনো

---

[৪৯৮] আহমাদ হাছান আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* (মিশর: কায়রো, দারুন নাহদ্বাহ) : ১৬৭-১৬৮ ; হান্না আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* (লেবানন : বৈরুত, ১৯৮৬, দারুল জীল, ১ম সংস্করণ) : ৪৮৯ ; ডক্টর উমর ফারুখ, *تاريخ الأدب العربي*, (লেবানন : বৈরুত, দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ৪র্থ সংস্করণ, খ-১) : ৬৬৪

[৪৯৯] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *تاريخ الأدب العربي، الأثر الإسلامي* , (মিশর : কায়রো, দারুল মা'আরিফ, খণ্ড-২, ৭ম সংস্করণ) : ২৭৬-২৭৭

[৫০০] আলী আহমাদ হুসেইন, The Formatives Age of Naqa'id Poetry : Abu Ubayda`s Naqa`id Jarir wa-l-Farazdaq , *Jerusalem Studies In Arabic And Islam ৩৪*, হাইফা বিশ্ববিদ্যালয় (জানুয়ারী ২০০৮) : ১৪-১৮/৫০৯-৫১৩

[৫০১] আলী আহমাদ, The Formatives Age, ২২,২৪/৫১৭, ৫১৯ ; *Arabic Poetry And The Oral-Formulaic Theory,* ২০/২০২

[৫০২] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *تاريخ الأدب العربي، الأثر الإسلامي* , (মিশর : কায়রো, দারুল মা'আরিফ, খণ্ড-২, ৭ম সংস্করণ) : ২৪৪ ; *The Cambridge History of Arabic Literature,* (ভলিউম - ১, উমাইয়্যা কবিতা, অধ্যায় - ২০) **: ১০-১১/৪০৫-৪০৭**

[৫০৩] উমর ফারুখ, *تاريخ الأدب*, ৬৬৪

Dhaka University Institutional Repository

নারীকে তিনি সম্পৃক্ত করেন নি। কেবল সৌন্দর্য্যের তৃষ্ণা নিবারণ করার জন্য প্রণয়কাব্য রচনা করেন। সাহিত্য সমালোচকগণের মতে উমাইয়্যা কবিতায় তিনি ৩ ধরনের বিশেষ অবদান রাখেন। যথা :

১) তিনি কবিতার ভাষা, স্বর ও ছন্দের উন্নয়ন ঘটান।

২) তিনি শ্রোতাদের চাহিদানুপাতে কবিতা রচনা করেন। তাঁর কবিতা সর্বসাধারণের বিনোদন হিসাবে কাজ করে। বিশেষত 'নাক্বা'ইদ' কবিতা দ্বারা মানুষ বেশি বিনোদন লাভ করে।

৩) 'নাক্বা'ইদ' কবিতায় তিনি নিপুণতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হন। নিন্দাসূচক উক্তি অতি বিচক্ষণতার সাথে হাস্য রসাত্মক চিত্রাবলি দ্বারা অঙ্কন করেন। ক্ল্যাসিক্যাল কবিতায় এটিই তাঁর প্রকৃত কৃতিত্ব।

উমাইয়্যা যুগে অনেক 'নাক্বা'ইদ' রচনাকারী কবি জারিরের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করলেও আল-ফারাজদাক্ব (৬৪১-৭৩২ খ্রি.) ছাড়া অন্য কেউ তার সাথে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হননি। সমসাময়িক সময়ে সকল কবিদের মাঝে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হন। তাঁর কবিতা দ্রুতই মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে।[৫০৪] জারিরের দেওয়ান সংকলনটি ইসমাইল আল-ছায়ী কর্তৃক মিশরের রাজধানী কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়। এই সংকলনটি ইমাম মুহাম্মদ ইবনু হাবীবের পান্ডুলিপির উপর ভিত্তি করে সংকলিত হয়।[৫০৫] আখতাল (৬৪০-৭১০ খ্রি.) ফারাজদাক্বকে জারিরের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করলে সাহিত্য সমালোচকগণ তা প্রত্যাখ্যান করেন। সমালোচকগণের মতে তিনি হয়তো কোনো পক্ষ থেকে প্ররোচিত হয়ে অথবা উৎকোচ নিয়ে এধরনের মন্তব্য করেন। জারিরও এ বিষয়ে মন্তব্য করে বলেন যে, আখতাল ৪০০০ (চার হাজার) দিরহাম উৎকোচ নিয়ে আল-ফারাজদাক্বকে তাঁর উপর প্রাধান্য দেন। ইবনু ছুল্লাম জারিরকে আল-ফারাজদাক্বের উপর প্রাধান্য দেন।[৫০৬] সাহিত্যে জারিরের অবদান নিয়ে আবু উবাইদাহ মা'মার আল-মুছান্না (মৃ. ৮২৪ খ্রি.) বলেন :

" أعطوا حظا من الشعر لم يعطه أحد في الإسلام :مدحوا قوما فرفعهم ، وذموا قوما فوضعهم ، و هجاهم قوم فردوا عليهم فأنهضوهم ، و هجاهم أخرون فرغبوا بأنفسهم عن جوابهم فأسقطوهم."

তরবারি অপেক্ষা তীক্ষ্ণ জিহ্বার অধিকারী ছিলেন কবি জারির। কবি গাচ্ছান আল-ছালিতীকে (মৃ. ৭৮১ খ্রি.) কুৎসা করেন এবং কবি আল-বা'ইসকে (মৃ. ৭৫১ খ্রি.) সহায়তা করে কবিতা রচনা করেন। মুজাশি' গোত্রের নারীদেরকে নিয়ে তিনি নিন্দা কবিতা রচনা করেন।

তিনি কেবল আল-ফারাজদাক্বের সাথেই কাব্য বিবাদে জড়াননি বরং সমসাময়িক প্রায় ৪৩ জন মতান্তরে ৮০ জন কবির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সবাইকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। তৎকালীন

---

[৫০৪] *The Cambridge History of Arabic Literature,* (ভলিউম - ১, উমাইয়্যা কবিতা, অধ্যায় - ২০) : ১০-১৩/৪০৫-৪০৬, ৪০৮, ৪১০; আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ* , ৪৮৯

[৫০৫] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ* , ৪৯১

[৫০৬] আহমাদ হাছান আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* (মিশর: কায়রো, দারুন নাহদ্বাহ) : ১১৩

Dhaka University Institutional Repository

সময়ে আখতাল ও ফারাজদাক্ব ছাড়া তাঁর সমকক্ষ অন্য কোনো কবি ছিল না।[৫০৭] রা'ই আন নুমাইরী জারিরের রচিত পঙ্‌ক্তি শুনে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেন যে, সকল জ্বীন ও মানুষ একত্রিত হয়েও এরকম উচ্চ মানের কবিতা রচনা করতে সক্ষম হবে না।[৫০৮]

০৪.৪.৩. জারিরের কাব্য বিষয়

'নাক্বা'ইদ' ছাড়াও তিনি প্রশংসামূলক কাব্যে খ্যাতি অর্জন করেন। প্রশংসামূলক কাব্য রচনার মাধ্যমে তিনি উমাইয়্যা খলিফাগণের আস্থাভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হন। তাঁর দেওয়ানে 'المدح', 'الفخر', 'الهجاء', 'الرثاء' ও 'الغزل' ইত্যাদি বিষয়ের কাব্য সংকলিত হয়েছে। নিম্নে তাঁর কাব্য বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।[৫০৯]

১. প্রশংসা (المدح)

আখতাল ও জারির উভয়ে ছিলেন প্রশংসামূলক কবিতায় ক্ষুরধার ঘোড়ার মতো। জারিরের প্রশংসামূলক কবিতাগুলিতে ব্যবহৃত শব্দের মিষ্টতা, মধুময় সুর, শব্দের কামনীয়তা ও মসৃণতা ইত্যাদি গুণাবলির সমন্বয় ঘটে।[৫১০] জারির মুদার গোত্রের ছিলেন। মুদার গোত্র ইবনু যুবাইরকে 'আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের (মৃ. ৭০৫ খ্রি.) উপর অগ্রাধিকার দেন। যা জারিরকে খ্যাতি অর্জন ও সম্পদ লাভের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। তাই তিনি উমাইয়্যা খলিফাগণের সান্নিধ্য অর্জন ও নৈকট্য লাভের জন্য নিজ গোত্র মুদারেরও কুৎসা করেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের (মৃ. ৭১৪ খ্রি.) প্রশংসা করে তিনি উমাইয়্যা খলিফাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। উমাইয়্যা রাজদরবারে প্রবেশ করে তিনি উমাইয়্যা শাসক, গভর্ণর, কর্মচারী, উত্তরাধীকারী ও অন্যান্যদের প্রশংসা করে আস্থা লাভের প্রয়াস চালান। এরপর তাগলীব গোত্রের বিরোধী ক্বাইস গোত্রের প্রশংসা করেন। খলিফা 'আবদুল 'আযিয ইবনু মারওয়ানের (মৃ. ৭০৫ খ্রি.) প্রশংসা করে বলেন :[৫১১]

فَإنّ تَميماً، فَاعلَمَنّ، أخُوكُمُ، * وَمن خَيرِ مَنْ أبلَيتَ عافيَةً شُكرَا

إذا شِئْتــــُمُ هِجْتُمْ تَميْماً فهِجتُمُ * ليوثَ الوَغى يَهصِرْنَ أعداءكم هصرَا

- ➢ তোমাদের ভ্রাতা হলেন তামীম গোত্রের জনগণ। তারা হলেন উত্তম ও পরীক্ষিত প্রতিদান দানকারী।
- ➢ তুমি চাইলে তামীম গোত্রের নিন্দা করতে পারবে। যুদ্ধের ময়দানে তারা সিংহের ন্যায় শত্রুদলকে মোচড়ে দেয়।

তিনি উমাইয়্যা খলিফা 'আবদুল মালিকের (মৃ. ৭০৫ খ্রি.) প্রশংসা করে বলেন,[৫১২]

---

[৫০৭] শাওক্বী দ্বায়ফ, *تاريخ الأدب العربي*, ২৭৮-২৭৯

[৫০৮] একদা এক আরোহীকে নিম্মোক্ত চরণদ্বয় গাইতে শুনেন।

وَعاوٍ عَوى مِن غَيرِ شَيءٍ رَمَيتُهُ * بِقارِعَةٍ أَنفاذُها تَقطُرُ الدَما

خَــــروجٍ بِـــأَفواهِ الرُواةِ كَأَنَّها * قَرا هُندُوانِيٍّ إِذا هُزَّ صَمَّما

[৫০৯] শাওক্বী দ্বায়ফ, *تاريخ الأدب العربي*, ১৩/৪১১ ; উমর ফারুখ, *تاريخ الأدب*, ৬৬৫

[৫১০] শাওক্বী দ্বায়ফ, *تاريخ الأدب العربي*, ২৬৩

[৫১১] *ديوان جرير، الطويل*

[৫১২] *ديوان جرير، الطويل*

Dhaka University Institutional Repository

أغثني ، يا فداك أبي و أمي ، ٭ بسبب منك ، إنك ذو ارتياح

- হে সাহায্যকারী! সাহায্য করুন। আমার পিতা মাতা আপনার উপর উৎসর্গিত হোক, নিশ্চয় আপনি আনন্দ দানকারী।

তিনি তার কাব্যে অর্থ উপার্জনের আভাস দেন। সঙ্গত কারণে যার প্রশংসা করেন তাকে অনেক উঁচুতে সমাসীন করার চেষ্টা করেন। স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ধর্মীয় বিষয়াবলির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। প্রশংসার ক্ষেত্রে তিনি কুর'আন ও হাদীসের শব্দ ও পরিভাষাসমূহ যেমন (أمانة), (هداية), (بركة) ও (تقوى) ইত্যাদি বিষয় কবিতায় প্রয়োগ করেন। হাজ্জাজের প্রশংসা করে তাঁর যাবতীয় ভালো গুণাবলি তুলে ধরে কাব্য রচনা করেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফও (মৃ. ৭১৪ খ্রি.) জারিরকে (মৃ. ১১০ হি./৭২৮ খ্রি.) আখতালের উপর প্রধান্য দেন।[৫১৩]

তাঁর প্রশংসামূলক কবিতার বিশেষত্ব হলো তিনি জাহেলী যুগের ধাঁচ অনুসরণ করেন। ইরাকের গভর্ণর ও খলিফাগণের রাজনৈতিক গুণাবলি তুলে ধরে কাব্য রচনা করেন। খলিফা 'আবদুল মালিকের (মৃ. ৭০৫ খ্রি.) প্রশংসা করেন এবং তাঁর খেলাফতের যথার্থতা ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করেন। তাঁর প্রশংসায় খলিফা 'আবদুল মালিক আনন্দিত হয়ে তাকে একশত উট, আশিজন রাখাল ও রুপার পাত্র (দুধ দোহনের জন্য) উপহার দেন। তাঁর এ ধরনের কবিতার মাধ্যমে তিনি একজন রাজনৈতিক কবি হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন।[৫১৪] হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, খলিফা 'আবদুল মালিক, ওয়ালিদ ইবনু 'আব্দিল মালিক (মৃ. ৭১৫ খ্রি.), 'আবদুল 'আযিয বিন মারওয়ান (মৃ. ৮৬ হি.), ও সুলায়মান ইবনু আব্দিল মালিকের (মৃ. ৭১৭ খ্রি.) প্রশংসা করে কাব্য রচনা করেন।[৫১৫] পঞ্চম খুলাফায়ে রাশেদা খ্যাত 'উমর ইবনু 'আব্দিল 'আযিযের (মৃ. ৭২০ খ্রি.) দরবার

---

[৫১৩] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ* , ৪৯২-৪৯৩

[৫১৪] শাওক্বী দ্বায়ফ, *تاريخ الأدب العربي*, ২৮১-২৮৩

[৫১৫] 'আব্দুল মালিকের প্রশংসায় তিনি বলেন :

لـــــولا الخـــليفة و القرآن نقرؤه ٭ ما قام للناس أحكام و لا جمع

أنت الأمين أمين الله لا سرف ٭ فيما وليت و لا هيابة ورع

أنت المبارك يهدى الله شيعته ٭ إذا تفرقت الأهواء و الشيع

- খলিফা যদি কুর'আন না অধ্যয়ন করতেন, তাহলে শাসনক্ষমতা চালাতে পারতেন না এবং জুমু'আর নামাজ হতোনা।
- আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনি হলেন বিশ্বস্ত নিরাপত্তা দানকারী। এর মাঝেই আপনি শাসন পরিচালনা করছেন। নেই সেখানে কোনো ভীরু ধার্মিক।
- আপনি সেই মহান! ভক্তবৃন্দের ভ্রাতিত্বের মাঝে ফাটল ধরা সত্তেও যাকে আল্লাহ দিয়েছেন অনেক অনুসারী।

'আব্দুল মালিকের পর খলিফা ওয়ালিদ ইবনু 'আব্দিল মালিকের () প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেন।

إن الوليد هو الإمام المصطفى ٭ بالنصر هز لواوه والمغنم

ذو العرش قدر ان تكون خليفة ٭ ملكت فاعل على المنابر و اسلم

- খলিফা আল-ওয়ালিদ হলেন ইমামুল মুস্তফা। তার ঝন্ডা উড়াতে তিনি সহায়তা করেন এবং গণীমত লাভ করেন।
- আরশের মালিক তার জন্য খেলাফতকে নির্ধারিত করেছেন। মেহরাবের কৃতকর্মের তত্তাবধায়ক বানিয়েছেন।

এরপর তিনি 'আব্দুল 'আযিয () এর প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেন।[৫১৫]

إذا قيل أي الناس خير خليفة ٭ أشارت إلى عبد العزيز الأصابع

- যখন প্রশ্ন করা হয় যে, মানুষের মাঝে কে শ্রেষ্ঠ খলিফা? তখন মানুষ খলিফা 'আব্দুল 'আযিযের দিকে অঙ্গুলি ইশারা করেন।

'আব্দুল 'আযিয () এর মৃত্যুর পর সুলায়মান () খেলাফাত গ্রহণ করলে তিনি তাঁরও প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেন।

سليمان للمبارك قد علمتم ٭ هو المهدي قد وضح السبيل

Dhaka University Institutional Repository

থেকে সকল চাটুকাররা বিতাড়িত হলেও জারির বিতাড়িত হননি। 'উমর ইবনু 'আব্দিল 'আযিযের মৃত্যুর পর খলিফা ইয়াযিদ ইবনু 'আব্দিল মালিকের (মৃ. ৭২৪ খ্রি.) প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেন। হিশাম ইবনু 'আব্দিল মালিকের (মৃ. ৭৪৩ খ্রি.) প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেন। খলিফা ও শাসকগণের প্রশংসার পাশাপাশি তাদের সন্তানদেরও প্রশংসা করেন।[৫১৬] যেমন মাসলামা ইবনু 'আব্দিল মালিক (মৃ. ৭৩৮ খ্রি.), 'আবদুল 'আযিয ইবনুল ওয়ালিদ (মৃ. ৭২৮ খ্রি.), আব্বাস ইবনু সুলায়মান, আয়্যুব ইবনু সুলায়মান ও মু'আবিয়া ইবনু হিশাম (মৃ. ৭৩৭ খ্রি.)-এর প্রশংসা করে কাব্য রচনা করেন। বসরার প্রতিনিধি আল-হাকাম ইবনু আইয়্যুব আল-ছাক্বাফীর প্রশংসা করে পঙ্‌ক্তি রচনা করেন।[৫১৭]

উচ্চাভিলাষিতা ও উচ্চাকাঙ্খা তাকে শ্রেষ্ঠ কবির আসনে সমাসীন করে।[৫১৮] তিনি যখন দেখলেন যে, আল-আখতাল খলিফা 'আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের (মৃ. ৭০৫ খ্রি.) পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করে প্রচুর সম্পদ লাভ করছেন, তখন তিনিও খলিফার প্রশংসা করে কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। তিনি যুবাইরকে সমর্থনকারী মুদার গোত্রের কবি হওয়ায় উমাইয়্যা খলিফাগণের নিকট অগ্রহণযোগ্য ছিলেন। অবশেষে নিজ গোত্রের বিপরীতে কাব্য রচনা করে এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফের (মৃ. ৭১৪ খ্রি.) সহায়তায় রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। খলিফার উপস্থিতিতে তিনি নিম্মোক্ত চরণ রচনা করলে খলিফা আনন্দিত হন।

ألستم خير من ركب المطايا ٭ و أندى العالمين بطون راح

- আপনি উত্তম বাহনের যাত্রী নয় কী? এ জগতে আপনি হলেন অধিক দানশীল।

খলিফার উপস্থিতিতে রাজ কবি আখতালের সাথে কাব্য প্রতিযোগিতায় তিনি বিজয়ী হন। তিনি আল-ওয়ালিদ ইবনু 'আব্দিল মালিকের (মৃ. ৭১৫ খ্রি.) দরবারে গমনাগমন করেন। আল-ওয়ালিদের সভাকবি 'আদী ইবনু রিকা'য় (মৃ. ৭১৪ খ্রি.) জারিরের বিপক্ষে খলিফাকে এই মর্মে প্ররোচনা দান করেন যে, জারির হলেন মুদার গোত্রের কবি। অতএব সে কখনো উমাইয়্যাগণের বন্ধু হতে পারে না। পক্ষান্তরে 'আদী ক্বাহতানী গোত্রের কবি। আর ক্বাহতানীরাই উমাইয়্যাগণের প্রকৃত বন্ধু। এই সময়ে 'আদী ইবনু রিক্বা'য়ের সাথে জারিরের 'নাক্বা'ইদ' উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তিনি 'উমর ইবনু আবদুল 'আযিযের (মৃ. ৭২০ খ্রি.) প্রশংসা করলেও ততোটা নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হননি। পরবর্তীতে ইয়াযিদ ইবনু 'আব্দিল মালিকের (মৃ. ৭২৪ খ্রি.) প্রশংসা করেন।[৫১৯]

أجرت من المظالم كل نفس ٭ و أديت الذي عهد الرسول

- সুলায়মান কল্যাণের জন্য, যা তোমরা জানো। তিনি ইমাম মাহদীর মতো পথ পরিষ্কার করেন।
- প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে অত্যাচারের গ্লানি বইতে থাকতে রাসুল (স.) এর যুগের ন্যায় ভূমিকা তিনি পালন করেন।

[৫১৬] শাওক্বী দ্বায়ফ, *تاريخ الأدب العربي*, ২৮৪-২৮৫

[৫১৭]

خليفة الحجاج غير المتهم ٭ في مقعد العز و بوبو الكرم

- সম্মানের আসনে ও মর্যাদার স্থানে হাজ্জাজের খলিফা নিরপরাধ।

[৫১৮] *The Cambridge History of Arabic Literature,* (ভলিউম - ১, উমাইয়্যা কবিতা, অধ্যায় - ২০) : **১১/৪০৬**

[৫১৯] হান্না আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* (লেবানন : বৈরুত, ১৯৮৬, দারুল জীল, ১ম সংস্করণ) : ৪৯০-৪৯১

Dhaka University Institutional Repository

২. শোকগাথা (الرثاء)

জারির দুই ধরনের শোকগাথা রচনা করেন। যথা :

১. পারিবারিক

২. রাজনৈতিক

পারিবারিক শোকগাথায় তিনি নিজ পরিবারের সদস্য যেমন, তাঁর সহধর্মীনি ও তাঁর পুত্র ছাওদাকে নিয়ে শোকগাথা রচনা করেন। রাজনৈতিক শোকগাথায় তিনি খলিফা আল-ওয়ালিদ (মৃ. ৭১৫ খ্রি.), 'আবদুল 'আযিয বিন মারওয়ান (মৃ. ৮৬ হি.) ও রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিবর্গের জন্য শোকগাথা রচনা করেন। তাঁর শোক কবিতায় হৃদয়কাড়া আবেগঘন বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। এমনকি প্রতিপক্ষ কবি আল-ফারাজদাক্বের মৃত্যুতে তিনি শোকগাথা রচনা করেন। তিনি বলেন;

فتى مضر ، في كل غرب و مشرق * لتبك عليه الإنس والجن ، إذ ثوى

وكان إلى الخيرات و المجد يرتقي * فتى عاش يبني المجد تسعين حجة

- মুদার গোত্রের এই যুবকের মৃত্যুতে পূর্ব–পশ্চিমের সকল মানুষ ও জ্বীন কেঁদেছে।
- এই যুবক নব্বই বছর জীবনে অনেক সম্মানের আসন তৈরি করেন। তিনি মঙ্গল ও কল্যাণের দিকে ছুটে যান।

তার রচিত শোকগাথায় প্রকৃত দুঃখ আবেগঘনভাবে প্রকাশিত হয়েছে।[৫২০]

৩. কুৎসা (الهجاء)

তিনি তার কুৎসা কবিতায় তীক্ষ্ণ অনুভূতির সমন্বয় ঘটান। ব্যঙ্গ, উপহাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার জন্য বিরল শব্দাবলি ব্যবহারে তিনি অনেক দক্ষ ও অভিজ্ঞ ছিলেন। ফারাজদাক্বের ন্যায় তিনিও অশ্লীল শব্দের ব্যবহার করেন। প্রতিপক্ষের বোন ও মাতাকে অপবাদ দেন এবং অশ্লীল শব্দে কুৎসা রচনা করেন। ফারাজদাক্বকে কামারের পুত্র বলে সম্বোধন করেন এবং তার উপর বলাৎকারের অপবাদ আরোপ করেন। আল-ফারাজদাক্বের স্ত্রী আল-নাওয়ারকে কুৎসা করে কবিতা রচনা করেন।[৫২১] আল-ফারাজদাক্বকে কুৎসা করে বলেন,

هو الرجس ، يا أهل المدينة ، فاحذروا * مداخل رجس بالخبيثات عالم

- হে মদীনাবাসী! সে নাপাক, তাকে পরিত্যাগ করো। নষ্ট জগতের ভ্রষ্ট পথ এটি।

আল-ফারাজদাক্বের ধর্ম নিয়ে বিদ্রূপ করে নিম্মোক্ত চরণদ্বয় রচনা করেন।

ألا إنما كان الفرزدق ثعلبا * ضغا وهو في أشداق ليث ضبارم

لقد ولدت أم الفرزدق فاسقا * وجاءت بوزواز قصير القوائم

- সাবধান! নিশ্চয় আল-ফারাজদাক্ব খেঁকশিয়ালের ন্যায় সিংহের চোয়ালে চিৎকার করে।
- আল-ফারাজদাক্বের মাতা একটি পাপিষ্টকে জন্ম দিয়েছে। তারা এমন ভাবে এসেছেন যে, তাদের ভিত্তি অনেক দুর্বল।

---

[৫২০] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ* , ৪৯৩

[৫২১] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ* , ৪৯৪-৪৯৫ ; শাওক্বী দ্বায়ফ, *تاريخ الأدب العربي*, ২৮৭

Dhaka University Institutional Repository

আল-ফারাজদাক্বের দাদিকে দাসী বা ক্রীতদাসী হিসাবে উল্লেখ করেন। তাঁর বোনকে নিয়ে কুৎসা করেন। আল-আখতাল ও তাঁর গোত্রের ইতিহাস নিয়ে তিনি কুৎসা কাব্য রচনা করেন। তবে আল-ফারাজদাক্বকে আঘাত করার জন্য তাঁর কাছে যে সুযোগ ছিল তাঁর থেকে আল-আখতালকে আঘাত করার সুযোগ বেশি ছিল। আল-আখতাল ভিন্ন ধর্মের অনুসারী ছিলেন। পক্ষান্তরে আল-ফারাজদাক্ব মুসলিম ছিলেন। তিনি আল-আখতালের গোত্রকে শুকরের মাংস ভক্ষণকারী, মদ্য পানকারী ও নেশাকারী হিসাবেও তুলে ধরেন। আখতালকে খাৎনাহীন, শুকর ও মাতাল বলে তিরস্কার করেন।[৫২২] জারির বলেন :

أليس أبو الأخيطل تغلبيا * فبئس التغليبي أبا و خالا

- আল-আখতালের পিতা কী তাগলীবি নয়? তার তাগলীব গোত্রের পিতা ও মামারা কতই না নিকৃষ্ট!

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের প্রশংসা করে রাজদরবারে গমনের সুযোগ লাভ করলেও হাজ্জাজের মৃত্যুর পর তাঁর কুৎসা করে কাব্য রচনা করেন।[৫২৩]

৪. গর্ব (الفخر)

জারির 'নাক্বা'ইদ' কবিতার গর্বমূলক বর্ণনায় নানা বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। নিজেকে, নিজের গোত্রকে ও ইসলামকে নিয়ে তিনি গর্বমূলক কবিতা রচনা করেন। ইসলাম নিয়ে নিজে গর্ব করে প্রতিপক্ষ কবি আল-আখতালকে (৬৪০-৭১০ খ্রি.) কুৎসা করেন। জারির বলেন;

إن الذي حرم المكارم تغلبا * جعل الخلافة والنبوة فينا

- তিনি সেই সত্তা যিনি 'তাগলীব' গোত্রকে সম্মান থেকে বঞ্চিত করেছেন। নবুয়্যাত ও খেলাফত আমাদের মাঝে দান করেছেন।

তিনি আপন কাব্য প্রতিভা নিয়ে সকল কবিগণের উপর গর্ব করেন। তিনি বলেন,

أعد الله للشعراء مني * صواعق يخضعون لها الرقابا

- কবিদের জন্য আল্লাহ আমাকে তৈরি করেছেন বজ্রের মতো করে। যার জন্য সবাই গর্দান নুইয়ে দেয়।

গর্বমূলক কাব্যে আল-ফারাজদাক্ব (৬৪১-৭৩২ খ্রি.) থেকে জারির দুর্বল ছিলেন। তিনি শৈলি অপেক্ষা আলোচ্য বিষয়কে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। জারির তাঁর ব্যক্তিগত কুৎসা কবিতায় জাহেলী কবিগণের কাব্য মতবাদকে অনুসরণ করেন।[৫২৪]

৫. প্রণয়কাব্য (الغزل)

প্রণয়কাব্যে তিনি জাহেলী রীতি-নীতির অনুকরণ করেন। তাঁর প্রণয়কাব্য যেমনিভাবে সূক্ষ্ম ছিল তেমনি শাব্দিকভাবে এটি সুরেলা ও সুর দিয়ে গাওয়ার উপযোগী ছিল। তিনি প্রণয়কাব্যে ততোটা দক্ষতা ও পরিপক্কতা দেখাতে পারেন নি।[৫২৫] জারির প্রণয় বর্ণনা করে বলেন ;

---

[৫২২] আহমাদ হাছান আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* (মিশর: কায়রো, দারুন নাহদ্বাহ) : ১২০, ১২৫

[৫২৩] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ* , ৪৮৯

[৫২৪] আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب*, ১২০, ১২৫

[৫২৫] আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ* , ৪৯৬-৪৯৭

Dhaka University Institutional Repository

يلقى غريمكم، من غير عسرتكم، * بالبذل بخلا، و لالإحسان حرمانا

و راموا بهن سواهما عرض الفلا، * إن مـــتن مـــتنا، أو حـيين خينا

- সম্পদশালী ব্যতীত তোমাদের অভাবী ঋণগ্রস্থরা খরচায় কৃপণতা করে। বঞ্চিতদের প্রতি কোনো দয়া করেনা।
- প্রস্তাবিত মরুভূমিতে তাদের দুইজন ছাড়া সবাই তীর প্রেরণ করলো। যদি তারা মরে আমরাও মরবো আর যদি তারা জীবনের মূল্যায়ন করে, আমরাও করবো।

০৪.৪.৪. জারিরের কাব্য বৈশিষ্ট্য

জারিরের (মৃ. ৯৯ হি./৭১৭ খ্রি.) 'নাক্বা'ইদ' -এ রুক্ষ ও খিটখিটে স্বভাবের প্রতিফলন ঘটে।[৫২৬] 'নাক্বা'ইদ' -এ তিনি অশ্লীল শব্দের প্রয়োগ করেন। জারিরই প্রথম কবি যিনি 'নাক্বা'ইদ' -এ অশ্লীল শব্দের প্রয়োগ ঘটান। সে সময়কার 'নাক্বা'ইদ' -এ অশ্লীল শব্দ প্রয়োগের মূল কারণ হলো তৎকালীন উমাইয়্যা যুগের সামাজিক অবস্থা। কেননা এ সময় অন্যান্য কবিগণও তাদের কবিতায় অশ্লীল শব্দের প্রয়োগ করেন। তবে এ ক্ষেত্রে জারির অতিরঞ্জন করেন।[৫২৭] এমনকি তাকে 'النقائض الفاحشة'-এর জনকও বলা হয়। তিনি আল-আখতালের ন্যায় রাজনীতিবিদ হলেও আল-ফারাজদাক্বের ন্যায় উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন গোত্রের সন্তান ছিলেন না। আল-আখতাল (৬৪০-৭১০ খ্রি.) ও আল-ফারাজদাক্বের ন্যায় সম্পদশালী না হয়েও উচ্চ প্রতিভা ও মেধার সূক্ষ্মতায় তাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হন। কাব্যে দৃঢ়তা, প্রাচুর্য্যতা ও সাবলীলতা তাঁর কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর 'নাক্বা'ইদ' -এ নিম্নল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলি পরিলক্ষিত হয়।

১. বিপরীতমুখী উপাদানের মাঝে সমন্বয় সাধন।
২. তাঁর প্রণয়মূলক 'নাক্বা'ইদ'-এর মাঝে অতি সূক্ষ্মতা বিদ্যমান।
৩. তাঁর নাক্বাইদ অধিক আক্রমণাত্মক এবং অশ্লীলতাপ্রবণ।
৪. তাঁর অধিকাংশ কাব্য 'طويل' ছন্দে রচিত।
৫. জাহেলী ও উমাইয়্যা উভয় যুগের রীতির প্রয়োগ।
৬. তিনি প্রণয়, প্রশংসা ও শোকগাথায় সমসাময়িক পরিভাষা ব্যবহার করেন। আবার যখন তিনি 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন, তখন জাহেলী পরিভাষা ও রীতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।
৭. তাঁর কবিতার শব্দ, ছন্দ ও সুর অত্যন্ত সংবেদনশীল।
৮. তাঁর কুৎসামূলক 'নাক্বা'ইদ'-এর ভাষাগুলো অমার্জিত।

---

[৫২৬] আলী আহমাদ হুসেইন, The Formatives Age of Naqa'id Poetry : Abu Ubayda`s Naqa`id Jarir wa-l-Farazdaq , *Jerusalem Studies In Arabic And Islam ৩৪*, হাইফা বিশ্ববিদ্যালয় (জানুয়ারী ২০০৮) : ১৪/৫০৯
জারিরের কবিতায় অশ্লীলতা ও তাঁর রুক্ষতার পেছনে নিম্নলিখিত কারণ বিদ্যমান বলে ধরে নেওয়া হয়।
১. তিনি তাঁর মাতৃগর্ভে মাত্র সাত মাস ছিলেন। সাত মাসের শিশুকে তাঁর মা জন্ম দান করেন।
২. তিনি কুৎসিত, বিভৎস ও সংকীর্ণ দেহের অধিকারী ছিলেন।
৩. তিনি অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বলে দরিদ্রতা তাকে এই অশ্লীলতা, নির্মমতা ও রুক্ষতার দিকে ধাবিত করে।

[৫২৭] বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক ও সাহিত্যিক জাহিজ মনে করেন, জারিরের অশ্লীলতার জন্য তাঁর মানসিকতাই দায়ী। কেননা,
" .....impolite language comes from impolite mind. "
Schuade এবং Gautje-এর মতে, জারিরের মূল চরিত্রই তাঁর 'নাক্বা'ইদ' এ ফুটে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৯. জারিরের কাব্যে উট ও উষ্ট্রির প্রাচীন ঐতিহ্যকে পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া হয়।

১০. জারির তাঁর কাব্যে আকস্মিকভাবে এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে স্থানান্তরিত হয়েছেন।

১১. তাঁর রচিত 'নাক্বা'ইদ' গীতিকবিতা হিসাবে গাওয়া হয়। তাছাড়া হিযাজের এক গায়ক তাঁর প্রণয়কাব্য গেয়েছেন।[৫২৮]

১২. জারিরের কবিতাগুলি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পন্ন ছিল।[৫২৯]

১৩. তাঁর কবিতার শব্দ বিন্যাস অধিকতর সুন্দর, শব্দ নির্বাচন অনেক উঁচু মানের এবং আলঙ্কারিক দিক থেকে অনেক প্রাচুর্য্যপূর্ণ। মনোরম উপস্থাপনা, বর্ণনার সাবলীলতা, কাব্যে দূর্লভ শব্দাবলির অপ্রতুলতা ইত্যাদি গুণাবলির কারণে শ্রোতা ও অপর কবিগণের কাছে তাঁর কাব্যগুলি অনেক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

১৪. তাঁর কবিতাগুলি ঘন আবেগ ও সূক্ষ্ম অনুভূতির ছাপযুক্ত ছিল। তিনি অলঙ্কারযুক্ত শব্দাবলির সুদৃঢ় বিন্যাস ঘটান।[৫৩০]

উপসংহার

জারির 'নাক্ব'ইদ' সাহিত্য ছাড়াও সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়াবলিতে দক্ষ ছিলেন। প্রখর কাব্য প্রতিভা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে উমাইয়্যা যুগের সাহিত্যকে রাঙ্গিয়েছেন অপরূপ সৌন্দর্যে। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে রাজ দরবারে গমনাগমন করে রাজকবিগণের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন। নিজ দক্ষতার প্রমাণসরূপ নিজেকে রাজ দরাবারে প্রতিষ্ঠিত করেন।

০৪.৫. প্রখ্যাত তিন 'নাক্বা'ইদ' কবির মাঝে তুলনা

'নাক্বা'ইদ' ও গর্বমূলক কাব্যের শব্দগঠনে আল-ফারাজদাক্ব (৬৪১-৭৩২খ্রি.) অগ্রগামী আবার কুৎসা কাব্যে জারির (মৃ. ১১০ হি./৭২৮ খ্রি.) অগ্রগামী। কেউ জারিরকে আল-ফারাজদাক্বের উপর প্রাধান্য প্রদান করেন। আবার কেউ আল-ফারাজদাক্বকে জারিরের উপর প্রধান্য দান করেন। আর এ সকল কিছুই ঘটে রাজনৈতিক, আসাবিয়্যাত ও ব্যক্তিগত বিষয়াবলির বিবেচনায়। বিশর ইবনু মারওয়ানের (মৃ. ৭৪ হি.) নিকট কোনো এক সময় জারির, আল-ফারাজদাক্ব ও আল-আখতাল (৬৪০-৭১০ খ্রি.) মিলিত হন। বিশর ইবনু মারওয়ান তাদের অবস্থান তাদের নিজ মুখে পরিষ্কার করার জন্য আল-আখতালকে জারির ও আল-ফারাজদাক্বের ব্যাপারে কিছু বলতে বলেন। আল-আখতাল জারিরের উপর আল-ফারাজদাক্বকে প্রাধান্য দিলে জারির ক্ষিপ্ত হয়ে আল-আখতালকে কুৎসা করে কুৎসামূলক 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৫৩১] জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে কাব্য বিবাদ চলতে থাকলেও তাঁরা

---

[৫২৮] *The Cambridge History of Arabic Literature,* (ভলিউম - ১, উমাইয়্যা কবিতা, অধ্যায় - ২০) : ১০-১২/৪০৫-৪০৮

[৫২৯] *The Cambridge History,* ০৭/৩৮৯

[৫৩০] আহমাদ হাছান আয যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* (মিশর: কায়রো, দারুন নাহদ্বাহ) : ১১৯, ১২৪ ; ডক্টর উমর ফারুখ, *تاريخ الأدب العربي*, (লেবানন : বৈরুত, দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ৪র্থ সংস্করণ, খ-১) : ৬৬৫

[৫৩১] আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي*, (মিশর : কায়রো, মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি., ৮ম সংস্করণ, খ-১) : ২০৩ ; আহমাদ হাছান আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* (মিশর: কায়রো, দারুন নাহদ্বাহ) : ১৬৫

Dhaka University Institutional Repository

পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখেন। একে অপরের কবিতাকে যথাযথ মূল্যায়ণ করতে কখনো ত্রুটি করেননি। এমনকি এদের পরস্পরের মাঝে অনেক সময় ভ্রাতৃত্ববোধ লক্ষ্য করা যায়। আল-ফারাজদাক্বের মৃত্যুর পর জারির চমৎকার একটি শোকগাথা রচনা করেন।

জারির ও আল-ফারাজদাক্বের কাব্য বিবাদের মাঝে কখনো আল-আখতাল অনুপ্রবেশ করেন। সাহিত্য সমালোচকগণ তাঁর এহেন প্রবেশের পেছনে কোনো যৌক্তিক কারণ খুঁজে পাননি। মনে করা হয়, সম্ভবত আল-আখতাল, জারির ও আল-ফারাজদাক্বের কাব্য যুদ্ধের মাঝে প্রবেশ করে আল-ফারাজদাক্বকে সমর্থন করার চেষ্টা করেন। জারির প্রতিপক্ষ আল-ফারাজদাক্বকে যতোটা গুরুত্ব দিয়েছেন, আল-আখতালকে ততোটা গুরুত্ব দেননি। এমনকি আল-আখতালের মৃত্যুর পর জারির তার কুৎসামূলক কাব্য রচনা করেন। মুহাম্মদ ইবনু ছালাম (মৃ. ২২৫ হি.) বলেন, আল-ফারাজদাক্ব বিশেষদিক থেকে শ্রেষ্ঠ আর জারির সাধারণভাবে শ্রেষ্ঠ। আবু উবাইদাহ মা'মার আল-মুছান্না (মৃ. ৮২৪ খ্রি.) বলেন, জারির পবিত্র ও সুন্দর উপমাদানে অগ্রগামী ছিলেন। আল-ফারাজদাক্ব ছিলেন পাপাচারী ও দুরাচারী। মুহাম্মদ ইবনু আব্বাস আ-ইয়াযীদি (মৃ. ৯২২ খ্রি.) বলেন, আমার চাচা আল-ফাদ্বল বলেন, ইসহাক্ব ইবনু ইবরাহিম আমার নিকট এই মর্মে সংবাদ দেন যে, ইউনুস এর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বললো, তিন কবির মাঝে কে শ্রেষ্ঠ? তিনি উত্তরে বলেন যে, আল-আখতাল। আমরা বললাম যে, তিন কবি কে কে? তিনি উত্তরে তিন কবির নাম বললেন। আমরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কার থেকে এটি বর্ণনা করছেন? তিনি বলেন, ঈসা ইবনু আমর, ইবনু আবি ইসহাক্ব আল-খাদরামী এবং আবু আমর ইবনু আল-আ'লা থেকে। তিনি আরো যুক্ত করেন যে, আবু খালিফাহ আল-ফাদ্বল ইবনি আল-হাব্বাব এই মর্মে সংবাদ দেন। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইবনু ছালাম (মৃ. ২২৫ খ্রি.) আমাদের নিকট এই মর্মে সংবাদ দেন। তিনি বলেন, ছালমা ইবনু আইয়াশকে এ কথা বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, কোনো এক সুধী সমাবেশে জারির, আল-ফারাজদাক্ব ও আল-আখতালের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি উত্থাপন করা হলো। তখন ছালামা আল-আখতালকে তাঁর অপর দুই প্রতিদ্বন্দ্বির উপর প্রধান্য দেন। হুসাইন ইবনু ইয়াহইয়া (মৃ. ৭৮১ খ্রি.) হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেন। ইসহাক্ব ও আবু উবাইদাহ হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, আবু আমর বলেন, যদি কবি আল-আখতাল জাহেলী যুগে একদিনও পেতেন, তাহলে আমি তাঁর উপর অন্য কাউকেই স্থান দিতাম না। ইয়া'কুব ইবনু ছাকীত (মৃ. ৮৫৮ খ্রি.) আসমা'ই (মৃ. ৮৩১ খ্রি.) হতে বর্ণনা করেন। আল-আসমা'ই আবু আমর হতে বর্ণনা করেন। একদা জারিরকে প্রশ্ন করা হলো যে, আপনাদের তিন জনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? উত্তরে বলেন, আল-ফারাজদাক্ব আমার উপর বিজয়ী হওয়ার জন্য কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতেন। আল-আখতাল স্পর্ধা দেখানো ও সাহসীকতার ক্ষেত্রে আমার থেকে দৃঢ়তর ও অধিকতর শক্তিশালী ছিলেন। আর আমি হলাম কবিতার শহর। ইবনু নিতাহ বলেন, আমার কাছে আসমা'ঈ এই মর্মে বলেন যে, জারির আল-আখতালের বার্ধক্যের সময় সাক্ষাত লাভ করেন। আল-আখতাল জারির অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। আল-আখতাল সম্পর্কে জারির বলেন, "আমি আল-আখতালকে একদাঁত বিশিষ্ঠ পেয়েছি। যদি তাঁকে দুই দাঁত বিশিষ্ঠ পেতাম তবে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আমাকে খেয়েই ফেলতেন।" আবু উমর বলেন, "আল-আখতাল যদি জাহেলী যুগের একদিনও পেতেন, তাহলে আমি তাঁর উপর অন্য কাউকে প্রাধান্য দিতাম না।" আবু খালিফা মুহাম্মদ ইবনু ছালাম (মৃ. ২২৫ হি.) হতে বর্ণনা করেন।[৫৩২]

ইয়া'কুব ইবনু আল-ছাকিত (মৃ. ৮৫৮ খ্রি.) এবং আল-আসমা'ঈ বলেন, একদা জারিরকে প্রশ্ন করা হলো যে, আপনি আল-আখতাল সম্পর্কে কী বলেন? প্রত্যুত্তরে জারির বলেন,

" كان أشدنا اجتراء بالقليل و أنعتنا للحمر و الخمر."

(কিছু ক্ষেত্রে তিনি অধিক সাহসী ও শক্তিশালি ছিলেন। আর মদের প্রশংসায় তিনি আমাদের থেকে উত্তম ছিলেন।)

একদা আল-ফারাজদাক্ব কুফায় আসলে তাকে আরব কবিদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন :

"الأخطل أمدح العرب."

(প্রশংসাগীতিতে আল-আখতাল আরবের শ্রেষ্ঠ কবি।)

হারুন ইবনু আল-যাইয়্যাত বলেন, "আমার কাছে হারুন ইবনু মুসলিম, হাফস ইবনু আমর হতে বর্ণনা করেন যে, ইউনুসের কাছে বৈঠকরত জনৈক বৃদ্ধাকে বলতে শুনলাম, জারিরকে আল-আখতাল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো।" উত্তরে জারির বলেন,

" أمدح الناس لكريم و أوصافه للخمر."

(মর্যাদার কারণে মানুষ প্রশংসা করেছে তবে মদের কবিতায় তার উত্তম বৈশিষ্ট্যাবলি প্রকাশ পেয়েছে।)

আবু উবাইদাহ (মৃ. ৮২৪ খ্রি.) বলেন,

"شعراء الإسلام الأخطل ثم جرير ثم الفرزدق ."

(ইসলামী যুগের কবি হলেন আল-আখতাল, অতঃপর জারির তারপর আল-ফারাজদাক্ব।)

আবু উবাইদাহ আরো বলেন যে, আবু 'আমর আল-আখতালকে জাহেলী মুয়াল্লাকার কবি নাবিগা যুবইয়ানীর সাথে তুলনা করেন। ইবনু নিতাহ বলেন, আমার কাছে 'আবদুল্লাহ ইবনু রু'বা ইবনি আল-'আজ্জাজ সংবাদ প্রদান করে বলেন, আবু আমর আল-আখতালকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। ইবনু নিতাহ বলেন, আমার কাছে ইসহাক্ব ইবনু মারার আল-শায়বানী বলেন। আমাদের কাছে তিন কবির মাঝে আল-আখতালই শ্রেষ্ঠ। তাকে প্রশ্ন করা হলো যে, তাদের মাঝে সে কি সর্বধিক প্রশংসিত? উত্তরে তিনি বলেন, না, তাদের মাঝে অর্থাৎ অপর দুই কবি তথা জারির (মৃ. ১১০ হি./৭২৮ খ্রি.) ও আল-ফারাজদাক্ব (৬৪১-৭৩২ খ্রি.) থেকে তিনি শ্রেষ্ঠ কুৎসাকারী।[৫৩৩]

আল-আখতাল ইরাকে জারির ও আল-ফারাজদাক্বের কুৎসা কবিতা শুনেন। তখনো তিনি তাদের সম্পর্কে জানতেন না। তবে তিনি তাদের কবিতা পছন্দ করেন। এরপর একদিন তাঁর পুত্র মালেককে জারির ও আল-ফারাজদাক্বের কবিতা শুনার জন্য প্রেরণ করেন। মালেক পিতার কাছে এসে বলেন :

---

[৫৩২] *The Cambridge History of Arabic Literature,* (ভলিউম - ১, উমাইয়্যা কবিতা, অধ্যায় - ২০) : ১৩/ ৪১০

[৫৩৩] আবুল ফারাজ 'আলী ইবনুল হুসাইন আল-উমাভী আল-আসফাহানী (মৃ. ৩৫৬ হি.), *كتاب الأغاني ، الأخطل و ديوانه*, (খণ্ড-১৭) : ৫

Dhaka University Institutional Repository

" وجدت جريرا يغرق من بحر و وجدت الفرزدق ينحت من صخر."

(জারির সমুদ্রে ডুব দেয় আর আল-ফারাজদাক্ব পাথর কাটে।)

এতদ্বশ্রবণে আল-আখতাল বলেন,

" الذي ينحت من صخر أشعرهما ."

(যে পাথর কেটে সাইজ করে সেই শ্রেষ্ঠ কবি।)

আখতালকে যখন তাঁর সমসাময়িক দুই কবি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তখন তিনিও উপর্যুক্ত মন্তব্য করেন। আবার অনেকে মনে করেন উপর্যুক্ত উক্তি স্বয়ং আল-আখতালের নিজের উক্তি।[৫৩৪] আল-ফারাজদাক্বকে উদ্দেশ্য করে আল-আখতালের উক্তি থেকেও জারিরের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়।

" والله إنك و إياي لأشعر منه ، و لكنه أوتي من سير الشعر ما لم نؤته. "

(আল্লাহর শপথ! আমাদের মাঝে আপনিই শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু তাকে যে কবিতার জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তা আর কাউকে দেওয়া হয়নি।)

জারিরের প্রতিপক্ষ আল-আখতাল ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে পরস্পর যোগাযোগ ছিল। তাই কখনো কখনো জারিরের বিপক্ষে কবিতা রচনায় আল-ফারাজদাক্বকে আল-আখতালের সহায়তা করতে দেখা যায়।[৫৩৫] আল-ফারাজদাক্বের কবিতা সর্বাধিক অশ্লীল, বিশেষত জারিরের প্রতি কুৎসা রচনার ক্ষেত্রে। তিনি জারিরের গোত্রকে বোকা, মেষ পালক ও রাখাল বলে সম্বোধন করেন।[৫৩৬] আল-আখতাল প্রশংসামূলক কবিতা ও মদের বর্ণনায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তার কাব্যগুলি দীর্ঘতা, আবর্জনা, ভুল ও কাব্যিক শোরগোল থেকে মুক্ত ছিল। তিনি বিশুদ্ধতা ও পরিমার্জনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। যদিও তাঁর কতিপয় প্রশংসামূলক কবিতায় অশ্লীলতা পরিলক্ষিত হয়। তিনি নিজে গর্ব প্রকাশ করেন। প্রখ্যাত মু'আল্লাকার কবি আল-আ'শা (মৃ. ৫৭০ খ্রি.) ব্যতীত কাউকে তিনি নিজ থেকে বড় মনে করতেন না। এমনকি তিনি স্বীয় কবিতায় আল-আ'শার কাব্য শৈলির অনুকরণ করেন।[৫৩৭]

জারিরও আল-ফারাজদাক্বের ন্যায় রূঢ়তা ও পাপাচারী ছিলেন। তার কবিতার মাঝে হৃদ্যতা, অনুভূতির সূক্ষ্মতা, স্বচ্ছ হৃদয়, সঠিক ধর্মানুসারী ও সচ্চরিত্রবান ব্যক্তিত্যের পরিচয় দেন। আর এ সকল গুণাবলির প্রভাব তাঁর কবিতার মাঝে ফুঁটে ওঠে। সুন্দর শৈলি, প্রণয় প্রত্যয়ের স্বাদ, কুৎসার আধিক্যতা ও শোকগাথায় উৎকর্ষতা সাধন করেন।[৫৩৮] জারির ইয়ারবু'য় ও ক্বায়েছ গোত্রকে নিয়ে অপরদিকে আল-ফারাজদাক্ব (৬৪১-৭৩২ খ্রি.) মুজাশি' ও তামীম গোত্রকে নিয়ে গর্ববোধ করেন। জারির ও আল-ফারাজদাক্ব উভয়ে জাহেলী ও ইসলামি যুগ নিয়ে বিস্তর গবেষণা করেন। তৎকালীন

---

[৫৩৪] ঈলিয়া হাবী, *الأخطل(٦٤٠-٧١٠م) في سيرته و نفسيته و شعره*, (লেবানন : বৈরুত, দারুস সাক্বাফা, ২য় সংস্করণ, ১৯৮১ খ্রি.) : ৫১ ; হান্না আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* (লেবানন : বৈরুত, ১৯৮৬, দারুল জীল, ১ম সংস্করণ) : ৪৭৫

[৫৩৫] ঈলিয়া হাবী, *الأخطل(٦٤٠-٧١٠م) في سيرته و نفسيته و شعره*, (লেবানন : বৈরুত, দারুস সাক্বাফা, ২য় সংস্করণ, ১৯৮১ খ্রি.) : ৫২

[৫৩৬] আহমাদ হাছান আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* (মিশর: কায়রো, দারুন নাহদ্বাহ) : ১১৭

[৫৩৭] আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* , ১৬২

[৫৩৮] আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* , ১৬৯

Dhaka University Institutional Repository

আরব আসাবিয়্যাত ও যুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে গভীর অধ্যাপনার মাধ্যমে সুস্পষ্ট ধারণা নেন।[৫৩৯] জারির ও আল-ফারাজদাক্ব উভয়ে আরবের বড় দুই শহর কুফা ও বসরা নগরীকে কেন্দ্র করে তাদের এই সাহিত্যের বিপ্লব ঘটান।[৫৪০] জারির, আল-ফারাজদাক্ব ও আল-আখতাল তিনজনের কবিতাতেই প্রাক ইসলামি যুগের কাব্য ধারার সংশ্লিষ্টতা থাকলেও আল-আখতালের কবিতায় অসংযত ও অসংলগ্ন কিছু ছিল না। যেমনটা জারির ও আল-ফারাজদাক্বের কাব্যের মাঝে পাওয়া যায়। জারির ও আল-ফারাজদাক্ব কবিতায় অনেক অসংলগ্নতার অবতারণা করেন। একই অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন অনেক বিষয়াবলি নিয়ে আসেন। আল-আখতালের কবিতায় এমনটা পাওয়া যায় না।[৫৪১] জারির ও আল-ফারাজদাক্বের তুলনায় আল-আখতাল অশ্লীলতার আশ্রয় কম নিয়েছেন।[৫৪২]

আল-ফারাজদাক্ব জীবনের সিংহ ভাগ অতিবাহিত করেন প্রশংসা ও কুৎসা কবিতা রচনায়। তবে তাঁর প্রশংসামূলক কবিতা আল-আখতাল ও জারির উভয় কবি থেকে নিম্নমানের ছিল। তাঁর কবিতাগুলি আল-আখতাল ও জারিরের ন্যায় ততোটা কর্কশ, কঠোরতা ও অমসৃণ ছিলনা। একইভাবে কুৎসা কবিতাতেও জারির থেকে পিছিয়ে ছিলেন। যদিও জারিরের আল-ফারাজদাক্বের মতো বংশ গৌরব, ঐশ্বর্য ও প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল না। আল-ফারাজদাক্বের অনমনীয়তা ও রূঢ়তার কারণে তিনি প্রণয় কাব্যেও তেমন দক্ষতা দেখাতে ব্যর্থ হন। জাহিয (মৃ. ৮৬৮ খ্র.) বলেন :

" وهذا الفرزدق و كان مستهترا بالنساء و كان زير غوان و هو في ذلك ليس له بيت واحد في النسيب مذكور، و مع حسده لجرير. و جرير عفيف لم يعشق امرأة قط و هو مع ذلك أغزل الناس شعرا."

(আল-ফারাজদাক্ব নারী বিষয়ে অমনোযোগী ছিলেন। তবে নারীদের উপপতি থাকতেন। জারিরের সাথে বিরোধের ক্ষেত্রেও বংশসংক্রান্ত কোনো ক্বাসীদাহ তার নেই। জারির ছিলেন সংযমশীল। কখনো নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হননি। তদুপরি তিনি ছিলেন প্রণয়কাব্যের প্রসিদ্ধ কবি।)

একইভাবে জারির আল-ফারাজদাক্ব অপেক্ষা শোকগাথা রচনাতেও অগ্রগামী ছিলেন। জারির ও আল-আখতাল এমনকি সমসাময়িক সকল কবিগণ থেকে আল-ফারাজদাক্ব গর্বমূলক কবিতায় অগ্রগামী ছিলেন। তাঁর পিতা ও দাদার যে প্রতিপত্তি ও খ্যাতি ছিল তা তৎকালীন আর কোনো কবির ছিলনা।

ভাষাবিদগণ তাঁর সাহিত্যকে অন্যতম একটি ভাষা উৎস হিসাবে গণ্য করেন। এমনকি বলা হয় যে,

" لولا شعره لذهب ثلث لغة العرب."

(তার কবিতা না থাকলে আরবি ভাষার এক তৃতীয়াংশ বিলুপ্ত হতো।)

---

[৫৩৯] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *تاريخ الأدب العربي، الأثر الإسلامي* , (মিশর : কায়রো, দারুল মা'আরিফ, খণ্ড-২, ৭ম সংস্করণ) : ২৪৫

[৫৪০] শাওক্বী দ্বায়ফ, *تاريخ الأدب العربي* , ২৫০

[৫৪১] *The Cambridge History of Arabic Literature,* (ভলিউম - ১, উমাইয়্যা কবিতা, অধ্যায় - ২০) : ০৭/৩৯৮

[৫৪২] *The Cambridge,* ১৪/৪১২

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলি বিভিন্ন নাহবগ্রন্থে দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপন করা হয় এবং ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাবলিতে ঐতিহাসিক যুদ্ধাবলির তথ্যাদি তুলে ধরতে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়।[৫৪৩] তাই বলা হয়,

" لولا شعره لذهب نصف أخبار الناس."

(তার কবিতা না থাকলে মানুষের অর্ধেক ইতিহাস বিলুপ্ত হতো।)

অনুভূতির যথার্থতা ও অনুধাবনের সূক্ষ্মতায় কবি জারির তাঁর অপর দুই প্রতিদ্বন্দ্বি আল-ফারাজদাক্ব ও আল-আখতাল অপেক্ষা অগ্রগামী ছিলেন। আল-আখতাল ছিলেন কৃত্রিম অনুধাবন ও উপলব্ধি সৃষ্টিকারী এবং কৃত্রিম গাম্ভীর্যতা দানকারী। আল-ফারাজদাক্ব রূঢ়, পাথরসম দৃঢ় শব্দাবলি এবং প্রতিপত্তিতে অগ্রগামী ছিলেন। কাব্যে তাঁর ব্যবহৃত শব্দাবলি প্রবল ঝড়, গর্জনকারী ও ধ্বংসাত্মক বজ্র-ধ্বনির ন্যায়। উম্মে হাযরার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জারিরের রচিত শোকগাথা নিম্নরূপ;[৫৪৪]

لَولا الحَياءُ لَعادَني اِستِعبارُ * وَلَزُرتُ قَبرَكِ وَالحَبيبُ يُزار

صَلّى المَلائِكَةُ الَّذينَ تُخُيِّروا * وَالصالِحونَ عَلَيكِ وَالأَبرارُ

- হায়! যদি জীবন ফিরে পেতেন! আমদের অশ্রু বার বার আসে। আমি আপনার সমাধী যিয়ারত করি। প্রিয় ব্যক্তিরা যিয়ারত করবেই।
- কল্যাণকামী ফেরেশেতাগণও আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। সংকর্মশীল ও ন্যায়পরায়ণ উভয়েই তোমার জন্য প্রার্থনা করে।

০৪.৬. উপসংহার

জারির কুৎসা, শোকগাথা ও প্রণয়কাব্যেও আল-আখতাল এবং আল-ফারাজদাক্ব অপেক্ষা অগ্রগামী ছিলেন। আল-আখতালকে জাহেলী প্রখ্যাত কবি জুহাইর ইবনু আবি ছুলমার (মৃ. ৬০৯ খ্রি.) সাথে তুলনা করা হয়। আল-ফারাজদাক্ব অত্যন্ত বিরল ও দূর্লভ শব্দের সফল প্রয়োগকারী এবং তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম ভাবের ক্ষেত্রে বিচক্ষণ, প্রতিভাবান ও দূরদর্শী একজন কবি। জারিরের কবিতার মাধূর্যপূর্ণ এবং সুস্বাদু গঠন, সুরের দ্যোতনা, ভাবের ব্যঞ্জনা পাঠক ও শ্রোতাদেরকে দেয় অসাধারণ স্বাদ ও অন্যরকম অনুভূতি। তাঁর কবিতাগুলোতে কুর'আনের প্রভাব ও তার ঐশ্বরিক শৈলির ব্যবহার, যা তার কবিতাগুলিতে অন্যদের কবিতা থেকে বৈপরীত্য এনে দেয়।[৫৪৫] জারির, আল-ফারাজদাক্ব ও আখতালের কাব্যগুলি আরবি সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। এতে পাওয়া যায় তৎকালীন আরবের সমাজ, রাজনীতি, ধর্মীয় ও অথনৈতিক বিবরণ। মানুষের রুচিবোধ, অভ্যাস ও বিনোদনের উপাদানসমূহের পরিচয় পাওয়া যায়।

---

[৫৪৩] ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *تاريخ الأدب العربي، الأثر الإسلامي* , (মিশর : কায়রো, দারুল মা'আরিফ, খণ্ড-২, ৭ম সংস্করণ) : ২৬৪-২৬৫

[৫৪৪] শাওক্বী দ্বায়ফ, *تاريخ الأدب العربي* , ২৮৬

[৫৪৫] শাওক্বী দ্বায়ফ, *تاريخ الأدب العربي* , ২৮৮-২৮৯

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

উমাইয়্যা যুগের 'নাক্বা'ইদ' বিশ্লেষণ

০৫.১. ভূমিকা

০৫.২. 'نقائض جرير و الفرزدق' প্রথম খণ্ড

০৫.৩. 'نقائض جرير و الفرزدق' দ্বিতীয় খণ্ড

০৫.৪. نقائض جرير و الأخطر

০৫.৫. উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

০৫.১. ভূমিকা

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে উমাইয়্যা যুগে আরবি কবিতা, 'নাক্বা'ইদ' এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, 'নাক্বা'ইদ' এর প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও উমাইয়্যা যুগের বিশিষ্ট তিন কবির অবদান নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে উমাইয়্যা যুগের বিখ্যাত কবি জারির, আল-আখতাল ও আল-ফারাজদাক্বের উল্লেখযোগ্য 'নাক্বা'ইদ' উল্লেখপূর্বক তা বিশ্লেষণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে ' نقائض جرير و الفرزدق' এর জন্য আবু উবাইদাহ মা'মার আল-মুছান্না (মৃ-২০৯ হি.)-এর সংকলিত ' كتاب النقائض، نقائض جرير و الفرزدق'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড এবং 'نقائض جرير و الأخطل'-এর জন্য أبو تمام، ' রচিত 'نقائض جرير و الأخطل' গ্রন্থখানি অনুসরণ করা হবে। প্রথমত, আমরা এ গ্রন্থ দুটি তিনটি অংশে ভাগ করবো। সংকলিত 'নাক্বা'ইদ' সারাংশ তিনটি অংশে বিশ্লেষণ করবো।

আলোচ্য 'নাক্বা'ইদ কবিতা বিশ্লেষণ' শিরোনামক অধ্যায়ে আমরা কেবল এ যুগের বিখ্যাত তিন কবির মাঝে সংগঠিত 'নাক্বা'ইদ' নিয়ে আলোচনা করবো। আবু উবাইদাহ স্বীয় 'كتاب النقائض' নামক গ্রন্থে বিখ্যাত তিন কবির মধ্যকার সংঘঠিত 'নাক্বা'ইদ' এবং অন্য কবিগণের মাঝে সংঘঠিত 'নাক্বা'ইদ' সংকলন করেছেন। তাঁর 'نقائض جرير و الفرزدق' নামক গ্রন্থে তিনি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে সংঘটিত 'নাক্বা'ইদ' সংকলন করেন।[৫৪৬] জারির ও আল-আখতাল এর মাঝে অনেকগুলি 'নাক্বা'ইদ' সংঘটিত হলেও আল-আখতাল ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে তেমন 'নাক্বা'ইদ' রচিত হয়নি। আল-আখতাল রাজদরবার ও উমাইয়্যাগণের প্রোপাগান্ডায় অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকায় জারির ও আল-ফারাজদাক্বের তুলনায় তাঁর 'নাক্বা'ইদ' সংখ্যা বেশি না। আল-ফারাজদাক্ব ও আল-আখতাল উভয়ে মিলেও জারিরের বিপরীতে 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। কখনো বা আল-আখতাল নিজে জারিরের বিরুদ্ধে আল-ফারাজদাক্বকে ইন্ধন জুগিয়েছেন এবং জারিরকে ধরাশায়ী করতে সহায়তা করেছেন। তাছাড়াও জারির কবি গাচ্ছান আল-ছালীতির (মৃ. ৭৮১ খ্রি.) সাথেও 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। তবে এ দুই কবির মাঝে ছোট ছোট 'নাক্বিদা' রচিত হয়। আবু উবাইদাহ মা'মার আল-মুছান্না (মৃ. ২০৯ হি.) কর্তৃক সংকলিত 'نقائض جرير و الفرزدق' এর মাঝে মোট ১৮টি 'নাক্বা'ইদ' সন্নিবেশিত হয়েছে।

[৫৪৬] আবু 'উবাইদাহ মা'মার ইবনু আল মুছান্না, ওয়াদ্বিহ আল হাওয়াশী, খলিল ইমরান আল মানসূর, *كتاب النقائض*, (লেবানন : বৈরুত, দারুল কুতুব আল 'ইলমিয়্যাহ , ১ম সংস্করণ, খ-১, ১৪১৯ হি.) : ৪

Dhaka University Institutional Repository

আবু উবাইদাহ মা'মার আল-মুছান্না (মৃ. ২০৯ হি.) রচিত 'نقائض جرير و الفرزدق' প্রথম খণ্ড।					
'নাক্বা'ইদ' নং	১ম পক্ষ (আক্রমণ)	২য় পক্ষ (প্রত্যুত্তর)	৩য় পক্ষ (প্রত্যুত্তর)	৪র্থ পক্ষ (প্রত্যুত্তর)	৫ম পক্ষ (প্রত্যুত্তর)
১	জারির বিন 'আতিয়াহ	গাচ্ছান আল-ছালিত	জারির বিন 'আতিয়াহ	আবু আল-ওয়ারাক্বা উক্ববাহ ইবনু মালিছ আল-মুক্বাল্লাদী (জারিরকে)	
২	গাচ্ছান আল-ছালিত	জারির বিন 'আতিয়াহ			
৩	গাচ্ছান আল-ছালিত	জারির বিন 'আতিয়াহ			
৪	গাচ্ছান আল-ছালিত	জারির বিন 'আতিয়াহ			
৫	গাচ্ছান আল-ছালিত	জারির বিন 'আতিয়াহ			
৬	জারির বিন 'আতিয়াহ	নাবহানী (জারিরের প্রত্যুত্তরে।)	জারির বিন 'আতিয়াহ (নাবহানীর প্রত্যুত্তরে)		
৭	জারীর (আন্নাবকে নিন্দা করে।)	'নাক্বা'ইদ' রচিত হয়নি।			
৮	জারীর	আল-বা'ইস	জারীর		
৯	আল-বা'ইস	জারির বিন 'আতিয়াহ (বায়িছের প্রত্যুত্তরে)			
১০	আল-ফারাজদাক্ব	আল-বা'ইস (জারিরকে কুৎসা করে, ফারাজদাক্বের প্রত্যুত্তরে)	জারির (বায়ীসের প্রত্যুত্তরে ও ফারাজদাক্বের কুৎসা করে)	আল-ফারাজদাক (জারিরের প্রত্যুত্তর ও বায়ীসের কুৎসা)	জারির (ফারাজদাক্বের প্রত্যুত্তরে)
১১	আল-ফারাজদাক্ব	জারির বিন 'আতিয়াহ			
১২	জারির বিন 'আতিয়াহ	আল-ফারাজদাক্ব (জারিরের প্রত্যুত্তরে)			
১৩	আল-ফারাজদাক্ব	জারির (ফারাজদাক্বের প্রত্যুত্তরে)			
১৪	আল-ফারাজদাক্ব	জারির বিন 'আতিয়াহ			
১৫	আল-ফারাজদাক্ব	জারির বিন 'আতিয়াহ			
১৬	আল-ফারাজদাক্ব	জারির বিন 'আতিয়াহ			
১৭	জারির বিন 'আতিয়াহ	আল-ফারাজদাক্ব			
১৮	জারির বিন 'আতিয়াহ	আল-ফারাজদাক্ব			
১৯	জারির বিন 'আতিয়াহ (আখতাল ও ফারাজদাক্বকে কুৎসা করে)	আল-ফারাজদাক্ব			
২০	আল-ফারাজদাক্ব	জারির বিন 'আতিয়াহ			

Dhaka University Institutional Repository

০৫.২. 'نقائض جرير و الفرزدق' প্রথম খণ্ড

প্রথম 'নাক্বা'ইদ'[৫৪৭]

প্রথম 'নাক্বা'ইদ'টি গাচ্ছান আল-ছালিতি, জারির ও আবু আল-ওয়ারাক্বা উক্ববাহ ইবনু মালিছ আল-মুক্বাল্লাদির মাঝে সংঘটিত হয়। এই তিনজনের মাঝে রচিত 'নাক্বা'ইদ'গুলির অন্ত্যমিল হলো- 'ها'। এই 'নাক্বা'ইদ'টি বনি ছালিত ও বনি খাত্বাফীর মধ্যকার পারিবারিক ঝগড়া ও দিয়্যাতকে কেন্দ্র করে রচিত হয়। প্রথমে জারিরের পিতা আতিয়্যাহ ইবনু আল-খাত্বাফী ছালিত গোত্রকে নিন্দা করে পঙ্‌ক্তি রচনা করেন। পিতার পর পুত্র জারির ইবনু আতিয়্যাহ আল-খাত্বাফী (মৃ: ৯৯ হি./৭১৭ খ্রি.) তার হাল ধরেন। তিনি কবি গাচ্ছান ও ছালিত গোত্রকে উদ্দেশ্য করে কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। এ পর্যায়ে কয়েকটি ধাপে তিনি মোট ২৩টি পঙ্‌ক্তি রচনা করেন।[৫৪৮] ১ম ধাপে ১০ পঙ্‌ক্তি রচনা করেন। এখানে তিনি নানাভাবে গাচ্ছান ও ছালীত গোত্রের নিন্দা বর্ণনা করেন। ২য় ধাপে ০৪টি পঙ্‌ক্তি রচনা করেন। এখানে ছালীত গোত্রের বিভিন্ন নেতিবাচক দিক তুলে ধরেন।[৫৪৯] ৩য় ধাপে তিনি মাত্র ০১টি পঙ্‌ক্তি রচনা করেন। এতে তিনি ছালীত গোত্রকে দুষ্ট হিসাবে তুলে ধরেন।[৫৫০] ৪র্থ ধাপে ০৪ পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট নাক্বা'ইদে ছালিতকে দুষ্ট হিসাবে আখ্যায়িত করেন। তাদের আহারের খাদ্য নিয়ে মন্তব্য করেন।[৫৫১] এরপর পুনরায় ০২ পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট নাক্বিদাহ রচনা করেন।

এরপর গাচ্ছান ইবনু যুহাইল আল-ছালিতী ৬ পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। এখানে তিনি জারিরকে কুলায়ব গোত্রের নিন্দিত ব্যক্তি হিসাবে নিন্দা করেন।[৫৫২]

জারির গাচ্ছানের প্রত্যুত্তরে ৩৬ পঙ্‌ক্তির 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। এখানে তিনি প্রাচীন কাব্য ধারাকে অনুসরণ করে ০১-০৬ চরণগুলিতে প্রণয় বর্ণনার মাধ্যমে তার 'নাক্বা'ইদ' রচনা শুরু করেন। প্রথমাংশে প্রেয়সী ছালমার বিবরণ এবং তাঁর সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন।[৫৫৩] এরপর ০৭-০৯ পর্যন্ত চরণগুলিতে তিনি বনু ছালীত গোত্রের বিবরণ দান করেছেন।[৫৫৪] ১০ নং চরণে যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করে গর্ব প্রকাশ করেছেন। ১১-৩৬ নং পর্যন্ত চরণগুলিতে কুৎসা বর্ণনা করেছেন।[৫৫৫] জারিরের এই

---

[৫৪৭] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ০৮-১৭

[৫৪৮] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ০৮-১০

[৫৪৯] إن سليطا في الخسارة إنه ٭ أولاد قوم خلقوا أقنه

[৫৫০] إن سليطا هم شرار الخلق ٭ قلدتهم قلائدا لا تبقى

[৫৫১] إن السليطي خبيث مطعمه ٭ أخبث شيء حسبا وألأمه

[৫৫২] لعمري لئن كانت بجيلة زانها ٭ جرير لقد أخزى كليبا جريرها

- আমার জীবনের শপথ! জারির যদি কোনো সম্মানিত ব্যক্তির সাথেও মিলিত হয়, তবুও সে নিন্দিত হবে। কেননা তিনি হলেন কুলাইব গোত্রের সর্বাধিক লাঞ্ছিত।

[৫৫৩] إذا نحن لم نملك لسلمى زيارة ٭ نفسنا جدى سلمى على من يزورها

- আমি যখন সালমার সাক্ষাত লাভে ব্যর্থ হই। তখন যারা তার সাক্ষাতের মতো উপহার পেয়েছে তাদের আকড়ে রাখি।

[৫৫৪] ألا ليت شعري عن سليط ألم تجد ٭ سليط سوى غسان جارا يجيرها

- ছালীত গোত্রকে নিয়ে আমার রচিত কবিতা নাই কী? গাচ্ছান বৈ ছালীত গোত্রের আর কোনো প্রতিবেশি নাই কী?

[৫৫৫] لَقَد جُرِّدَت يَومَ الحِدابِ نِسائُهُم ٭ فَساءَت مَجاليها وَقَلَّت مُهورُها

Dhaka University Institutional Repository

'নাক্বা'ইদ' এর প্রত্যুত্তরে আবুল ওরাক্বা উক্ববাহ ইবনু মালিছও ০৪ পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট একটি 'নাক্বিদাহ' রচনা করেন। এখানে প্রথমেই তিনি স্বদেশের প্রতি তাঁর জাতীয়তাবাদের পরিচয় প্রদান করেছেন।[৫৫৬] পরবর্তী চরণগুলিতে তিনি বিভিন্ন যুদ্ধের বর্ণনা প্রদান করে গর্ব প্রকাশ করেছেন।

দ্বিতীয় 'নাক্বা'ইদ'[৫৫৭]

গাচ্ছান আল-ছালীতি ০৩ পঙ্‌ক্তির এই নাক্বিদাহ রচনা করেন। এখানে তিনি কুলায়ব গোত্রের নিন্দা বর্ণনা করেন।[৫৫৮] জারির প্রত্যুত্তরে ০৩ পঙ্‌ক্তির নাক্বিদাহ রচনা করেন। তিনিও এখানে ছালীত গোত্রের নিন্দা বর্ণনা করেন।[৫৫৯]

তৃতীয় 'নাক্বা'ইদ'[৫৬০]

গাচ্ছান ৯ পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট 'নাক্বিদাহ' রচনা করেন। পূর্বের ধারাবাহিকতায় এখানেও তিনি ছালীত গোত্রের নিন্দা বর্ণনা করেন। কবি গাচ্ছান প্রথমে জারিরের নিন্দা করেন।[৫৬১] পরবর্তীতে কুলায়ব গোত্রের নিন্দা করেন।[৫৬২] জারির তার প্রত্যুত্তরে ৫ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বিদাহ' রচনা করেন। এখানে তিনি গাচ্ছানের শাখা গোত্র উদাইরা ও তাদের অন্যান্যদের নিন্দা বর্ণনা করেন।[৫৬৩]

চতুর্থ 'নাক্বা'ইদ'[৫৬৪]

গাচ্ছান ১ চরণের একটি 'নাক্বিদাহ' রচনা করেন। এখানে 'الاستفهام الأنكاري' এর মাধ্যমে তিনি তাকে ও ছালীত গোত্রকে জারির কর্তৃক নিন্দা বর্ণনাকে একটি অবাস্তব ও অপচেষ্টা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।[৫৬৫] প্রত্যুত্তরে জারির ০৩ চরণ বিশিষ্ট উত্তর জ্ঞাপক 'নাক্বিদাহ' রচনা করেন। তিনি মনে

- হাদাবের যুদ্ধের দিন তাদের নারীদের যখন মুক্ত করা হয় তখন তাদের সাজসজ্জা কতইনা মন্দ ছিল! এমনকি বিবাহের ক্ষেত্রে তাদেরকে মহরও দেওয়া হয়নি।

[৫৫৬] إن الذي يسعى بحر بلادنا * كمبتحث نارا بكف يثيرها

- হাত জাগিয়ে অগ্নি অনুসন্ধানকারীর ন্যায় নিশ্চয় যারা আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করে, তারাই প্রকৃত দেশপ্রেমিক।

[৫৫৭] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১৭-১৮

[৫৫৮] أما كليب فإن اللوم حالفها * ما سال في حفلة الزباء واديها

- কুলায়ব গোত্রের লাঞ্ছনা তাদের সাথেই অবস্থান করে। উপত্যকায় তাদের পূর্ণ পানির সমারোহেও পানি প্রবাহিত হয় না।

[৫৫৯] و ما السليطي إلا سوءة خلقت * في الأرض ليس لها ستر يواريها

- এ ধরায় ছালীত গোত্রের কোনো ভালোই সৃষ্টি হয়নি। এমন কোনো পর্দাও নেই, যা তাদেরকে ঢেকে রাখবে।

[৫৬০] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১৮-২০

[৫৬১] وجدت كليب غب أمر سفيهها * متوخما إذ رام شر مرام

- কুলায়ব গোত্র তাদের নির্বোধকে অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় পেলো। কেননা সে মন্দ বাসনায় নিচে নেমে গিয়েছে।

[৫৬২] قبح الإله بني كليب إنهم * خور القلوب أخفة الأحلام

- কুলায়ব গোত্রকে আল্লাহ নিন্দিত করেছেন। তারা হলো দুর্বল হৃদয় ও কল্পনা ভীতু জাতি।

[৫৬৩] (أبني أديرة إن فيكم فاعلموا) * خور القلوب و خفة الأحلام

- হে উদাইরাহ! দুর্বল হৃদয় ও কল্পনাভীতু মানুষ তো তোমাদের মাঝেই।

[৫৬৪] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ২৩-২৪

[৫৬৫] أيرجو جرير أن ينال مساعي * الكرام بآباء لئام جدودها

- জারির কী আমার পূর্বপুরুষগণের মর্যাদার কাছে পৌঁছাতে চায়? তার এই চেষ্টা হীন ও নীচু।

Dhaka University Institutional Repository

করেন যে, গাচ্ছান এমনভাবে জন্ম গ্রহণ করেছেন যে, তাঁর জন্য সম্মান আশা করাটাও অনর্থ। তাঁর সাথে কবি গাচ্ছানের কাব্য প্রতিযোগিতা এক ধরনের বোকামী।[৫৬৬]

পঞ্চম 'নাক্বা'ইদ'[৫৬৭]

গাচ্ছান ৯ চরণ বিশিষ্ট একটি 'নাক্বিদাহ' রচনা করেন। এখানে তিনি জারিরকে কুৎসা করেন।[৫৬৮] জারির তাঁর প্রত্যুত্তরে ১২ চরণের 'নাক্বি'দাহ' রচনা করেন। নাক্বা'ইদে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় কবিও প্রথম কবির অনুরূপ পঙ্‌ক্তি রচনা করতেন। এখানে জারিরের একটি পঙ্‌ক্তি হুবহু গাচ্ছানের পঙ্‌ক্তির ন্যায়।[৫৬৯]

(জারিরের কতিপয় এমন নাক্বিদাহও পাওয়া যায়, যার প্রত্যুত্তরমূলক কোনো 'নাক্বিদাহ' রচিত হয়নি। জারিরের এ সকল কবিতাও নির্দিষ্ট ছন্দ ও অন্ত্যমিল বজায় রেখে রচিত। এ ধরনের কবিতাতেও তিনি বিভিন্ন গোত্র ও ব্যক্তিকে আক্রমণ করেছেন। বিশেষত বনু ছালীত গোত্রের কুৎসা তার এ ধরনের এক পাক্ষিক কবিতার বিষয়বস্তু ছিল।)[৫৭০]

ষষ্ঠ 'নাক্বা'ইদ'[৫৭১]

ইয়ারবু'য় গোত্রের ফুদালাহ জারিরকে তাদের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা না করতে হুমকি প্রদান করলে জারির ইয়ারবু'য় গোত্রের বিরুদ্ধে ০৬ চরণ বিশিষ্ট কবিতা রচনা করেন। এখানে তিনি কুৎসার পাশাপাশি প্রশংসাও করেন। এ প্রেক্ষিতে জারিরের কবিতার বিপরীতে ০৩ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বিদাহ' রচিত হয়। বনু নাবহানের জনৈক কবি তাঁর মতের বিপক্ষে এই নাক্বিদাহ রচনা করেন। এখানে কবি জারিরকে কুখ্যাত বলে কুৎসা করেন এবং বনু ছালিতকে প্রশংসা করেন। এমনকি জারিরকে কুকুর ও তার মাতাকে কুকুরীর সাথে তুলনা করা হয়। জারির পুনরায় প্রত্যুত্তরে ১৮ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বিদাহ' রচনা করেন। এখানে তিনি প্রথমেই বনু ইয়ারবু'য় এর সীমাবদ্ধতার বিবরণ দেন। এখানে তিনি নারী প্রাসঙ্গিকতা এনে তা বিশ্লেষণ করতঃ কুৎসা রচনা করেছেন। যেমন : নারীদের কৃপণতাসহ তাদের নানা ধরনের মন্দ দিক তুলে ধরেছেন।

সপ্তম 'নাক্বা'ইদ'[৫৭২]

---

[৫৬৬] ألم تر يا غسان أن عداوتي ٭ يقطع أنفاس الرجال كؤودها

- হে গাচ্ছান! তুমি কি দেখনি ? আমার সাথে বিদ্বেষ মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসকে বন্ধ করে দেয়। যেভাবে তাদের কষ্ট ক্লেশ তাকে বিষণ্নতায় ফেলে থাকে।

[৫৬৭] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ২৪-২৬

[৫৬৮] بني طارق أوفوا بذمة جركم ٭ و لا تضربوا منها برطب و يابس

- তারেক গোত্র তোমার প্রতিবেশিদের নিকট তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে। তাই তাদের নতুন কিংবা পুরাতন কিছু দিয়ে প্রহার করিওনা।

[৫৬৯] بني عاصم أوفوا بذمة جاركم ٭ و لم تضربوا منها برطب و يابس

- 'আসিম গোত্র তোমাদের প্রতিবেশিদের নিকট তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে। তাকে নতুন কিংবা পুরাতন কিছু দিয়ে প্রহার করা হয়নি।

[৫৭০] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ২৭-২৮

[৫৭১] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ২৮-৩৩

Dhaka University Institutional Repository

জারীর কর্তৃক 'আন্নাবের বিপরীতে রচিত ৪ চরণ বিশিষ্ট এই 'নাক্বিদাহ'-এর প্রতিউত্তরমূলক কোনো 'নাক্বা'ইদ' রচিত হয়নি।

অষ্টম 'নাক্বা'ইদ'[৫৭৩]

গাচ্ছান ইবনু যুহাইল আস সালীতি ও আল-বা'ইস আল-মুজাশিয়িকে নিন্দা করে জারীর ১২ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। প্রতিউত্তরে কবি আল-বা'ইস আল-মুজাশি'য় জারিরকে কুৎসা করে ১৬ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বিদাহ' রচনা করেন। প্রারম্ভেই তিনি প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে জারিরকে কুৎসা করে কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। যৌবনের প্রভাত ফেরীতে বসে জারিরকে যেভাবে কল্পনা করেছিলেন অপরাহ্নে এসে তাকে তেমনটা মনে করতে পারছেন না। তিনি বনু কুলাইবকে কুৎসা করে কবিতা রচনার মাধ্যমে অপদস্থ করেন। কবি জারিরও ৫৩ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বিদাহ' রচনার মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দান করেন। এখানে আল-বা'ইছকে (মৃ. ৭৫১ খ্রি.) কুৎসা করে বলেন, "সম্মানীগণই কেবল অপরকে সম্মান দেয়। অতএব, সম্মান পাওয়া ও দেওয়া বা'ইছের গোত্রের ন্যায় কোনো গোত্রের কাজ নয়।" এরপর তিনি জাহেলি যুগের ঐতিহ্যপূর্ণ রীতির অনুসরণ করে প্রেয়সীর প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন ও তার জন্য প্রার্থনা করেছেন। তাঁর প্রণয় জীবনের কিঞ্চিত বিবরণ দানের চেষ্টা করেছেন। যুদ্ধের ময়দানে তার তরবারির ধারালো ও তীক্ষ্ণ আঘাতের বিবরণও প্রদান করেছেন। উচ্চ বাগ্মিতা, অলঙ্কারে পরিপূর্ণ ও দূর্লভ শব্দ বিন্যাসে রচিত নিজের কাব্যের প্রসিদ্ধির ব্যাপারে তিনি প্রতিপক্ষ কবি আল-বা'ইছকে সচেতন করেন। এরপর আপন গোত্রের গর্ব বর্ণনা করেন। তাঁর মতে বনু ইয়ারবু'য় যদি প্রশংসা পাবার আশা করে, তবে তারা কেবল উটের রাখাল হিসাবেই যথাযোগ্য প্রশংসা পাওয়ার অধিকার রাখে।

নবম 'নাক্বা'ইদ'[৫৭৪]

আল-বা'ইছ ৭ পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট নাক্বিদাহ রচনা করেন। বনু মুজাশি'য় গোত্রের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রমাণ করার জন্য তাদের উর্বর চাষাবাদের বর্ণনা প্রদান করে গর্ব প্রকাশ করেন। নিজ গোত্রের মর্যাদা সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধের বিজয়গাথার বিবরণ তুলে ধরে বুঝিয়েছেন যে, তার গোত্র ব্যতীত অন্য কেউ সম্মানের যোগ্য নয়। প্রত্যুত্তরে জারিরও ৪১ পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট 'নাক্বিদাহ' রচনা করেন। সূচনাতেই তিনি জাহেলি যুগের কাব্য ধারা অনুসরণ করে প্রণয়, ঘোড়া ও উটের বর্ণনা প্রদান করেন। যুদ্ধের ক্ষেত্রে যোদ্ধা ও ঘোড়ার তীব্রতা বর্ণনা করে নিজ গোত্রের অবদান তুলে ধরে গর্ব প্রকাশ করেন। আপন কৃতিত্বের বিস্তারিত বিবরণ দানের পাশাপাশি প্রতিপক্ষ আল-বা'ইসের নেতিবাচক দিকগুলির বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন। এ ক্ষেত্রে বা'ইসের মাতাকেও তুলে ধরেন।

---

[৫৭২] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ৩৩

[৫৭৩] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ৩৪-৬৬

[৫৭৪] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ৮৪-৯৫

Dhaka University Institutional Repository

উপরের নয়টি 'নাক্বা'ইদ' সংঘটিত হয় জারিরের সাথে গাচ্ছান আল-ছালীত ও আল-বা'ইসের মাঝে। পরবর্তী 'নাক্বা'ইদ'গুলি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে সংঘটিত হয়। আবু উবাইদার সংকলন থেকে বোঝা যায় :

১. জারির আল-বা'ইসের সাথে কাব্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবার আগে রাবি' ইবনু হারিস ইবনে আমর ইবনে কা'ব ইবনে ছা'আদ ইবনে যাইদের গোত্রের বিপরীতে কুৎসামূলক 'নাক্বা'ইদ' কবিতা রচনা করেন।

২. আল-ফারাজদাক্বের সাথে 'নাক্বা'ইদ' রচনার পূর্বে জারির আল-বা'ইছ ও গাচ্ছান আল-ছালীতের বিপরীতে 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।

৩. রাবি' ইবনু হারিস, আল-বা'ইছ ও গাচ্ছানের পর জারির ফারাজদাক্বের বিপরীতে 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৫৭৫]

৪. দুই বা দুয়ের অধিক কবির মাঝে 'নাক্বা'ইদ' কবিতা রচিত হয়েছে। জারির ফারাজদাক্ব ছাড়া কতজন কবির সাথে 'নাক্বাইদ' রচনা করেন—এ বিষয়ে আবু উবাইদাহ কোনো বর্ণনা প্রদান করেননি।

৫. 'নাক্বা'ইদ'-গুলির ছন্দ অনুপস্থিত। (দু কবির রচিত 'নাক্বা'ইদ'-এর মধ্যকার ছন্দ বা বিষয়গত ঐক্য তুলে ধরেননি।)

দশম 'নাক্বা'ইদ'

এই 'নাক্বা'ইদ'টি আল-ফারাজদাক্ব, জারির ও আল-বা'ইছ তিন কবির মাঝে সংঘটিত হয়। প্রত্যেক প্রতিপক্ষ দুই কবিকে আক্রমণ এভাবে প্রত্যেকে একে অপরকে আঘাত করে কাব্য রচনা করেন। এমনকি জারির ও আল-ফারাজদাক্ব পরস্পর পরস্পরকে দুইবার আক্রমণ করেন। এটির ছন্দ (بحر) 'طويل', এবং 'নাক্বা'ইদ'টি পাঁচটি অংশের প্রথম তিন অংশের অন্ত্যমিল (قافية) 'ل' শেষ দুই অংশের অন্ত্যমিল (قافية) 'يا'।

আল-ফারাজদাক্ব কবি আল-বা'ইস ও জারিরকে উদ্দেশ্য করে ২৬ পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৫৭৬] এতে তিনি তাঁর সহধর্মিণী হুনায়দার রূপের বর্ণনা দান করেন। তার প্রতি আল-বা'ইছের রচিত হিজামূলক 'নাক্বা'ইদ'কে দুষ্কর্মা নারীর আওয়াজের সাথে তুলনা করেন। নিজ গোত্রের সম্মান রক্ষার জন্য জারির ও তাঁর গোত্রের সকলকে দূর্বল কীট পতঙ্গের সাথে তুলনা করেছেন। নারীর রূপ ও সৌন্দর্যের চমকপ্রদ বর্ণনা ও প্রেয়সীর প্রশংসা বর্ণনার মাধ্যমে গর্ব প্রকাশ করার চেষ্টা করেন।

---

[৫৭৫] ফারাজদাক্ব ও জারিরের মাঝে 'নাক্বা'ইদ'-এর সূচনা :

আবু উবাইদাহ মিছহাল ইবনু কুছাইল হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার মাতা যায়েদা বিনতে জারির আমাকে বলেন, আল ফারাজদাক্ব সস্ত্রীক (আন নাওয়ার বিনতু আ'য়ইয়ান ইবনে দুবাইয়া) হজব্রত পালন করতে যাচ্ছিলেন। তারা আমাদের সাথে বুলগাত নামক জায়গায় নামলেন। এ সময় জারির আল ফারাজদাক্বের বিপরীতে কবিতা রচনা করেন এবং তার সহধর্মিণীর সামনে কবিতাটি আবৃতি করলে আল ফারাজদাক্ব জারিরের উপর ক্ষিপ্ত হন। জারিরের কুৎসা না করা পর্যন্ত স্বীয় স্ত্রীর মুখ না দেখানোর শপথ করেন এবং স্বীয় সম্মান রক্ষার জন্য পাল্টা আক্রমণ করেন।

[৫৭৬] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ৯৬-১০০

Dhaka University Institutional Repository

আল-বা'ইস জারিরকে কুৎসা করে ও আল-ফারাজদাক্বের প্রত্যুত্তর দিয়ে ৪৮ চরণের 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৫৭৭] প্রথমে তিনি প্রণয় (الغزل) কেন্দ্রিক আলোচনার অবতারণা করেন। এখানে ফুটে উঠেছে তৎকালীন আরব মরুভূমির রুক্ষ আবহাওয়া ও পরিবেশের বিভিন্ন দিক। সূচনাতেই কবি আল-বা'ইস যুগের পরিক্রমার বিভিন্ন রূপের বর্ণনা দান করেন। প্রাচীন কাব্যধারাকেও অনুসরণ করে উটকে নিয়ে নানা বিষয়ের অবতারণা করে আপন গোত্রের গর্ব প্রকাশ করেন। প্রিয়তমার গুণাগুণ অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে ফুটিয়ে তোলেন। প্রণয়ের পর গর্বমূলক (الفخر) পঙ্‌ক্তির অবতারণা করে বলেন, আমাদের মর্যাদা নতুন অর্জিত কিছু নয়; বরং আমাদের পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া মূল্যবান সম্পদ। নিজ গোত্রের বিভিন্ন যুদ্ধের (الأيام و الحرب) বিবরণী দান করেন। জারিরও আল-বা'ইসের প্রত্যুত্তরে এবং আল-ফারাজদাক্বকে কুৎসা করে ৬৫ চরণের কবিতা রচনা করেছেন।[৫৭৮] জারিরও প্রাচীন কবিগণের কাব্য রীতি অনুসরণ করে প্রথমেই নারী (الغزل) প্রসঙ্গ এনেছেন।[৫৭৯] এরপর নিজ পরিবার ও গোত্রের প্রশংসা করে গর্বমূলক (الفخر) 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেছেন। শেষদিকে এসে তিনি ফারাজদাক্বের প্রতি কুৎসামূলক (الهجاء) 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৫৮০] আল-ফারাজদাক্ব পুনরায় জারিরকে কুৎসা করে প্রত্যুত্তরমূলক ২৯ চরণের 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৫৮১] প্রথমেই তিনি অস্বীকারমূলক প্রশ্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে এবং জারিরের সাথে মিল রেখে নারী প্রাসঙ্গিকতা (الغزل) এনেছেন।[৫৮২] যুদ্ধের ময়দানে নিজেদের বীরত্ব প্রকাশ করতে জারিরের বিপক্ষে আল-বা'ইসকে সহায়তার মানসিকতা প্রদর্শন করেন।[৫৮৩] স্বীয় গোত্রের বীর যোদ্ধাদের নিয়ে গর্ব (الفخر) প্রকাশ করেছেন। আল-বা'ইস তার কাছে তেমন শক্ত কোনো প্রতিপক্ষ ছিল না। তাই তিনি আল-বা'ইসকে ততটা গুরুত্ব না দিয়ে বরং তাকে আপন দলে ভিড়ানোর চেষ্টা করেছেন। যাতে উভয়ে মিলে জারিরের প্রতি কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়। শেষ দিকে জারিরকে কুৎসা (الهجاء) করে জারিরের মাতাকে দোষারোপ করে বলেন যে, তাঁর মতো অবাধ্য ও পাপী সন্তান জন্ম দিয়ে অন্যায়

---

[৫৭৭] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১০০-১১৭

[৫৭৮] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১১৮-১২৪

[৫৭৯] ليالي إذ أهلي و أهلك حيرة * و إذ لا نخاف الصرم إلا وصل

- রাতে তোমার পরিবার ও আমার পরিবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেও আমি মিলিত না হয়ে বিচ্ছেদ হওয়া পছন্দ করি না।

[৫৮০] ضللت ضلال السامري و قومه * دعاهم فظلوا عاكفين على عجل

- আল ফারাজদাক্ব ও তাঁর গোত্র গো-বৎসপূজারি ছামেরীর ন্যায় ভ্রান্ত হয়ে গেছে।

[৫৮১] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১২৪-১২৮

[৫৮২] لذكرى حبيب لم أزل مذ هجرته * أعد له بعد الليالي لياليا

- বিদায়ের পর প্রিয়তমাকে কতো রাত খুঁজেছি! কতো রাত জেগেছি!

[৫৮৩] فإن يدعني بأسمي البعيث فلم يجد * لئيما كفي في الحرب ما كان جانبا

- আল বা'ইস যদি যুদ্ধের ময়দানে আমার নাম বলে ডাকে, তাহলে সে আমাকে অবশ্যই প্রকৃত বন্ধুর মতো পাশে পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন।[৫৮৪] জারিরও পুনরায় আল-ফারাজদাক্বের প্রত্যুত্তরে ৫৮ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৫৮৫] (আল-ফারাজদাক্বের নাক্বা'ইদের বিপরীতে কবি জারিরও পুনরায় 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।) এখানে তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য তুলে ধরে প্রাচীন কাব্য রীতিকে অনুসরণ করে মরুময় পরিবেশ ও প্রেয়সীর পরিত্যক্ত বাস্তুভিটার বর্ণনা দেন।[৫৮৬] নারীকেন্দ্রিক দীর্ঘ বর্ণনার পর তার পূর্বপুরুষদের কৃতিত্বসমূহ (الفخر والحماسة) বর্ণনা করেন। নিজ গোত্রের বীরত্বগাথা তুলে ধরে গর্ব প্রকাশ করেন।[৫৮৭] নাক্বা'ইদের শেষাংশে প্রতিপক্ষের প্রতি কুৎসামূলক (الهجاء) 'নাক্বা'ইদ' বর্ণনা করেন। এভাবেই আল-বা'ইস, আল-ফারাজদাক্ব ও জারিরের মাঝে কাব্য যুদ্ধ ত্বরান্বিত হলে, আল-বা'ইসের গোত্রপতিগণ তাকে থামতে বলেন। এতে আল-বা'ইস থেমে যান। তিনি আর তেমন কাব্য রচনা করেন নি। তবে আবু উবাইদার বর্ণনা মতে, জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মধ্যকার আরম্ভ হওয়া কাব্য যুদ্ধ আল-ফারাজদাক্বের মৃত্যু অবধি চলমান ছিল।

একাদশ 'নাক্বা'ইদ'

এই 'নাক্বা'ইদ'টি আল-ফারাজদাক্ব ও জারিরের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'طويل', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'ل'। আল-ফারাজদাক্ব জারিরকে আক্রমণ করে ১০৪ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৫৮৮] আল-ফারাজদাক্ব তাঁর এ দীর্ঘ নাক্বা'ইদের গোড়াতেই আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা (المدح) করেন।[৫৮৯] জারির ও ফারাজদাক্ব উভয়ের 'নাক্বা'ইদ' এ অশ্লীলতার উপস্থিতি থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে তারা কুরআনের আয়াতের মর্মার্থ অনুসরণ করে কবিতা রচনা করেন। এই 'নাক্বা'ইদ'-এর গোড়াতেই কুৎসামূলক 'নাক্বা'ইদ'-এর (الهجاء) সূচনা করেন। 'নাক্বা'ইদ'গুলিতে কবিগণ তাদের পূর্বপুরুষগণের ও তাদের গোত্রের পূর্বের ইতিহাস (الأنساب) তুলে ধরতেন। তিরস্কার (عتاب) করার ক্ষেত্রে পিতা মাতা ও গোত্রের অন্যদের প্রতিও ইঙ্গিত করা হতো।[৫৯০] এখানে বিভিন্ন যুদ্ধের ঘটনাবলি (أيام و الحروب) তুলে ধরেন। তন্মধ্যে অন্যতম যুদ্ধ হলো, 'يوم الأميل', 'يوم نقا الحسن' এবং

---

[৫৮৪] و ما حملت أم امرئ في ضلوعها ٭ أعق من الجاني عليها هجائيا

- আমাকে কুৎসা করার মতো নিকৃষ্ট, পাপী ও অবাধ্য সন্তান কোনো নারী তাঁর গর্ভে ধারণ করেননি।

[৫৮৫] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১২৮-১৩৩

[৫৮৬] إذا الحيي في دار الجميع كأنما ٭ يكون علينا نصف حول ليالیا

- তারা সবাই একত্রে যখন গৃহেই অবস্থান করতেন, তখন রাতেই সিংহভাগ একসাথেই কাটাতাম।

[৫৮৭] و ليس لسيفي في العظام بقية ٭ وللسيف أشوى وقعة من لسانيا

- যেমনি আমার তরবারির আঘাতে কারো অস্থি অবশিষ্ট থাকে না, তেমনি আমার জিহ্বার আঘাতেও তারা ঝলসে যায়।

[৫৮৮] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১৩৪-১৫৪

[৫৮৯] أن الذي سمك السماء بنى لنا ٭ بيتا دعائمه أعز و أطول

- আরম্ভ করছি সেই আল্লাহর নামে, যিনি আমার জন্য এ আসমানকে স্থাপন করে গৃহ বানিয়েছেন, যার স্তম্ভ প্রবল শক্তিশালী এবং সুদীর্ঘ।

[৫৯০] إنا لنضرب رأس كل قبيلة ٭ و أبوك خلف أتانه يتقمل

- আমরা তোমাদের সকল গোত্রের মাথায় প্রহার করেছি। আর তোমার পিতা গাধার নিচে বসে মাথায় উকুনে ভরে ফেলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

'مقتل عمارة'। এ যুদ্ধসমূহে তাদের বীরত্ব কেমন ছিল তা বর্ণনা করেন।[৫৯১] তাদের নেতৃবৃন্দের মাঝে অন্যতম হলেন, 'শায়বান', 'আমের' ও 'জুলাইহাহ'। জারির তার প্রতিবাদ করে ৬২ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৫৯২] আল-ফারাজদাক্বের পিতার হন্তাদের প্রশংসা (المدح) করেন। আল-ফারাজদাক্বের মতো তিনিও একি ধরনের পঙ্‌ক্তি রচনা করে আল্লাহর প্রশংসা করেন।[৫৯৩] আল-ফারাজদাক্ব কবিতা রচনা না করার জন্য শপথ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তার এ শপথকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হন। তাই তার এ কাজের প্রতি ইঙ্গিত করে জারির কুৎসা (الهجاء) করেন। জারির প্রতিপক্ষ আল-বা'ইস, আল-ফারাজদাক্ব ও আল-আখতালকে একসাথে নিন্দা করেও পঙ্‌ক্তি রচনা করেন।[৫৯৪]

বিদ্র. আবু উবাইদাহ ২৫ চরণের একটি নাক্বিদাহ এখানে উল্লেখ করেন। এর বিপরীতে কোনো 'নাক্বিদাহ' উল্লেখ করেননি।[৫৯৫] আবার জারিরের ২৬ চরণ বিশিষ্ট একটি 'নাক্বিদাহ' এনেছেন, যার প্রত্যুত্তরে কোনো 'নাক্বা'ইদ' আনেননি।[৫৯৬]

দ্বাদশ 'নাক্বা'ইদ'

এই 'নাক্বা'ইদ'টি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'الوافر', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'ر'।

জারির আল-ফারাজদাক্বকে কুৎসা করে ৩৭ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৫৯৭] জারির প্রাচীন রীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন। এই 'নাক্বা'ইদ'-এ জারির প্রাচীন রীতি অনুসরণ করে প্রথমে প্রণয় (الغزل) ও তাঁর স্মৃতি রোমন্থন করেন।[৫৯৮] জারির মু'আল্লাকার বিখ্যাত ইমরুল ক্বায়েছকে অনুসরণ করে গোড়াতেই প্রেয়সী ও তার বসতবাড়ির প্রসঙ্গ এনেছেন। আল-ফারাজদাক্বকে নিন্দা

---

[৫৯১] ملكان يوم بزاخة قتلوهما ٭ و كلاهما تاج عليه مكلل

- বুযাখার যুদ্ধে মুহার্‌রাক ও তার ভাই যিয়াদ উভয়কে হত্যা করেছে। অথচ তারা উভয়ে ছিল স্বীয় গোত্রের মুকুটসম।

[৫৯২] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১৫৪-১৬৯

[৫৯৩] إن الذي سمك السماء بنى لنا ٭ عزا علاك فما له من منقل

- তিনি সেই সত্তা যিনি আসমানকে সমুন্নত, সুপ্রশস্ত ও সম্মানজনক করেছেন আমার জন্য। যেটা সম্মানের স্বল্পতা থেকেও অনেক বেশি।

[৫৯৪] لما وضعت على الفرزدق ميسمي ٭ وضعا البعيث جدعت أنف الأخطل

- আল আখতালের নাক কেটে যখন আল ফারাজদাক্বকে লোহার ছ্যাঁকা দিবো তখন আল বা'ইসের নাকে মুখে এমনি দাগ পড়বে।

[৫৯৫] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১৬৯-১৭৪

[৫৯৬] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১৮০-১৮৩

[৫৯৭] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১৮৩-১৮৭

[৫৯৮] الا حي الديار بسعد أني ٭ أحب لحب فاطمة الديارا

- তোমরা কী ছু'দের ঐ নিবাসে আসবেনা? এসো! ফাতেমার ভালোবাসায় আমি ঐ নিবাসকেও অনেক ভালোবাসি।

Dhaka University Institutional Repository

করে কুৎসামূলক 'নাক্বা'ইদ' (الهجاء) রচনা করেন।[৫৯৯] অশ্বারোহী দলের বর্ণনা দিয়ে নিজেদের কৃতিত্ব তুলে ধরে গর্বমূলক (الفخر) 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৬০০] আল-ফারাজদাক্ব তার প্রতিবাদ করে ৪৩ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৬০১] আল-ফারাজদাক্বও জারিরের প্রত্যুত্তরে তাকে কুৎসা করেন এবং নিজ গোত্রের প্রশংসা করে গর্বমূলক (الفخر) 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৬০২] শেষাংশে প্রশংসামূলক (المدح) 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।

ত্রয়োদশ 'নাক্বা'ইদ'

এই 'নাক্বা'ইদ'টি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'الكامل', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'م'। আল-ফারাজদাক্ব জারিরকে কুৎসা করে ২৪ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৬০৩] প্রথমে হারানো স্মৃতি রোমন্থন করে প্রণয়মূলক (الغزل) 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। বিলুপ্ত ও বিস্মৃত ঘরের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।[৬০৪] আল-ফারাজদাক্বের পূর্ব পুরুষগণ অনেক সম্পদশালী ছিল বলে প্রায়ই তিনি এ নিয়ে গর্ব (الفخر) প্রকাশ করেন।[৬০৫] জারিরের গোত্র তার তুলনায় অনেক নিচু ছিল। এ বিষয়টি ফারাজদাক্ব তুলে ধরে তার নিন্দা (الهجاء) বর্ণনা করেন। জারির তার প্রতিবাদ করে ৩১ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৬০৬] এখানে জারির প্রথমেই প্রণয় (الغزل) কেন্দ্রিক আলোচনা তুলে ধরেন।[৬০৭] আল বা'ইসের প্রসঙ্গ টেনে বলেন যে, বা'ইস হলো কুড়া ভক্ষণকারীদের

---

[৫৯৯] وهل كان الفرزدق غير قرد ٭ أصابته الصواعق فاستدارا

- আল ফারাজদাক্ব হলো প্রকৃত বানর! বজ্রধ্বনি তাঁর চারপাশে প্রদক্ষিণ করছে।

[৬০০] فوارسنا عتيبة وابن سعد ٭ وقواد المقانب حيث سارا

- আমাদের অশ্বারোহী সৈন্য হলো উতাইবাহ ও ইবনু ছা'দ। আমাদের অশ্বারোহী নেতা যখন চলে, তখন তাদের পানির প্রয়োজন হয় না।

[৬০১] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১৮৭-১৯২

[৬০২] جر المخزيات على كليب ٭ جرير ثم ما منع الذمار

- জারির কুলায়ব বংশের জন্য অসম্মান বয়ে আনছে। এরপরেও সম্পদশালীরা কেউ তাকে এধরনের কাজ হতে বারণ করেননি।

[৬০৩] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১৯২-১৯৭

[৬০৪] عفي المنازل أخر الأيام ٭ قطر و مور و اختلاف نعام

- উটপাখির আসা যাওয়া ও ঘূর্ণন এবং বৃষ্টির ফোঁটা শেষ দিনে গৃহটিকে নিশ্চিহ্ন করেছে।

[৬০৫] إن الأقارع و الحتات و غالبا ٭ و أبا هنيدة دافعوا لمقامي .

- আমার পূর্ব পুরুষগণের গোত্র আক্বারি'য়, হুতাত, গালিব ও আবু হুনায়দাহ এর মতো সম্মানী ও সম্ভ্রান্ত গোত্র আমার কাছে উল্লেখ করো।

[৬০৬] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১৯৭-২০১

[৬০৭] لوكان عهدك كالذي حدثتنا ٭ لوصلت ذاك فكان غير رمام

- তুমি যেভাবে অঙ্গীকার করেছিলে, তা যদি সেরকমটা হতো! তাহলে অনায়াসে শত প্রতিবন্ধকতা ত্যাগ করে আমি অবশ্যই তোমার কাছে পৌঁছে যেতাম।

Dhaka University Institutional Repository

(الهجاء) সন্তান। যারা দরিদ্রতার কষাঘাতে তুষ ও ভুসিভক্ষণ করে জীবনধারণ করেছে।[৬০৮] আল-বা'ইসের বর্ণনা দানের পর তিনি আল-ফারাজদাক্বের কুৎসা বর্ণনা করেন।[৬০৯]

চতুর্দশ 'নাক্বা'ইদ'

এই 'নাক্বা'ইদ'টি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'الكامل', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'ل'। আল-ফারাজদাক্ব জারিরকে কুৎসা করে ১০০ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৬১০] 'নাক্বা'ইদ'-এর শুরুতেই তিনি স্বীয় গোত্র তামীমের প্রশংসামূলক (المدح) বর্ণনা প্রদান করেন। আরবের শ্রেষ্ঠ গোত্র হিসাবে তামীম গোত্রের স্থান প্রদান করে গর্বমূলক (الفخر) বর্ণনার অবতারণা করেন।[৬১১] নিজ গোত্রের নেতাদেরকে আসমান ও নক্ষত্রের সাথে তুলনা করেন।[৬১২] তারা সম্মান নিয়ে যেমন গর্ব প্রকাশ করতেন, তেমনি সংখ্যাধিক্যতা, সম্পদ, অর্জিত প্রাচূর্য ও খাদ্য সামগ্রি নিয়েও গর্ব প্রকাশ করতেন। একইভাবে ফারাজদাক্ব তাঁর ভাষা নিয়েও গর্ব প্রকাশ করেন। নিজেদের ভাষাকে আরো শক্তিশালী প্রমাণ করার জন্য আল-ফারাজদাক্ব অনেক জায়গায় কুরআনের ধাঁচ ও রীতির অনুসরণ করেছেন। এমনকি কুরআন থেকে শব্দও চয়ন করেন। জারিরের গোত্রকে কুৎসা (الهجاء) করে তাদের নারীদেরকে কুকুরের সাথে তুলনা করেন। তাদের বিভিন্ন মন্দ গুণাবলিকে তুলে ধরেন। এমনকি নারীদের গুপ্তাঙ্গের বর্ণনা দানেও সংকোচ করেন নি।[৬১৩] তাদের নানা নিন্দামূলক দিক বর্ণনার সময় তাদের কৃত স্ত্রীদের প্রতি অবিচারও তুলে ধরেন। আবার কুৎসা করার ছলে কখনো একে অপরের প্রতি অপবাদও প্রদান করেন। নিন্দা ও তিরস্কারের (توبيخ) এক পর্যায়ে তিনি প্রতিপক্ষকে অভিশপ্ত হিসাবে উল্লেখ করেন এবং তাদেরকে পুরুষরূপী নারী বলে অভিহিত করেন।[৬১৪] জারির তার প্রতিবাদ করে ৭০ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৬১৫] প্রাচীন

---

[৬০৮] إن ابن آكلة النخابة قد جنى ٭ حربا عليك ثقيلة الأجرام

- হে কুড়া ভক্ষণকারীর ছেলে! তোমাকে তো যুদ্ধের মাঠ থেকে কুড়িয়ে এনেছে। আর এটি তোমার অপরাধকে আরো ভারী করেছে।

[৬০৯] خلق الفرزدق سوءة في مالك ٭ ولخلف ضبة كان شر غلام

- মালেক ইবনু হানজালাহ ও তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের লজ্জাকর সৃষ্টি আল ফারাজদাক্ব একজন কুৎসিত ও দুষ্ট বালক।

[৬১০] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ২০১-২১৪

[৬১১] لا قوم أكرم من تميم إذ عدت ٭ عوذ النساء يسقن كالآجال

- সকল গোত্রের শ্রেষ্ঠ গোত্র হলো বনু তামীম। স্বাচ্ছন্দ্যে মৃত্যু সুধা পানকারীর ন্যায় নারীরাও যুদ্ধের ময়দানে স্বীয় সন্তানসহ গমন করে।

[৬১২] إن السماء لنا عليك نجومها ٭ و الشمس مشرقة وكل هلال

- আমার আসমানসম গোত্রীয় পূর্ব পুরুষগণ তোমাদের কাছে নক্ষত্র, সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায়।

[৬১৩] يرفعن أرجلهن عن مفروكة ٭ مق الرفوغ رحيبة الأجوال

- তারা দীর্ঘ ও সুপ্রসারিত নোংরা গুপ্তাঙ্গের পার্শ্ব থেকেই ঘৃণাভরে তাদের পদযুগল তুলে নিতো।

[৬১৪] نظروا إلي بأعين ملعونة ٭ نظر الرجال وماهم برجال

- তারা আমার দিকে অভিশপ্ত দৃষ্টিতে তাকায়। যারা আমার দিকে মন্দ দৃষ্টিতে তাকায়, তারা হচ্ছে নারীরূপী পুরুষ।

[৬১৫] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ২১৪-২৩৫

Dhaka University Institutional Repository

রীতি অনুসরণ করে প্রণয়ের (الغزل) অবতারণা করেন। কখনো হাদীসে বর্ণিত শব্দাবলিকেও কবিতায় চয়ন করেছেন।[৬১৬] নিজের রচিত কবিতার উপর গর্ববোধ (الفخر) করেন। জারির প্রমাণের চেষ্টা করেন যে, সম্মান ও মর্যাদা কেবল তাঁর গোত্রের জন্যই মানায়। জারির তাঁর পূর্বপুরুষগণের শ্রেষ্ঠত্বে যে ধারাবাহিকতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, তা নিম্নরূপ;

১. উত্তাব ইবনু হারমিউ ইবনি রিবাহ ইবনি ইয়ারবু'
২. 'আউফ ইবনু উত্তাব
৩. ইয়াযিদ ইবনু 'আউফ

জারির তার গোত্রের বিভিন্ন যুদ্ধের বর্ণনা (الأيام و الحروب) প্রদান করেন। যেমন, 'আল-ওয়াক্বীত' ও 'গাবীত্ব' ইত্যাদি। জারিরের বিরুদ্ধে ফারাজদাক্বের কবিতা রচনায় আল-বা'ইস ও আল-আখতাল সহায়তা করেছেন। তাই জারিরও আল-বা'ইসকে কেন্দ্র করে ফারাজদাক্বকে নিন্দা (الهجاء) করেন।[৬১৭] কখনো নারীদেরকে নিয়ে নানা ধরনের মন্তব্যের মাধ্যমে কুৎসা বর্ণনা করেন।

পঞ্চদশ 'নাক্বা'ইদ'

এই 'নাক্বা'ইদ'টি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'الكامل', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'ر'।

আল-ফারাজদাক্ব জারিরকে কুৎসা করে ৩৯ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৬১৮] প্রথমে জারিরের গোত্রের সাথে বিজয় লাভ করা যুদ্ধ ও তার ঘটনাবলি তুলে ধরে গর্বমূলক (الفخر) বর্ণনা দেন।[৬১৯] শব্দচয়নে যেমনি কুরআন দ্বারা প্রভাবিত হন, তেমনি তিনি ইসলামি ইতিহাসকেও তুলে ধরেন।[৬২০] জারিরের পিতাকে গাধার সাথে তুলনা করে তাঁকে নিন্দা (الهجاء) করেন। কখনো তাদের

---

[৬১৬] يا رب معضلة دفعنا بعد ما * عي القيون بحيلة المحتال

- ওহে! কতক সংকট আমাদের কুশলীদের কৌশল অপারগ হওয়ার পরও আমাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে এবং বাধ্য করেছে। (এখানে তিনি 'معضلة' শব্দটি উমর রা. এর উক্তি 'أغضل بي أهل الكوفة' থেকে নিয়েছেন।)

[৬১৭] أمسى الفرزدق للبعيث جنيبة * كابن اللبون قرينة المشتال

- দুই বছর বয়সের উটের বাচ্চার ন্যায় পুচ্ছ তুলে সঙ্গিনীর সন্ধানে ফারাজদাক্ব আল বা'ইসের সঙ্গ দিয়ে ঝোঁপ-ঝাড়ে সন্ধ্যা করে।

[৬১৮] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ২৩৫-২৪১

[৬১৯] يا ابن المراغة إنما جاريتني * بمسبقين لدي الفعال قصار

- হে গোয়ালার সন্তান! উদারতা ও অবহেলার সাথে যুদ্ধ করেও তোমাদেরকে পরাস্ত করেছি। কীভাবে তুমি আমার সাথে তুলনা করো?

[৬২০] كالسامري يقول إن حركته * دعني فليس علي غير إزاري

- তারাতো সামেরীর ন্যায়। যখন সে বললো যে, যদি এটি নাড়াচাড়া করে তবে ধরে নিবো এটাই আমার রব। এটি ছাড়া আমার কোনো ইলাহ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন।[৬২১] জারির তার প্রতিবাদ করে ৪৪ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৬২২] প্রথমে প্রণয় (الغزل) প্রসঙ্গ, বাস্তুভিটা ও হারানো স্মৃতি রোমন্থন করেন।[৬২৩] জারির গর্ব (الفخر) প্রকাশ করে বলেন, "আমি যার বিপক্ষে লেখি সে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আমার জ্বালাময়ী কবিতার সামনে কেউ টিকতে পারে না।" জারির নিজেকে দিনের সাথে এবং দিনের আলোর সাথে তুলনা করেন।[৬২৪] এই 'নাক্বা'ইদ'-এ জারির কবি আল-ফারাজদাক্ব ও আল-বা'ইস উভয়কে সমানভাবে কুৎসা (الهجاء) করেন।[৬২৫]

ষোড়শ 'নাক্বা'ইদ'

এই 'নাক্বা'ইদ'টি আল-ফারাজদাক্ব ও জারিরের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) '**الطويل**', এবং অন্ত্যমিল (قافية) '**م**'। আল-ফারাজদাক্ব জারিরকে কুৎসা করে **১৫৫** চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৬২৬] এখানে আল-ফারাজদাক্ব কুতাইবা ইবনু মুসলিম (মৃ. ৭১৫ খ্রি.) ও ওয়াক্বী'য় ইবনু হাচ্ছানের (মৃ. ৭১৯ খ্রি.) মৃত্যুতে শোক প্রকাশ (الرثاء) করেন এবং সুলায়মান ইবনু 'আব্দিল মালিক (মৃ. ৭১৭ খ্রি.) এর প্রশংসা করেন। কুতাইবার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "মৃত্যু তার দেহ থেকে প্রাণহরণ করলেও তার আত্মাকে মানুষের মাঝ থেকে নিয়ে যেতে পারেনি। মানুষের ডাকে তিনি এখনো সাড়া দিয়ে থাকেন।)[৬২৭] 'নাক্বা'ইদ'-এর বিশাল অংশ জুড়ে তিনি বনু ক্বায়ছ ও জারিরের

এ চরণে তিনি মূলত কুরআনের (সুরা: ত্বহা, আয়াত নং- ৮৫) 'و أضلهم السامري.' এ আয়াতের ঘটনা প্রবাহের প্রতি ইঙ্গিত করেন।

[৬২১] مثل الكلاب تبول فوق أنوفها * يلحسن قاطرهن بالأسحار

- তোমরা তো কুকুরের মতো! তাদের দাম্ভিকতার উপর মূত্র ত্যাগ করে ফুসফুস দিয়ে তার ফোঁটা লেহন করে থাকো।

[৬২২] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ২৪১-২৪৮

[৬২৩] أبقى العواصف من معالم رسمها * شذب الخيام و مربط الأمهار

- ঘূর্ণিঝড়ের প্রবল বায়ু স্মৃতি ও নিদর্শনসমূহ বিলিন করেনি। মনে হয় যেন, তার অশ্বশাবকের রশি, হাওদা ও তাবুর স্মৃতিগুলোকে ঘষে
  মেজে সুন্দর করেছে।

[৬২৪] فأنا النهار علا عليك بضوئه * و الليل يقبض بسطة الأبصار

- আমি হলাম দিবসের সে আলো, যার উজ্জ্বলতা তোমার থেকেও অনেক উঁচু। বিস্তৃত দৃষ্টিশক্তি ধরে রাখা আলোকিত রজনীর ন্যায়।

[৬২৫] إن الفرزدق والبعيث و أمه * وأبا البعيث لشر ما إستار

- নিশ্চয় আল ফারাজদাক্ব, আল বা'ইস ও তাঁর বাবা মা পর্দার আড়ালে কতই না মন্দ ছিল।

[৬২৬] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ২৪৮-২৮৪

[৬২৭] أبانا بهم قتلى و ما في دمائهم * و فاء و هن الشفيات الحوائم
و راحوا بجسماني و أمسك قلبه * حشاشة بين المصلى و واقم
إذا نحن نادينا أبى أن يجيبنا * و إن نحن فديناه غير الغمائم

Dhaka University Institutional Repository

কুৎসা (الهجاء) করেছেন। এখানে অন্যান্য 'নাক্বাইদ'-এর ন্যায় প্রণয়, গর্ব ও নিন্দাজ্ঞাপক বর্ণনা তুলে ধরেছেন। প্রাচীন রীতি অনুসরণ করে স্বীয় উষ্ট্রির বর্ণনা দিয়েছেন। উৎকর্ষতা, আকর্ষণ ও চাহিদা বর্ণনা করে স্বীয় বাহনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। কুতায়বা ও তামীম গোত্রের উদারতা নিয়ে গর্ব (الفخر) করেন।[৬২৮] ফারাজদাক্বের এই 'নাক্বা'ইদ'-এ ইসলামি প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং কুর'আন থেকে চয়িত রীতি-নীতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।[৬২৯] এমনকি রাসুল (স.)-এর প্রশংসা (المدح) করেন এবং ওয়াকি'য়ের নিন্দা (الهجاء) বর্ণনা করেন।[৬৩০] জারির তার প্রতিবাদ করে ৮৪ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৬৩১] কবি জারির আল-ফারাজদাক্বের প্রত্যুত্তরে নিম্মোক্ত 'নাক্বা'ইদ' রচনায় তিনি প্রাচীন রীতি অনুসরণ করে প্রণয়মূলক (الغزل) বর্ণনার অবতারণা করেন। প্রিয়ার প্রিয় বাস্তুভিটার পুরনো স্মৃতি তুলে ধরে অশ্রু বিসর্জন দেন।[৬৩২] এরপর আল-ফারাজদাক্বের কুৎসা (الهجاء) করেন। তিনি তাঁর এ 'নাক্বা'ইদ' এর শেষের দিকেও প্রশংসা এনেছেন।[৬৩৩] 'কুতায়বা' হত্যার কারণ বর্ণনা ও 'ওয়াকি'য়' এর প্রশংসামূলক (المدح) কাব্য রচনা করেন। জারির আল-ফারাজদাক্ব রচিত

- আমাদের পূর্বপুরুষগণ যারা তাদের হাতে নিহত হয়েছে, আমরা তাদের জন্য কোনো পণ গ্রহণ করিনি। প্রত্যেকটা হত্যার প্রতিশোধ এমনভাবে গ্রহণ করেছি যেটা পিপাসার্ত কোনো নারীর প্রতিষেধক।
- তিনি কায়িক মৃত্যুবরণ করলেও তার আত্মা এখনো রয়ে গেছে। তার আত্মা বিরচণ করে মানুষের মাঝে এবং শহুরে নাগরিকদের মাঝে।
- যখন আমরা তাকে ডাকি, তিনি আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। যখন আমরা তাকে কিছু উৎসর্গ করি। তিনি তা অনায়াসেই গ্রহণ করেন।

[৬২৮] تخلى عن الدنيا قتيبة إذ رأى ٭ تميما عليها البيض تحت العمائم

- কুতায়বা দুনিয়াদারী থেকে বিমুখ। তামীম গোত্র তাঁর মাঝে পেয়েছে শুভ্রতা এবং তার পাগড়ির নিচে পেয়েছে বদান্যতা।

[৬২৯] فإن التي ضرتك لو ذقت طعمها ٭ عليك من الأعباء يوم التخاصم

- বিচার দিবসে যে তোমাকে বাধ্য করবে, তুমি যদি তাঁর পোশাক ও খাদ্যের বোঝার স্বাদ পরখ করতে পারতে!

এ পঙ্‌ক্তিতে 'يوم التخاصم' শব্দটি তিনি কুর'আনের (সুরা: যুমার, আয়াত নং- ৩১) 'ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون' আয়াতের ধাচ অনুসরণ করেছেন।

و لست بمأخوذ بلغو تقوله ٭ إذا لم تعمد عاقدات العزائم

এ পঙ্‌ক্তির 'بلغو' শব্দটি তিনি কুরআনের (সুরা: আল মায়িদা, আয়াত নং- ৮৯) '..... لا يؤاخذكم الله باللغو في' আয়াতের অনুসরণ করে গ্রহণ করেছেন।[৬২৯]

[৬৩০] بلى و أبيك الكلب إني لعالم ٭ بهم فهم الأدنون يوم التزاحم

- হ্যাঁ, আমি জানি তোমার পিতা একটি কুকুর। কোনো ক্ষেত্রে এর থেকেও নিকৃষ্টতর।

[৬৩১] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ২৮৪-৩০৭

[৬৩২] ألا حي ربع المنزل المتقادم ٭ و ما حل مذ حلت به أم سالم

ألا ربما هاج التذكر و الهوى ٭ بتلعة إرشاش الدموع السواجم

- প্রাচীন অঞ্চলের এই ঘরটি এখনো কি অমলিন নেই? (অবশ্যই) উম্মে ছালিমের শৈথিল্য তবুও এটি বিগলিত হয়নি।
- কখনো কি স্মৃতি ও ভালোবাসা উত্তেজিত হয় না? ঝরা অশ্রু কি কপুলের ঐ উঁচু পাহাড় বয়ে যায় না?

[৬৩৩] لقد ولدت أم الفرزدق فاجرا ٭ و جاءت بوزواز قصير القوائم

- আল ফারাজদাক্বের মা এক লম্পট ও পাপিষ্ঠ জন্ম দান করেছেন। তিনি অত্যন্ত দুর্বল ও খাটো এক ভিত্তির উপর স্থাপিত।

Dhaka University Institutional Repository

'নাক্বা'ইদ'-এর প্রত্যুত্তর করতে গিয়ে এখানে গর্ব (الفخر) বর্ণনা করেছেন।[৬৩৪] জারির এই 'নাক্বা'ইদ' এ বিভিন্ন যুদ্ধ ও বীরত্বগাথা (الأيام و الحروب) তুলে ধরেন।

সপ্তদশ 'নাক্বা'ইদ'

এই 'নাক্বা'ইদ'টি আল-ফারাজদাক্ব ও জারিরের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) ' الوافر ', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'با'।

আল-ফারাজদাক্ব জারিরকে কুৎসা করে ১১২ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৬৩৫] প্রিয়ার ভালোবাসায় সিক্ত কবি আল-ফারাজদাক্ব 'নাক্বা'ইদ'-এর প্রথমেই তার প্রণয়ের (الغزل) বিবরণ তুলে ধরেন।[৬৩৬] পরস্পর কাছে আসার বর্ণনাও তিনি দিয়েছেন। এরপর তিনি গর্বমূলক (الفخر) 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। নিজ গোত্রের কৃতিত্ব ও অর্জনের বর্ণনা দান করেন।[৬৩৭] শেষে তিনি প্রতিপক্ষের কুৎসা (الهجاء) বর্ণনা করেন।[৬৩৮] জারির তার প্রতিবাদ করে ৭০ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৬৩৯] প্রথমে গর্ব (الفخر) বর্ণনা করেন। গর্বের পাশাপাশি নিজেদের বীরত্বসমূহ তুলে ধরেন।[৬৪০] এরপর প্রতিপক্ষের নিন্দা (الهجاء) বর্ণনা করেন। জারির যখন 'নুমাইর' গোত্রের নিন্দা করেন, তখন আল-ফারাজদাক্ব 'নুমাইর' ও 'কুলায়ব' গোত্রের মাঝে পার্থক্য তুলে ধরেছেন।[৬৪১] শেষের দিকে বিভিন্ন

---

[৬৩৪] أنا ابن فروع المجد قيس و خندف * بنوا لي عاديا رفيع الدعائم

- আমি ক্বায়েছ ও খিনদিফ গোত্রের মর্যাদাবানদের উৎকর্ষে আরোহণকারীগণের সন্তান। আর তারা তাদের মর্যাদার কারণে উচ্চ স্তম্ভ বিশিষ্ট শত্রু তৈরি করেছেন।

[৬৩৫] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ৩১০-৩২৪

[৬৩৬] و هاج البرق ليلة أذرعات * هوى ما تستطيع له طلابا

- রাতের অশান্ত বিজলীর আলোয় সে অবারিত ভালোবাসার বাহুযুগল প্রসারিত করে দেয়।

[৬৩৭] و نحن الحاكمون على قلاخ * كفينا ذا الجريرة و المصابا

شياطين البلاد يخفن زاري * و حية أريحاء لي استجابا

- আমরাই এ পৃথিবীর বিচারক। অপরাধী ও পীড়িত উভয়ের জন্যই আমরা যথেষ্ট।
- শহরের দুশ্চরিত্ররাও আমার গর্জনকে ভয় পায়। উরাইহাহ শহরের নাগ-নাগীনিও আমার ডাকে সাড়া দেয়।

[৬৩৮] و لا و أبيك ما لهم عقول * و لا وجدت مكاسرهم صلابا

- তোমার ও তোমার পূর্ব পুরুষগণের কারোরই বুদ্ধি নেই। তাছাড়াও তাদের মাঝে কোনো ভিত্তি ও দৃঢ়তা কোনোটিই পাওয়া যায়না।

[৬৩৯] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ৩২৪-৩৪৩

[৬৪০] أنا ابن العاصمين بني تميم * إذا ما أعظم الحدثان نابا

و إن لنا بني عمرو عليهم * لنا عدد من الأثرين ثابا

- আমি হলাম যুগের প্রলয়কালের ছোবলে আক্রান্ত বনু তামীমকে রক্ষাকারীগণের উত্তরসূরি বা সন্তান।
- সংখ্যার আধিক্যতায় ও প্রত্যাবর্তনে আমরা বনী আমরের সমকক্ষ বা তারও উপরে।

[৬৪১] فإنك من هجاء بني نمير * كأهل النار إذ وجدوا العذابا

و لكن قد ورثت بني كليب * حظائرها الخبيثة و الزرابا

- তুমিতো দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির অগ্নিতে ঝাপ দেওয়ার মতো, বনু নুমাইরের নিন্দা বর্ণনা করার মতো আত্মঘাতী কাজে হাত দিয়েছো।
- কিন্ত বনু কুলায়ব রেখে গেছেন নিকৃষ্ট খোঁয়াড় ও এবং গোয়ালঘর।

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধের ঘটনাবলি (الأيام و الحروب) তুলে ধরেন। তার মধ্যে অন্যতম হলো কুলাবের যুদ্ধ, ইরাবের যুদ্ধ ও ফিফির যুদ্ধ।[৬৪২]

অষ্টাদশ 'নাক্বা'ইদ'

এই 'নাক্বা'ইদ'টি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'الطويل', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'دا'।

জারির আল-ফারাজদাক্বকে কুৎসা করে ৪৪ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৬৪৩] প্রণয়মূলক (الغزل) বর্ণনার মাধ্যমে তিনি তার 'নাক্বা'ইদ' আরম্ভ করেন।[৬৪৪] উবাইদ গোত্রের নিন্দা (الهجاء) বর্ণনা করে তাদের অবস্থা তুলে ধরেন।[৬৪৫] পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব (الفخر) প্রকাশ করেন।[৬৪৬] 'নাক্বা'ইদ'গুলিতে প্রাচীন আরবের যুদ্ধের ইতিহাস ছাড়াও বিবিধ ইতিহাস তুলে ধরা হতো। যেমন কা'বা সংস্কারের ঘটনা এ জারিরের 'নাক্বা'ইদ' এ আলোচিত হয়েছে। আল-ফারাজদাক্ব তার প্রতিবাদ করে ২৩ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৬৪৭] আল-ফারাজদাক্ব প্রথমেই গর্বমূলক (الفخر) বর্ণনার অবতারণা করেন।[৬৪৮] এরপর কুলায়ব গোত্রের নিন্দা (الهجاء) বর্ণনা করে পঙ্‌ক্তি রচনা করেন।[৬৪৯]

ঊনবিংশ 'নাক্বা'ইদ'

এই 'নাক্বা'ইদ'টি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'الطويل', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'ح'।

---

[৬৪২] نساءكن يوم إراب خلت * بعولتهن تبتدر الشعابا

- ইরাবের যুদ্ধে তোমাদের নারীগণ প্রবল বেগে ছুটে গিয়ে তাদের স্বামীগণকে বিদ্ধ করেছে।

[৬৪৩] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ৩১০-৩২৪

[৬৪৪] لقد قادني من حب ماوية الهوى * و ما كان يلقاني الجنيبة أقودا

- ভালোবাসার তরল প্রবৃত্তি আমায় পরিচালিত করে। তাই সে পাহাড়ের উঁচু টিলায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চায় না।

[৬৪৫] و كنا إذا سرنا لحي بأرضهم * تركناهم قتلى و فلا مشردا

- আমরা যখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করেছি, তখন তাদেরকে নিহত ও বাস্তুচ্যুত হতে দেখেছি।

[৬৪৬] و أورثني الفرعان سعد و مالك * سناء و عزا في الحياة مخلدا

- আজীবনের তরে স্থায়ীভাবে ফার'আন আমার জন্য সৌভাগ্যের প্রতীক। তিনি আমার জন্য রেখে গেছেন আড়ম্বরতা এবং সম্মান।

[৬৪৭] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ৩২৪-৩৪৩

[৬৪৮] أعد نظر يا عبد قيس فربما * أضائت لك النار الحمار المقيدا

- হে 'আবদু ক্বায়েছ' ! তোমার মুক্তিপণ প্রস্তুত রেখো। হয়তো তোমার বন্দী 'হামির' এর জন্য কোনো আলো জ্বালতে পারো।

[৬৪৯] حمار كليبيين لم يشهدوا به * رهانا و لم يلفوا على الخيل رودا

- 'বনু কুলায়ব' এর গাধাগুলি তাদের যুদ্ধবন্দিদের প্রত্যক্ষ করেনি। এমনকি তাদের সন্ধানের জন্য গাধার উপরও আরোহন করেননি।

Dhaka University Institutional Repository

জারির ৬৫ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৬৫০] প্রেয়সীর গুণাগুণ বর্ণনা (الغزل) ও তার পরিত্যক্ত বাস্তুভিটার প্রতি অশ্রু বিসর্জন দিয়ে নিজ দুর্বলতার বিবরণ দিয়েছেন।[৬৫১] সহধর্মিণী সালমার প্রতিও তার হৃদয়ের ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। জারির এই অংশে তার দুই চরম প্রতিদ্বন্দ্বী আল-ফারাজদাক্বের সাথে আল আখতালের নিন্দাও (الهجاء) বর্ণনা করেছেন। নিজ গোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে গিয়ে তার সাথে আল-ফারাজদাক্বের গোত্রের তুলনা করেছেন।[৬৫২] আল-ফারাজদাক্ব তার প্রতিবাদ করে ১১ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৬৫৩] জারিরের এই 'নাক্বা'ইদ' -এ জারির একইসাথে আল-ফারাজদাক্ব ও আল-আখতালকে আক্রমণ করলেও আল-আখতাল এর প্রতিবাদ করেননি। তবে আল-ফারাজদাক্ব ছোট একটি 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেছেন। তিনি প্রথমেই 'ইয়ারবু'য়' গোত্রের সংখ্যাধিক্যের প্রসঙ্গ তুলে গর্ব প্রকাশ (الفخر) করেছেন।[৬৫৪] শেষের দিকে জারির ও ক্বায়েছকে কুৎসা (الهجاء) করে কুকুর বলে সম্বোধন করেন।[৬৫৫]

বিংশ 'নাক্বা'ইদ'

এই 'নাক্বা'ইদ'টি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'الطويل', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'ها'। আল-ফারাজদাক্ব জারিরকে কুৎসা করে ৯৩ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৬৫৬] আল-ফারাজদাক্ব বনু জা'ফরকে কুৎসা করে এই 'নাক্বা'ইদ'টি রচনা করেছেন। প্রথমত তিনি প্রণয়ের (الغزل) অবতারণা করেন। পেয়সীর বিরহে ক্রন্দনে তিনি অন্ধত্ব বরণ করেছিলেন প্রায়। এরপর তিনি গর্বমূলক (الفخر) 'নাক্বা'ইদ'-এর অবতারণা করেন।[৬৫৭] জারিরের কুৎসা (الهجاء) বর্ণনা করে দরিদ্রতা ও তাদের নারীদের অশ্লীলভাবে উপস্থান করেন।[৬৫৮] জারির তার প্রতিবাদ করে ৬৮ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৬৫৯] জারির আল-ফারাজদাক্বের প্রত্যুত্তরে

---

[৬৫০] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ৩৫৮-৩৬৬

[৬৫১] أحبك إن الحب داعية الهوى ٭ و قد كاد با بيني و بينك ينزح

- আবেগের কারণে আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমার ও তোমার মাঝে এই আবেগ প্রতারণা করেছে।

[৬৫২] فخرت بقيس و افتخرت بتغلب ٭ فسوف ترى أي الفريقين أربح

- আমি বনু ক্বায়েছকে নিয়ে গর্ব করি, আর তুমি করো বনু তাগলীবকে নিয়ে। অচিরেই দেখবে কোন গোত্র অধিক লাভবান হবে।

[৬৫৩] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ৩৬৬-৩৬৮

[৬৫৪] تكاثر يربوع عليك و مالك ٭ على آل يربوع فما لك مسرح

- 'ইয়ারবু'য়' তোমাদের সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা করে। আর মালেক গোত্র 'ইয়ারবু'য়' গোত্রের সাথে সংখ্যাধিক্যের প্রতিযোগিতা করে। হে জারির! এখানে তোমার বিচরণের কী আছে?

[৬৫৫] جرير و قيس مثل كلب و ثلة ٭ يبيت حواليها يطوف و ينبح

- জারির ও ক্বায়েছ উভয়ে কুকুরের ন্যায়। একটি বৃহৎ দল এদের চারিপাশে প্রদক্ষিণ করে এবং সারাক্ষণ ঘেউ ঘেউ করে।

[৬৫৬] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ৩৬৭-৩৮২

[৬৫৭] سوى الله إن الله لاشيء مثله ٭ له الأمم الأولى يقوم نشورها

- আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই এবং তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। সবকিছুর শুরুতেও তিনি এবং তার আধিপত্য পুনরুত্থান দিবসেও বিরাজমান থাকবে।

[৬৫৮] لبئس دم المولود مس ثيابها ٭ عشية نادي بالغلام بشيرها

- তার জন্মের রক্ত কতই-না মন্দ! এমন একজনের কাপড়ের স্পর্শ পেলেন, যাকে সন্ধ্যায় বার্তাবাহক গোলাম বলে ডাকতো।

[৬৫৯] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ৩৮২-৩৮৭

Dhaka University Institutional Repository

'বনু জা'ফর'কে প্রশংসা করে নিম্মোক্ত 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। প্রথমেই নারী, প্রণয় (الغزل) ও হারানো স্মৃতি রোমন্থন করেন। বনু ক্বায়ছকে নিয়ে গর্ব(الفخر) করেন। পূর্বপুরুষগণের কৃতিত্ব তুলে ধরেন।[৬৬০] কাব্যের শেষে আল-ফারাজদাক্বের কুৎসা (الهجاء) বর্ণনা করেন। তাকে বিভিন্নভাবে কুৎসা করেন।[৬৬১]

[৬৬০] ألا إنما قيس نجوم مضيئة * يشق دجى الظلماء بالليل نورها

- 'বনু ক্বায়ছ' কি আলোকিত নক্ষত্র নয়? অন্ধকার রজনীর আঁধার কি তার আলোয় বিদীর্ণ হয় না?

[৬৬১] لئن زل يوما بالفرزدق حلمه * و كان لقيس حاسدا لا يضيرها

- অবশ্যই যদি আল ফারাজদাক্বের বদ্ধিমত্তার স্খলন ঘটে, তাহলে ক্বায়েছ গোত্রের প্রতি তাঁর ঈর্ষা অন্যায় কিছু হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

০৫.৩. 'نقائض جرير و الفرزدق' দ্বিতীয় খণ্ড

আবু উবাইদাহ মা'মার আল-মুছান্না (মৃ-২০৯ হি.) রচিত 'نقائض جرير و الفرزدق' দ্বিতীয় খণ্ড।

'নাক্বা'ইদ' নং	১ম পক্ষ (আক্রমণ)	চরণ সংখ্যা	পৃষ্ঠা	২য় পক্ষ (প্রত্যুত্তর)	চরণ সংখ্যা	পৃষ্ঠা
১	আল-ফারাজদাক্ব জারিরকে বলেন	১১৯	৪-২৪	জারির (ফারাজদাক্বের প্রত্যুত্তর)	৭৮	২৪-৪০
২	আল-ফারাজদাক্ব জারিরকে বলেন	৯৩	৪০-৬৩	জারির (ফারাজদাক্বের প্রত্যুত্তর)	৯৬	৬৩-১০২
৩	জারির ফারাজদাক্ব ও আল-বা'ইসকে	৭০	১০৩-১১০	আল-ফারাজদাক্ব জারিরের প্রত্যুত্তরে	৪৭	১১০-১১৬
৪	জারির ফারাজদাক্বকে	২৯	১১৬-১১৯	আল-ফারাজদাক্ব জারিরের প্রত্যুত্তরে	৩০	১১৯-১২২
৫	আল-ফারাজদাক্ব জারির ও বা'ইসকে কুৎসা করে বলেন	৪৪	১২৪-১৫০	জারিরের প্রত্যুত্তর	৬৫	১৫০-১৬০
৬	ফারাজদাক্ব বলেন	৩৫	১৬০-১৬৪	জারিরের প্রতিউত্তর	৩৬	১৬৫-১৬৮
৭	জারির বলেন	১১	১৬৮-১৬৯	ফারাজদাক্ব প্রত্যুত্তরে	১৫	১৭৩-১৭৪
৮	ফারাজদাক্ব বলেন	৪৩	১৭৪-১৮০	জারির প্রত্যুত্তরে	৩৫	১৮১-১৮৪
৯	জারির বলেন	১৯	১৮৮-১৯১	ফারাজদাক্ব প্রত্যুত্তরে	১৯	১৯১-১৯৪
১০	জারির বলেন	৫	১৯৫-১৯৫	ফারাজদাক্ব প্রত্যুত্তরে	১	১৯৫
১১	ফারাজদাক্ব বলেন	১৭	১৯৭-১৯৮	জারির প্রত্যুত্তরে	৮১	১৯৯-২০৭
১২	জারির বলেন	৪	২০৭	ফারাজদাক্ব প্রত্যুত্তরে	১৫	২০৭-২০৯
১৩	ফারাজদাক্ব বলেন	১৪	২১০-২১১	জারির প্রত্যুত্তরে	২৩	২১১-২১৩
১৪	ফারাজদাক্ব বলেন	৩	২১৩-২১৪	জারির প্রত্যুত্তরে	৩	২১৪
১৫	জারির বলেন	১১৫	২১৪-২২৬	ফারাজদাক্ব প্রত্যুত্তরে	৯০	২২৬-২৩৫
১৬	ফারাজদাক্ব জারিরের কুৎসা করে বলেন	২৪	২৩৫-২৪১	জারির প্রত্যুত্তরে,আখতাল মুঃ ইবনু উমাইর এর কুৎসা	৯২	২৪১-২৫১
১৭	ফারাজদাক্ব জারিরের কুৎসা করে বলেন	৮৫	২৫৪-২৭০	জারির প্রত্যুত্তরে	৪২	২৭০-২৭৪
১৮	ফারাজদাক্ব বলেন	৪৩	২৭৫-২৮২	জারির প্রত্যুত্তরে	১৪	২৮২-২৮৪

Dhaka University Institutional Repository

'নাক্বা'ইদ' নং ০১

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি আল-ফারাজদাক্ব ও জারিরের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'طويل', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'ها'। আল-ফারাজদাক্ব ১১৯ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৬৬২] জারির তার প্রতিবাদ করে ৭৮ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৬৬৩] আল-ফারাজদাক্বের রচিত এই নাক্বা'ইদের প্রথমাংশে নিম্মোক্ত বিষয়াবলি পাওয়া যায় : কবি তার প্রেমিকার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে প্রণয় (الغزل) বর্ণনা করেন।[৬৬৪] নিজেদের আতিথেয়তা ও দানশীলতার বিবরণ দিয়ে গর্ব (الفخر) প্রকাশ করেন। ধর্মে-কর্মে তাদের যে কার্যক্রম ছিল তাও তুলে ধরেন।[৬৬৫] প্রতিপক্ষের নেতিবাচক দিকসমূহ তুলে ধরে কুৎসা (الهجاء) বর্ণনা করেন।[৬৬৬] জারির প্রত্যুত্তরে ৭৮ পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট যে নাক্বা'ইদ রচনা করেন, সেখানে তিনিও প্রথমে প্রণয়মূলক (الغزل) আলোচনার অবতারণা করেন। তার প্রেয়সীর উপর নির্যাতনের নানা দিক তিনি এখানে তুলে এনেছেন।[৬৬৭] জারির আল-ফারাজদাক্বের রচিত কুৎসার প্রত্যুত্তর দিয়ে কুৎসামূলক 'নাক্বা'ইদ' (الهجاء) রচনা করেন।[৬৬৮]

---

[৬৬২] আবু 'উবাইদাহ মা'মার ইবনু আল মুছান্না, ওয়াদ্বিহ আল হাওয়াশী, খলিল ইমরান আল মানসূর, *كتاب النقائض* , (লেবানন : বৈরুত,
দারুল কুতুব আল 'ইলমিয়্যাহ , ১ম সংস্করণ, খ-১, ১৪১৯ হি.) : ৪-২৪

[৬৬৩] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ২৪-৪০

[৬৬৪] إذا هن ساقطن الحديث كأنه * حنى النحل أو أبكار كرم يقطف
فكيف بمحبوس دعاني و دونه * دروب و أبواب و قصر مشرف
بأرض خلاء وحدنا و ثيابنا * من الريط و الديباج درع و ملحف

- যখন তারা আস্তে আস্তে কথা বলে নিম্নগামী হলো। মনে হয় যেন, মৌমাছির চাক ঝুঁকেছে। অথবা আঙ্গুর ফল নুয়ে পড়েছে।
- কীভাবে আমাকে কাছে ডাকে? অথচ তার কাছে পৌঁছার নাই কোনো গলি বা পথ, নাই কোনো গৌরবময় প্রাসাদ বা অট্টালিকা।
- নির্জন ফাঁকা জায়গায় সে রেশমি ও বিলাসবহুল পোশাক পরিধান করে ঢিলা চাদরে নিজেকে আবৃত করে আমার সাথে দেখা করে।

[৬৬৫] ترى جارنا فينا يجير و إن جنى * فلا هو مما ينطف الجار ينطف
و قد علم الجيران أن قدورنا * ضوامن للأرزاق والريح زفزف
وجدنا أعز الناس أكثرهم حصى * و أكرمهم من بالمكارم يعرف

- তুমি দেখো! আমাদের আত্মীয় ও প্রতিবেশীগণ আমাদের এখানেই আশ্রয় নিয়ে থাকে। তারা আমাদের এখানেই স্বস্তি লাভ করে। আমরাই তাদের জন্য ও তাদের উটের জন্য ঢেলে দেই।
- আমাদের আত্মীয় ও প্রতিবেশিরাও জানতো যে, আমাদের পাতিল সর্বদায় খাদ্যে পূর্ণ থাকে। প্রবাহিত হয় সে পাতিল থেকে প্রাণ শীতলকারী সুঘ্রাণ।
- আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্মানী লোকদেরকে পেয়েছি। যাদের অধিকাংশই পাথর ছুঁড়ে মেরেছে এবং তাদেরকে সবাই দানশীল ও বদান্যতার দৃষ্টান্ত হিসাবে জানে।

[৬৬৬] فإنك إذ تسعى لتدرك دارما * لأنت المعنى يا جرير المكلف
و أم أقرت من عطية رحمها * بأخبث ما كانت له الرحم تنشف

- হে জারির! যদি তুমি দারিম গোত্রের নিকটবর্তী হতে চেষ্টা করো, তবে কেবল তুমি নিজেকে কষ্ট প্রদানকারীই হবে।
- তার মাতা স্বামী আত্বিয়াহ হতে যে পাপিষ্টকে ধারন করেছে, তা তার গর্ভকে শুষে নিয়েছে।

[৬৬৭] و لو علمت علمي أمامة كذبت * مقالة من ينعى علي و يعنف

Dhaka University Institutional Repository

‘নাক্বা’ইদ’ নং ২

এই ‘নাক্বা’ইদ’-টি আল-ফারাজদাক্ব ও জারিরের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) ‘طويل’, এবং অন্ত্যমিল (قافية) ‘ء’। আল-ফারাজদাক্ব জারিরকে কুৎসা করে ৯৩ চরণ বিশিষ্ট ‘নাক্বা’ইদ’ রচনা করেন।[৬৬৯] প্রথে নাজরান অঞ্চলের গুণাগুণ তুলে ধরে প্রশংসা করেন। নাজরানের উর্বর ভূমি ও পশুরাজির বিবরণ তুলে ধরেন। এরপর জারিরকে কুৎসা (الهجاء) করে পঙ্‌ক্তি রচনা করেন।[৬৭০]

জারির তার প্রতিবাদ করে ৯৬ চরণ বিশিষ্ট ‘নাক্বা’ইদ’ রচনা করেন।[৬৭১] এখানে জারির প্রথমেই প্রণয়ের (الغزل) অবতারণা করেন।[৬৭২] তিনি তার প্রেয়সীর নিকট তার প্রতিপক্ষের নানাবিধ ত্রুটি উপস্থাপন করেন। এরপর তিনি আল-ফারাজদাক্বের নিন্দা (الهجاء) বর্ণনা আরম্ভ করেন।[৬৭৩] এখানে

- যদি সে চাক্ষুষ জানতো, আমার ভালোবাসা সত্য। হায় ! তবুও সে আমার নিবন্ধকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো। আমার সকল তথ্য মানুষকে জানিয়ে দিতো এবং কঠোর আচরণ করতো।

[৬৬৮] ألم تر أن الله أخزى مجاشعا * إذا ضم أفواج الحجيج المعرف

و ما زلت موقوفا على باب سوءة * و أنت بدار المخزيات موقف

- তুমি কি দেখনি? যখন তারা পরস্পর মিলিত হয়েছিল আরাফায়, তখন মুজাশি‘য়কে আল্লাহ কীভাবে লাঞ্ছিত করেছেন।
- লজ্জাকর অবস্থান থেকে তুমি অবিচল আছো। তুমি অপমানকর গৃহের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছো।

[৬৬৯] আবু ‘উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ৪০-৬৩

[৬৭০] أنا البدر يعشي طرف عينيك فالتمس * بكفيك يابن الكلب هل أنت نائله

تصاغرت يا ابن الكلب لما رأيتني * مع الشمس في صعب عزيز معاقله

ألا تفتري إذ لم تجد لك مفخرا * ألا ربما يجري مع الحق باطله

فتعلم أن لو كنت خيرا عليهم * كذبت ، و أخزاك الذي أنت نائله

- আমি হলাম পূর্ণিমা। যেটি তোমার দৃষ্টির পাশেই বাস করে। হে কুকুরপুত্র! অতএব দুহাত বাড়িয়ে অনুসন্ধান করো। তুমি কি অনুধাবন করতে পারছো?
- হে কুকুরপুত্র! উঁচু দুর্গের উপর আমাকে সাহসী, প্রভাবশালী ও সূর্যের সাথে দেখেই তুমি ছোট হয়ে যাও।
- যখন তুমি তোমার জন্য গর্ব করার মতো কিছু না পাও, তখন মিথ্যা অপবাদ দাও না কি? সত্যের সাথে মিথ্যা প্রবাহিত হয় কি?
- যদি তুমি মনে করো যে, তুমি আমাদের থেকে উত্তম, তবে তুমি মিথ্যাবাদী। আর আল্লাহ তোমাকে এভাবেই মিথ্যার দ্বারা লাঞ্ছিত করেছেন।

[৬৭১] আবু ‘উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ৬৩-১০২

[৬৭২] أجن الهوى أم طائر البين شفني * بجمد الصفا تنعابه و محاجله

لقد طال كتماني أمامة حبها، * فهذا أوان الحب تبدو شواكله

- আবেগে মাতলামি করাই কি প্রেম? নাকি কাকের শত্রুতা? আন্তরিক বন্ধুত্বের শক্ত ও উচ্চভূমিতে তার নুপুরের ঝনঝনানি ও মায়াবী ডাক আমাকে আরোগ্য দান করে।
- তাঁর ভালোবাসার সামনে যদি আমার এই সত্য লুকানো দীর্ঘায়িত হতে থাকে, তাহলে তার প্রতি আমার এই ভালোবাসা স্বভাবে পরিণত হয়ে প্রকাশ পাবে।

[৬৭৩] أصعصع ما بال أدعائك غالبا * و قد عرفت عيني جبير قوابله

أصعصع أين السيف عن متشمس * غيور أربت بالقيون حلائله ؟

- হে সা‘সা‘আ! তোমার এই প্রাধান্যতার দাবি কিসের ভিত্তিতে? অথচ আমার চোখ তা ধাত্রীদের অহংকারের ন্যায় দেখছে। হে সা‘সা‘আ! রোদ পোহানো (নাজিয়া ইবনু ইক্বাল) তোমার তরবারি কোথায়? ঈর্ষান্বিত এক কামারকে বড় করে তাঁর বৈধতা প্রদান করেছো।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আল-ফারাজদাক্বের রচিত পঙ্‌ক্তির অনুরূপ (৬১ নং পঙ্‌ক্তি) পঙ্‌ক্তিও রচনা করেন। যুদ্ধের ময়দানে তাদের ও তাদের বীরত্ব ও তেজ বর্ণনা করে গর্ব (الفخر) প্রকাশ করেন।[৬৭৪]

'নাক্বা'ইদ' নং ০৩

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'طويل', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'ع'। জারির ৭০ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৬৭৫] এখানে আল-ফারাজদাক্বের পাশাপাশি তিনি আল-বা'ইসকেও নিন্দা করেন। প্রথমেই তৎকালীন সমাজে প্রচলিত কার্যাবলির বিবরণ তুলে ধরেন।[৬৭৬] আল-ফারাজদাক্বকে নিন্দা (الهجاء) করে তার পূর্বপুরুষগণকেও আক্রমণ করেন।[৬৭৭] নিজে গোত্রের কৃতিত্ব তুলে ধরে গর্ব (الفخر) প্রকাশ করেন।[৬৭৮] নিজ গোত্রের নেতৃত্বকে পাহাড়ের সাথে তুলনা করেন। আল-ফারাজদাক্ব তার প্রতিবাদ করে ৪৭ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৬৭৯] তিনি প্রথমেই নিজ গোত্রের মহানুভবতা ও রাসূল (সা.) এর সাথে সখ্যতার বিবরণ দিয়ে গর্ব প্রকাশ করেন।[৬৮০] আল-ফারাজদাক্বের পূর্বপুরুষ 'আক্বরা'য় ইবনু হাবিস

---

[৬৭৪] لنا إبل لم تستجر غير قومها ، * و غير القنا ، صما تهز عوامله

أنا الدهر يفني الموت و الدهر خالد * فجئني بمثل الدهر شيئا يطاله

- আমাদের উট স্বীয় গোত্র ছাড়া কারো কাছে সাহায্য চায় না। এটি এমন বধিরের ন্যায় যে, বর্শা ছাড়াই বিনা কারণে কাঁপিয়ে যায়।
- আমি হলাম মহাকাল। মৃত্যুকে নিঃশেষ করে এই মহাকাল চিরস্থায়ী। এই মহাকালের মতো এমন কোনো দৃষ্টান্ত আনো যা এর থেকেও প্রলম্বিত।

[৬৭৫] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১০৩-১১০

[৬৭৬] يسمن كما سام المنيحان أقدحا * نحاهن من شيبان سمح مخالع

تحن قلوصي بعد هدء و هاجها * و ميض على ذات السلاسل لامع

- তারা ব্যর্থ জুয়াড়ীদের মতো অভিপ্রায় ব্যক্ত করলো। এমনকি তারা তাদের বার্ধক্যেও এর প্রতি উদার হবার মনস্থ করলো।
- রাতের প্রহরের পরে সে আমার লম্বা পা বিশিষ্ট শক্তিশালী উটের আকাঙ্খা করে এবং তার নিন্দা করে। যেটি কোমলতায় ও স্বচ্ছতায় দীপ্তিমান ও চকচকে।

[৬৭৭] و لما رأيت الناس هرت كلابهم * تشيعت ، إذ لم يحم إلا المشايع

و ما سلمت منها حوي و لا نجت * فروج البغايا ضمضم و الصعاصع

- আমি মানুষকে দেখলাম যে, তাদের কুকুরের ঘেউঘেউকে সমর্থন করছে। তবে তাদেরকে অনুসরণ করে দেখলাম যে, তার পক্ষীয় লোক ছাড়া কেউ সমর্থন করছেনা।
- হুবাই ইবনু সুফিয়ান তার থেকে পরিত্রাণ পায়নি। দামদাম ইবনু 'ইক্বাল ও সা'সা'আর সন্তানদের থেকে পতিতাদের যৌনাঙ্গও রক্ষা পায়নি।

[৬৭৮] لنا جبل صعب ، عليه مهابة * منيع الذرى في الخندفيين فارع

- আরবের গোত্রসমূহের মাঝে উৎকর্ষে ছাড়িয়ে যাওয়া আমাদের গোত্র। আমাদের সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন শক্তিশালী পাহাড়ের ন্যায় সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় তত্ত্বাবধায়ক বিদ্যমান।

[৬৭৯] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১১০-১১৬

[৬৮০] أولئك أبائي ، فجئني بمثلهم * إذا جمعتنا يا جرير المجامع

نموني فأشرفت العلاية فوقكم * بحور ، و منا حاملون و دافع

- তারাই হলো আমার পূর্বপুরুষ। তাদের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কাউকে আনতে পারবে? পারলে নিয়ে এসো। হে জারির! প্রয়োজনে তুমি তোমার গোত্রের সকলকে নিয়ে এসো।
- তারা আমাকে উন্নত আসনে সমাসীন করে গেছেন। কাব্য ও ছন্দে আমি তোমার উপরে সমাসিত। তারাই হলেন আমাদের বাহক ও চালিকাশক্তি।

Dhaka University Institutional Repository

রাসুল (সা.) এর সাথে দেখা করে কথা বলেছেন। কাব্যে তিনি সেদিকে ইঙ্গিত করেন।[৬৮১] জারিরকে কুকুর পুত্র বলে সম্বোধন করে তিনি তার কুৎসা বর্ণনা করেন।[৬৮২]

'নাক্বা'ইদ' নং ০৪

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'طويل', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'ل'। জারির ২৯ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৬৮৩] কবি জারির প্রতিপক্ষ আল-ফারাজদাক্ব ও যাবারক্বান বিন বাদার বিশেষত আইয়াশ, তার ভাই ও তাদের মা হুনাইদা বিনতু সা'সা'আ (যিনি আল-ফারাজদাক্বের চাচা) তাকে উদ্দেশ্য করে এই কবিতা রচনা করেছেন। শুরুতেই প্রণয়মূলক (الغزل) পঙ্‌ক্তি সংযোজন করেন।[৬৮৪] প্রতিপক্ষ আল-ফারাজদাক্বকে তিনি বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে কুৎসা (الهجاء) করেন।[৬৮৫] আল-ফারাজদাক্ব তার প্রতিবাদ করে ৩০ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৬৮৬] যুদ্ধের ময়দানে জারিরের গোত্রের বিভিন্ন দুর্বলতা তুলে ধরে তার কুৎসা বর্ণনা করেন।[৬৮৭] নিজেদের সম্মান ও মর্যাদার বিবরণ এবং রাসূল (সা.) এর সাথে তাদের গোত্রের প্রতিষ্ঠিত সম্পর্ককে তুলে ধরে গর্ব (الفخر) প্রকাশ করেন।[৬৮৮]

---

[৬৮১] منا الذي اختير الرجال سماحة ٭ و خيرا إذا هب الرياح الزعازع

و منا الذي أعطى الرسول عطية ٭ أسارى تميم ، و العيون دوامع

- যে সমস্ত মানুষ সমৃদ্ধি ও মহানুভবতা অর্জন করতে চায়, তারা বায়ুর ঝাঁকুনীতেই জাগ্রত হয়।
- যারা রাসুল (সা.)-কে উপহার প্রদান করেছেন। তাকে তামীম গোত্রীয় অঞ্চলে ভ্রমণ করানো হলে তার আঁখিদ্বয় অশ্রুসিক্ত হবে।

[৬৮২] إذا أنت يا ابن الكلب ألقتك نهشل ٭ ولم تك في حلف فما أنت صانع؟

- হে কুকুরপুত্র! তোমাকে যখন নাহশাল গোত্রের নিকট উপস্থাপন করা হলো। (তখন তুমি তো কেবল শপথ করোনি।) তাহলে তুমি কার তোষামোদে নিয়োজিত?

[৬৮৩] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১১৬-১১৯

[৬৮৪] أمن عهد ذي عهد تفيض مدامعي ٭ كأن قذى العينين من حب فلفل

لها مثل لون البدر في ليلة الدجى ٭ و ريح الخزامى في دماث مسيل

- এটা কি সে জায়গা নয়? যেখানে আমাদের প্রতিজ্ঞা অনুষ্ঠিত হয়েছিল? আমার অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে, যেন গোলমরিচের বিচি আমার আঁখিদ্বয়ে মর্দন করেছে।
- আঁধার রজনীতে সে যেন পূর্ণিমার রঙ্গে রাঙ্গায়িত। কোমলতার নদীতে ভাসমান ফুলের সুবাসে ব্যাকুল হয়ে যাই।

[৬৮৫] ضغا القرد لما مسه الجهد و اشتكى ٭ بنو القين من حد ناب و كلكل

فما لمت نفسي في حديث وليته ، ٭ ولا لمت فيما قدم الناس أولي

- এই কামারের গোত্র আমাদের বক্ষে এবং আমাদের বিষদাঁতের সীমানা অতিক্রম করে যখন কোনো কিছুর চেষ্টা করে, তখন বানরের মতো হুঙ্কার দিতে দিতে তার কষ্ট ব্যক্ত করে।
- তাদের সংলাপের বিষয়ে নিজেকে নিন্দা করিনা। আর কতেক মানুষ কাউকে আমার উপর প্রাধান্য দিলে তাকেও আমি নিন্দা করিনা।

[৬৮৬] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১১৯-১২২

[৬৮৭] عشية وليتم كأن سيوفكم ٭ ذآنين في أعناقكم لم تسلل

و قد ينبح الكلب النجوم و دونها ٭ فراسخ تنضي العين للمتأمل

- তোমাদের তরবারির ন্যায় সন্ধ্যায় তোমরাও তোমাদের কর্তৃত্ব অর্পণ করেছিলে। কখনো পালায়ন না করেই তাঁরা তোমাদের ঘাড়ের উপরে বৃহৎ গাছের ন্যায় গজিয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

'নাক্বা'ইদ' নং ০৫

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি আল-ফারাজদাক্ব ও জারিরের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'طويل', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'م'। আল-ফারাজদাক্ব ৪৪ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৬৮৯] জারিরকে নিন্দা করে এবং আল-বা'ইসকে ইঙ্গিত করে নিম্নোক্ত 'নাক্বা'ইদ' রচিত হয়েছে। প্রথমেই তিনি যুদ্ধের ময়দানে নিজেদের গৌরবগাঁথার বর্ণনা প্রদান করেন।[৬৯০] সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও ব্যক্তিত্ব তুলে ধরেন। তাদের গোত্রের নেতৃস্থানীয় ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের মতো মানুষ জারিরের গোত্রে নেই বলে গর্ব (الفخر) করেন।[৬৯১] জারিরের বিবেক বুদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন যে, তুমি যদি বুদ্ধিমান হতে তাহলে আমার সাথে কাব্য যুদ্ধে নামতে অক্ষমতা প্রকাশ করতে।[৬৯২] এমনকি এখানে তিনি জারিরের মাতাকে অশ্লীলভাবে উপস্থাপন করেন।

জারির তার প্রতিবাদ করে ৬৫ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৬৯৩] পূর্বের ধারাবাহিকতায় তিনি জাহেলি রীতির অনুসরণ করে প্রথমেই প্রণয় (الغزل) ও নারী প্রসঙ্গের অবতারণা করেন।[৬৯৪] প্রণয়ে

- কুকুরের ঘেউ ঘেউ যেমন নক্ষত্রের কোনো ক্ষতি করেনা, তেমনি তোমার নিন্দাও তাদের কোনো ক্ষতি করে না। তোমরা গবেষণা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলেও তাদের স্থান নির্ণয় করতে পারবে না।

[৬৮৮] و إن تهج آل الزبرقان ، فإنما * هجوت الطوال الشم من هضب يذبل

و هم لرسول الله أوفى مجيرهم ، * و عموا بفضل يوم بسر مجلل

- যদি তোমরা যাবারক্বান এর নিন্দা করো, তবে সেটা 'ইয়াযবাল' এর ন্যায় উচ্চ, দীর্ঘ ও উন্নত পাহাড়ের নিন্দা করা হবে।
- তারা রাসুল (সা.)-এর প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে। বুছরের যুদ্ধে তাদের বড়ত্ব ও সম্মানের ব্যাপকতা লাভ করেছে।

[৬৮৯] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১২৪-১৫০

[৬৯০] حقنا دماء المسلمين ، فأصبحت * لنا نعمة يثنى بها في المواسم

عشية سال المربدان كلاهما * عجاجة موت بالسيوف الصوارم

- মুসলমানগণের রক্তই আমাদের বিজয়গাঁথার বড় পরিচায়ক। সেগুলি আমাদের জন্য এমন অনুগ্রহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, শস্যের মৌসুমে আমরা সেগুলি নিয়ে গর্ব করতাম।
- তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে মৃত্যুর ধুঁয়ায় তারা প্রশ্ন করে, এটি কী বসরার মেলা? নাকি তামীম গোত্রের কোনো মেলা?

[৬৯১] يقول كرام الناس إذ جد جدنا، * و بين عن أحسابنا كل عالم

علام تعنى يا جرير، ولم تجد * كليبا لها عادية في المكارم

- আমার পূর্ব-পুরুষগণকে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গও সম্মান করতেন। যুদ্ধের ময়দানে তাদের বিরত্বগাথা সম্পর্কে গোটা জগতের মানুষ অবগত।
- হে জারির! তুমি কিসের উপর ভিত্তি করে বড়ত্ব কামনা করে থাকো? তোমার গোত্রে কুলায়ব গোত্রের মতো কোনো ব্যক্তিই নেই।

[৬৯২] فلو كنت ذا عقل تبينت أنما * تصول بأيدي الأعجزين الألائم

بأي رشاء ، يا جرير و ماتح * تدليت في حومات تلك القماقم

فإنك كلب من كليب لكلبة * غذتك كليب في خبيث المطاعم

- যদি তুমি বিবেকবান হতে, তবে তুমি অবশ্যই যথাযথ শব্দ চয়নে অপারগতা প্রকাশ করে নিজের অক্ষমতার বর্ণনা দান করতে।
- হে জারির! কোন রশি নামিয়ে দিয়ে ও কোন উত্তোলক দিয়ে এমন এক বিখ্যাত কবির তীব্র আক্রমণ থেকে তোমাকে উত্তোলন করবো?
- তুমি 'কুলায়ব' এর কাছে কুত্তীর জন্ম দেওয়া এক কুকুর। যাকে 'কুলায়ব' গোত্র কেবল তাদের নোংরা ময়লা আবর্জনা ভক্ষণ করিয়েছে।

[৬৯৩] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১৫০-১৬০

Dhaka University Institutional Repository

এমন বিবরণ দান করেন, যেন সর্বদায় তার সাথেই তার প্রেয়সী বিচরণ করতো। অতঃপর সমাজ সংস্কারে নিজেদের ভূমিকা তুলে ধরেন। আশ্রয়দাতা হিসাবে নিজেদের অতীত কৃতিত্বকে তুলে ধরে গর্ব (الفخر) প্রকাশ করেন।[৬৯৫] নিজ সম্প্রদায়ের সাথে অন্যান্য গোত্রের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে নিজ গোত্রের প্রশংসা (المدح) বর্ণনা করেন। এমনকি কুরাইশ গোত্রেরও প্রশংসা করেন।[৬৯৬] আল-ফারাজদাক্বের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে তিরস্কার করেন। ফারাজদাক্বের কৃষ্ণবর্ণ তুলে ধরে তাকে ও তার বাবাকে সহসাই কুৎসা (الهجاء) করতেন। এমনকি তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও করেছেন।[৬৯৭] এখানকার কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে তিনি তাদেরকে তিরস্কার করার জন্য বিভিন্ন উপদেশ প্রদান করেছেন। তাছাড়াও তিনি অতীত নিয়ে গর্ব করাকে নিন্দনীয় প্রমাণ করেছেন। প্রতিপক্ষের এ ধরনের গর্ব প্রকাশকে অনুৎসাহিত করেছেন। প্রতিপক্ষকে আক্রমণ, তার পিতা মাতাকে টেনে নিন্দা জ্ঞাপন এমনকি হিজার ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের জন্ম নিয়েও তারা কুমন্তব্য করতে দ্বিধাবোধ করেননি। অনেকগুলো পঙ্‌ক্তিতে এ ধরনের নোংরা আক্রমণ চালিয়েছেন।[৬৯৮]

'নাক্বা'ইদ' নং ০৬

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি আল-ফারাজদাক্ব ও জারিরের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'الوافر', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'ت'। আল-ফারাজদাক্ব ৩৫ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৬৯৯] এই

---

[৬৯৪] لا خير في مستعجلات الملاوم * و لا في خليل وصله غير دائم

تقول لنا سلمى : من القوم ؟ إذ رأت * وجوها كراما لوحت بالسمائم

- তিরস্কার ও নিন্দায় তাড়াহুড়ো করে কোনো সফলতা নেই। প্রেয়সীর সাথে অস্থায়ী সঙ্গ লাভেও কোনো আনন্দ নেই।
- উন্নতি ও সমৃদ্ধির সন্ধানে নানা জায়গায় বিচরণকারী আমাদের এই দলকে প্রত্যক্ষ করে প্রেয়সী সালমা আমাদের জিজ্ঞাসা করলো যে, এরা কোন গোত্রের?

[৬৯৫] فمن يستجرنا لا يخاف بعد عقدنا، * و من لا يصالحنا يبت غير نائم

و نحن تداركنا بحيرا و رهطه * و نحن منعنا السبي يوم الأراقم

- যে আমাদের কাছে আশ্রয়প্রার্থী হয় তার কোনো শঙ্কা থাকেনা। আর যারা আমাদের সাথে সন্ধি বা চুক্তিবদ্ধ হয় না তাদের রাতে ঘুম হয় না।
- আমরা বাহীর ও তাঁর গোত্রকে অনেকবার সংস্কার করেছি। আরক্বামের যুদ্ধে তাদের অনেক যুদ্ধবন্দিদের মুক্তি প্রদান করেছি।

[৬৯৬] فإن قريش الحق لن تتبع، * و لن يقبلوا في الله لومة لائم

- 'কুরাইশ' গোত্র হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা কখনো ভ্রষ্টতার অনুসরণ অনুকরণ করবে না। আল্লাহর ব্যাপারে তাঁরা কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কার গ্রহণ করবেনা।

[৬৯৭] و إن عدت الأيام أخزيت دارما * و تخريك يا ابن القين أيام دارم

هو القين القين لا قين مثله * لفطح المساحي، أو لجدل الأداهم

- যদি যুদ্ধের ঘটনাবলী তুলে ধরা হয় তবে তুমি দারিম গোত্রকে লজ্জিত করবে। হে কামার পুত্র ! দারিম গোত্রের যুদ্ধসমূহ স্মরণ করার ক্ষেত্রে তোমার স্বাধীনতা।
- সে নিজেও কামার এবং তার পিতাও কামার। এমনকি তাদের মতো কোনো কামার আর দ্বিতীয়টি নেই। তেমনি তোমাদের মতো বড় মাথা বিশিষ্ট কোদালধারী ও কালো বেণীর ন্যায় কোনো মানুষও নেই।

[৬৯৮] لقد ولدت أم الفرزدق فاسقا، * وجاءت بوزواز قصير القوائم

- আল ফারাজদাক্বের মাতা একটি পাপিষ্ট জন্ম দিয়েছে। বেঁটে পায়া জীবজন্তুর যৌন মিলনের ন্যায় তার জন্ম।

[৬৯৯] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১৬০-১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

'নাক্বা'ইদ' এর গোড়াতেই কবি আল-ফারাজদাক্ব কুৎসা (الهجاء) বর্ণনা আরম্ভ করেন।[৭০০] তাঁর আক্রমণকে তীব্র করার জন্য তিনি মক্কা ও মসজিদের কসম করেন। তিনি এখানে বুঝাতে চেয়েছেন যে, জারিরের মতো মানুষকে আমি আক্রমণ করে সঠিক পথে আনতে পারবোনা। বরং এই পবিত্র ঘরসমূহের মালিক আল্লাহ হলেন প্রকৃতপক্ষে হিদায়াতের মালিক। তিনি যদি হেদায়াত দান করেন. তবেই জারির নিজের ভুল বুঝবে এবং সুধরে নিবে নিজেকে। নিজ গোত্রকে পাহাড়ের সাথে তুলনা করে গর্ব (الفخر) করেন।[৭০১] পাহাড়কে যেমন তীর দিয়ে আঘাত করে স্থানচ্যুত করা যায় না, তেমনি আল-ফারাজদাক্বের গোত্রকে কুৎসা করে কিছু করা যায় না। পূর্বপুরুষ ছা'ছা'আ ও দারিম গোত্রকে তুলে ধরে গর্ব করেছেন। তৎকালীন সমাজের গুণিজন কর্তৃক তাদেরকে নিয়ে যে বর্ণনা ছিল তা তিনি এখানে তুলে ধরেছেন।[৭০২] জারির তার প্রতিবাদ করে ৩৬ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭০৩] এখানে তিনি প্রথমেই প্রণয়মূলক (الغزل) বর্ণনার অবতারণা করেন।[৭০৪] প্রতিপক্ষ ফারাজদাক্বকে গোবরে জন্মানো উদ্ভিদের সাথে তুলনা করে তার নিন্দা (الهجاء) করেন।[৭০৫]

'নাক্বা'ইদ' নং ০৭

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'الطويل', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'ق'। জারির **১১** চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭০৬] প্রিয়তমার স্মৃতি ও

---

[৭০০] حلفت برب مكة و المصلى ، ٭ و أعناق الهدي مقلدات

- মক্কা ও মসজিদসমূহের প্রতিপালকের ক্বসম করে বলি, কেননা হেদায়াতের মাল্য তার হাতেই।

[৭০১] فرم بيديك هل تستطيع نقلا ٭ جبالا من تهامة راسيات

و أبصر كيف تنبوا بالأعادي ٭ مناكبها إذا قرعت صفاتي

- তুমি তোমার হাতের তীর নিক্ষেপ করো। তুমি কি পারবে, তিহামার সুদৃঢ় পর্বতকে স্থানচ্যুত করতে?
- দেখো ! কীভাবে শত্রুগণ নিষ্প্রভ হয়ে যায়। আমাদের তরবারিগুলি কীভাবে তাদের কাঁধে আঘাত করে।

[৭০২] بناها الأقرع الباني المعالي ، ٭ و هوذة في شوامخ باذخات

يبعن فروجهن بكل فلس ٭ كبيع السوق خذ مني و هات

كبرن وهن أزنى من قرود ٭ و أنجس من نساء مشركات

و فخرك يا جرير و أنت عبد ٭ لغيرك أبيك إحدى المنكرات

- যাদেরকে আকাশচুম্বি উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেছে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা 'আক্বরা' ইবনু হাবেস', মুর্‌রা ইবনু ছুফিয়ান ইবনি মুজাশি'য় এবং নাহশাল দারিম গোত্রের হাওযা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।
- সে যেকোনো ধরনের মূল্যে তার লজ্জাস্থান বিক্রি করে। বাজারের বিক্রেতাগণ যেমনিভাবে এই বলে বিক্রি করে যে, এই নিন, এটা নিন।
- বয়োবৃদ্ধ হয়েছেন, অথচ বানরের সাথে ব্যভিচারে উদ্বোদ্ধ করেছেন। এবং ব্যভিচারী নারীদেরকেও কলুষিত করেছেন।
- হে জারির! তোমার গর্ব হলো তুমি একটা গোলাম। আর তোমাকে ছাড়া তোমার পিতাও একজন ঘৃনিত ব্যক্তি।

[৭০৩] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১৬৫-১৬৮

[৭০৪] و ما صبري عن الذلفاء إلا ٭ كصبري الحوت عن ماء الفرات

- সুন্দরীতমার প্রতি আমার অধির আগ্রহের অপেক্ষা ও ধৈর্য্য যেন ফুরাত নদীর তিমি মাছের ন্যায়।

[৭০৬] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১৬৮-১৬৯

Dhaka University Institutional Repository

তার বাস্তুভিটার বিবরণ দিয়ে তার কাব্যের সূচনা ঘটান।[৭০৭] রণাঙ্গনে তাদের কৃতিত্ব ও বীরত্বের (الحماسة) বিবরণ দিয়ে গর্ব প্রকাশ করেন।[৭০৮] প্রতিপক্ষের খোলামেলা অশ্লীলতার দিকে ইঙ্গিত করেও তার কুৎসা বর্ণনা করেন।[৭০৯] আল-ফারাজদাক্ব তার প্রতিবাদ করে ১৫ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭১০] আল-ফারাজদাক্ব প্রথমেই জারিরের কুৎসা (الهجاء) বর্ণনা করেন।[৭১১] নিজের ও নিজ গোত্রের নানা ধরনের কৃতিত্বের বিষয় তুলে ধরে গর্ব (الفخر) প্রকাশ করেন।[৭১২]

'নাক্বা'ইদ' নং ০৮

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি আল-ফারাজদাক ও জারিরের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'المتقارب', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'د'। আল-ফারাজদাক্ব ৪৩ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭১৩] জারিরের ন্যায় আল-ফারাজদাক্বও প্রণয় বর্ণনার মাধ্যমে এই নাক্বা'ইদের সূচনা করেন।[৭১৪] যুদ্ধ প্রসঙ্গ তুলে ধরে নিজেদের বীরত্বগাথা (الحماسة) বর্ণনা করে গর্ব করার চেষ্টা করেন।[৭১৫] দারিম গোত্রের সম্মান

---

[৭০৭] ألا حي أهل الجوف قيل العوائق * و من قبل روعات الحبيب المفارق

- প্রতিবন্ধকতার গহ্বরবাসীদের কেউ জীবিত নেই কি? এবং শিহরণ জাগানো আমায় ছেড়ে চলে যাওয়া প্রিয়তমার কেউ?

[৭০৮] صبرنا لهم، و الصبر منا سجية ، * بأسيافنا تحت الظلال الخوافق

و مبد لنا ضغنا ، و لولا رماحنا * بأرض العدى لم يرع صوب البوارق

- আমরা তাদের জন্য ধৈর্য্য ধারণ করতে লাগলাম। তরবারি হাতে পতাকা তলে বসে ধৈর্য্য ধারণ করাটা আমাদের স্বাভাবিক অভ্যাস।
- ওহে! আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী। তোমাদের এই শত্রুতার রণাঙ্গনে আমাদের বর্শা চকচকে দীপ্তিমান না হলেও তোমাদের রক্ষা করবে না।

[৭০৯] و أنتم كلاب النار ترمى وجوهكم * عن الخير لا تغشون باب السرادق

- তোমরাতো অগ্নি কুকুর! আপন চেহারাগুলিকে তাঁবুতে চাদরাবৃত না রেখেই ঘৃনিত কাজে নিক্ষেপ করছো।

[৭১০] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১৭৩-১৭৪

[৭১১] و إنا لنروى بالأكف رماحنا ، * إذا أرعشت أيديكم بالمعالق

- আমাদের বর্শাগুলি দেখানোর জন্য হাতের তালুতে রাখা থাকে। আর তা দেখে তোমাদের হাত প্রকম্পিত হবে এবং বসে আঙুল চুষবে।

[৭১২] كليب وراء الناس ترمى وجوهها * عن المجد لا تدنو لباب لسرادق

و إن ثيابي من ثياب محرق ، * ولم استعرها من معاع و ناعق

- কুলায়ব গোত্রও মানুষের অগোচরে তোমাদেরকে সম্মান করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। লম্বা আলখেল্লাধারীদের নিকটবর্তী হয়েছে।
- আমার এই পোশাক দগ্ধ পোশাক। এটি কারো কোনো বিড়াল বা রাখালের কাছে ধার করা পোশাক নয়।

[৭১৩] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১৭৪-১৮০

[৭১৪] عرفت المنازل من مهدد ، * كوحي الزبور لدى الغرقد

و بيض نواعم مثل الدمى * كرام خرائد من خرد

- 'যাবুর' কিতাবের ন্যায় 'মাহদাদ' এর বাসস্থান নিশ্চয় তুমি চেনো। যেটি চির সবুজাভ বৃক্ষের ন্যায়।
- সে যেন পুতুলের মূর্তির মতোন কোমল, শুভ্র ও মসৃণ পরমা সুন্দরী সতী কুমারী।

[৭১৫] ألسنا بأصحاب يوم النسار * و أصحاب ألوية المربد

Dhaka University Institutional Repository

প্রমাণ করতে গিয়ে সেই গোত্রের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের নাম তুলে ধরে গর্ব (الفخر) প্রকাশ করেন।[৭১৬] নারীদের কুৎসা (الهجاء) করে সামুদ গোত্রের নারীদের সাথে তুলনা করেন। জারির তার প্রতিবাদ করে ৩৫ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭১৭] জারির প্রতিপক্ষ আল-ফারাজদাক্বকে এবং পাশাপাশি আল-আখতাল ও আল-বা'ইসকে এখানে সমালোচনা করেন। আল-ফারাজদাক্বের হিজায ভ্রমণকে উল্লেখ করে সেখানকার অধিবাসীকর্তৃক তার অপমানিত (الهجاء) হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন।[৭১৮] তারা অপরাধীদেরকে সাধারণত ক্ষমা করতেন। যুদ্ধের ময়দানে ক্ষমা করার মতো ভালো গুণাগুণ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করেন।[৭১৯]

'নাক্বা'ইদ' নং ০৯

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'الطويل', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'ب'। জারির ১৯ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭২০] এখানে জারির ফারাজদাক্বের কুৎসা (الهجاء) বর্ণনা করেন।[৭২১] আল-ফারাজদাক্ব তার প্রতিবাদ করে ১৯ চরণ বিশিষ্ট

ألسنا الذين تميم بهم * تسامى و تفخر في المشهد

- 'নিছার' যুদ্ধে ও মিরবাদের 'আলবিয়ার' যুদ্ধে আমরা কি ছিলাম না?
- আমরা কি তামীম গোত্রের সাথে যুদ্ধ করিনি? যা নিয়ে তারা বিভিন্ন সমাবেশে প্রতিযোগিতা করে এবং গর্ব করে!

[৭১৬] و مجد بني دارم فوقه * مكان السماكين و الفرقد

فما حاجب في بني دارم ، * و لا أسرة الأقرع الأمجد

و لا آل قيس بنو خالد ، * و لا الصيد صيد بني مرثد

- 'দারিম' গোত্রের সম্মানতো তাদের অনেক উপরে। তাদের অবস্থান হলো 'ছামকান' ও 'ফারক্বাদ' নক্ষত্রের ন্যায়।
- হাযিব ইবনু যুরারাহ কি 'দারিম' গোত্রের নয়? অতঃপর আক্বরা'য় ইবনু হাবিস এর মতো মর্যাদাবান কোনো পরিবারও নেই।
- ক্বায়েস ইবনু খালিদ এর ন্যায় কোনো গোত্রও নেই। মারছাদ ইবনু ছা'দ এর ন্যায় কোনো শিকারীও নেই।

[৭১৭] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১৮১-১৮৪

[৭১৮] زار الفرزدق أهل الحجاز، * فلم يحظ فيهم و لم يحمد

تقول نوار فضحت القيون، * فليت الفرزدق لم يولد

- আল ফারাজদাক্ব হিজায ভ্রমণ করেন। সেখানে তিনি সম্মানও পাননি এবং প্রশংসিতও হননি।
- স্বীয় সহধর্মীনি তাকে কামার বলে অসম্মান করতো। হায়! যদি আল ফারাজদাক্ব না জন্মাতো।

[৭১৯] فإنا أناس نحب الوفاء، * حذار الأحاديث في المشهد

نعض السيوف بهام الملوك ، * و نشفي الطماح من الأصيد

- আমরাতো ক্ষমা করা পছন্দ করি। সমাবেশস্থলে কথা বলতেও আমরা সতর্কতা অবলম্বন করি।
- রাজার ভালোবাসায় তরবারি আঁকড়ে ধরেছি। তরবারিতেই শিকারীর প্রতি তৃষ্ণা নিবারণের প্রত্যাশা করেছি।

[৭২০] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১৮৮-১৯১

[৭২১] لقد كنت أهلا إذ تسوق دياتكم * إلى آل زيق أن يعيبك عائب

عرفناك من حوض الحمار لزنبة * و كان لضمات من القين غالب

- যখন তুমি দাবিকৃতদেরকে রক্তপণ প্রেরণ করেছো তখন তোমাকে জানিয়েছি 'স্বাগতম'। এতে তোমার দোষ প্রমাণিত করেছি।
- হে ফারাজদাক্ব! তোমার পরিচয় তো আমি গাধার পানি পান করার পাত্র (চৌবাচ্চা) থেকে পেয়েছি। আমার মুখে উঃ ধ্বনিই অধিক উচ্চারিত হতো।

Dhaka University Institutional Repository

'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭২২] আল-ফারাজদাক্বও জারিরের কুৎসা (الهجاء) বর্ণনা করে প্রত্যুত্তর দেন।[৭২৩]

'নাক্বা'ইদ' নং ১০

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'الطويل', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'ب'। জারির ০৫ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭২৪] বিবাহকে কেন্দ্র করে তাদের মাঝে যে বিবাদ তৈরি হয়েছিল তা এই 'নাক্বা'ইদ' -এ আলোকপাত করা হয়েছে। আল-ফারাজদাক্বের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে তার কুৎসা (الهجاء) বর্ণনা করেন।[৭২৫] আল-ফারাজদাক্ব তার প্রতিবাদ করে ০১ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। প্রত্যুত্তরে ফারাজদাক্বও জারিরের কুৎসা (الهجاء) বর্ণনা করেন।[৭২৬]

'নাক্বা'ইদ' নং ১১

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'الطويل', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'عا'। আল-ফারাজদাক্ব ১৭ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭২৭] প্রণয় বর্ণনা (الغزل) করে তিনি এই নাক্বা'ইদ শুরু করেন। স্বল্প সময় প্রেয়সীর নৈকট্য লাভ ও ভ্রমণ তাকে বিমোহিত করেছে। অবশেষে প্রেমিকার মৃত্যুতে তিনি দুঃখিত হয়ে আফসোস করেছেন।[৭২৮]

---

[৭২২] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১৯১-১৯৪

[৭২৩] ألست إذا القعساء أنسل ظهرها ٭ إلى آل بسطام بن قيس بخاطب؟

و إني لأخشى إن خطبت إليهم ٭ عليك الذي لاقى يسار الكواعب

- উঁচু বুক ও ভারী পেটবিশিষ্ট ব্যক্তি কি তোমাকে জন্ম দেয়নি? সে কি বিছতাম ইবনু ক্বায়েছ এর বিয়ের প্রস্তাব দানকারী নয়?
- আমি আশংকা করি যে, তুমি যদি আবার তাকে প্রস্তাব দিয়ে বসো! স্ফীত স্তনবিশিষ্টার আনন্দঘন সাক্ষাত তোমার জন্য হিতে বিপরীত হবে।

[৭২৪] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১৯৫

[৭২৫] يا زيق أنكحت قينا باسته حمم ٭ يا زيق ويحك من أنكحت يا زيق

يا زيق ويحك كانت هفوة غبنا ٭ فتيان شيبان أم بارت بك السوق؟

- হে যীক্ব! তুমিতো ঘর্মাক্ত কামারকে বিবাহ করেছো, ধ্বংস তোমার এবং যে তোমাকে বিবাহ করেছে তার।
- হে যীক্ব! তোমার ধ্বংস হোক! শায়বানের তরুণদের কাছে প্রতারিত হওয়া তোমার নৈতিক স্খলন ছিল? নাকি তোমাকে নিয়ে বাজারে বিক্রি করার মতো ছিল?

[৭২৬] إن كان أنفك قد أعياك محمله ٭ فاركب أتانك ثم اخطب إلى زيق

- যদি তোমার নাসিকা পালকিতে ক্লান্ত হয়ে থাকে, তবে তুমি তোমার উটের উপর আরোহন করো এবং 'যীক্ব'কে প্রস্তাব প্রদান করো।

[৭২৭] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১৯৭-১৯৮

[৭২৮] ليدنيننا ممن إلينا لقاؤه ٭ حبيب و من دار أردنا لتجمعا

و لو نعلم العلم الذي من أمامنا ٭ لكربنا الحادي الركاب فأسرعا

- প্রেয়সীর সাক্ষাত নিকটবর্তী করার জন্য এবং আমাদের কাঙ্ক্ষিত গৃহে একত্রিত করার জন্য তাদের ভ্রমণ ও চেষ্টায় আমি আশ্চর্য হয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

জারিরের স্ত্রীকে ইঙ্গিত করে তিনি কুৎসা (الهجاء) বর্ণনা করেন।[৭২৯] জারির তার প্রতিবাদ করে ৮৩ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭৩০] জারির তার প্রেমিকার সুর ও গানের বর্ণনা দান করে প্রণয়মূলক (الغزل) আলোচনার অবতারণা করেন।[৭৩১] জারির ফারাজদাক্বকে শিশু আখ্যায়িত করে তার কুৎসা (الهجاء) বর্ণনা করেন। তাকে দুধের উটের বাচ্চার সাথে তুলনা করেন।[৭৩২] নিজে সমসাময়িক সকলের প্রত্যুত্তর দান করেছেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর যেন কেউ কুৎসা করে তাকে ছোট করতে না পারে তার প্রতিও তিনি ইঙ্গিত করেছেন।

'নাক্বা'ইদ' নং ১২

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'الطويل', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'ح'।

জারির ০৪ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭৩৩] 'যায়েদ ইবনু নাজ্জার' হতে জারির একটি দাসী ক্রয় করেছিল। জারির এখানে যায়েদের সাথে ঐ দাসীর সখ্যতা ও ভালোবাসার (الغزل و المرأة) বিবরণ তুলে ধরেছে।[৭৩৪] আল-ফারাজদাক্ব তার প্রতিবাদ করে ১৫ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭৩৫]

- যদি জানতাম তার মৃত্যু আমার এতো দ্রুত দেখতে হবে, তাহলে ভ্রমণ দলের নেতাকে দ্রুত আবার ফিরে আসতে বলতাম।

[৭২৯] لعمري لقد قالت أمامة إذ رأت * جريرا بذات الرقمتين تشنعا

أ مكتفل بالرقم إذ أنت واقف * أتانك ، أم ما ذا تريد لتصنعا ؟

- আমার জীবনের শপথ! উপত্যকার পার্শ্বে কোনো এক নারীর সাথে খারাপ কাজে উদ্যত অবস্থায় দেখে তাঁর স্ত্রী 'উমামাহ' বলে।
- যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে প্রস্থান করার জন্য উষ্ট্রির জিন ধরবেন? নাকি যা করার প্রত্যাশা করেছেন তা করবেন?

[৭৩০] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ১৯৯-২০৭

[৭৩১] ألا حب بالوادي الذي ربما نرى * به من جميع الحي مرأى و مسمعا

- প্রায়শ: আমার দেখা উপত্যকায় সকল প্রাণীদের প্রতি তার সেই প্রেমময় দৃশ্যপট ও শ্রবণসীমা (নাগাদ প্রচারিত) গান নাই কি?

[৭৩২] بني مالك! إن الفرزدق لم يزل * فلو المخازي من لدن أن تيفعا

حميدة كانت للفرزدق جارة * ينادم حوطا عندها و المقطعا

- হে মালেক গোত্র ! আল ফারাজদাক্ব এর শিশুসুলভ আচরণের পরিবর্তন ঘটেনি। সে এক বছরের দুগ্ধ পানকারী উটের বাচ্চার ন্যায়, যে গন্তব্যে পৌঁছার জন্য নড়াচড়া করতে চায়।
- আল ফারাজদাক্ব মদ্যপানের সঙ্গীদের নিয়ে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার প্রতিবেশী হুমায়দার বাড়ি ঘেরাও করে বসে থাকতো।

[৭৩৩] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ২০৭

[৭৩৪] إذا ذكرت زيدا ترقرق دمعها * بطروفة العينين شوساء طامح

تبكي على زيد ، و لم تر مثله * صحيحا من الحمى شديد الجوانح

- যখন যায়েদের কথা স্মরণ হয় তখন তার দু চোখে অশ্রু হালকা হয়ে আসে। স্বামী বৈ ভিন্ন পুরুষের প্রতি মাথা উঁচিয়ে রাখে।
- যায়েদের জন্য সে অঝোরে কাঁদতো। তার মতো সে আর কাউকে মনে করেনি। তাকে দেখে তার জ্বর ও বুকের নিম্নস্থ পাঁজরের হাড় ভালো হয়ে যেতো।

[৭৩৫] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ২০৮-২০৯

Dhaka University Institutional Repository

জারিরের কাব্যে প্রত্যুত্তরে তিনিও তার অনুসরণ করে প্রথমেই নারী ও প্রণয় (الغزل و المرأة) প্রসঙ্গ এনেছেন।[৭৩৬] এমনকি জারিরের প্রেমিকার প্রসঙ্গ টেনে তাকে কুৎসা (الهجاء) করেছেন।[৭৩৭]

'নাক্বা'ইদ' নং ১৩

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'الوافر', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'ب'। জারির ০২ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭৩৮] তৎকালীন নাক্বা'ইদগুলির একটি বৈশিষ্ট্য হলো অশ্লীলতা। কবি জারির এখানে প্রেমিকার সাথে ঘটা প্রণয় (الغزل) ঘটিত যৌনাচারের বর্ণনা দান করেন।[৭৩৯] আল-ফারাজদাক্ব তার প্রতিবাদ করে ০২ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। এখানে জারিরের পিতাকে তুলে তাকে কুৎসা (الهجاء) করেন।[৭৪০]

'নাক্বা'ইদ' নং ১৪

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'الكامل', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'ر'। আল-ফারাজদাক্ব ০৩ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭৪১] এখানে তিনি জারিরের কুৎসা (الهجاء) বর্ণনা করেন।[৭৪২] জারির তার প্রতিবাদ করে ০৩ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭৪৩] জারিরও ফারাজদাক্বের কুৎসা (الهجاء) বর্ণনা করেন।[৭৪৪]

---

[৭৩৬] لقد سكنت بي الوحش يوما لطالما * ذعرت قلوب المرشقات الملائح

لقد علقت بالعبد زيد و ريحه * حماليق عينيها قذى غير بارح

- যদি কোনো এক রাতের জন্য কোনো দাসী আমার কাছে থাকতো, তাহলে আমি ঐ কমনীয় সুন্দরীকে অনেকবার আতঙ্কিত করতাম।
- কখনো যদি যায়েদের কোনো দাসী সুবাস ছড়িয়ে অক্ষিকোটরে জড়িয়ে আমার কাছে লেগে থাকতো, তাহলে তার চোখের ময়লা সরে যেতো।

[৭৩৭] تبكى وقد أعطتك أثواب حيضها * فقبحت من باك عليها و نائح

- সে তোমাকে কাঁদিয়েছে, কেননা সে তোমাকে তার মাসিকের কাপড় দিয়ে জোরে চাপ দিয়েছে। তার শোক, বিলাপ ও ক্রন্দনকে তুমি ঘৃণা করেছো।

[৭৩৮] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ২০৯

[৭৩৯] و قالت: لا ضم كضم زيد، * و ما ضمى و ليس معي شبابي

- সে বললো যে, যায়েদের মতো আমার সাথে আলিঙ্গন করোনা, কেননা আমার আর পূর্বের মতো যৌবন নেই।

[৭৪০] فقدما كان عيش أبيك مرا * يعيش بما تعيش به الكلاب

- পূর্বেও তোমার পিতার জীবিকা পদ্ধতি ছিল তিক্ত ও নিন্দনীয়। সেতো কেবল কুকুরের মতো জীবনধারন করেছে।

[৭৪১] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ২১৩-২১৪

[৭৪২] و لقد نهيت مخرقا فتخرقت * بمخرق شطن الدلاء ثغور

حتى يداوي أهله مأمومة * في الرأس تدبر مرة و تثور

- আমি ছিন্নভিন্ন করতে নিষেধ করেছিলাম। তদুপরি বালতির লম্বা রশি কোনো এক উপসাগরে শত্রু কর্তৃক সে বিদীর্ণ হয়েছিল।
- এমনকি তার গোত্রের লোকেরা মাথায় আঘাত করে। এই আঘাতে সে প্রলাপ বকছে। একবার পশ্চাতে যাচ্ছে আবার উত্তেজিত হয়ে উঠছে।

[৭৪৩] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ২১৪

[৭৪৪] سب الفرزدق من حنيفة سابقا، إن السوابق عندها التبشير

Dhaka University Institutional Repository

'নাক্বা'ইদ' নং ১৫

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'الكامل', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'ر'।

জারির ১১৫ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭৪৫] কবি জারির 'খালিদাহ বিনতু ছা'দ ইবনি আউস ইবনি মু'আবিয়া' এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে নিম্মোক্ত শোকমূলক নাক্বিদাটি (الرثاء) রচনা করেন।[৭৪৬] তার মতে, যে সকল ফেরেশতাগণ মানুষের কল্যাণ কামনা করে থাকেন, তারাসহ দুনিয়ার সকল সৎকর্মশীলগণ তার জন্য শান্তি কামনা করেন। এমনকি তিনি তার অবস্থানকে সমুন্নত করার জন্য খ্রিষ্টান পাদরিগণের প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন।[৭৪৭] শোকগাথা বর্ণনা করতে গিয়েও তিনি প্রণয় ঘটনার বিবরণ দান করেছেন।[৭৪৮] ফারাজদাক্বের মাকে নিয়ে তিনি কুৎসা (الهجاء) রচনা করেন। তার মাতার পোশাক পরিচ্ছেদের দিকে ইঙ্গিত দেন। ফারাজদাক্বের দেহের বর্ণ ও আকৃতি তুলে ধরে আক্রমণ করেন।[৭৪৯] স্ত্রীর রুচিবোধের প্রতি ইঙ্গিত করেও আল-ফারাজদাক্বকে নিন্দা

و لقد نهيتك أن تسب مخرقا، * و فراش أمك كلبتان و كير

- আল ফারাজদাক্ব নিষ্ঠাবান পূর্ব-পুরুষগণকে গালি দেয়। তার নিকট পূর্বপুরুষগণ কেবল সুসংবাদ দানকারী।
- আমি তোমাকে এমন ছিন্নভিন্নকারীকে গালি দিতে নিষেধ করেছি। (তাতো তুমি কানে নেওনি।) তোমার মাতার বিছানাতো দুটি কুকুরনির স্থান।

[৭৪৫] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ২১৪-২২৬

[৭৪৬] لولا الحياء لعادني استعبار * و لزرت قبرك و الحبيب يزار

و لقد أراك كسيت أجمل منظر * و مع الجمال سكينة و وقار

و الريح طيبة إذا استقبلتها * و العرض لا دنس و لا خوار

- যদি লজ্জা না থাকতো, তাহলে আমার অশ্রু আবার ফিরে আসতো। যেমন প্রিয়জনেরা যিয়ারত করে তেমনি আমিও তোমার কবর যিয়ারত করতাম।
- তোমাকে বস্ত্রাবৃত অবস্থায় যে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম দৃশ্য দেখতে পেলাম, এতে শুধু শান্তি, শ্রদ্ধা ও মর্যাদাই দেখতে পেলাম।
- যে তার নিকটবর্তী হবে সে মনমুগ্ধকর চমৎকার সুবাস পাবে। এই সুঘ্রাণ সমৃদ্ধ সম্মানে নেই কোনো কলুষতা, কাপুরুষতা ও ভীরুতা।

[৭৪৭] و كأن منزلة لها بجلاجل * وحي الزبور، تجده الأخبار

- তাঁর স্থান অত্যন্ত সম্মানজনক ও সুপ্রশিদ্ধ। আসমানী গ্রন্থ 'যাবুর' এ রয়েছে তার বর্ণনা এবং বিখ্যাত পাদ্রীগণও তার ব্যাপারে লিখে গিয়েছেন।

[৭৪৮] ولهت قلبي ، إذ علتني كبرة * و ذوو التمائم من بنيك صغار

نعم القرين و كنت علق مضنة * وارى ، بنعف بلية الأحجار

- যখন তুমি বার্ধক্যে আমার ওপরে ওঠে গেলে তখন তুমি আমার হৃদয়কে দিশেহারা করলে। বাল্যকালের তোমার বাড়ির তাবিজ আমায় আকৃষ্ট করে রেখেছে।
- তুমি কতইনা উত্তম সঙ্গী ! বুলিয়া শহরের উপত্যকার শীর্ষে এবং পাহাড়ের পাদদেশে সেই মূল্যবান ও দামী পাথরে ঘেরা কতইনা প্রিয় ও পছন্দের কোনো একজন।

[৭৪৯] ليست كأمك إذ يعض بقرطها * قين و ليس على القرون خمار

حدراء أنكرت القيون و ريحهم، * و الحر يمنع ضيمه الإنكار

لما رأت صدء الحديد بجلده، * فاللون أورق، و البنان قصار

و تخيرت ليلى القيون و ريحهم * ما كان في صدإ القيون خيار

- সে তোমার মাতার মতো নয়, যার কানের দুল কামড়ে রাখে কোনো এক কামার। এমনকি যার বক্ষে থাকেনা কোনো কাপড়, মাথায় থাকেনা ওড়না।

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। এখানে জারির আল-বা'ইসকেও জড়িয়ে আক্রমণ করেছেন।[৭৫০] আল-ফারাজদাক্ব তার প্রতিবাদ করে ৯০ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭৫১] আল-ফারাজদাক্বও জারিরের অনুসরণ করে প্রথমেই প্রণয় ও নারী প্রসঙ্গ (المرأة و الغزل) এনেছেন।[৭৫২] জারিরকে কুৎসা (الهجاء) করে তাদের নারীদেরকে অশ্লীল নারীদের সাথে তুলনা করেন।[৭৫৩] নিজ গোত্রের আকাশসম সম্মান প্রতিপক্ষের দৃষ্টি সীমার বাইরে বলে গর্ব (الفخر) প্রকাশ করেন।[৭৫৪]

'নাক্বা'ইদ' নং ১৬

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'الكامل', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'ن'।

আল-ফারাজদাক্ব ২৪ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭৫৫] মুহাম্মদ উমাইর আল-আখতালকে প্রশ্ন করেন যে, আল-ফারাজদাক্ব ও জারিরের মাঝে কে উত্তম ? প্রত্যুত্তরে আল-আখতাল বলেন, জারিরের তুলনায় আল-ফারাজদাক্ব উত্তম। আল আখতালের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আল-ফারাজদাক্ব জারিরকে কুৎসা করে কবিতা রচনা করেন। জারির পরবর্তীতে আল-আখতাল, উমাইর ও আল-ফারাজদাক্বকে উদ্দেশ্য করে প্রত্যুত্তরমূলক নাক্বা'ইদ রচনা করেন। আল-আখতাল (মৃ. ৭১০ খ্রি.) উমাইরের প্রশ্নের উত্তরে জারিরের উপর আল-ফারাজদাক্বকে প্রাধান্য দেওয়ায়, আল-ফারাজদাক্ব সন্তুষ্ট হয়ে আখতালের বিভিন্ন ভালো দিক ও কাব্যিক দক্ষতা এখানে তুলে ধরেন। বনু তাগলীব এর

- 'হাদরা' কামারদেরকে এবং তাদের গন্ধকে ঘৃণা করতো। এতে কামার নিন্দা প্রকাশ করে। অথচ মহৎ ব্যক্তিগণ তাদের বিরোধিতাকারীদের উপর অত্যাচার করে না।
- তার গায়ে লোহার মরিচা দেখে মনে করে ভস্ম ছাই। এবং তার আঙুলের খর্বতা দেখে (সে মুখ ফিরিয়ে নেয়)।
- 'লায়লা' কামার ও তাদের গায়ের দুর্গন্ধকেই পছন্দ করেছে। কামারের মরিচাতেই তার পছন্দের স্বাধীনতা।

[৭৫০] قرن الفرزدق و البعيث و أمه، * و أبو الفرزدق قبح الإستار

أم البعيث كأن حمرة بظرها * رئة المغد يبينها الجزار

- আল ফারাজদাক্ব, আল বা'ইস, ফারাজদাক্বের মাতা ও পিতা চারজনের মিলিত হওয়া কতইনা কুৎসিত!
- আল বা'ইসের মাতার রক্তিম যোনিমুখ মনে হয় যেন, উটের ফুসফুসের প্লেগ রোগ। এটি চরম নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করেছে।

[৭৫১] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ২২৬-২৩৫

[৭৫২] و إذا خرجن يعدن أهل مصابة * كان الخطا لسراعها الأشبار

هن الحرائر لم يرثن لمعرض * مالا و ليس أب لهن يجار

- যখন তারা বের হন, তখন পীড়িতদের কাছে ভিড়েন। তাদের পদচিহ্ন যে তাদের বৈবাহিক সম্বন্ধকে ত্বরান্বিত করে।
- তারা হলো রেশমি পোশাক পরিহিতা সুন্দরী রমণী। তাদের ন্যায় সম্পদ ও সৌন্দর্য জারিরের পূর্ব-পুরুষ রেখে যাননি। তাদের পূর্ব পুরুষগণ তাদের উপর কোনো অত্যাচার করেন নি।

[৭৫৩] أبكى الإله على نبيثة من بكى * جدفا ينوح على صداه حمار

تبكي على امرأة و عندك مثلها * قعساء ليس لها عليك خمار

- প্রতিপালক নাবিছার অধিবাসীদেরকে কাঁদিয়েছেন। এই সমাধিস্থলে যে কেঁদেছে, সে এমনভাবে বিলাপ করেছে যে, গাধা তাদের বিলাপে হাততালি দিয়েছে।
- তুমি এমন নারীর জন্য ক্রন্দন করছো, তার দৃষ্টান্ত তোমার কাছে ঐ কবুতরবক্ষী নারীর ন্যায়, যার বুকে কাপড় থাকেনা।

[৭৫৪] و إذا نظرت رأيت فوقك دارما * في الجو حيث تقطع الأبصار

- যখন তুমি চোখ তুলে তাকাবে, দেখবে তোমার উপরে মহাশূণ্যে 'দারিম' গোত্রের অবস্থান। এমনকি ঐ পর্যন্ত তোমার দৃষ্টি পৌঁছাবেনা।

[৭৫৫] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ২৩৫-২৪১

Dhaka University Institutional Repository

প্রশংসা এবং জারিরের নিন্দা বর্ণনা করেন। তাগলীব গোত্রের প্রশংসা করে তিনি জারিরকে বলেন যে, আপনার বর্ণিত নিন্দা তাগলীব গোত্রের কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম নয়।[৭৫৬] তাগলীব ওয়াইল গোত্রের প্রশংসা (المدح) করে রচিত কাব্যে তিনি বলেন যে, তাগলীব এমন গোত্র যারা নিজেরা সম্মানিত এবং তারা অপরকেও সম্মানিত করেন।[৭৫৭] জারির তার প্রতিবাদ করে ৯২ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭৫৮] জারির মুহাম্মদ ইবনু উমাইর ও আল-আখতালকে নিন্দা করে নিম্নোক্ত 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। প্রথমেই প্রণয় বর্ণনার অবতারণা করেন।[৭৫৯] জারির প্রতিপক্ষের কুৎসা (الهجاء) করেন।[৭৬০] শায়বান গোত্রের কৃতিত্ব তুলে ধরে গর্ব প্রকাশ করেন। তার মতে প্রতিপক্ষকে ক্ষমতার অযোগ্য বলে নিন্দা করেন।[৭৬১] তিনি আল-আখতালকে মিথ্যাবাদী বলে কুৎসা করেন।[৭৬২]

'নাক্বা'ইদ' নং ১৭

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে সংঘটিত হয়। এই নাক্বা'ইদের অন্ত্যমিল (قافية) 'ر'। আল-ফারাজদাক্ব ৮৫ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭৬৩] হারানো বাস্তুভিটা ও অতীতের হারানো স্মৃতি রোমন্থন করেন। বিলীন হওয়া বাস্তুভিটার প্রতি তার ভালোবাসাকে মা-সন্তানের ভালোবাসার সাথে তুলনা করেন। এখান থেকে তিনি তার প্রিয়ার সুগন্ধ অনুভব করতে

---

[৭৫৬] ما ضر تغلب وائل أهجوتها ، * أم بلت حيث تناطح البحران

- তুমি কি তাদের নিন্দা করছো? নাকি ছন্দের গুঁতাগুঁতিতে মলত্যাগ করছো? তোমার বর্ণিত নিন্দা 'তাগলীব ওয়াইল' গোত্রের কোনো ক্ষতিই করতে পারেনা।

[৭৫৭] يابن المراغة ، إن تغلب وائل * رفعوا عناني فوق كل عنان

و كأن ريات الهذيل ، إذا بدت * فوق الخميس ، كواسر العقبان

- হে গোয়ালার পুত্র! নিশ্চয় তাগলীব ওয়াইল আমাদের শ্রেষ্ঠ নেতৃত্বের স্থানে সমাসিন করেছেন।
- তারা হলেন, হুজাইল ইবনু হুবাইর এর ঝাণ্ডাধারী। যখন শক্তিশালী সৈনিকদলের অগ্রভাগে দণ্ডায়মান হন, তখন তারা ক্ষীপ্র গতিতে অগ্রসর হয়ে থাকেন।

[৭৫৮] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ২৪১-২৫১

[৭৫৯] رجعت بعد سلوهن صبابة ، * و عرفت رسم منازل أبكاني

حور العيون يمسن غير جوادف * هز الجنوب نواعم العيدان

- তাদের সান্তনার পর আমি প্রেমের টানে ফিরে এসেছি। দীর্ঘ ক্রন্দনের পর আমি তার বাস্তুভিটা চিনতে পেরেছি।
- আনতনয়না আমার লম্বাটে অপ্সরী সদর্পে ছুঁয়ে যায়। তাঁর সুবাসিত সুগন্ধি আস্তিনখানা দক্ষিণা বাতাসে নাড়িয়ে যায়।

[৭৬০] يا عبد خندف لا تزال معبدا ، * فاقعد بدار مذلة و هوان

- হে খিনদিফের গোলাম! তুমিতো এখনো গোলামীতে অভ্যস্থ। অতএব তুমি লাঞ্চনা ও অপদস্থের দুয়ারে বসে থাকো।

[৭৬১] فدعوا الحكومة لستم من أهلها ، * إن الحكومة في بني شيبان

- ক্ষমতা ছেড়ে দাও। তোমরা ক্ষমতার আসনে সমাসিন হবার যোগ্য নও। কেবল শায়বান গোত্রই ক্ষমতার মসনদের জন্য উপযুক্ত।

[৭৬২] كذب الأخيطل ، إن قومي فيهم * تاج الملوك ، وراية النعمان

تغشى الملائكة الكرام وفاتنا ، * و التغليبي جنازة الشيطان

يعطى كتاب حسابه بشماله ، * و كتابنا بأكفنا الأيمان

- আখতাল মিথ্যা বলেছে, নিশ্চয় আমার গোত্র সেখানে ছিল। তারাতো ছিল রাজার মুকুট ও তার রক্তের কণায়।
- সম্মানিত ফেরেশতা আমাদের মৃত দেহগুলিকে গোপন রাখবে। পক্ষান্তরে তাগলীবের খাটিয়াগুলিতে শয়তান থাকে।
- তাদের আমলনামা প্রদান করা হবে বাম হাতে। আর আমাদের আমলনামা প্রদান করা হবে, ঈমানদিপ্ত হাতে।

[৭৬৩] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ২৫৪-২৭০

Dhaka University Institutional Repository

পারেন। সেখানকার অবশিষ্ট ছাই ভস্মকে স্মৃতি ধরে তিনি আপন সন্তানের ন্যায় তা আগলে রাখার চেষ্টা করেন। সমাজে তাদের সম্মানজনক অবস্থা তুলে ধরে গর্ব (الفخر) প্রকাশ করেন।[৭৬৪] নারীদের বিভিন্ন অশ্লীল বর্ণনা দিয়ে কুৎসা (الهجاء) বর্ণনা করেন।[৭৬৫]

(বি.দ্র. - এই 'নাক্বা'ইদ'টি আল-ফারাজদাক্বের দেওয়ানে অনুপস্থিত)

জারির তার প্রতিবাদ করে ৪২ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭৬৬] আল-ফারাজদাক্ব যে যে বিষয়াদী নিয়ে গর্ব করেন জারির তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, তুমি যার উপর ভিত্তি করে গর্ব (الفخر) প্রকাশ করছো, তার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।[৭৬৭] আল-ফারাজদাক্বের মাঝে থাকা বিভিন্ন শারয়ী বিধানের বিবরণ দিয়ে তার কুৎসা (الهجاء) বর্ণনা করেন। আল আখতালের পক্ষপাতিত্ব করার কারণে তাকে অমুসলিম হিসাবে তুলে ধরেন।[৭৬৮]

'নাক্বা'ইদ' নং ১৮

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'الطويل', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'ر'। আল-ফারাজদাক্ব ৪৩ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭৬৯] উট

---

[৭৬৪] عرف القبائل أننا أربابها * و أحقها بمناسك التكبير

جعل الخلافة و النبوة ربنا * فينا و حرمة بيته المعمور

إن النبوة و الخلافة و الهدى * فينا ، و أول من دعا بطهور

- গোত্রের লোকেরা আমাদেরকে তাদের নেতা হিসাবেই জানে। আর আমরাই তাদের বড়ত্ব ও উন্নতির পথে অধিক যোগ্য নেতৃত্ব।
- আমাদের প্রতিপালকও আমাদেরকে নবুয়্যাত ও খেলাফত দান করেছেন এবং পবিত্র গৃহের সম্মান রক্ষার দায়িত্বভার প্রদান করেছেন।
- নিশ্চয় নবুয়্যাত এর অধিকারী, খেলাফত ও পথপ্রদর্শক মহানবী মুহাম্মদ (সা.) আমাদের গোত্রের অন্তর্ভূক্ত। তিনিই সে ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম পরিশুদ্ধতার জন্য আহ্বান করেছেন।

[৭৬৫] لو أن أمك حيث أخرجت أستها * و الحيض بالكعبين كالتمغير

أو عاد أيرك حيث كانت أخرجت * لحييك من غرمولها بزحير

- যদিও সে তোমার মাতা! যখন তাঁর নিতম্ব বেরিয়ে পড়ে তখন তাঁর পায়ের গোড়ালি বেয়ে লালচে মাটির ন্যায় রক্তস্রাব গড়িয়ে পড়ে ।
- অথবা তোমার পুরুষাঙ্গ ফিরে আসে যখন তোমার চোয়াল গোঙ্গিয়ে বেরিয়ে আসে তার গোপনাঙ্গ ঢেকে রাখা কাপড়ের ভিতর থেকে।

[৭৬৬] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ২৭০-২৭৪

[৭৬৭] لا تفخرن ، و في أديم مجاشع * حلم فليس سيوره بسيور

- তুমি কখনোই মুজাশি' এর পূর্বেকার বিষয়াদী তুলে ধরে গর্ব করোনা। এই দেখো ! এই ফিতার ঘষায় তার ঐ ফিতাও নেই।

[৭৬৮] إن الفرزدق حين يدخل مسجدا * رجس فليس طهوره بطهوره

إن الفرزدق لا يبالي محرما ، * و دم الهـادي بأذرع و نحور

رهط الفرزدق من نصارى تغلب * أو يدعي كذبا دعاوة زور

- নিশ্চয় আল ফারাজদাক্ব যখন মসজিদে প্রবেশ করেন তখন মসজিদেও কোনো পবিত্রতা রক্ষিত হয় না।
- তাছাড়া আল ফারাজদাক্ব হালাল হারামের তোয়াক্কা করেনা। হাদীর পাঠানো দমের গলাকে তিনি হাত দ্বারা বিচ্ছিন্ন করেন।
- আল ফারাজদাক্ব মূলত খ্রিষ্টান গোত্রভুক্ত। অথবা তার মুসলিম হবার দাবিগুলি মিথ্যা ও বানোয়াট।

[৭৬৯] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ২৭৫-২৮২

Dhaka University Institutional Repository

হত্যাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বনু নাহশাল এই মত প্রদান করেন যে, তাদের উট যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তেমনি হত্যাকারীদের উটকেও হত্যা করা হবে। তখন মানুষ তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করেন যে, তুমি কি 'সা'সা'আ' এর গোত্রের উট হত্যা করতে চাও? তবে মনে রেখো যে, তারাও তোমার উপর চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে রচিত এই 'নাক্বা'ইদ'-এর প্রথমেই ফারাজদাক্ব কুৎসা (الهجاء) রচনা করেন।[৭৭০] নিজের বংশের মর্যাদা তুলে ধরে গর্ব (الفخر) বর্ণনা করেন।[৭৭১] জারির তার প্রতিবাদ করে ১৪ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭৭২] উপর্যুক্ত 'নাক্বা'ইদ' এ বনি নাহশালকে যে কটুক্তি করা হয়েছে, জারির নাহশালের পক্ষ থেকে তার প্রত্যুত্তর দিয়েছেন। এখানে তিনি মুজাশি'য় গোত্রের কুৎসা (الهجاء) বর্ণনা করেন।[৭৭৩] বনু নাহশাল গোত্রের কৃতিত্বপূর্ণ সামাজিক কার্যাবলি তুলে ধরে গর্ব (الفخر) করেন।[৭৭৪]

'নাক্বা'ইদ' নং ১৯

(এই 'নাক্বা'ইদ'টি পুর্বোক্ত 'নাক্বা'ইদ' এর প্রত্যুত্তরমূলক।)

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'الكامل', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'ع'। আল-ফারাজদাক্ব ১২ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭৭৫] পূর্বোক্ত 'নাক্বা'ইদ' এ জারির মুজাশি'য় ও নাহশালকে নিয়ে যে বিবরণ দিয়েছেন, তাকেই আল-ফারাজদাক্ব

---

[৭৭০] بني نهشل أبقوا عليكم و لم تروا * سوابق حام للذمار مشهر

بني نهشل لا تحملوني عليكم * على دبر ، أندابه لم تقشر

و ما تركت منكم رماح مجاشع * و فرسانها إلا أكولة منسر

- বনু নাহশাল তোমাদের সাথে বিরোধিতা করেই যাচ্ছে। অথচ তাদের পূর্বের খ্যাতি ও সম্পদ কিভাবে তারা নিজেরাই ধ্বংস করেছে তা দেখেনি।
- পশ্চাতে আহত উটকে কেন্দ্র করে বানু নাহশাল আমাকে নিয়ে আর তোমাদেরকে নিন্দা করবে না। তাদের ক্ষতস্থান এখনো প্রলেপমুক্ত হয়নি।
- তোমাদের আক্রমণ থেকে মাঝবয়সি ভোজনরসিক ছাড়া 'মুজাশি'য়' এর বর্শা ও অশ্বগুলিও রেহায় পায়নি।

[৭৭১] أنا ابن الذي رد المنية فضله ، * و ما حسب دافعت عنه بمعمور

- আমিতো তাদের অধস্তন কবি, যারা মৃত্যুকে সম্মানের সহিত ফিরিয়ে দিয়েছে। এহেন কোনো বংশমর্যাদা নেই যা আমাদের মাঝে ছিলনা।

[৭৭২] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ২৮২-২৮৪

[৭৭৩] لقد سرني ألا تعد مجاشع * من الفخر إلا عقر ناب بصوءر

فوارس كرارون في حومة الوغا * إذا خرجت ذات العريش المخدر

- মুজাশি'য় গোত্র সাওয়ার মহল্লার এক প্রকার বিষদাঁত। তাকে নিয়ে তারা গর্বও করেনা। তাদের এই ব্যাপারটি আমাকে আনন্দিত করেছে।
- আমাদের অশ্বগুলি যুদ্ধের ময়দানে আক্রমণের তীব্রতার পুনরাবৃত্তি করে। আক্রমণের তীব্রতায় অন্দরমহলে থাকা নারীগণও অবচেতন হয়ে বেরিয়ে আসেন।

[৭৭৪] لعمري لنعم المستجارون نهشل * و خي القرى للطارق المتنور

و لو غضبت في شان حدراء نهشل * سموها بدهم أو غزوها بأنسر

- আমার প্রাণের শপথ! নাহশাল কতোইনা উত্তম সাহায্যপ্রার্থী ! সম্মানিত পথচারীদের জন্য অন্যতম অতিথিপরায়ণ একটি গোত্র।
- হদরার ব্যাপারে যদি নাহশাল ক্রোধান্বিত হতো, তাহলে হয়তো বৃহৎ দল নিয়ে তাকে অনেক উর্ধ্বে উঠাতো, নয়তো তাদের উপর শকুনের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়তো।

[৭৭৫] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ২৮৪-২৮৬

Dhaka University Institutional Repository

এখানে প্রথমেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। জারিরের উপর প্রশ্ন ছুড়ে তার কুৎসা (الهجاء) বর্ণনা আরম্ভ করেন।[৭৭৬] তাদের বিরত্বগাঁথা তুলে ধরে গর্ব (الفخر) বর্ণনা করেন।[৭৭৭] জারির তার প্রতিবাদ করে ১২২ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭৭৮] আল-ফারাজদাক্ব তাঁর পূর্ব-পুরুষগণ থেকে বিভিন্ন জনকে তুলে ধরে গর্ব প্রকাশ করলে জারির তার প্রত্যুত্তরে আল-ফারাজদাক্বসহ সকল কবিকে নিন্দা করে এই 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। সূচনাতে প্রণয় (الغزل) বর্ণনা করেন।[৭৭৯] ফারাজদাক্বের পূর্ব-পুরুষদের বিভিন্ন নেতিবাচক দিক তুলে ধরে নিন্দা (الهجاء) বর্ণনা করেন। আল-ফারাজদাক্বকে মিথ্যাবাদী বলে দাবি করেন।[৭৮০] নিজেদের বিরত্বগাঁথা তুলে ধরে গর্ব (الفخر) প্রকাশ করেন। জারির নিজ কবিতাকে আগুনের সাথে তুলনা করেছেন। তার রচিত এই কবিতাগুলি একসাথে আল-ফারাজদাক্ব ও আল-আখতাল উভয়কে আঘাত করে।[৭৮১]

---

[৭৭৬] بين إذا نزلت عليك مجاشع ، ٭ أو نهشل تلعاتكم ما تصنع

- উঁচু টিলায় 'মুজাশি'য়' ও 'নাহশাল' যখন তোমার উপর নেমে এলো তখন তারা তোমার উপর কী করেছিল? বর্ণনা করো।

[৭৭৭] في جحفل لجب كأن زهاءه ٭ شرقي ركن عمايتين الأرفع

و عطارد، و أبوه، منهم حاجب، ٭ و الشيخ ناجية الخضم المصقعُ

- বৃহৎ সৈন্যদল ও বিকট হুঙ্কার, এ দুয়ের সমন্বয়ে যেন মহা রণসাজ। বিশাল পাহাড়ের এক প্রান্ত যেন পশ্চিমে আর অপর প্রান্ত অনেক উপরে।
- উত্বারিদ, তাঁর পিতা, তাদের অন্যতম হলেন হাজেব, শায়েখ নাজিয়া ইবনু ইক্বাল, খিদাম ও মুসক্বা'য় হলেন আমাদের পূর্ব-পুরুষ।

[৭৭৮] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ২৮৬-২৯৯

[৭৭৯] و لقد صدقتك في الهوى و كذبتني ، ٭ و خلبتني بمواعد لا تنفع

كيف الزيارة و المخاوف دونكم ، ٭ و لكم أمير شناءة لا يربع

- ভালোবাসায় আমি তোমাকে মিথ্যা বলিনি। আর তুমি আমাকে মিথ্যা বলেছো, প্রতারিত করেছো ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছো। অথচ এটা তোমার জন্য লাভজনকও হয়নি।
- তোমাকে ছাড়া দুশ্চিন্তাময়, তোমার দেখা পাবো কি করে? তোমার গোত্রের এক নেতা আছেন, যিনি কখনো বিদ্বেষ থেকে নিবৃত্ত হননা।

[৭৮০] كذب الفرزدق ، إن قومي قبلهم ٭ ذادوا العدو عن الحمى فاستوسعوا

بئس الفوارس يا نوار مجاشع ٭ خور إذا أكلوا خزيرا ضفدعوا

- ফারাজদাক্ব মিথ্যা বলেছে। ইতোপূর্বে আমার গোত্র শত্রুদেরকে তাদের আশ্রয়স্থল থেকে তাড়িয়েছে। অতপর তারা নিজেদেরকে বড় করেছে।
- হে 'নাওয়ার'! 'মুজাশি'য়' গোত্রের অশ্বারোহীগণ কতইনা নিকৃষ্ট! খাবারের সময় তারা অবসাদগ্রস্ত হয়ে আড় চোখে মলত্যাগ করে।

[৭৮১] ذاق الفرزدق و الإخيطل حرها ٭ و البارقي و ذاق منها البلتع

منا الفوارس ، قد علمت و رائس ٭ تهدي قنابله عقاب تلمع

- আল ফারাজদাক্ব ও আল আখতাল উভয়ে তার উষ্ণতা ও ঔজ্জ্বল্য পরখ করেছেন। এমনকি 'বালতা'আ'ও তার উষ্ণতা পরখ করতে সক্ষম হয়েছেন।
- আমাদের যে অশ্বারোহী আছে এবং সেনাপতি আছে, তা তুমি জানো। তারা তাদের বাহিনীকে নিশ্চিত নির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

‘নাক্বা’ইদ’ নং ২০

এই ‘নাক্বা’ইদ’-টি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) ‘الطويل’, এবং অন্ত্যমিল (قافية) ‘ي’।

আল-ফারাজদাক্ব ২২ চরণ বিশিষ্ট ‘নাক্বা’ইদ’ রচনা করেন।[৭৮২] আল-ফারাজদাক্ব খালিদ ইবনু আব্দিল্লাহর প্রতি শোক প্রকাশ (الرثاء) করে এবং জারিরকে নিন্দা (الهجاء) করে এ ‘নাক্বা’ইদ’ রচনা করেন।[৭৮৩] প্রশংসা (المدح) করে কবি খালিদ ইবনু আব্দিল্লাহকে সূর্যের সাথে তুলনা করেন। এমনকি তার আলোকে সূর্যের আলো অপেক্ষা অধিক স্থায়ী দাবি করেছেন।[৭৮৪] জারির তার প্রতিবাদ করে ৫১ চরণ বিশিষ্ট ‘নাক্বা’ইদ’ রচনা করেন।[৭৮৫] প্রেয়সীর কাছে তার সকল কল্যাণ। তার প্রণয়েই (الغزل) তিনি নিজ কল্যান খুঁজে পান। জীবনে অর্জিত সকল কল্যাণের মাঝে এটিই হলো তার কাছে সর্বোৎকৃষ্ট কল্যাণ।[৭৮৬] খালিদ ইবনু আব্দিল্লাহের প্রশংসা (المدح) করেন। তার হৃদয়ের ব্যাধির প্রতিষেধক হলেন তার সাক্ষাতে।[৭৮৭] শত্রুর শত্রুতা থেকে বাঁচার জন্য তিনি আল্লাহর কাছে নিজেকে সোপর্দ করেছেন। এবং তিনি মনে করেন, প্রতিপক্ষ সকলের চক্রান্তকে রুখে দিতে কেবল এক আল্লাহর ইশারাই যথেষ্ট। প্রতিপক্ষের সাথে শয়তানের সখ্যতার বিষয়টি তুলে ধরে তাকে কুৎসা (الهجاء) করেন।[৭৮৮] তিনি প্রতিপক্ষকে গর্ব করার ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত মনে করেন। তার মতে, কোনো একটি গোত্রকে গর্ব করতে হলে যা থাকা প্রয়োজন তা আল-ফারাজদাক্বের গোত্রের নেই।

---

[৭৮২] আবু ‘উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ২৯৯-৩০২

[৭৮৩] و كم من أخ لي ساهر الليل لم ينم، ٭ و مستثقل عني من النوم راقد

- আমার কতো ভাই আছেন, যারা আমার জন্য নির্ঘুম রাত্রি যাপন করেন। আমাকে রেখে তাদের ঘুমে যাওয়াটা অনেক ভারি মনে করেন।

[৭৮৪] و ما الشمس ضوء المشرقين إذا انجلت، ٭ و لكن ضوء المشرقين بخالد

ألم تر كفي خالد قد أفادتا ٭ على الناس رزقا من كثير الروافد

- অস্তমিত হবার পরে কোনো দিগন্তে সূর্যের আলো না থাকলেও খালিদ ইবনু আব্দিল্লাহ এর আলো থেকেই যায়।
- তুমি কি দেখনি? অনেকগুলো ছোট নদীর মতো মানুষের রুটি রুজির প্রতি খালিদ ইবনু আব্দিল্লাহ এর হস্তদ্বয় কতইনা উপকারী ছিল।

[৭৮৫] আবু ‘উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ৩০২-৩০৬

[৭৮৬] و نطلب ود منك لو تستفيده ٭ لكان إلينا من أحب الفوائد

- তোমার প্রণয়ের প্রত্যাশায় আমি সেখানে কল্যাণ খুঁজে পাই। আমার কাছে এটাই হতে পারে সর্বোত্তম কল্যাণ।

[৭৮৭] لقد كان داء بالعراق فما لقوا ٭ طبيبا شفى أدواءهم مثل خالد

شفاهم بحلم خالط الدين و التقى ٭ و رأفة مهدي إلى الحق قاصد

- আমার ব্যাধির সুস্থতার পৈথ্য আছে ইরাকে। তথায় বাস করে ‘খালিদ ইবনু আব্দিল্লাহ আল ক্বাছরী’। তাঁর সাথে সাক্ষাত লাভ অপেক্ষা উন্নত ও কার্যকরী কোনো ঔষধ আমার জন্য নেই।
- তাদের দক্ষতা হলো তারা সুকৌশলে দ্বীন ও খোদাভীতির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। খলিফা ‘মাহদী’ এর ভালোবাসা সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার এক উজ্জ্বল সহানুভূতি।

[৭৮৮] و إن فتن الشيطان أهل ضلالة ، ٭ لقوا منك حربا حميها غير بارد

إذا كان أمن كان قلبك مؤمنا ، ٭ و إن كان خوف كنت أحكم ذائد

Dhaka University Institutional Repository

'নাক্বা'ইদ' নং ২১

জারির ১০৬ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭৮৯] এখানে তিনি বনু তুহাইয়া ও আল-ফারাজদাক্বের কুৎসা (الهجاء) করেন, হিলাল ইবনু আহওয়ায আল-মাযেনী এর প্রশংসা (المدح) করেন এবং ইসমাইল ও ইসহাক্ব (আ.) এর পুত্রগণকে নিয়ে গর্ব প্রকাশ করেন। এর প্রত্যুত্তরে আল-ফারাজদাক্ব কোনো প্রত্যুত্তরমূলক কবিতা রচনা করেননি।

'নাক্বা'ইদ' নং ২২

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'الوافر', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'م'।

আল-ফারাজদাক্ব ৮৪ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭৯০] এই 'নাক্বা'ইদ'-টিতে হিশাম ইবনু আব্দিল মালিকের প্রশংসা করেন এবং জারির ও বনু কুলায়ব গোত্রের নিন্দা বর্ণনা করেন। প্রথমে প্রণয় (الغزل) বর্ণনার অবতারণা করেন। পুরানো স্মৃতি রোমন্থন ও অশ্রু বিসর্জন দেন।[৭৯১] প্রশংসার (المدح) মাধ্যমে তিনি খলিফার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করেন।[৭৯২] হিশাম এর প্রশংসা ও প্রতিপক্ষের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপক ইঙ্গিত করেছেন।[৭৯৩] জারির তার প্রতিবাদ করে ৫৪ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭৯৪] কবি জারির উপর্যুক্ত 'নাক্বা'ইদ' এর প্রত্যুত্তরে 'আ- বা'ইস', 'আল-আখতাল', 'ছুরাক্বাতু আল-বারিক্বী' ও 'উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্বাস আল-কিনদি' প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নিন্দা বর্ণনা করেছেন।

- শয়তান ভ্রষ্ট কোনো জাতিকে যখন প্রলুব্ধ করতে চায়, (তখন সে তাদেরকে পরামর্শ প্রদান করে।) তারা তোমাদের সাথে চরম উষ্ণতাপূর্ণ যুদ্ধে জড়িয়ে দেয়।
- যদি তোমার হৃদয় তার চক্রান্ত থেকে নিরাপত্তা লাভ করতে পারে, তবে তুমি হলে একজন ' মু'মিন'। আর সে শয়তান তোমাকে দেখে যদি ভীত হয়ে থাকে তবে তুমি হলে সর্বোত্তম প্রতিহতকারী।

[৭৮৯] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ৩০৬-৩১৬

[৭৯০] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ৩১৬-৩২৪

[৭৯১] ألستم عائجين بنا لعنا * نرى العرصات أو أثر الخيام

و كن كأنهن شفاء داء * يقال هو السلال مع الهيام

- আমাদের প্রতি তোমার ভালোবাসা কি নেই? সম্ভবত আমরা তার আঙ্গিনায় ও হাওদায় দেখতে পাবো আমাদের স্মৃতিগুলি।
- সে যেন আমার রোগের মহৌষধ। প্রচন্ড ভালোবাসার নেশা দেখে লোকে বলে, সে যেন যক্ষ্মা রোগী।

[৭৯২] عمدت إليك خير الناس حيا * لتنعش ، أو يكون بك أعتصامي

- একজন উত্তম মানুষ হিসাবে আমি আপনার উপর নির্ভর করেছি। আমার প্রাণশক্তি জোগানোর জন্য আপনাকে অভিবাদন।

[৭৯৩] إليك طويت عرض الأرض طيا * بخاضعة مقطعة الخدام

يداك يد ، ربيع الناس ، * و في الأخرى الشهور من الحرام

- বশীভূত ও বিক্ষিপ্ত দল নিয়ে পৃথিবীকে ভাঁজ করে তোমার কাছে সমর্পণ করলাম।
- আপনার এক হাত মানুষের আশ্রয়স্থল। আর অপর হাত হলো মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিতকারী।

[৭৯৪] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ৩২৪-৩৩৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমেই তিনি প্রণয়ের (الغزل) অবতারণা করেন।[৭৯৫] তাগলীব গোত্রের আখতালকে নিন্দা (الهجاء) করেন। নারীদেরকে উদ্দেশ্য করেও তিনি নিন্দাজনক পঙ্‌ক্তি রচনা করেন।[৭৯৬]

'নাক্বা'ইদ' নং ২৩

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'الوافر', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'ب'।

আল-ফারাজদাক্ব ১৬ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭৯৭] আল-ফারাজদাক্ব তামীম গোত্রের বীরত্বগাঁথা তুলে ধরে গর্ব (الفخر) প্রকাশ করেন।[৭৯৮] প্রতিপক্ষ আল বাহেলীর অসামাজিক কার্যাবলি তুলে ধরে নিন্দা (الهجاء) বর্ণনা করেন। জারির তার প্রতিবাদ করে ৫৩ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৭৯৯] উপর্যুক্ত 'নাক্বা'ইদ' এ বাহেলীকে আক্রমণ করা হলেও আল-বাহেলী প্রত্যুত্তর দিতে না পারায়, কবি জারির তার পক্ষে প্রতিবাদমূলক 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। নিজ গোত্রের সম্মানের বিবরণ দিয়ে গর্ব (الفخر) প্রদান করেন।[৮০০] প্রতিপক্ষের দুর্বলতা; বিশেষত কাপুরুষতার উল্লেখ করে কুৎসা (الهجاء) বর্ণনা করেন।[৮০১]

---

[৭৯৫] عرفت الدار بعد بلى الخيام * سقيت نجي مرتجز ركام

و قطعت الغواني بعد وصل ؛ * فقد نزع الغيور عن اتهامي

- হাওদাসমূহের জীর্ণতা স্বত্তেও আমি গৃহটি চিনতে সক্ষম হয়েছি। বিকট গর্জন সমেত বৃষ্টিস্নাত পানি দিয়ে তুমি আমার পিপাসা নিবৃত্ত করেছো।
- মিলনের পর আমি গান গাওয়া পরিত্যাগ করেছি। অপবাদমূলক আত্মসম্মানবোধকে পরিহার করেছি।

[৭৯৬] قتلت التغلبي ، و طاح قرد * هوى بين الحوالق و الحوامي

تفيدينا نسائكم ، إذا ما * رقصن و قد رفعن عن الخدام

- তাগলীবকে হত্যা করেছি, কিন্তু একটি বানর লক্ষ্যচ্যুত হয়েছে। আকাশচুম্বি বৃহৎ পাহাড়ের পার্শ্বে ভেঙ্গে পড়েছে।
- তোমাদের নারীগণ আমাদেরকে মুক্তিপণ প্রদান করেছে। যখন তারা নৃত্য করেনি তখনও তারা মায়ের মল উঠিয়েছে।

[৭৯৭] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ৩৩৩-৩৩৫

[৭৯৮] فإن الأرض تعجز عن تميم * و هم مثل المعبدة الجراب

و لو رفع السماء إليه قوما * لحقنا بالسماء على السحاب

- পৃথিবী তামীম গোত্রের নিকট অপারগতা প্রকাশ করেছে। মনে হয় যেন সে আহত বশীভূত মানুষের ন্যায়।
- আসমান যদি কোনো গোত্রকে তার কাছে তুলে নেয়, তাহলে সেখানে গিয়ে ঐ গোত্রও আসমানে মেঘের উপরে আমাদেরকে দেখবে।

[৭৯৯] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ৩৩৫-৩৪১

[৮০০] لقد علم الفرزدق أن قومي * يعدون المكارم للسباب

ألسنا بالمكارم نحن أولى * و أكرم عند معترك الضراب

- আল ফারাজদাক্ব জানে যে, আমার গোত্র গালাগালের ক্ষেত্রে সম্মানিদেরকে বিবেচনা করেন।
- আমরা কি অধিক সম্মানী নই? বরং আমরা যুদ্ধের ময়দানে সংগ্রামে তাদের থেকে উত্তম ও অধিক সম্মানী।

[৮০১] فلا تفخر و أنت مجاشعي ، * نخيب القلب منخرق الحجاب

- তুমি গর্ব করোনা। তোমরাতো কাপুরুষত্বের হৃদয়বিশিষ্ট ও বিদীর্ণ পর্দার অধিকারী মুজাশি'য় গোত্র!

Dhaka University Institutional Repository

'নাক্বা'ইদ' নং ২৪

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির অন্ত্যমিল (قافية) **'دي'**।

জারির কেবল ০৩ চরণ বিশিষ্ট একটি 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৮০২] এই 'নাক্বা'ইদ'-এর বিপরীতে কোনো 'নাক্বা'ইদ' নেই। তাই এই 'নাক্বা'ইদ' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো না। এখানে জারির আল-আছাম আল-বাহেলী ও আল-ফারাজদাক্বের মধ্যকার 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেছেন।

'নাক্বা'ইদ' নং ২৫

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'الطويل', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'د'।

আল-ফারাজদাক্ব ০৪ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। প্রতিপক্ষের কবি ও তার গোত্রকে তুলে ধরে কুৎসা (الهجاء) রচনা করেন। উপর্যুক্ত 'নাক্বা'ইদ' এর প্রত্যুত্তরে আল-ফারাজদাক্ব এই 'নাক্বা'ইদ'টি রচনা করেন। জারির তার প্রতিবাদ করে ০৬ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৮০৩] এখানে প্রথমে নিজ গর্ব (الفخر) প্রকাশ করেন।[৮০৪] এরপর তিনি কুৎসা (الهجاء) রচনা করেন।[৮০৫]

'নাক্বা'ইদ' নং ২৬

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি জারির ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'المتقارب', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'ها'।

জারির ৮ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৮০৬] আল-আখতালের মৃত্যুর পর কবি জারির এই 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। এবং এখানে আল-আখতালের নিন্দা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমেই তিনি গর্ব (الفخر) বর্ণনা করেন। এরপর শোকগাথা (الرثاء) রচনা করেন। আল-ফারাজদাক্ব তার প্রতিবাদ করে ৭ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৮০৭] আল-আখতালের প্রতি শোক (الرثاء) প্রকাশ করে এই 'নাক্বা'ইদ' অংশ রচনা করেছেন।[৮০৮]

---

[৮০২] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ৩৪১

[৮০৩] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ৩৪১-৩৪২

[৮০৪] أنا ابن أبي سعد و عمرو و مالك * و ضبة عبد واحد و ابن واحد

- আমি 'আবু ছাইদ', 'আমর' ও 'মালিক' এর অধস্তন সদস্য। আর তারাতো ছিলেন 'দাব্বা' গোত্রের এক পিতার এক সন্তান।

[৮০৫] فإنا وجدنا ، إذ وفدنا إليكم * صدور القنا و الخيل من خير وافد

- যখন প্রতিনিধিরূপে আমরা প্রেরিত হয়েছিলাম, তখন তোমাদেরকে পেয়েছিলাম বর্শার সম্মুখভাগে এবং উত্তম আগমনকারীর অশ্বশক্তি।

[৮০৬] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ৩৪২

[৮০৭] আবু 'উবাইদাহ, *كتاب النقائض*, ৩৪২-৩৪৩

[৮০৮] زار القبور أبو مـــالك * برغم العداة و أوتارها

- অনিচ্ছাকৃত বৈরি ভাব নিয়ে এবং একাকী আবু মালিক আল আখতালের ক্ববর যিয়ারত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

০৫.৪. জারির ও আখতালের মাঝে রচিত 'নাক্বা'ইদ' (نقائض جرير و الأخطر)

'নাক্বা'ইদ' নং	১ম পক্ষ (আক্রমণ)	চরণ সংখ্যা	পৃষ্ঠা	২য় পক্ষ (প্রত্যুত্তর)	চরণ সংখ্যা	পৃষ্ঠা
১	আখতাল বলেন	৬৯	৪৭-৬৩	জারির প্রত্যুত্তরে	২২	৬৩-৬৯
২	আখতাল জারিরকে কুৎসা করে বলেন	৪৯	৬৯-৮৩	জারির প্রত্যুত্তরে	৫৮	৮৩-৯৭
৩	আখতাল বনু ক্বায়েছ, জারিরকে কুৎসা ও আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান এর প্রশংসা করে বলেন	৫৫	৯৭-১০৯	জারির প্রত্যুত্তরে	২৯	১০৯-১১৪
৪	আখতাল বলেন	৩০	১১৪-১১৯	জারির প্রত্যুত্তরে	৪২	১১৯-১২৭
৫	আখতাল বনু ক্বায়েছকে কুৎসা করে বলেন,	১৮	১২৭-১৩০	জারির প্রত্যুত্তরে	১৯	১৩১-১৩৩
৬	আখতাল বলেন	২১	১৩৩-১৩৯	জারির প্রত্যুত্তরে	৪৫	১৩৯-১৪৮
৭	আখতাল বলেন	৮৫	১৪৮-১৬৫	জারির প্রত্যুত্তরে	৬০	১৬৬-১৭৭
৮	আখতাল বলেন	১১	১৭৭-১৭৮	জারির প্রত্যুত্তরে	৫৭	১৭৮-১৮৯
৯	আখতাল বলেন	০৯	১৮৯-১৯০	জারির প্রত্যুত্তরে	৪২	১৯১-১৯৭
১০	জারির ফারাজদাক্ব ও আখতালের কুৎসা করে বলেন	৮২	১৯৭-২১৩	ফারাজদাক্ব জারিরের প্রত্যুত্তরে বলেন	২৩	২১৩-২১৮
১১	আখতাল জারিরকে কুৎসা করে বলেন	৪২	২১৯-২২৫			

Dhaka University Institutional Repository

আবু তাম্মাম (মৃ- ২৩১হি/৮৪৫খ্রি.) রচিত 'نقائض جرير و الأخطر' (১৯২২ খ্রি. সালে বেরুত, লেবানন থেকে প্রকাশিত)-এর মাঝে উল্লেখিত 'নাক্বা'ইদ' এ অধ্যায়ে আলোকপাত করা হবে।

'নাক্বা'ইদ' নং ০১

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি আল-আখতাল ও জারিরের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'طويل', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'ل'। আল-আখতাল ৬৯ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৮০৯] প্রাচীন কাব্য ধারা অনুসরণ পূর্বক প্রথমেই তিনি পরিবেশ ও হারানো স্মৃতি রোমন্থন করেন। প্রিয় স্থানে প্রিয়তমার সঙ্গ তাকে দীর্ঘক্ষণ রোমাঞ্চিত করেনি।[৮১০] নাক্বা'ইদে তিনিই মদের বর্ণনা যুক্ত করেন। মদের নানা গুণাগুণ সম্পর্কে ইঙ্গিত দান করেন। একিসাথে তারা গানের আসর জমাতেন।[৮১১] কাব্যের মাঝামাঝি অংশে প্রণয়ের অবতারণা করেন।[৮১২] তিনি এই কাব্যে খালিদ এর প্রশংসা (المدح) করেন। তাকে বিভিন্ন ভাবে শ্রেয় প্রমাণ করার জন্য তিনি নানা উপস্থাপনার অবতারণা করেন। তাকে দানশীল ও অসহায়গণের ভরসাস্থল ও আশ্রয়স্থল হিসাবে উত্থাপন করেন।[৮১৩] তৎকালীন নাছারাগণের নিরাপত্তা ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য যে পদক্ষেপ গৃহিত হয়েছিল, তাও তিনি তুলে ধরেছেন। জারির তার প্রতিবাদ

---

[৮০৯] আবু তাম্মাম (মৃ- ২৩১হি/৮৪৫খ্রি.), আনতুন ছালিহানী আল ইউসুয়ি, *نقائض جرير و الأخطل*, (লেবানন : বৈরুত, ১৯২২ খ্রি.) :৪৭-৬৩

[৮১০] عفا واسط من آل رضوى فنبتل * فمجتمع الحرين فالصبر أجمل

صحا القلب الا من ظعائن فاتني * بهن ابن خلاس طفيل و عزهل

- রাদওয়ার বিচ্ছিন্নকৃত দরজার স্মৃতি বিলুপ্ত। স্বাধীন সমাজের ধৈর্য্য ধারন করাই এখন উত্তম।
- যা'আ'ইনার সঙ্গ পেয়ে হৃদয় জাগ্রত হলো। কিছুক্ষণ পরেই তুফাইল ও 'আযহাল নামক দুই যুবক তা আমার হাতছাড়া করে নিয়ে গেলো।

[৮১১] صريع مدام يرفع الشرب رأسه * ليحيا و قد ماتت عظام و مفصل

إذا رفعوا عضوا تحامل صدره * و آخر مما نال منها مخبل

فدبت دبيبا في العظام كأنه * دبيب نمال في نقا يتهيل

و توقف أحيانا فيفصل بيننا * سماع مغن أو شواء مرعبل

- মদের নেশায় বুঁদ হয়ে আছেন। মদই তার মস্তক সমুন্নত রাখে। এটি তাকে প্রাণ সঞ্চারে সহায়তা করে। কেননা তার হাড়গুলি মৃত প্রায় এবং বাকশক্তি অকার্যকর।
- বুকের উপর চাপ প্রয়োগ করে যখন তিনি অঙ্গ উপরে উঠান, তখন অন্যদিকে তিনি ঐ মদ থেকে উন্মত্ততা লাভ করেন।
- হাড়ের মজ্জায় এমন ভাবে প্রবেশ করে, মনে হয় যেন, পীপিলিকা প্রবল বেগে প্রবেশ করছে।
- কখনো কখনো দাঁড়িয়ে আমাদেরকে আলাদা করেন। উটের রোস্ট খাবার জন্য অথবা সঙ্গীত পরিবেশনকারীর সঙ্গীত শ্রবণ করার জন্য।

[৮১২] ترى لامعات الآل فيها كانها * رجال تعرى تارة و تسربل

- তাদের পরিবারের মাঝে তাকে তুমি দীপ্তিমান হিসাবে দেখবে। তাকে এমন মনে হবে, যেন সে একবার বিবস্ত্র হচ্ছে আবার বস্ত্রাবৃত হচ্ছে।

[৮১৩] أخالد مأواكم لمن حل واسع * و كفك غيث للصعاليك مرسل

سقى الله أرضا خالد خير أهلها * بمستفرغ باتت عز إليه تسحل

- আশ্রয়হীনদের জন্য 'খালিদ' কি উত্তম আশ্রয়স্থল নয়? (অবশ্যই) তোমার হাতের তালু নিঃস্ব মানুষদের জন্য বর্ষণের সুসংবাদ দানকারী দূত।
- আল্লাহ খালিদ ও তার পরিবার কর্তৃক এই জমিকে সিক্ত করেছেন।তাঁর অনবরত ও দ্ব্যর্থহীন অনুগ্রহের বিরল বারিধারা সকলকে মসৃণ তথা সিক্ত করে।

Dhaka University Institutional Repository

করে ২২ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৮১৪] প্রথমেই তিনি আখতালের কুৎসা (الهجاء) বর্ণনা করেন। তার পূর্বপুরুষগণকে তুলে ধরেন নিন্দনীয়ভাবে।[৮১৫] প্রণয়ের (الغزل) বর্ণনা দিয়ে তিনি হারানো স্মৃতি তুলে ধরেন।[৮১৬] প্রতিপক্ষের বিভিন্ন দুর্বলতা তুলে ধরে নিজ গোত্রকে নিয়ে গর্ব (الفخر) করেন।[৮১৭]

'নাক্বা'ইদ' নং ০২

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি আল-আখতাল ও জারিরের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'الكامل', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'لا'। আল-আখতাল ৪৯ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৮১৮] সূচনাতেই তিনি প্রণয়ের (الغزل) বিবরণ প্রদান দেন।[৮১৯] এরপর জারিরের নিন্দা (الهجاء) বর্ণনা করেন।[৮২০] আল-আখতাল জারিরের দারিম গোত্রের সাথে সখ্যতা ও হাজিব ইবনু যুরারাহ ও ইক্বাল ইবনু মুহাম্মদ-এর গোত্রের সাথে তুলনার সমালোচনা করেন। এমনকি জারিরের পিতাকে নিয়ে তির্যক মন্তব্য করেন।[৮২১] যুদ্ধের ময়দানে নিজেদের কৃতিত্ব তুলে ধরে গর্ব (الفخر) প্রকাশ করেন।[৮২২] জারির তার প্রতিবাদ

---

[৮১৪] আবু তাম্মাম, *نقائض جرير و الأخطل*, ৬৩-৬৯

[৮১৫] أجدك لا يصحو الفواد المعلل * و قد لاح من شيب عذار و مسحل

بكا دوبل لا يرقئ الله دمعه * أ لا إنما يبكي من الذل دوبل

- তোমার দাদার আহত হৃদয়ে হুঁশ কি ফিরেনি? অথচ তার দাঁড়ির শুভ্রতা ও কাঁচি চকচক করছে।
- দাওবাল ক্রন্দন করে, আল্লাহ তার অশ্রু বন্ধ করেননি। দাওবাল কি লাঞ্ছনায় ক্রন্দন করেননি ?

[৮১৬] فيوما يدانين الهوى غير ما صبى * و يوما ترى منهن غولا تغول

فيا أيها الوادي الذي بان أهله * فساكن وادهم حمام و دخل

- শৈশব কালের পর একবার প্রেম যেদিন হাতছানি দিয়েছিল। সেদিন সে বর্ণধারী মাতালের মতো পেয়েছিল।
- হে উপত্যকা! তুমিতো তোমার বাসিন্দাদেরকে আলাদা করে রেখেছো। কবুতর ও চড়ুই পাখির ন্যায় ছোট পাখি কেবল তাদের সেই উপত্যকার অধিবাসী।

[৮১৭] لنا الفضل في الدنيا و أنفك راغم * و نحن لكم يوم القيامة أفضل

- এই ধরায় আমরা সম্মানিত এবং তোমরা লাঞ্ছিত। পরকালেও আমরাই সম্মানিত হবো।

[৮১৮] আবু তাম্মাম, *نقائض جرير و الأخطل*, ৬৯-৮৩

[৮১৯] كذبتك عينك أم رأيت بواسط * غلس الظلام من الرباب خيالا

- তোমার চোখ মিথ্যা বলছে। তুমি কি 'ওয়াছিত' প্রাসাদ পরিদর্শন করেছো ? নাকি সেখানে সাদা মেঘের নিচের গভীর অন্ধকারে কোনো ছায়ামূর্তি দেখেছো?

[৮২০] فأبرن قومك يا جرير و غيرهم * و أبرن من حلق الرباب حلالا

- হে জারির ! তোমার নিজ গোত্র ও অন্যান্যরা সবাই তোমাকে দংশন করবে। 'আদ্দি, তাইম, উকাল, ছাওর ও বনু 'আবদি মানাত এসে দংশন করে তোমাকে পতন ঘটাবে।

[৮২১] و إذا وضعت أباك في ميزانهم * قفزت حديدته إليك فشالا

و إذا سما للمجد فرعا وائل * و اجتمع الوادي عليك فسالا

- যখন তুমি তোমার পিতাকে তাদের সাথে পরিমাপ করতে যাবে, তখন লাফিয়ে উঠবে নিক্তি এবং তোমার পিতাকে নিয়ে উপরে উঠে যাবে।
- সম্মানের ক্ষেত্রে তুমি যখন বনু বকর ও বনু তাগলীব গোত্রের উর্ধ্বে উঠতে চাইবে, তখন সকল উপত্যকা সম্মিলিত হয়ে তোমার উপর দিয়ে বয়ে যাবে।

[৮২২] في فيلق يدعوا الأراقم لم تكن * فرسانها عزلا ولا أكفالا

و الخيل ساهمة الوجوه كأنما * خالطن من طول الوجيف سلالا

Dhaka University Institutional Repository

করে ৫৮ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৮২৩] জারিরও প্রথমে প্রণয় (الغزل) বর্ণনা করেন।[৮২৪] আখতালের গোত্র তাগলীবের নেতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরে নিন্দা (الهجاء) বর্ণনা করেন। আখতাল ও তার গোত্রের ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে কুৎসা করেন।[৮২৫] নিজ গোত্রের সম্মান ও মর্যাদা তুলে ধরে গর্ব (الفخر) করেন।[৮২৬]

'নাক্বা'ইদ' নং ০৩

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি আল-আখতাল ও জারিরের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'طويل', এবং অন্ত্যমিল (قافية) **'بْ'**। আল-আখতাল ৫৫ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৮২৭] আল-আখতাল প্রতিপক্ষ কবি জারির ও ক্বাইছ 'আইলান গোত্রকে কুৎসা করে এবং আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান-এর প্রশংসা করে এই 'নাক্বিদাহ' রচনা করেন। প্রথমেই তিনি নিজ গোত্রের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে গর্ব (الفخر) প্রকাশ করেন। তার গোত্র উমাইয়্যা খলিফাগণকে সাহায্য সহায়তা প্রদান করেছেন।[৮২৮]

- সৈনিকদের একটি দলকে 'আরাক্বিম' বলা হতো। তারা নিরস্ত্রও ছিলেন না আবার পশ্চাৎগামীও ছিলেন না।
- সম্মুখ আক্রমণে অশ্বগুলি অত্যন্ত দক্ষ ছিল। সবকিছু নিয়ে তারা দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনার মাঝে মিশে যেতো।

[৮২৩] আবু তাম্মাম, *نقائض جرير و الأخطل*, ৮৩-৯৭

[৮২৪] أصبحت بعد جميع أهلك دمنة ٭ قفرا و كنت محلة محلالا

طرب الفؤاد لذكرهن و قد مضت ٭ بالليل أجنحة النجوم فمالا

- তোমার পরিবারের সকলে চলে যাওয়ার পর এই জনশূন্য ভূমিতে তুমি কেবল ধ্বংসপ্রাপ্ত নিদর্শন হয়ে আছো। তুমি ছিলে মানুষের অতি পছন্দের, তাই মানুষ তোমার এখানেই যাত্রাবিরতি দেয়।
- তার স্মরণে হৃদয় উল্লসিত হয়। রজনী অতীত হয়েছে ডানা গুটিয়ে নুয়ে নুয়ে।

[৮২৫] قبح الإله وجوه تغلب كلما ٭ شبح الحجيج و كبروا إهلالا

عبدوا الصليب و كذبوا بمحمد ٭ و بجبرئيل و كذبوا ميكالا

ترك الأخيطل أمه و كأنها ٭ منحاة سانية تدير محالا

- আল্লাহ তা'আলা তাগলীব গোত্রের চেহারাকে কুৎসিত করে দিয়েছেন। যখন হাজীগণ তাক্বীর, তাহলীল ও হস্তউত্তলোন করেন।
- তারা খ্রিষ্ট ধর্মের অনুসরণ করে এবং মুহাম্মদ (সা.) কে অস্বীকার করে। তেমনিভাবে জিবরাঈল (আ.) ও মিকাঈল (আ.) কেও তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।
- আল আখতাল তার মাতাকে পরিত্যাগ করেছে। সে যেন আঁকাবাঁকা প্রবাহ পথ কৌশলে প্রদক্ষিণ করেছে।

[৮২৬] فلنحن أكرم في المنازل منزلا ٭ منكم و أطول في السماء جبالا

فأبرن قومك يا أخيطل بعد ما ٭ تركت ربيعة في البلاد شلالا

- দুনিয়ায় অবস্থানের দিক থেকে আমরা তোমাদের থেকে অধিক সম্মানি। একিভাবে আসমানেও তোমাদের থেকে আমরা বেশি উচ্চতায় সমাসীন থাকবো।
- হে আখতাল! বনু রাবি'আহ তোমাদেরকে বিক্ষিপ্তভাবে পরিত্যাগ করার পর, তারাতো তোমাদের গোত্রকে নির্মূল করেছিল।

[৮২৭] আবু তাম্মাম, *نقائض جرير و الأخطل*, ৯৭-১০৯

[৮২৮] يقودون موجا من أمية لم يرث ٭ ديار سليم بالحجاز و لا الهضب

أهلوا من الشهر الحرام فأصبحوا ٭ موالي ملك لا طريف و لا غصب

- বৃহদাকার দল উমাইয়্যাগণকে নেতৃত্ব দান করেছেন। 'হিযাজ' ও 'হাদবে' সিংহাসন ও রাজত্বে তারা কাউকে উত্তরাধিকারী করে যাননি।
- পবিত্র মাসসমূহে তারা তালবিয়া পাঠ করে থাকেন। আর এ কারনেই তারা কোনো গযবের মুখোমুখি হননা এবং তাদের রাজ্য পরিচালনা করাটা বিরল ও দূর্লভ কোনো বিষয় না।

Dhaka University Institutional Repository

জারিরকে উটের বর্জের সাথে তুলনা করে তার কুৎসা (الهجاء) বর্ণনা করেন।[৮২৯] এখানে আল-আখতাল বনু ক্বায়েছ এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। বনু ক্বায়েছ ইবনু আইলান এর অলসতা ও বিপদকে তুচ্ছ মনে করার মতো সচেতনতাহীন কাজকে তিনি তুলে ধরেন। আবদুল মালেক ইবনু মারওয়ান এর প্রশংসা (المدح) করে তাকে বিভিন্ন তুলনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।[৮৩০] জারির তার প্রতিবাদ করে ২৯ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৮৩১] জারির প্রথমে প্রণয় (الغزل) বর্ণনা করেন।[৮৩২] 'তিখফাহ' এর যুদ্ধকে কেন্দ্র করে তাদের বীরত্ব ও সাহসিকতার বর্ণনা প্রদান করে গর্ব (الفخر) করেন।[৮৩৩] আখতালকে শূকর বলে কুৎসা (الهجاء) করেন।[৮৩৪]

'নাক্বা'ইদ' নং ০৪

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি আল-আখতাল ও জারিরের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'الكامل', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'را'। আল-আখতাল ৩০ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৮৩৫] প্রথমে তিনি তার প্রেয়সীর খুনসুটির বিবরণ দান করে প্রণয় (الغزل) বর্ণনার অবতারণা করেন।[৮৩৬] জারিরকে প্রতারিত

---

[৮২৯] إذا صخب الحادي عليهن برزت * بعيدة ما بين المشافر و العجب

- উটের চোয়াল ও ঠোঁটের মধ্যকার স্থান থেকে নিক্ষিপ্ত মলের নিচে পরে উটচালক যখন চিৎকার করে।

[৮৩০] إلى مؤمن تجلو صفيحة وجهه * بلابل تغشى من هموم و من كرب

إمام يقود الخيل حتى تقلقلت * قلائد في إعناق معملة حدب

- এমন একজন মুমিন মানুষের কাছে প্রেরণ করেছি, যার প্রশস্ত মুখখানা জটিল উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় আচ্ছাদিত চেহারাকেও উজ্জ্বল করে।
- তিনি এমন একজন নেতা যিনি অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। এমনকি তিনি উঁচু ভূমির বিশ্রামাগারে থাকা অশ্বের গলায় মালা পড়িয়ে টলমলে করে তুলেন।

[৮৩১] আবু তাম্মাম, *نقائض جرير و الأخطل*, ১০৯-১১৪

[৮৩২] إذا أنا فارقت الأحص و ماءه * سقيت ملاحا لا يعيج بها قلبي

- তাঁর সংস্পর্শ থেকে দূরে সরার পর ও তাঁর জল পান পরিত্যাগ করার পর, আরো কতো সুন্দরী রমণীর জলপান করেছি! এতে আমার হৃদয় বিন্দুমাত্র পরিতৃপ্ত হতে পারেনি।

[৮৩৩] فيا رب جبار و طئن جبينه * صريع و نهب قد حوين إلى نهب

أشرف عاديا من المجد لم تزل * علاليه تبنى على باذخ صعب

- কতেক শাসক আছেন, কাপুরুষতা দিয়েই যারা তৈরি। ধরাশায়ী হয়েও লুণ্ঠিত মালের অধিকারী হয়।
- আমাদের শত্রুদেরকে যথাযথ মর্যাদা দানের মাধ্যমেই আমরা সম্মান করি। কঠোর সাধনায় নিজেদের জন্য যে আসন তৈরি করেছেন, তাদেরকে সেই আসন থেকে অবনমিত করিনা।

[৮৩৪] لعلك يا خنزير تغلب فاخر * إذا مضر منها تسامى بنو الحرب

تعذرت يا خنزير تغلب بعد ما * علقت بحبلى ذي معاسرة صعب

- হে তাগলীব গোত্রের শূকর ! সম্ভবত তুমি অহঙ্কারী। অথচ 'মুদার' গোত্র 'হারব' গোত্রের সাথে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা করে।
- হে তাগলীব গোত্রের শূকর! কষ্টসাধ্য ও কষ্টকর রশিতে ঝুলার পর তুমিতো কৈফিয়ত পেশ করেছিলে।

[৮৩৫] আবু তাম্মাম, *نقائض جرير و الأخطل*, ১১৪-১১৯

[৮৩৬] شبهتهن و قد تقاذف سيرها * نخلا بمكة ناعما مسطورا

فبكيت عند رحيلهن و أسبلت * عيناي ماء كالجمان غزيرا

- মক্কার সারিবদ্ধ কোমল খেজুরবৃক্ষের ন্যায় তারা পরস্পর ফিতা ছোঁড়াছুড়ি আরম্ভ করলো।

Dhaka University Institutional Repository

ও নির্বোধ আখ্যা দিয়ে তার নিন্দা (الهجاء) বর্ণনা করেন।[৮৩৭] আল-আখতাল ফারাজদাক্বকে সমর্থন করেন। তিনি আল-ফারাজদাক্বের দাদা 'উদুস ইবনু যায়েদ, ছা'ছা'আ ও আল-ওয়ালিদকে তুলে ধরে গর্ব (الفخر) করেছেন।[৮৩৮] জারির তার প্রতিবাদ করে ৪২ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৮৩৯] জারির প্রণয়কেন্দ্রিক (الغزل) আলোচনায় নিজেকে সম্বোধন করে হতাশা ব্যক্ত করেছেন।[৮৪০] আখতাল জারিরের বিপরীতে ফারাজদাক্বকে সহায়তা করলে জারির তাকে কুৎসা (الهجاء) করেন। আখতালের মাতাকেও এখানে উল্লেখ করে নিন্দা জ্ঞাপন করেন।[৮৪১] মুদার গোত্রের প্রশংসা (المدح) করেন।[৮৪২] নিজে মুসলিম হিসেবে গর্ববোধ (الفخر) করেন।[৮৪৩]

'নাক্বা'ইদ' নং ০৫

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি আল-আখতাল ও জারিরের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'الوافر', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'را'। আল-আখতাল ১৮ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৮৪৪] যুদ্ধের ময়দানে

- আমি অশ্রুসিক্ত হয়েছি। আমার আঁখিদ্বয় থেকে মুক্তাদানার ন্যায় অশ্রু প্রবলবেগে নির্গত হয়েছে।

[৮৩৭] فأحانه جري الخلاء و طال ما ٭ قد كان يوجد حائنا مغرورا

- টয়লেটের প্রতি তার প্রবাহমান গতি তাকে ধ্বংশ করে দিবে। প্রতারিত ও নির্বোধের দুয়ারে তার উপস্থিতি কেবল প্রলম্বিত হতে থাকে।

[৮৩৮] قوم هم سبقوا أباك إلى العلى ٭ جريا و صرت مخلفا محسورا

- তারা এমন এক গোত্র , যারা মর্যাদায় তোমার পিতা থেকে অনেক উপরে অবস্থানকারী। অনাবৃত ও পরিত্যক্ত বস্তুর প্রতি তুমি তাদেরকে ঝুঁকিয়ে দিয়েছো।

[৮৩৯] আবু তাম্মাম, *نقائض جرير و الأخطل*, ১১৯-১২৭

[৮৪০] رحل الخليط فزايلوك بكورا ٭ و حسبت بينهم عليك يسيرا

حييت زوراك إذ ألم و لم تكن ٭ هند لقاصية البيوت زؤورا

- প্রত্যুষে তোমার প্রিয় বন্ধু তোমাকে ত্যাগ করে বিদায়ের জন্য যাত্রা করে। আর তুমি ভাবছো যে, তাদের মাঝে কারো চলে যাওয়া তোমার জন্য সহজ হবে।
- আমি তোমার ভ্রমণকে স্বাগত জানাই। তোমার ভ্রমণ তোমাকে আমার থেকে কখনো দূরে নিয়ে যাবেনা।

[৮৪১] و عوى الأخيطل للفرزدق محلبا ٭ فتنازعا مرس القوى مشزورا

ولد الأخيطل أمه مخمورة ٭ قبحا لذالك شاربا مخمورا

- আল আখতাল ফারাজদাক্বের সহায়তায় বিলাপ করে কাঁদে। সে তাঁর পক্ষে বক্রদৃষ্টিতে শক্ত ও দক্ষ হাতে ঝগড়া করে।
- আল আখতালের মাতা তাকে মদ্যপ অবস্থায় জন্ম দিয়েছেন, তাই আল আখতাল এই ঘৃন্য মদ্য পান করে থাকেন।

[৮৪২] مدت بحورهم فلست بقاطع ٭ بحرا يمد إلى البحور بحورا

- তাদের সমুদ্র অনেক দীর্ঘ। সাগরের পর সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই স্রোতধারা তুমি কখনোই কাটতে পারবেনা।

[৮৪৩] الله فضلنا و أخزى تغلبا ٭ لن تستطيع لما قضى تغييرا

- আল্লাহ আমাদরকে সম্মানিত করেছেন আর তাগলীবকে করেছেন অপদস্থ। তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার ক্ষমতা আর কারো নেই।

[৮৪৪] আবু তাম্মাম, *نقائض جرير و الأخطل*, ১২৭-১৩০

Dhaka University Institutional Repository

নিজেদের বীরত্বগাঁথা তুলে ধরে গর্ব (الفخر) প্রকাশ করেন। নিজের প্রতি অবিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য কৌশল অবলম্বন করেন।[৮৪৫] নিজ গোত্রের আতিথেয়তার বিবরণ দান করে প্রশংসা (المدح) করেন।[৮৪৬] শেষ পঙ্‌ক্তিগুলিতে তিনি কুৎসা বর্ণনা করেন। জারির তার প্রতিবাদ করে **১৯** চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৮৪৭] জারির আল-আখতালের প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। তিনি আল-আখতাল ও আল-ফারাজদাক্বকে নিন্দা করেন। ক্বায়েছ গোত্রের প্রশংসা করেন। এই 'ক্বাছিদাহ' রচনায় আল-ফারাজদাক্ব অপর সহযোগী আল-আখতালকে সাহায্য করে জারিরের বিপরীতে ক্ষেপিয়ে তুলেন। নিজ জীবনের প্রতি হতাশা প্রকাশ করে প্রণয়ের (الغزل) অবতারণা করেন।[৮৪৮] আখতাল ও ফারাজদাক্বের মধ্যকার সখ্যতা নিয়ে জারির আখতালকে কুৎসা (الهجاء) করেন।[৮৪৯]

'নাক্বা'ইদ' নং ০৬

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি আল-আখতাল ও জারিরের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'البسيط', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'ر'। আল-আখতাল **২১** চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৮৫০] উমাইয়্যা

---

[৮৪৫] أعاذل نعم قوم الحرب قومي ٭ إذا نزل الملمات الكبار

- হে নিন্দুক ! যুদ্ধে আমার গোত্র কতইনা উত্তম ! যখন তারা আকস্মিকভাবে বড় কোনো দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

[৮৪৬] فضلنا الناس أن الجار فينا ٭ يجير و أي جار يستجار

أما و أبيك لو أمكنت قومي ٭ لظل على جناحيك النسار

- আমার প্রতিবেশিদেরকেও মানুষ সম্মান দিয়ে থাকে। যে প্রতিবেশি নির্যাতিত হয়ে থাকেন তারা আমাদের কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করেন।
- সাবধান! জেনে রেখো! তুমি ও তোমার পিতা আমাদের গোত্রে অবস্থান করোনাই কি? তারাতো তোমাদের উপর শকুনের ছায়া ফেলেছিল।

[৮৪৭] আবু তাম্মাম, *نقائض جرير و الأخطل*, **১৩১-১৩৩**

[৮৪৮] و قد أبكاك حين علاك شيب ٭ بتوضح أو بناظرة الديار

فدار الحي لست كما عهدنا ٭ و أنت إذا الأحبة فيك دار

- বার্ধক্য যখন স্পষ্টভাবে তোমার উপরে অধিষ্ঠিত হবে, তোমার গৃহেই সবার দৃষ্টি কাড়বে, তখন এটি তোমাকে কাঁদাবে।
- তোমার পরিবারতো কেবল স্থানান্তরে নিমগ্ন, তুমিও আমাদের প্রতিজ্ঞা পূরণ করোনি। অথচ তোমার মাঝেই তোমার প্রিয়তমের বাসস্থান।

[৮৪৯] لقد لحق الفرزدق بالنصارى ٭ لينصرهم و ليس به انتصار

و يسجد للصليب مع النصارى ٭ و أفلج سهمنا و لنا الخيار

- আল ফারাজদাক্ব খ্রিষ্টানের সাথে এর জন্য মিলিত হয়েছে, যেন তাদেরকে সাহায্য করতে পারে। অথচ এভাবে প্রতিশোধ নেওয়া যায়না।
- আল ফারাজদাক্ব খ্রিষ্টানদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে যিশুর প্রতি মাথা অবনত করেছে। আমাদের আক্রমণের প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। অথচ শ্রেষ্ঠত্ব আমাদেরই।

[৮৫০] আবু তাম্মাম, *نقائض جرير و الأخطل*, **১৩৩-১৩৯**

Dhaka University Institutional Repository

খলিফাগণের সাথে তার গোত্রের সম্পর্ক তুলে ধরে গর্ব (الفخر) প্রকাশ করেন।[৮৫১] চারিত্রিক দিকে ইঙ্গিত করে তাদের নিন্দা (الهجاء) প্রকাশ করেন।[৮৫২] জারির তার প্রতিবাদ করে ৪৫ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৮৫৩] জারির পূর্বের ধারাবাহিকতায় এই 'নাক্বা'ইদ'-টিও আরম্ভ করেন প্রণয় (الغزل) বর্ণনার মাধ্যমে।[৮৫৪] কবি আল-আখতাল আনসারী সাহাবিগণকে কুৎসা করে কবিতা রচনা করেছিলেন। তার রচিত ঐ কবিতার প্রত্যুত্তর দান করে কবি জারির এখানে কুরাইশ ও আনসারী সাহাবিগণের প্রশংসা (المدح) করেন।[৮৫৫] নিজ গোত্রের ইতিহাস ঐতিহ্য তুলে ধরে গর্ব (الفخر) প্রকাশ করেন। তাদের মতো গোত্র নিয়ে আসার জন্য আখতালের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন।[৮৫৬]

'নাক্বা'ইদ' নং ০৭

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি আল-আখতাল ও জারিরের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'البسيط', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'ر'। আল-আখতাল ৮৫ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৮৫৭] প্রথমেই তিনি মদ

---

[৮৫১] ما زال فينا رباط الخيل معلمة ٭ و في تميم رباط الذل و العار

يدعوا فوارس لا ميلا و لا عزلا ٭ من اللهازم شيبا غير أغمار

- আমাদের মধ্যকার প্রশংসনীয় গোত্রীয় বন্ধন এখনো বিদ্যমান। আর তামীম গোত্রের গোত্রীয় বন্ধন লাঞ্ছনা ও অপমানে পরিপূর্ণ।
- 'লাহাযিম' গোত্র ঝোঁকের বশে বা নিরস্ত্র হয়ে কখনো অশ্বারোহী সৈন্যগণকে আহ্বান করেনা। তাদের বার্ধক্যের শুভ্রতাই তাদের অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত।

[৮৫২] و الظاعنون على أهواء نسوتهم ٭ و ما لهم من قديم غير أعيار

و لا يزالون شتى في بيوتهم ٭ يسعون من بين ملهوف و فرار

- তারা নারীদের প্রতি ক্ষণস্থায়ী প্রবৃত্তিতে নিমগ্ন। তাদের পূর্ব ইতিহাস কেবল অন্ধকার বৈ কিছুই নয়।
- তারা তাদের গৃহ থেকে কখনো কখনো বেরই হয় না। এমনকি তারা তাদের এই দুঃখ ও পলায়মান থেকে বের হবার চেষ্টাও করে।

[৮৫৩] আবু তাম্মাম, *نقائض جرير و الأخطل*, ১৩৯-১৪৮

[৮৫৪] قد أطلب الحاجة القصوى فأدركها ٭ و لست للجارة الدنيا بزوار

ملء العيون جمالا ثم يونقني ٭ لحن لذيذ و صوت غير خوار

- অনেক দূরবর্তী স্থান থেকে তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলাম, অবশেষে তাকে পেয়েছি। তাছাড়া আমি প্রতিবেশিদের জন্য অধিক ভ্রমণকারীও নই এবং তাদের তত ঘনিষ্ঠও নই।
- তাঁর আঁখিদ্বয়ের মিলন পলকে যেন কী শোভা নিহিত ! এছাড়াও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও সতেজ ধ্বনি আমাকে আশ্চর্যান্বিত ও মোহিত করে তুলে।

[৮৫৫] إن الذين اجتبوا مجدا و مكرمة ٭ تلكم قريشي و الأنصار أنصاري

و الحي قيس بأعلى المجد منزلة ٭ فاستكرموا من فروع زندهاواري

- তারাই তো কুরাইশ ও আনসারী সাহাবী, যারা মর্যাদা ও সম্মান সন্ধান করেছেন এবং তা পূর্ণাঙ্গভাবে লাভ করেছেন।
- ক্বায়স গোত্রই সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী। অথচ তোমরা তাদের শাখা-প্রশাখাগুলিকে সম্মান করতেই আত্মনিয়োগ করছো।

[৮৫৬] جئني بمثل بني بدر لقومهم ٭ أو مثل أسرة منظور بن سيار

أو عامر بن طفيل في مركبه ٭ أو حارث يوم نادى القوم يا حار

- বদর ইবনু আমরের গোত্রের মতো একটি গোত্র তাদের সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে নিয়ে এসো। অথবা 'মনজুর ইবনু ছাইয়্যার' এর পরিবারের মতো একটি পরিবারের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করো।
- হে অগ্নিউপাসক! 'আমের ইবনু তুফাইলের মতো অবস্থানধারী একটি গোত্র তুলে ধরো, অথবা স্বগোত্রকে আহ্বানকারী হারিসের মতো একজন মানুষকে নিয়ে এসো।

[৮৫৭] আবু তাম্মাম, *نقائض جرير و الأخطل*, ১৪৮-১৬৫

Dhaka University Institutional Repository

(الخمر)-এর প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন। বিভিন্ন বিশেষণ দিয়ে মদের গুণাগুণ তুলে ধরেন।[৮৫৮] কবি জারির তার প্রায় কবিতায় নারী প্রাসঙ্গিকতা টেনে এনেছেন। আল-আখতাল তার এই পদ্ধতির সমালোচনা করেন। তার কাছে নারীর সংশ্রব ও সহচর্য থেকে মদের সঙ্গ লাভ অনেক আনন্দের ও নিরাপদ। 'ক্বায়স' গোত্রের নিন্দা (الهجاء) বর্ণনা করেন।[৮৫৯] তিনি উমাইয়্যা শাসকগণের সরাসরি প্রশংসা (المدح) করেছেন। এমনকি তাদের পূর্বপুরুষগণের প্রশংসা করতেও ত্রুটি করেননি। তার মতে উমাইয়্যা শাসনামলে মানুষের মনের সকল আকাঙ্খাই পূরণ হয়েছে।[৮৬০] অনেক সময় নাক্বা'ইদ কবিতায় তারা মানুষের প্রতি সদুপদেশ (نصائح) প্রদান করেন। আল-আখতাল আনসারী সাহাবিগণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেই মূলত উমাইয়্যা দরবারে স্বীয় অবস্থান নিশ্চিত করেছেন। তাই স্বভাবতই তিনি আনসারী সাহাবিগণের বিরোধী ছিলেন। এখানে তিনি আনসারী সাহাবি 'যুফার ইবনু হারিস আল-কিলাবী' হতে সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য উমাইয়্যা শাসকগণকে উপদেশ প্রদান করেন।[৮৬১] জারির তার প্রতিবাদ করে ৬০ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৮৬২] প্রিয়ার বসতবাড়ি ও ধ্বংসাবশেষকে তুলে ধরে বিলাপ করেন। তার প্রণয়ের (الغزل) স্মৃতিবহুল দিনগুলিকে স্মরণ করেন।[৮৬৩] জারির এখানে প্রথমেই মহান আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা (المدح) করেছেন। একি

---

[৮৫৮] كأنني شارب يوم استبد بهم ٭ من قرقف ضمنتها حمص أو جدر

جادت بها من ذوات القار مترعة ٭ كلفاء ينحت عن خرطومها المدر

- যেদিন তাদের নিয়ে সেচ্ছাচারী ছিলাম, সেদিন আমি যেন 'হিমস' অথবা 'যাদর' এলাকার স্বচ্ছ পানীয় পান করে মদ্যপ ছিলাম।
- কানায় কানায় পূর্ণ তামাটে, আলকাতরার ন্যায় স্বচ্ছ ও কৃষ্ণবর্ণের উৎকৃষ্ট মদ যেন কাদামাটির নলাকার পাত্র থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম।

[৮৫৯] يا قاتل الله وصل الغانيات إذا ٭ أيقن أنك ممن قد زها الكبر

فلا هدى الله من ضلالتها ٭ و لا لعا لبني ذكوان إذ عثروا

- হে! সুন্দরী নারীদের সঙ্গ ও বন্ধনকে আল্লাহ ধ্বংস করুক। যখন নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তুমি বড়ত্বের অহঙ্কার করে থাকো।
- আল্লাহ 'ক্বায়স' গোত্রের ভ্রষ্টতায় কোনো হেদায়াত রাখেন নাই। এদের ব্যাপারে অবগত হওয়ার পর থেকেই জানি যে, 'যাকওয়ান' গোত্রের নেই কোনো উন্নতি।

[৮৬০] إلى إمام تغادينا نوافله ٭ أظفره الله فليهنأ له الظفر

الخائض الغمر و الميمون طائره ٭ خليفة الله يستسقى به المطر

- আমরা এমন নেতৃত্বের ছায়াতলে সমাসিত যে, সে প্রভাতেই উপহার নিয়ে আগমন করে। আল্লাহ তাকে এমন বিজয় দান করে থাকেন যে বিজয়ে তার সাফল্য প্রতিফলিত হয়ে থাকে।
- সমালোচকগণকেও তিনি সাগরের পানি পান করাতেন তথা মুক্তহস্তে উপহার উপঢৌকন প্রদান করতেন। তাদের অশুভ কাজগুলি যেন তাদের সৌভাগ্য। তিনি হলেন আল্লাহর খলিফা, তার জন্যই বারি বর্ষণ করে মানুষের পিপাসা নিবারণ করেন।

[৮৬১] بني أمية إني ناصح لكم ٭ فلا يبيتن فيكم آمنا زفر

و اتخذوه عدوا إن شاهده ٭ و ما تغيب من أخلاقه دعر

- হে বনু উমাইয়্যা! আমি তোমাদের জন্য উপদেশ প্রদান করছি যে, 'যুফার ইবনু আল হারিস' তোমাদের মাঝে নিরাপদে ঘুমাতে পারেনা। তোমাদের প্রতি তাঁর যথেষ্ট আস্থার অভাব আছে।
- অতএব তোমরা যখন তাকে সাক্ষী মানবে তখন তাকে শত্রু হিসাবেই বিবেচনা করিও। অবশ্যই তার চরিত্রে যা লুকিয়ে আছে তা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

[৮৬২] আবু তাম্মাম, *نقائض جرير و الأخطل*, ১৬৬-১৭৭

[৮৬৩] قالوا لعلك محزون فقلت لهم ٭ نحوا الملامة لا شكوى و لا عذر

Dhaka University Institutional Repository

পঙ্‌ক্তিতে তিনি নবি মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন।[৮৬৪] এরপর নিজ গোত্র নিয়ে গর্ব (الفخر) প্রকাশ করেন।[৮৬৫] আচার-আচরণ ও খাদ্য নিয়েও তারা একে অপরকে কুৎসা (الهجاء) করেন।[৮৬৬]

'নাক্বা'ইদ' নং ০৮

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি আল-আখতাল ও জারিরের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) 'الكامل', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'ل'। আল-আখতাল **১১** চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৮৬৭] প্রথমে তিনি প্রিয়ার পরিত্যক্ত বাস্তুভিটার বিবরণ দান করেন। হারানো স্মৃতির বিবরণ দান করে প্রণয়ের (الغزل) বিবরণ দান করেন।[৮৬৮] আখতাল যুদ্ধের বিবরণ দানের মাধ্যমে জারিরের নিন্দা (الهجاء) বর্ণনা করেন।[৮৬৯]

- তারা আমাকে বললো যে, মনে হয় তুমি চিন্তিত ! আমি তাদেরকে বললাম যে, তারা তিরস্কার দ্বারা আমাকে ছিদ্র করে দিয়েছে। তাদের জন্য আমার কোনো অভিযোগও নেই, তেমনি নেই কোনো আপত্তি।

[৮৬৪] فأحمد الله حمدا لا شريك له ٭ إذ لا يعادلنا من خلقه بشر

أعطوا خزيمة و الأنصار حكمهم ٭ و الله عزز بالأنصار من نصروا

جاء الرسول بدين الحق فانتكبوا ٭ و لا يضير رسول الله إن كفروا

- আমি সেই আল্লাহর স্তুতি বর্ণনা করছি, যিনি এক অদ্বিতীয়। তার কোনো অংশীদার নেই। আমাদের মাঝে ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে কেউ তার সমকক্ষ নন।
- 'খুযায়মা' ও আনসারীগণের জন্য তিনি সম্মানের আদেশ দান করেছেন। কসম ! আল্লাহ তা'আলা আনসারীগণকে সম্মানিত করেছেন, সেই সাথে যারা আনসারীগণকে সহায়তা করবেন তাদেরকেও সম্মানিত করেছেন।
- রাসুল (সা.) সত্য দ্বীন নিয়ে এসেছেন ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তারা যতই কুফরীর দিকে ধাবিত হোক, কখনোই তারা রাসুলুল্লাহ সা. এর ক্ষতি করতে পারবেনা।

[৮৬৫] لولا فوارس يربوع بذي نجب ٭ ضاق الطريق و أعيا الورد و الصدر

إنا و أمك ما ترجى ظلامتنا ٭ عند الحفاظ و ما في عظمنا خور

- 'ইয়ারবু'য়' গোত্রের অশ্বারোহীগন যদি অভিজাত না হতেন, তবে তাদের পথ সঙ্কুচিত হয়ে যেত এবং পিপাসার্ত লোকেরা পানির সন্ধানে ক্লান্ত হয়ে পড়তো।
- আমাদের কাছেও তোমার মাতা নির্যাতিত হবার কোনো আশঙ্কা নেই। আশ্রয় দানে আমরা এমনটা হলেও প্রকৃত পক্ষে আমরা ততটা দুর্বল নই।

[৮৬৬] و الآكلون خبيث الزاد وحدهم ٭ و النازلون إذا واراهم الخمر

إن الأخيطل خنزير أطاف به ٭ إحدى الدواهي التي تخشى و تنتظر

- তাদের কেউ গুইসাপের মাংসও ভক্ষণকারী। আবার অনেকেই মাদকের পশ্চাতে ধাবমানকারী।
- নিশ্চয় আল আখতাল হলো শূকর। বিপদাপদ তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে, যাকে তিনি ভয় করেন এবং যার জন্য তিনি অপেক্ষমান।

[৮৬৭] আবু তাম্মাম, *نقائض جرير و الأخطل*, ১৭৭-১৭৮

[৮৬৮] تلك القلوب صواديا تيمننا ٭ و ترى الشفاء فما إليه سبيل

أما الفؤاد فليس ينسى ذكركم ٭ ما دام يهتف في الأراك هديل

و لقد تساعفنا الديار و عيشنا ٭ لو دام ذاك كما نحب ظليل

- ঐ তৃষ্ণাকাতর হৃদয় বিমোহিত করেছে ও মন্ত্রমুগ্ধ করে আমাদেরকে দাসে পরিণত করেছে। আমাদের হৃদয়ের এই উৎকণ্ঠা থেকে পরিত্রাণের মহৌষধ কেবল তার কাছেই।
- আমার হৃদয় তোমার স্মরণ ও স্মৃতিকে কখনোও ভুলতে পারেনা ও পারবেনা। যা সারাক্ষণ কেবল 'আরাক' বৃক্ষে কবুতরের মতো বাক-বাকুম করে ডাকে।
- কখনো যদি আমাদের আবাসস্থল ও আমার জীবন জীবিকা আমাদের ঘনিষ্ট হবার সুযোগ করে দিতো! আর যদি এটা আমাদের শীতল ভালোবাসার মতো স্থায়ী হতো!

[৮৬৯] فعل الذليل يرومه من رامه ٭ و على سواعده تشد غلول

Dhaka University Institutional Repository

জারির তার প্রতিবাদ করে ৫৭ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৮৭০] আল্লাহর প্রশংসা (المدح) ও স্তুতি বর্ণনা করে তিনি তার এ কাব্যের সূচনা করেন।[৮৭১] আল্লাহ তা'আলা সকল ক্ষমতার অধিকারী। তিনি মানুষদের মাঝে যাকে পছন্দ করেন তাকে উন্নত বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভা দান করেন। তাদের থেকেই কাউকে ক্ষমতার মসনদে সমাসীন করে থাকেন। এতে কোনো গোত্রের কৃতিত্বের তুলনায় আল্লাহর ইচ্ছাটাই প্রধান। আখতালকে মিথ্যাবাদী ও ভ্রষ্ট বলে কুৎসা (الهجاء) করেন।[৮৭২]

'নাক্বা'ইদ' নং ০৯

এই 'নাক্বা'ইদ'-টি আল-আখতাল ও জারিরের মাঝে সংঘটিত হয়। এটির ছন্দ (بحر) ' الوافر', এবং অন্ত্যমিল (قافية) 'لا'। আল-আখতাল ৯ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৮৭৩] জারির ও তার পিতাকে উল্লেখ করে কুৎসা (الهجاء) রচনা করেন।[৮৭৪] জারির তার প্রতিবাদ করে ৪২ চরণ বিশিষ্ট 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।[৮৭৫] জারির প্রণয় (الغزل) বর্ণনার মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেওয়া আরম্ভ করেন।[৮৭৬] আখতালকে কুৎসা (الهجاء) করতে গিয়ে তাগলীব গোত্রের পূর্বপুরুষদের নিন্দা জ্ঞাপন করেন।[৮৭৭] তামীম গোত্রের সম্মান তুলে ধরে গর্ব (الفخر) প্রকাশ করেন।[৮৭৮]

- যে মন্দ কাজ করার প্রয়াস চালায়, এটি তার কর্তাকেই নিচে নামিয়ে আনে। বেড়ি পড়িয়ে তাকে একি নালায় টেনে নিয়ে যায়।

[৮৭০] আবু তাম্মাম, *نقائض جرير و الأخطل*, ১৭৮-১৮৯

[৮৭১] ألله طوقك الخلافة و الهدى * و الله ليس لما قضى تبديل

- খেলাফত ও হেদায়াত আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করেন। কসম! সেই আল্লাহ যা নির্ধারণ করেন কেউ তার পরিবর্তন ঘটাতে পারে না।

[৮৭২] كذب الأخيطل لن يسامي قرمنا * قرم أجب و غارب مجزول

- আল আখতাল মিথ্যা বলেছেন। বিচ্ছিন্ন স্কন্ধধারী নেতৃত্ব ও কুঁজবিহীন উট নিয়ে আমাদের নেতৃত্বের সাথে সে কখনোই প্রতিযোগিতা করবেনা, করতে পারবেনা।

[৮৭৩] আবু তাম্মাম, *نقائض جرير و الأخطل*, ১৮৯-১৯০

[৮৭৪] لقد جاريت يا ابن أبي جرير * عذوما ليس ينظرك المطالا

نصبت إلي نبلك من بعيد * فليس أوان تدخر النضالا

- হে জারির ! তোমরা পিতা পুত্র তো দাঁতে কামড়ে ধরে একিসাথে চলছো। কেউ তোমাদের প্রতি দৃষ্টিও প্রলম্বিত করতে পারেনা।
- দূর থেকে রচিত কবিতার মাধ্যমে তুমি আমাকে তাক করো। অথচ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময় তোমার সংরক্ষণে নেই।

[৮৭৫] আবু তাম্মাম, *نقائض جرير و الأخطل*, ১৯১-১৯৭

[৮৭৬] أوانس لم يعشن بعيش بؤس * يجددن المواعد و المطالا

لقد ذرفت دموعك يوم ردوا * لبين الحي فاحتملوا الجمالا

- কুমারীগুলি বিলাসবহুল জীবন যাপন করতো। তারা তাদের সাক্ষাতসূচি সংস্কার করে থাকে এবং বিলম্বিত করে থাকে।
- ফিরিয়ে নেওয়ার দিন গোত্রের সকলের মাঝে তোমার অশ্রু ঝরেছে। অতঃপর তারা উটের উপর বহন করে নিয়ে গেছে।

[৮৭৭] شربت الراح بعد أبي غويث * فلم تنعم لك النشوات بالا

نزت أم الأخيطل وهي نشوى * على الخنزير تحسبه غزالا

- তোমার পিতার পর তুমিও মদ্যপান করেছো। অতঃপর এ নেশাগ্রস্থ অবস্থা তোমার জন্য কখনো সুখকর হয়নি।
- নেশাগ্রস্থ অবস্থায় হরিণের ন্যায় আল আখতালের মাতা শূকরের উপর লাফিয়ে উঠলো।

[৮৭৮] أ لم تر أن عز بني تميم * بناه الله يوم بنى الجبالا

- তুমি কি বনি তামীম গোত্রের সম্মান দেখনি ? আল্লাহ তাদের জন্য আলোকিত দিন বানিয়েছেন এবং সুউচ্চ করেছেন তাদের জন্য পর্বতমালা।

Dhaka University Institutional Repository

০৫.৫.উপসংহার

জারীর ও আল-ফারাজদাক্বের মাঝে দীর্ঘ 'নাক্বা'ইদ' রচিত হলেও আল-আখতালের সাথে ফারাজদাক্বের তেমন 'নাক্বা'ইদ' রচিত হয়নি। তবে জারীর ও আল-আখতালের মাঝে রচিত হয়েছে দীর্ঘ আকারের অনেক 'নাক্বা'ইদ'। আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণে প্রত্যেকেই স্বীয় দক্ষতা ও প্রতিভা ফুঁটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তবে জারীর ফারাজদাক্ব ও আখতালের তুলনায় অধিক মাত্রায় প্রণয়ের অবতারনা করেছেন। প্রায় 'নাক্বা'ইদ'-এর মাঝেই তিনি নারী প্রাসঙ্গিকতা এনেছেন। আল-আখতাল মদ প্রাসঙ্গিকতায় প্রতিপক্ষ জারীরের তুলনায় অগ্রগামী ছিলেন। ফারাজদাক্ব গর্বের মাধ্যমে তীব্রভাবে জারীরকে আঘাত করার চেষ্টা করেছেন। জারীর ফারাজদাক্ব অশ্লীল শব্দাবলি প্রয়োগ করলেও আখতাল এ ধরনের শব্দরীতি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছেন। আখতাল মূলত রাজ দরবারে স্বীয় অবস্থান পরিপক্ব করার জন্যই কেবল প্রশংসামূলক কাব্যে মনোযোগী ছিলেন। তবে কাব্য ময়দানে টিকে থাকার জন্য সমকালীন বিখ্যাত কবি জারীরের সাথে 'নাক্বা'ইদ' যুদ্ধে জড়িত হন। জারীরের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলেও ফারাজদাক্বের সহানুভূতি পাবার আশায় ফারাজদাক্বের পক্ষাবলম্বন করেন। এমনকি ফারাজদাক্বের পক্ষ হয়ে জারীরকে আক্রমনও করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

উমাইয়্যা আমলে আরবি সাহিত্যের সকল শাখা উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করে। এই আমলে জাহেলি ও ইসলামি যুগের কাব্য বিষয় ছাড়াও নতুন বিষয় আবিষ্কৃত হয়। জাহেলী যুগের 'আসাবিয়্যাহ' এই সময়ে পুনরুত্থান লাভ করে। সাহিত্য রচনার নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়। সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যও পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রাচুর্য, প্রভাব, সম্পদ ও পুরস্কারের আশায় সাহিত্য রচিত হতে আরম্ভ করে। এ কারণে সাহিত্য খলিফাগণের দরবারেও প্রবেশ করে। রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে তাঁদের প্রোপাগান্ডায় সাহিত্য ব্যবহৃত হতে শুরু করে। এ সময়কার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের একটি হলো 'নাক্বা'ইদ'। প্রখ্যাত তিন কবি আখতাল, ফারাজদাক্ব ও জারিরের হাতে সাহিত্যের চমকপ্রদ এই শাখাটি শিল্পরূপ লাভ করে। যদিও 'নাক্বা'ইদ' উমাইয়্যা সাহিত্যে নতুন কোনো বিষয় নয়। জাহেলী যুগ থেকেই এ সাহিত্যের অস্তিত্ব প্রমাণিত।

'নাক্বা'ইদ' হলো অপর কবিকে কুৎসা করার জন্য নিন্দাজ্ঞাপক কবিতা রচনা করা। কবি এর মাধ্যমে প্রতিপক্ষ কবি এবং তাঁর গোত্রকে উপহাস করেন। সম্মান ও অবস্থান তুলে ধরে নিজেকে ও নিজের গোত্রকে নিয়ে গর্ব করেন। কাব্যের মাধ্যমে প্রতিপক্ষ কবির প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। দ্বিতীয় কবি আবশ্যিকভাবে প্রথম কবির মাত্রা, ছন্দ ও অন্ত্যমিলকে অনুসরণ করেন। নিন্দাজ্ঞাপক কিংবা গর্বমূলক বর্ণনা করে বা এ ধরনের চিত্রাবলি অঙ্কন করে প্রথম কবির উদ্দেশ্যকে প্রত্যাখ্যান করেন। অন্যভাবে বলা যায় যে, বিষয়, ছন্দ ও অন্ত্যমিলের ঐক্য বজায় রেখে কোনো কবি কর্তৃক অপর কোনো কবির বিপরীতে রচিত الهجاء। কবিতাকে 'النقائض' বলে।

খ্রিষ্টপূর্বে গ্রিক নাট্যকার অ্যারিসটোফ্যান, দার্শনিক সক্রেটিস (মৃ. ৩৯৯ খ্রিষ্টপূর্ব) এবং রোমান কবি হোরেস (মৃ. ৮ খ্রিষ্টপূর্ব) Satirical সাহিত্যের সূত্রপাত করেন। রোমানরা এ ধরনের সাহিত্যকে 'Satura' বলতেন। খ্রিষ্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে কবি জোভেনাল (মৃ. খ্রি. ২য় শতাব্দী) কর্তৃক এ সাহিত্য আরো উন্নতি লাভ করে। বিষয় ও উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে আরবি সাহিত্যের 'نقائض' স্যাটেরিক্যাল কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আরবি সাহিত্যে 'نقائض' জাহেলি যুগে উৎপত্তি লাভ করে। জাহেলি যুগ থেকেই এটি একটি কাব্যিক বিষয় ছিল। তৎকালীন বিখ্যাত কবি হারিস ইবনু আব্বাদ (মৃ. ৫৭০ খ্রি.) ও আল-মুহালহিল ইবনু রাবি'য়ার (মৃ. ৫৩৫ খ্রি.) মধ্যে 'نقائض' রচিত হয়।

প্রখ্যাত জাহেলি কবি ক্বাইস ইবনু জুহাইর (তা. বি.), আল হারিস ইবনু জালিম (মৃ. ৬০০ খ্রি.), জুহাইর ইবনু জাজিমাহ আল আবাসি (তা. বি), খালেদ ইবনু জা'ফর আল-কিলাবীর (মৃ. ৫৯৫ খ্রি.), 'আমের ইবনু তুফাইল (মৃ. ৬৩০ খ্রি.), যায়েদ আল-খাইল (মৃ. ১০ হি.), 'আছিম ইবনু 'আমর (মৃ. ৭০ হি.), আহিয়্যাহ ইবনু জালাহ আল আউসি (মৃ. ৪৯৭ খ্রি.), ইমরুল ক্বায়েস (মৃ.

Dhaka University Institutional Repository

৫৪৪ খ্রি.), ছুবাই ইবনু 'আউফ (তা. বি.), খুফাফ ইবনু উমাইর আস-সালেমি (তা. বি.) ও আব্বাস ইবনু মিরদাস (মৃ. ৬৩৯ খ্রি.) প্রমুখ কবিগণ 'নাক্বা'ইদ' কাব্য রচনা করেন।

ইসলামি যুগে মুসলিম ও অমুসলিম কবিগণের মাঝে 'নাক্বা'ইদ' রচিত হয়। মুসলিম কবি হাস্‌সান বিন সাবিত (মৃ. ৬৭৪ খ্রি.), কা'ব ইবনু মালিক (মৃ. ৫১ হি.) ও আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহাহ (মৃ. ৬২৯ খ্রি.) ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে কাফেরদের বিপক্ষে নিন্দাজ্ঞাপক 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। অমুসলিম কবিদের মাঝে আব্দুল্লাহ ইবনু যি'বারী (তা. বি), যাবারকান ইবনু বাদার (মৃ. ৬৬৫ খ্রি.) ও কা'ব বিন আশরাফ (মৃ. ৬২৪ খ্রি.) প্রমুখ কবিগণ 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।

রাসুল (স.) কুৎসামূলক 'নাক্বা'ইদ' রচনার মাধ্যমে কাফেরদের প্রতিহত করার আদেশ দিলে মুসলিম কবিগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে কুৎসামূলক 'নাক্বা'ইদ' রচনা করতে আরম্ভ করেন। এমনকি রাসুল (স.)-এর বাণী অনুযায়ী এটা প্রমাণিত যে, কুৎসামূলক 'নাক্বা'ইদ' রচনায় হাস্‌সান বিন সাবিত (রা.)-কে জিবরাঈল (আ.)-এর মতো ফেরেশতা সহায়তা দান করেন। 'নাক্বা'ইদ'-এ সফল হতে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য রাসুল (স.) হাস্‌সান বিন সাবিত (রা.)-কে আবু বকর (রা.)-এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। রাসুল (স.)-এর ওফাতের পর রিদ্দার যুদ্ধ ও তৎপরবর্তী সময়ে 'নাক্বা'ইদ' রচিত হয়েছে। তবে এর পরবর্তী সময়ে এবং উসমান (রা.)-এর খেলাফতের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে 'নাক্বা'ইদ' তৎপরতা হ্রাস পায়। উসমান (রা.)-এর খেলাফত পরবর্তী সময়ে স্বল্প বিস্তর 'নাক্বা'ইদ' রচিত হয়। ওয়ালিদ ইবনু উক্ববাহ (মৃ. ৬৮০ খ্রি.) ও আল-ফাদাল ইবনু 'আব্বাস ইবনু আবি লাহাব (মৃ. ৭১৫ খ্রি.) কবিদ্বয় এ সময় 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। আলি ইবনু আবি তালিব (রা) ও মু'আবিয়া (রা.)-এর মধ্যকার খেলাফতকে কেন্দ্র করে কা'ব ইবনু জু'আইল (তা. বি.) ও নাজ্জাশি (তা. বি.)-এর মাঝে 'নাক্বা'ইদ' রচিত হয়।

হিজরি প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের পূর্ব পর্যন্ত 'نقائض' সাহিত্য গণমানুষের কাছে অপরিচিত ছিল। উমাইয়্যা যুগে সর্বস্তরের মানুষ জারির, আল-আখতাল ও আল-ফারাজদাক্বের মাধ্যমে এ পরিভাষাটির সাথে পরিচিত হয়। এ যুগে সর্বপ্রথম জারিরের সাথে গাচ্ছান আল-সালিতী (মৃ. ১০০ হি./৭৮১ খ্রি.) ও আল-বা'ইসের (মৃ. ১৩৪ হি.) মধ্যকার কুৎসা রচনা ও এর প্রত্যুত্তর রচনার মাধ্যমে উমাইয়্যা যুগে 'نقائض'-এর পুনঃসূচনা হয়। আধুনিক যুগে প্রাচ্যবিদ অধ্যাপক এন্টোনি এ্যাশলি ব্যাভান (১৮৫৯-১৯৩৩ খ্রি.) খ্রিষ্টীয় ১৯০৫-১৯১২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সর্বপ্রথম ' نقائض جرير و فرزدق' আবিষ্কার করেন। এরপর আন্তোন ছালিহান আল-ইউসু'য়ী (১৮৪৭-১৯৪১ খ্রি.) ১৯২২ সালে 'نقائض جرير و الأخطل' আবিষ্কার করেন। তাদের এ আবিষ্কারের ফলে অনারব সাহিত্যিকদের নিকট 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্য পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করে।[৮৭৯]

[৮৭৯] আহমাদ আল শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي* , (মিশর : কায়রো, মাকতাবাহ আন নাহদাহ আল মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি. ৮ম সংস্করণ) : ৫-৮

Dhaka University Institutional Repository

জাহেলি, ইসলামি ও উমাইয়্যা তিন যুগেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ও বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে রচিত হয় 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্য। গর্ব (الفخر), ও কুৎসা (الهجاء) হলো জাহেলি যুগে 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যের প্রধান বিষয়। তাছাড়া শোকগাথা (الرثاء), বংশগৌরব (النسيب), রাজনীতি (السياسة) ও প্রশংসা (المديح) ইত্যাদি বিষয়ও তৎকালীন 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যে পাওয়া যায়। ইসলামি যুগে গর্ব (الفخر), উৎসাহ ও উদ্দীপনা (التحريض), উপদেশাবলি (النصيحة), বংশগৌরব (النسيب), রাজনৈতিক 'নাক্বা'ইদ' (النقائض السياسية), কুৎসা (الهجاء), বীরত্বগাথা (الحماسة), প্রশংসা (المدح), শোকগাথা (الرثاء), বর্ণনামূলক (الوصف) ও ভীতিপ্রদর্শন (تهديد) ইত্যাদি বিষয়ে 'নাক্বা'ইদ' রচিত হয়। উমাইয়্যা যুগে গর্ব (الفخر), কুৎসা (الهجاء), প্রশংসা (المديح), রাজনীতি (السياسة), বংশগৌরব (النسيب), শোক (الرثاء), মদকেন্দ্রিক 'নাক্ব'ইদ' (خمريات) 'নাক্বা'ইদ' রচিত হয়।

জাহেলি যুগের তৎকালীন সময়ের প্রকৃতি ও পরিবেশের আবহে রচিত হয় 'নাক্বা'ইদ'। যা ছিল সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিমতা বিবর্জিত। তবে এতে অনর্থক বিষয় ও স্বল্প পরিসরে অশ্লীলতার প্রয়োগ পাওয়া যায়। ইসলামি যুগে মুসলমানদের সম্পৃক্ততায় 'নাক্বা'ইদ' অগ্রহণযোগ্য, অনর্থক ও অশ্লীল বিষয়াবলি থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামি ভাবধারায় রচিত হতে থাকে। এই সময়ে রচিত হয় অশ্লীলতামুক্ত পবিত্র 'নাক্বা'ইদ'। হাচ্ছান বিন ছাবিত (রা.), কা'ব বিন মালিক (রা.) ও 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহাহ (রা.) ছিলেন এ যুগের 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি।

উমাইয়্যা যুগের সাহিত্যে ইসলামি যুগের শিষ্টাচার বর্জন করা হয়। এমনকি জাহেলি যুগের অশ্লীলতাও এই যুগে অতিক্রান্ত হয়। এ যুগেই প্রথম উপহার উপঢৌকন ও অর্থ লাভের আশায় সাহিত্য রচিত হয়। অনেকে রাজনৈতিক সুবিধা লাভ ও খলিফার আস্থা অর্জন কিংবা রাজদরবারে গমনাগমনের সুযোগ লাভের মানসে ক্ষমতাশীলদের সমর্থন ও প্রোপাগান্ডামূলক সাহিত্য রচনা করেন।

এ যুগের বিখ্যাত তিন কবি জারির, ফারাজদাক্ব ও আখতালের মাঝে রচিত হয় দীর্ঘ 'নাক্বা'ইদ'। জারির ও ফারাজদাক্বের মাঝে দীর্ঘ ৪০ বছরেরও অধিক সময়ব্যাপী 'নাক্বা'ইদ' যুদ্ধ চলে। কখনো তিনজনের প্রত্যেকেই একে অপরকে আক্রমণ করে 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন। আবার কখনো ফারাজদাক্ব ও আখতাল দুজনে মিলে জারিরকে আক্রমণ করে 'নাক্বা'ইদ' রচনা করেন।

উমাইয়্যা যুগের 'নাক্বা'ইদ'-এ আখতাল, ফারাজদাক্ব ও জারিরের অবদান সর্বজনস্বীকৃত। আখতাল একজন অমুসলিম কবি ছিলেন। ইসলাম ধর্মের প্রতি আগ্রহ না থাকলেও এ ধর্মের প্রতি তার তেমন কোনো বিদ্বেষ বা বিরাগ পরিলক্ষিত হয়নি। তাঁর বর্ণনামতে কেবল মদের নেশা ও রমজানের রোজার ভীতি তাকে ইসলাম থেকে দূরে রেখেছিলো। প্রখর মেধা ও প্রতিভার কারণে 'নাক্বা'ইদ' ছাড়াও সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। উন্নত প্রশংসামূলক কাব্যের জন্য অমুসলিম হয়েও মুসলিম খলিফাদের রাষ্ট্রীয় কবিতে পরিণত হয়েছিলেন। ফলে পুরস্কার ও

Dhaka University Institutional Repository

উপঢৌকনে অনেক সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। মদের নেশা ও বাল্যকালে মাতা হারানোর কারণে শিশুকাল থেকেই তার মাঝে হৃদ্যতা হ্রাস পেতে থাকে। আর এ কারণেই রাসুল (স.)-এর সাহাবিগণের বিপক্ষে নিন্দা কাব্য রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পূর্বপুরুষদের নানা কৃতিত্ব ও ঐতিহ্যের কারণে আল-ফারাজদাক্ব সকলের কাছে অনেক সম্মানের পাত্র ছিলেন। অধিকন্তু প্রখর মেধা, অসাধারণ কাব্য প্রতিভা ও বিচক্ষণতা ছিলো তার জন্য সোনায় সোহাগা। বাল্যকালে পিতা কর্তৃক আলি (রা.)-এর দরবারে নিয়ে যাওয়া হলে খলিফা (রা.) তার মেধা ও কাব্য প্রতিভা প্রত্যক্ষ করে তাকে কুরআন মুখস্থ করার নির্দেশ দেন। কাব্য রচনায় প্রভাব সৃষ্টিকারী যে সকল উপাদান ফারাজাদক্বের ছিলো তা আর কোনো কবির মাঝে ছিলো না। বসরা শহরে বাল্যকাল অতিবাহিত করায় ছোট বয়স থেকেই তার মাঝে উন্নত স্বভার ও সুন্দর চরিত্র ফুটে উঠতে থাকে। মুসলিম হওয়ায় আখতাল থেকে অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন, আবার সম্পদশালী হওয়ায় জারির থেকে অধিক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেন। আমৃত্যু জারিরের সাথে 'নাক্বা'ইদ' যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছিলেন। 'নাক্বা'ইদ' ছাড়াও অন্যান্য কাব্য বিষয়ে দক্ষতা দেখিয়েছেন। প্রশংসাজ্ঞাপক কাব্যের জন্য উমাইয়্যা খলিফাগণের আস্থাভাজন কবিতে পরিণত হয়েছিলেন।

কাব্য দক্ষতা জারির পৈত্রিকসূত্রে লাভ করেন। তাঁর পিতাও একজন কবি ছিলেন। আরবের বেদুইন গ্রামে বাল্যকাল অতিবাহিত করেন। প্রতিপক্ষের সাথে কাব্য যুদ্ধে টিকে থাকার জন্য বেদুইন গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি জমান। অনেক কবি তার সাথে কাব্য যুদ্ধে জড়ালেও কেবল ফারাজদাক্ব ও আখতাল ছাড়া কেউ তার সাথে টিকতে সক্ষম হননি। তদুপরি একাই দুই শক্তিশালী প্রতিপক্ষ আখতাল ও ফারাজদাক্বের সাথে কাব্য যুদ্ধ চালিয়েছেন। আখতাল ও ফারাজদাক্ব দুই কবি মিলে এক জারিরের সাথে কাব্য যুদ্ধ চালিয়েছেন। কখনো জারিরের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য আখতাল ফারাজদাক্বকে আবার ফারাজদাক্ব আখতালকে সহায়তার হাত প্রসারিত করে দিয়েছেন। ফারাজদাক্বের মতো পারিবারিক ঐতিহ্য ও অঢেল সম্পদের মালিক না হয়েও অসাধারণ মেধা ও প্রখর কাব্য প্রতিভা দিয়ে আখতাল ও ফারাজদাক্বকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছেন।

উমাইয়্যা যুগের পর এ সাহিত্য তৎপরতা নিষ্প্রভ হয়ে যায়। জারির, ফারাজদাক্ব ও আখতালের মতো দক্ষ, বিচক্ষণ ও প্রতিভাবান কবির অভাবে আর রচিত হয়নি এবং হচ্ছে না আরবি সাহিত্যের চমৎকার এ কাব্য বিষয়। কবিত্রয়ের রচিত এ 'নাক্বা'ইদ' সাহিত্য আরবি সাহিত্যপ্রেমী পাঠকদের জন্য এক অমূল্য রতন হিসাবে চিরদিন স্বীকৃত থাকবে। আল্লাহ তাদেরকে ও সকল আরব কবিকে ক্ষমা করে দিন। আমিন।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১ হান্না আল-ফাখুরী, *الجامع في تاريخ الأدب العربي* (লেবানন : বৈরুত, ১৯৮৬, দারুল জীল, ১ম সংস্করণ)

২ হান্না আল-ফাখুরী, تاريخ الأدب العربي, (লেবানন : বৈরুত, ১৯৫৩, মাতবা'আতুল বুলিস, ২য় সংস্করণ)

৩ আহমাদ নাজীব, *اختلاف الشعر بين العصر الأموي و العصر العباسي الأول* (২০০৮)

৪ জুরজি যায়দান, *تاريخ الأدب اللغة العربية* (লেবানন: বৈরুত, ১৯৯৬, দারুল ফিকির)

৫ মুহাম্মদ আল-জুনাইদি জাম'আহ, *الأدب العربي و تاريخه في العصر الجاهلي* (মুত্বাবি'উর রিয়াদ: রিয়াদ, ১৯৫৮)

৬ আবু আবদুল্লাহ আল-হুসাইন ইবনু আহমাদ আল-যাওযানী, *شرح المعلقات السبع* (লাজনাত আল-তাহক্বীক ফী দারিল 'আলামিয়্যাহ, ১৯৯২)

৭ খলিল আল-খুরী, *ديوان أنترة* , (মাজালিছ মা'আরিফ বিলায়াহ, ১৮৯৩, সংস্করণ-৪র্থ)

৮ আহমাদ হাছান আল-যাইয়াত, *تاريخ الأدب العربي* (মিশর: কায়রো, দারুন নাহদ্বাহ)

৯ ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *التطور و التجديد في الشعر الأموي* , (কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৭, ৮ম সংস্করণ)

১০ লু'ই মাওফিক্ব আলহাজ্ব 'আলী, *صورة المهجو في الشعر النقايض* (জামি'আ জারাশ, হাযীরান, ২০১৫)

১১ আর. এ নিকলসন, *A Literary History of Arabs,* (ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৩ খ্রি.)

১২ ইবনু রাশিক্ব আল-ক্বাইরাওয়ানী, *العمدة* , (মিশর : কায়রো, ১৯২০, খণ্ড - ১)

১৩ ডক্টর মুহাম্মদ আবু রাবি'য়, *في تاريخ الأدب العربي القديم* , (জর্ডান : আম্মান, ১৯৯০, দারুল ফিকর)

১৪ *The Cambridge History of Arabic Literature,* (ভলিউম - ১, উমাইয়্যা কবিতা, অধ্যায় - ২০)

১৫ আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي* , (মিশর : কায়রো, মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি., ৮ম সংস্করণ, খ-১)

১৬ *الأدب العربي و تاريخه لسنة الأولى السنوية* , (জামি'আতুল ইমাম মুহাম্মদ ইবনু সাউদ আল-ইসলামি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সৌদি আরব, ১৪৩৭ হি.)

১৭ সালাহ তাইয়ুব, *موسوعة التاريخ الإسلامي*, (দারুল উসামাহ, ২০০৯)

১৮ হাসান খামিছ আল-মালিহী, *الأدب و النصوص لغير الناطقين بالعربية*, (জামি'আ আল মুলক আল-সাউদ, সৌদি আরব, ১৯৮৯)

১৯ 'আবদুল মালিক আল-মা'আরিফ ইবনু হিশাম (মৃ:২১৮ হি.), *السيرة النبوية* , তাহক্বীক্ব, মুহাম্মদ

Dhaka University Institutional Repository

কুতুব, মুহাম্মদ বালতাহ, (লেবানন : বৈরুত, মাকাতাবতুল 'আসাবিয়্যাহ, ২০০৫, খ-৩)

২০ ড. শাওক্বী দ্বায়ফ, *تاريخ الأدب العربي، الأثر الإسلامي* , (মিশর : কায়রো, দারুল মা'আরিফ, খণ্ড-২, ৭ম সংস্করণ)

২১ *A Concept of Satire and its Devdopment in Umayyad Period*

২২ রাজ কিশোর সিং, *Humour, Irony and Satire in Literature, IJEL*, (নেপাল : কাঠমুন্ডু, ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়, খণ্ড-৩, অক্টোবর ২০১২)

২৩ মুহাম্মদ ইবনু মুকার্‌রাম আল-আনসারী ইবনু আল-মানজুর (মৃ-৭১১ হি.), *لسان العرب* , (লেবানন : বৈরুত, খণ্ড-৭)

২৪ আহমদ মাত্বলুব, *معجم المصطلحات البلاغية و تطورها*, (লেবানন : বৈরুত, ২০০০)

২৫ হাফিজ মোঃ নজরুল ইসলাম, Concept of Satire and Its Development during Umayyad Period , *International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)* , স্কলার পাবলিকেশন্স, করিমগঞ্জ, আসাম, ভারত ৩, নং ২ (নভেম্বর ২০১৫)

২৬ রাজ কিশোর সিং, Humour, Irony and Satire in Literature, *International Journal of English and Literature*, নেপাল : কাঠমুন্ডু, ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয় ৩, নং ৪ (অক্টোবর ২০১২)

২৭ লে বফ মেগ্যান, *The Power of Ridicule : An Analysis of Satire*, (আইসল্যান্ড : রড বিশ্ববিদ্যালয়, ২৭ এপ্রিল ২০০৭)

২৮ সালাহ রউক্ব, *الأدب الأموي* , (মাকাতাবাতুল ক্বাহেরা, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫খ্রি.)

২৯ ছালাহুদ্দিন আল-হাদী, *اتجهات في الشعر العصر الأموي*, (দারুস সাক্বাফাতিল 'আরাবিয়্যাহ)

৩০ 'আবদুর রহমান আল-ওয়সীফি, *النقائض في الشعر الجاهلي*, (মিশর : কায়রো, মাকতাবাতুল আদাব. ১ম সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি.)

৩১ ফিলিপ গ্যামবন, *Satire in the 18th Century*, (বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাকাডেমি)

৩২ আলী আহমাদ হুসেইন, The Formatives Age of Naqa'id Poetry : Abu Ubayda`s Naqa`id Jarir wa-l-Farazdaq , *Jerusalem Studies In Arabic And Islam ৩৪*, হাইফা বিশ্ববিদ্যালয় (জানুয়ারী ২০০৮)

৩৩ আহমাদ আল-শাইব, *تاريخ النقائض في الشعر العربي* , (মিশর : কায়রো, মাকতাবাহ আন-নাহদাহ আল-মিশরিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি. ৮ম সংস্করণ, খ-১)

৩৪ নু'মান মুহাম্মদ আমিন ত্বহা, *السخرية في الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري*, (মিশর : কায়রো, দারুত তাওফীক্বিয়্যাহ, ১৯৭৮খ্রি., ১ম সংস্করণ)

৩৫ আবুল ফারাজ 'আলী ইবনুল হুসাইন আল-উমাভী আল-আসফাহানী (মৃ: ৩৫৬ হি.), তাহক্বীক্ব-আবদুল ছাত্তার আহমাদ আল-ফারাজ, *كتاب الأغاني*, (লেবানন : বৈরুত, দারুস সাক্বাফাহ, ১৯৯০ খ্রি., ৮ম সংস্করণ, খণ্ড-১৭)

৩৬ 'আলী ইবনু মুহাম্মদ ইবনুল জারযী ইবনুল আসীর (মৃ:৬৩০ হি.), *الكامل في التاريخ* ,(লেবানন : বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৫ খ্রি., খ-১)

Dhaka University Institutional Repository

৩৭ মুহাম্মদ ইবনু সালাম আল-জুমাহী (মৃ:২৩১ হি.), তাশরীহ-মাহমুদ মুহাম্মদ শাকির, (মিশর : কায়রো, দারুল মাদানী, খ-১)

৩৮ আবু 'উবাইদাহ মা'মার ইবনু আল-মুছান্না, ওয়াদ্বিহ আল-হাওয়াশী, খলিল ইমরান আল-মানসূর, *كتاب النقائض* , (লেবানন : বৈরুত, দারুল কুতুব আল 'ইলমিয়্যাহ , ১ম সংস্করণ, খ-১, ১৪১৯ হি.)

৩৯ ড. নূরী হামূদী আল-ক্বাইসী, *ديوان زيد الخيل الطائي*, (মাত্ববা'আতুন নু'মান, খ-২)

৪০ 'আলি 'আউদাহ সালিহ আল-সাওয়া'ঈর, *شعر النقائض في عصر صدر الإسلام*, (কুল্লিয়াতুত দিরাসাতিল 'উলইয়া, জর্ডান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১খ্রি.)

৪১ আবু তাম্মাম (মৃ- ২৩১হি/৮৪৫খ্রি.), আনতুন ছালিহানী আল-ইউসুঈয়ি, *نقائض جرير و الأخطل*, (লেবানন : বৈরুত, ১৯২২ খ্রি.)

৪২ মুহাম্মদ ইবনু সালাম আল-জুমাহী, *طبقات فحول الشعراء* , তাহক্বীক্ব-মাহমুদ মুহাম্মদ শাকির, (মিশর : কায়রো, দারুল মাদানী, খ-১)

৪৩ *Arabic Poetry And The Oral-Formulaic Theory*

৪৪ ঈলিয়া হাবী, *الأخطل(٦٤٠-٧١٠م) في سيرته و نفسيته و شعره*, (লেবানন : বৈরুত, দারুস সাক্বাফা, ২য় সংস্করণ, ১৯৮১ খ্রি.)

৪৫ ডক্টর উমর ফারুখ, *تاريخ الأدب العربي*, (লেবানন : বৈরুত, দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ৪র্থ সংস্করণ, খ-১)

৪৬ 'উমর ফারুখ, *تاريخ الأدب العرب القديم*, (লেবানন : বৈরুত, দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ২য় সংস্করণ, খ-১)

৪৭ F.I.*al-Bustani Al-Farazdaq Ahaji wa Mafakhir: Ar-RawaT,* (Beirut, Vol. 38. 2nd Blition. Al-Matba'at al-Kathulikiyyah, 1955)

৪৮ *Dawan al-Farazdaq, (ed)* করম আল-বুসতান, (লেবানন : বৈরুত, দারুস সাদীর, দারুল বৈরুত, ১৯৬০, ভলিউম-১)

৪৯ আবুল ফারাজ 'আলী ইবনুল হুসাইন আল-উমাভী আল-আসফাহানী (মৃ:৩৫৬ হি.), *كتاب الأغاني*

৫০ *الأخطل و ديوانه*, (খণ্ড-১৭)